VHP 52

V.H.P.
S-2

ংতন্ত্রকোষঃ

বৃহৎ তন্ত্রকোষঃ

শ্রী কালী প্রসন্ন বিদ্যারত্ন



পণ্ডিত—শ্রীকালিপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন।

সানুবাদ-

বৃহত্তন্ত্রকোষঃ

শিবসংহিতা, ঘেরণ্ডসংহিতা, মার্কণ্ডেয়পুরাণ প্রভৃতির
অনুবাদক।

যশোহর-মল্লীকপুরনিবাসী
শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য
কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও ভাষান্তরিত।

তৃতীয় সংস্করণ।

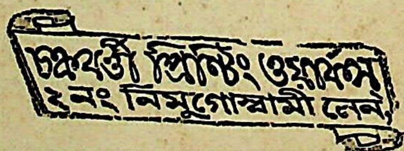
বিদ্যারত্নোপাধিক—
পণ্ডিত—শ্রীকালীপ্রসন্ন সমাজদ্বার কর্ত্তৃক
পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত।

"অন্যান্যশাস্ত্রেষু বিনোদমাত্রং
ন তেষু কিঞ্চিদ্ ভুবি দৃষ্টমস্তি।
চিকিৎসিতজ্যোতিষতন্ত্রবাদাঃ
পদে পদে প্রত্যয়মাবহন্তি ॥"

সন ১৩৩৭ সাল।

মূল্য ~~সাড়ে দেড় টাকা~~।

প্রকাশক—
শ্রীঅধরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
"তারা-লাইব্রেরী"
১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড,
কলিকাতা।



ভূমিকা।

জগতীতলে যতপ্রকার শাস্ত্র আছে, তন্ত্রশাস্ত্র তাহার মধ্যে সর্ব্ব প্রধান ও আশু-প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। যেমন সুরগণের মধ্যে বিষ্ণু, হ্রদের মধ্যে সাগর, নদীর মধ্যে গঙ্গা, পর্ব্বতের মধ্যে হিমালয়, বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ, নৃপতির মধ্যে দেবরাজ, দেবীর মধ্যে দুর্গা এবং বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ; সেইরূপ যাবতীয় শাস্ত্রের মধ্যে তন্ত্রশাস্ত্রই সর্ব্বোত্তম সন্দেহ নাই। এই তন্ত্রশাস্ত্রের ক্ষমতাবলেই পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণ ও ঋষিরা অত্যদ্ভুত ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া সর্ব্বোপরি প্রাধান্য লাভ করিয়া গিয়াছেন। তন্ত্রোক্ত নিয়মের অনুবলেই পূর্ব্বতম যোগী প্রভৃতি মহাত্মারা হোমাদি প্রক্রিয়া দ্বারা প্রত্যক্ষ ফল প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ইহারই প্রসাদে কেহ কেহ মহাপুরুষ ও শিব-স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াবলে নির্ধনের ধন, অপুত্রের পুত্র, অজ্ঞানীর জ্ঞান এবং রোগীর রোগমুক্তি হইয়া থাকে। ইহার প্রণালীমতে কার্য্য করিলে সর্ব্বেশ্বর পরমেশ্বর পর্য্যন্তও সিদ্ধ হইয়া থাকেন সন্দেহ নাই। তন্ত্রকথিত নিয়মানুসারে যোগসাধন করিলে মানবগণ অনায়াসে অমরত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে। কি দেবতা কি নায়িকা কি যক্ষিণী প্রভৃতি সকলেই তন্ত্রোক্ত নিয়মে বশীভূত হন, সুতরাং এমন কোন কার্য্য নাই যাহা সাধকের পক্ষে অসাধ্য হইতে পারে। যাহাতে দেবতাসংস্থান, গুরুনির্ণয়, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমধর্ম্ম, পূজাপদ্ধতি, গুপ্তমন্ত্র, যন্ত্র, স্তব, কবচ, চক্র, কুণ্ড, স্ত্রীপুরুষলক্ষণ, যোগ, শৌচাশৌচ, ব্রত, পুরাণ, রাজধর্ম্ম, দানধর্ম্ম, ব্যবহার, আত্মনির্ণয় প্রভৃতি বর্ণিত আছে; তাহাকেই তন্ত্রশাস্ত্র বলা যায়। দেবদেব মহাদেব ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্য ভিন্ন ভিন্নরূপে তন্ত্রশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। আমি বহুযত্নে ও বহুকষ্টে বহুদিন হইতে সেই সমস্ত তন্ত্রশাস্ত্র হইতে সারভাগসকল সঙ্কলন পূর্ব্বক পূজ্যপাদ শ্রীলশ্রীমন্মহোপাধ্যায় কৃষ্ণচন্দ্র ব্রহ্মচারী, যাঁহার কীর্ত্তি

লাহোর অম্বালা ফিরোজপুর ও প্রয়াগে অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে, সারতত্ত্বচিন্তামণি-প্রণেতা ৺শ্যামাচরণ ব্রহ্মচারী ও বারাণসীবাসী স্বর্গীয় পূর্ণানন্দ অবধূতাচার্য্য মহোদয়কে প্রদর্শন করাতে তাঁহারা রীতিমত সংশোধন পূর্ব্বক আরও অনেকগুলি আবশ্যকীয় বিষয় সন্নিবেশিত করিয়া দেন। আমি এ যাবৎ অনেক কারণে ইহা প্রকাশিত করিতে পারি নাই; এক্ষণে পরমশ্রদ্ধাস্পদ মঙ্গলভাজন শ্রীযুক্ত বাবু গণেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় নিজব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া আমার চির-আশা পরিপূর্ণ করিলেন। এখন সাধারণের নিকট প্রার্থনা যে, রত্নভাণ্ডার তন্ত্রকোষ খানি গ্রহণ করিলেই আমি কৃতার্থম্মন্য হইব কিমধিকমিতি।

মল্লীকপুর-নিবাসিনঃ
বন্দ্যঘটীয়—শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্নস্য।

সূচীপত্রম্।

সূচীপত্রং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণোজয়তি।

সানুবাদ-

বৃহত্তন্ত্রকোষঃ।

প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

মঙ্গলাচরণম্।

যদেকং নিষ্কলং ব্রহ্ম ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনম্।
কারণং পরমং গুহ্যং তং নমামি শিবং শিবম্॥
যৎপ্রসাদাদ্ভবেন্মুক্তির্যঃ সাক্ষাৎ পরম শিবঃ।
কারণং সর্ব্বসিদ্ধেশ্চ তং গুরুং প্রণমাম্যহম্॥ ১

যিনি ব্যোমাতীত, নিরঞ্জন, নিষ্কল ব্রহ্ম এবং যিনি পরম গুহ্য কারণ-স্বরূপ, সেই মঙ্গলময় মহেশ্বরকে প্রণাম করি। যাঁহার প্রসাদে মুক্তি-লাভ হয়, যিনি সাক্ষাৎ পরম শিবস্বরূপ এবং যিনি সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধির একমাত্র কারণ, আমি সেই গুরুদেবকে নমস্কার করি॥ ১

মূঢ়ানাং হতচিত্তানাং তত্ত্বজ্ঞানোপলব্ধয়ে।
সংগৃহ্য তন্ত্রকোষোঽয়ং সংক্ষেপাদুচ্যতে ময়া॥ ২

যাহারা মূঢ় এবং অজ্ঞানোপহতচিত্ত, তাহাদিগের অন্তরে তত্ত্বজ্ঞান সমুদিত করিবার জন্য আমি সংক্ষেপে এই তন্ত্রকোষ কীর্ত্তন করিতেছি ॥ ২

তত্র তন্ত্রং মহানীলং ভৈরবং ভূতডামরং।
মুণ্ডমালাং ব্রহ্মজ্ঞানং ব্রহ্মযামলমেব চ ॥
নীলতন্ত্রং বৃহন্নীলং পিচ্ছিলাং ভৈরবীং তথা।
দত্তাত্রেয়সংহিতাঞ্চ তন্ত্রং মহিষমর্দ্দিনীম্ ॥
যোগসারং যাজ্ঞবল্ক্যং বর্ণোদ্ধৃতিং তথৈব চ।
শক্তিকাগমসর্ব্বস্বং মাতৃকাভেদতন্ত্রকম্ ॥
গৌতমীয়ং বারাহীঞ্চ যোগিনীং পরমাদ্ভুতম্।
বামকেশ্বর-তন্ত্রঞ্চ শক্তিসঙ্গমতন্ত্রকম্ ॥
ফেৎকারিণীং মহাতন্ত্রং কামাখ্যাতন্ত্রমেব চ।
কঙ্কালমালিনীঞ্চৈব চীনাচারক্রমন্তথা ॥
রামার্চ্চনচন্দ্রিকাঞ্চ যোগিনীহৃদয়ং তথা।
শিবসর্ব্বেশ্বরঞ্চৈব রুদ্রযামলতন্ত্রকম্ ॥
বীরভদ্রং তথা তন্ত্রং রাজরাজেশ্বরীং তথা।
দক্ষিণামূর্ত্তিতন্ত্রঞ্চ রাধাতন্ত্রমনুত্তমম্ ॥
মালিনীবিজয়ঞ্চৈব শাবরঞ্চেন্দ্রজালকম্।
কৃকলাসদীপিকাঞ্চ স্কন্দজামলমুত্তমম্ ॥
যক্ষিণীং রেবতীং যোনিং তোড়লং বীরতন্ত্রকম্।
যোগস্বরোদয়ঞ্চৈব বৃহদ্‌যোনিমতঃ পরম্ ॥
অষ্টাবক্র-সংহিতাঞ্চ লতাসারকমেব চ।
কুলমূলাবতারঞ্চ কুলোড্ডীশং কুলার্ণবম্ ॥

সম্মোহং পরমং তন্ত্রং কল্পসূত্রমতঃ পরং।
নারদীয়ং মহাতন্ত্রং তন্ত্রং নারায়ণীয়কম্॥
পুরশ্চাররসোল্লাসং বীজচিন্তামণিং তথা।
ডামরঞ্চ মহাতন্ত্রং মহানির্ব্বাণনির্ব্বাণৌ॥
মাতৃকোদয়তন্ত্রঞ্চ হংসাদ্যং পরমেশ্বরম্।
শৈবং পরমগুহ্যঞ্চ শুভাং পঞ্চদশীং তথা॥
মহাকালসংহিতাঞ্চ বিশ্বসারমনুত্তমম্।
ঊর্দ্ধাম্নায়ং মহাতন্ত্রং তারারহস্যমেব চ॥
শ্রীশ্যামারহস্যঞ্চৈব আকাশভৈরবং পরম্।
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানি সংগৃহ্য বিবিধানি চ।
রত্নান্যেভ্যঃ সমাহৃত্য তন্ত্রকোষঃ প্রতন্যতে॥ ৩

মহানীলতন্ত্র, ভৈরবতন্ত্র, ভূতডামর, মুণ্ডমালা, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মযামল, নীলতন্ত্র, বৃহন্নীল, পিচ্ছিলা ভৈরবী, দত্তাত্রেয়সংহিতা, মহিষমর্দ্দিনীতন্ত্র, যোগসার, যাজ্ঞবল্ক্য, বর্ণোদ্ধৃতি, শক্তিকাগমসর্ব্বস্ব, মাতৃকাভেদ, গৌতমীয়, বারাহীতন্ত্র, যোগিনী, বামকেশ্বরতন্ত্র, শক্তিসঙ্গমতন্ত্র, ফেৎকারিণী, কামাখ্যা-তন্ত্র, কঙ্কালমালিনীতন্ত্র, মহাচীনাচারক্রম, রামার্চ্চনচন্দ্রিকা, যোগিনীহৃদয়, শিবসর্ব্বেশ্বর, রুদ্রযামল, বীরভদ্রতন্ত্র, রাজরাজেশ্বরীতন্ত্র, দক্ষিণামূর্ত্তিতন্ত্র, রাধাতন্ত্র, মালিনীবিজয়, শাবর, ইন্দ্রজাল, কৃকলাসদীপিকা, স্কন্দজামল, যক্ষিণীতন্ত্র, রেবতীতন্ত্র, যোনিতন্ত্র, তোড়ল, বীরতন্ত্র, যোগস্বরোদয়, বৃহদ্-যোনি, অষ্টাবক্রসংহিতা, লতাসারতন্ত্র, কুলমূলাবতার, কুলোড্ডীশ, কুলার্ণব, সম্মোহনতন্ত্র, কল্পসূত্র, নারদীয়তন্ত্র, নারায়ণীতন্ত্র পুরশ্চরণরসোল্লাস, বীজ-চিন্তামণি, ডামর, নির্ব্বাণ, মহানির্ব্বাণ, মাতৃকোদয়, হংসাদ্যতন্ত্র, পরমেশ্বরঃ, শৈবতন্ত্র, পঞ্চদশী, মহাকালসংহিতা, বিশ্বসার, ঊর্দ্ধাম্নায়, তারারহস্য, শ্যামা-রহস্য, আকাশভৈরব, শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্র হইতে রত্নরাজি সংগ্রহ করিয়া এই তন্ত্রকোষ বিরচিত হইল॥ ৩

বিনা গুরূপদেশেন ক্রিয়া ন সফলা ভবেৎ
তেনাদাবুচ্যতে চাত্র লক্ষণং গুরুশিষ্যয়োঃ ॥ ৪

গুরুর উপদেশ ব্যতিরেকে কোন কার্য্যই সফল হয় না, এজন্য প্রথমেই গুরু ও শিষ্যের লক্ষণ কথিত হইতেছে ॥ ৪

গুরুলক্ষণম্।

বিশ্বসারতন্ত্রে।—সর্ব্বশাস্ত্রপরোদক্ষঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিৎ সদা।
স্ববচাঃ সুন্দরঃ স্বাঙ্গঃ কুলীনঃ শুভদর্শনঃ ॥
জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী ব্রাহ্মণঃ শান্তমানসঃ।
পিতৃমাতৃহিতে যুক্তঃ সর্ব্বকর্ম্মপরায়ণঃ।
আশ্রমী দেশবাসী চ গুরুরেবং বিধীয়তে ॥ ৫

বিশ্বসারতন্ত্রে লিখিত আছে যে,—যিনি সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী, দক্ষ, শাস্ত্রার্থবিৎ, সর্ব্বদা সুভাষী, সুন্দর, অবিকলাঙ্গ, কুলীন, শুভদর্শন, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী; শান্তচিত্ত, পিতামাতার হিতসাধনে নিরত, সর্ব্ব-কর্ম্মদক্ষ, আশ্রমী ও দেশবাসী, এতাদৃশ ব্যক্তিই গুরুপদ বাচ্য ॥ ৫

কামাখ্যাতন্ত্রে।—শান্তো দান্তঃ কুলীনশ্চ শুদ্ধান্তঃকরণস্তথা।
পঞ্চতত্ত্বাত্মকো যস্তু সদ্‌গুরুঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৬

কামাখ্যাতন্ত্রে লিখিত আছে যে,—যিনি, শান্ত, দান্ত, কুলীন, বিশুদ্ধ-চিত্ত ও পঞ্চতত্ত্বাত্মক, তাঁহাকেই সদ্‌গুরু বলা যায় ॥ ৬

আগমসংহিতায়াং।—উদ্ধর্ত্তুঞ্চৈব সংহর্ত্তুং সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তমঃ।
তপস্বী সত্যবাদী চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে ॥ ৭

আগমসংহিতায় লিখিত আছে যে,—যিনি বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিতে সক্ষম এবং সংহার করিতে সমর্থ এবং যিনি তপোনিষ্ঠ, সত্যবাদী ও গৃহস্থ, এতাদৃশ উত্তম ব্রাহ্মণই গুরু বলিয়া অভিহিত ॥ ৭

অথ গুরু-প্রশংসামাহ।

নবচক্রেশ্বরে।—তথা শ্রীগুরুরূপেণ শিষ্যান্ শাস্মামি পার্ব্বতি ॥ ৮

অনন্তর গুরুমাহাত্ম্যবর্ণিত হইতেছে।—নবচক্রেশ্বরে লিখিত আছে যে, মহাদেব স্বয়ং গৌরীকে বলিয়াছিলেন,—হে পার্ব্বতি! আমিই স্বয়ং গুরু-রূপে শিষ্যগণকে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকি ॥ ৮

গুরুতন্ত্রে।—গুরুঃ কর্ত্তা গুরুর্হর্ত্তা গুরুঃ পাতা মহীতলে।
গুরুসন্তোষমাত্রেণ তুষ্টাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ ॥
গুরৌ তুষ্টে শিবস্তুষ্টো রুষ্টে রুষ্টস্ত্রিলোচনঃ।
গুরৌ তুষ্টে শিবা তুষ্টা রুষ্টে রুষ্টা চ সুন্দরী ॥
অতো গুরুর্মহেশানি সংসারার্ণবলঙ্ঘনে।
কর্ত্তা পাতা চ হর্ত্তা চ গুরুর্মোক্ষপ্রদায়কঃ ॥ ৯

গুরুতন্ত্রে লিখিত আছে যে,—জগতীতলে গুরুই কর্ত্তা, গুরুই হর্ত্তা এবং গুরুই পালনকর্ত্তা; গুরুদেব প্রসন্ন হইলে সকল দেবতাই পরিতুষ্ট হন। গুরু কুপিত হইলে শিব রুষ্ট হন এবং গুরু তুষ্ট হইলে শিব তুষ্ট হইয়া থাকেন। গুরুদেব প্রীত থাকিলে পার্ব্বতী তুষ্টা থাকেন এবং গুরু রুষ্ট হইলে দেবীও কুপিতা হন; অতএব সংসাররূপ সাগর পার করিতে একমাত্র গুরুই সমর্থ, গুরু কর্ত্তা, গুরু হর্ত্তা, গুরু পালনকর্ত্তা এবং গুরুই একমাত্র মুক্তিদাতা ॥ ৯

ক্রিয়াসারে। —গুরুর্মাতা পিতা স্বামী বান্ধবঃ সুহৃদঃ শিবঃ।
ইত্যাধায় মনোনিত্যং ভজেৎ সর্ব্বাত্মনা গুরুং ॥ ১০

ক্রিয়াসারে কথিত আছে যে,—গুরুই পিতা, গুরুই মাতা, গুরুই স্বামী, গুরুই বান্ধব, গুরুই সুহৃদ্ এবং গুরুই সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ; এইরূপ বিবেচনা করিয়া সর্ব্বথা গুরুকে ভজনা করিবে ॥ ১০

নিগমকল্পদ্রুমে।—অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা গুরুরেবচ দৈবতম্।
অমার্গস্থোঽপি মার্গস্থো গুরুরেব সদা গতিঃ॥
আয়ান্তমগ্রতো গচ্ছেদ্ গচ্ছন্তং তমনুব্রজেৎ।
আসনে শয়নে বাপি ন তিষ্ঠেদগ্রতো গুরোঃ॥
অনুজ্ঞাং প্রাপ্য তিষ্ঠেত্তু নৈব শাপমবাপ্নুয়াৎ॥ ১১

নিগমকল্পদ্রুমে লিখিত আছে যে,—গুরু কৃতবিদ্যই হউন, মূর্খই হউন, সৎপথাবলম্বীই হউন্ অথবা কুপথাবলম্বীই হউন, তাঁহাকে দেবতা স্বরূপ বিবেচনা করিবে এবং গুরুকেই একমাত্র গতিস্বরূপ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। গুরুকে আগমন করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান পূর্ব্বক তাঁহার প্রত্যুদ্‌গমন করিবে এবং যখন তিনি গমন করিবেন, তখন তাঁহার অনুগমন করিতে হইবে। গুরু সমাসীন বা শয়ন করা থাকিলে তাঁহার অগ্রে অবস্থান করিবে না। গুরু অনুমতি করিলে উপবেশন করিতে পারে, নচেৎ অভিশাপগ্রস্ত হইতে হয়॥ ১১

জ্ঞানার্ণবে।—গুরোর্হিতং প্রকর্ত্তব্যং বাঙ্মনঃকায়কর্ম্মভিঃ।
অহিতাচরণাদ্দেবি বিষ্ঠায়াং জায়তে ক্রিমিঃ॥ ১২

জ্ঞানার্ণবে লিখিত আছে যে,—বাক্য, মন, কর্ম্ম ও কায় দ্বারা গুরুর হিতসাধন করিবে। গুরুর অহিতাচরণ করিলে বিষ্ঠামধ্যে ক্রিমি হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়॥ ১২

শ্রীক্রমে।—উৎপাদকব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।
তস্মান্মন্যেত সততং পিতুরপ্যধিকং গুরুম্॥
গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু গুরুবৎ তৎসুতাদিষু।
গুরুবৎ পূজনং কার্য্যং তোষণং বাক্যপালনম্॥ ১৩

শ্রীক্রমে লিখিত আছে যে,—জন্মদাতা এবং জ্ঞানদাতা এই উভয়ের মধ্যে জ্ঞানদাতা গুরুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; অতএব সর্ব্বদা গুরুকে পিতা অপেক্ষাও

পূজনীয় মাননীয় বিবেচনা করিবে। গুরুর পুত্র, পৌত্র সকলকেই গুরুর ন্যায় জ্ঞান করা কর্ত্তব্য, গুরুর ন্যায় তাঁহাদিগের অর্চ্চনা করিবে, তাঁহাদের প্রীতিসাধন করিবে এবং তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করিতে হইবে॥ ১৩

তথা গুরুতন্ত্রে।—ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ পার্ব্বতী পরমেশ্বরী।
ইন্দ্রাদয়স্তথা দেবা যক্ষাদ্যাঃ পিতৃদেবতাঃ॥
গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বা গন্ধর্ব্বাঃ সর্পজাতয়ঃ।
স্থাবরা জঙ্গমাশ্চান্যে পর্ব্বতাঃ সার্ব্বভৌতিকাঃ।
এতে চান্যে চ তিষ্ঠন্তি নিত্যং গুরুকলেবরে॥ ১৪

ইতি গুরুপ্রশংসা।

গুরুতন্ত্রে লিখিত আছে যে,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, পার্ব্বতী, ইন্দ্রাদি দেবতা, যক্ষ, পিতৃগণ, গঙ্গাদি নদী, গন্ধর্ব্ব, সর্প, স্থাবর, জঙ্গম, পর্ব্বত, যাবতীয় ভৌতিক পদার্থ এবং অন্যান্য সমস্তই নিরন্তর গুরুদেবের শরীরে বিদ্যমান রহিয়াছেন॥ ১৪

অথ নিন্দ্যগুরুরুচ্যতে।

রুদ্রযামলে।—বর্জয়েচ্চ পরানন্দরহিতং রূপবর্জিতম্।
নিন্দিতং রোগিণং ক্রূরং মহাপাতকিনং গুরুম্॥
অষ্টপ্রকারকুষ্ঠ্যঞ্চ গলৎকুষ্ঠিনমেব চ।
শ্বিত্রিণং জনহিংসার্থং সদার্থগ্রাহিণন্তথা॥
স্বর্ণবিত্রাসনং চৌরং বুদ্ধিহীনং সুখর্ব্বরম্।
শ্যাবদন্তং কুলাচাররহিতং শান্তিবর্জিতম্॥
সকলঙ্কং নেত্ররোগপীড়িতং পরদারগম্।
অসংস্কারপ্রবক্তারং স্ত্রীজিতং চাধিকাঙ্গকং॥
কপটাজ্ঞানমেবঞ্চ বিশিষ্টং বহুজল্পকং।

বহ্বাশিনং হি কৃপণং মিথ্যাবাদিনমেব চ।
অশান্তং ভাবহীনঞ্চ পঞ্চাচারবিবর্জ্জিতং॥
দোষজালৈঃ পূরিতাঙ্গং পূজয়েন্ন গুরুং বিনা॥ ১৫

অনন্তর নিন্দ্য গুরুর লক্ষণ কথিত হইতেছে।—রুদ্রযামলে লিখিত আছে, যে,—যে ব্যক্তি পরানন্দরহিত, রূপবর্জ্জিত, নিন্দনীয়, রোগী, ক্রুর, মহাপাতকী, অষ্টবিধ কুষ্ঠগ্রস্ত, গলৎকুষ্ঠী, শ্বিত্ররোগযুক্ত, হিংস্রক, সর্ব্বদা অর্থগ্রাহী, স্বর্ণাপহারক, তস্কর, বুদ্ধিহীন, খর্ব্ব, শ্যাবদন্ত, কুলাচাররহিত, শান্তিবর্জ্জিত, কলঙ্কান্বিত, নেত্ররোগী, পরদাররত, অসংস্কার প্রবর্ত্তক, স্ত্রীর বশীভূত, অধিকাঙ্গক, কপটী, বহুভাষী, বহুভোজী, কৃপণ, মিথ্যাবাদী, অশান্ত, ভাবশূন্য, পঞ্চাচারবর্জ্জিত, বহুদোষ পূর্ণ, এতাদৃশ গুরুকে পরিত্যাগ করিবে॥ ১৫

জামলেঽপি।—অভিশপ্তমপুত্রঞ্চ কদর্য্যং কিতবং তথা।
ক্রিয়াহীনং শঠঞ্চাপি বামনং গুরুনিন্দকম্॥
জলরক্তবিকারঞ্চ বর্জ্জয়েন্মতিমান্ সদা।
সদা মৎসরসংযুক্তং গুরুং তন্ত্রেণ বর্জ্জয়েৎ॥ ১৬

জামলে লিখিত আছে যে,—যে ব্যক্তি অভিশপ্ত, পুত্রহীন, কুরূপ, শঠ, ক্রিয়াহীন, বামন, গুরুনিন্দক, জলদোষ ও রক্তবিকারগ্রস্ত ও সর্ব্বদা মাৎসর্য্যসম্পন্ন, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ঈদৃশ গুরুকে পরিত্যাগ করিবে॥ ১৬

নিরুত্তরতন্ত্রে।—পশুং শঠঞ্চ ধূর্ত্তঞ্চ চুম্বকঞ্চ বিশেষতঃ॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থী গুরুত্বেন চ নার্চ্চয়েৎ॥ ১৭

নিরুত্তরতন্ত্রে লিখিত আছে যে,—যিনি, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ অভিলাষ করেন তিনি, পশুবৎ, শঠ ও ধূর্ত্ত ব্যক্তিকে গুরুপদে অভিষিক্ত করিবেন না॥ ১৭

বৈশম্পায়নসংহিতায়াং।
অপুত্রো মৃতপুত্রশ্চ কুষ্ঠী চ বামনস্তথা॥ ১৮

বৈশম্পায়নসংহিতায় লিখিত আছে যে,—যে ব্যক্তি পুত্রহীন, অথবা মৃতপুত্র, কুষ্ঠী ও বামন তিনি গুরুপদে অভিহিত হইতে পারেন না॥ ১৮

কল্পচিন্তামণৌ।—ক্ষয়রোগী চ দুশ্চর্ম্মা কুনখী শ্যাবদন্তকঃ।
কর্ণান্ধঃ কুসুমাখ্যশ্চ খল্বাটঃ খঞ্জরীটকঃ॥
অঙ্গহীনোঽতিরিক্তাঙ্গঃ পিঙ্গাক্ষঃ পূতিনাসিকঃ।
বৃদ্ধাণ্ডো বামনঃ কুব্জঃ শ্বিত্রী চৈব নপুংসকঃ॥
ইত্যাদ্যৈর্দেহজৈর্দোষৈঃ সংযুক্তো নিন্দিতো গুরুঃ।
সংস্কাররহিতো মূর্খো বেদশাস্ত্রবিবর্জ্জিতঃ।
শ্রৌতস্মার্ত্তক্রিয়াশূন্যঃ শুষ্কভাষঃ সুকুৎসিতঃ॥
হীনযাজনজীবী চ নরো বৈদ্যশ্চ কামুকঃ।
ক্রূরো দম্ভী মৎসরী চ ব্যসনী কৃপণঃ খলঃ॥
কুসঙ্গী নাস্তিকো ভীতো মহাপাতকচিহ্নিতঃ।
দেবাগ্নিগুরুবিদ্যাদিপূজাবিধিপরাঙ্মুখঃ॥
সন্ধ্যাতর্পণপূজাদিমন্ত্রজ্ঞানবিবর্জ্জিতঃ॥
আলস্যোপহতো ভোগী ধর্ম্মহীন উপশ্রুতঃ॥
ইত্যাদ্যৈর্বহুভির্দোষৈরাগযুক্তৈশ্চ যত্নতঃ।
বর্জ্জনীয়ো গুরুঃ প্রাজ্ঞৈর্দীক্ষাসু স্থাপনাদিষু॥ ১৯

কল্পচিন্তামণিতে লিখিত আছে যে,—যে ব্যক্তি ক্ষয়রোগী, চর্ম্মরোগগ্রস্ত কুনখী, শ্যাবদন্ত, বধির, অন্ধ, কুসুমাখ্য, খঞ্জ, অঙ্গহীন, স্থূলাঙ্গ, পিঙ্গাক্ষ, পূতিনাসিক, বৃদ্ধাণ্ড, বামন, কুব্জ, শিত্ররোগী ও নপুংসক, এই সকল গুরু নিন্দনীয়।

যে ব্যক্তি সংস্কাররহিত মূর্খ, বেদশাস্ত্র বর্জ্জিত, শ্রৌত ও স্মার্ত্তক্রিয়াশূন্য, কর্কশভাষী, কামুক, ক্রুর, দম্ভী, মৎসরী, ব্যসনী, কৃপণ, খল,

কুসঙ্গবান, নাস্তিক, ভীত, মহাপাতকী, দেবতা অগ্নি, গুরু ও বিদ্যা প্রভৃতির আরাধনায় বিমুখ, তর্পণ, পূজা, সন্ধ্যা, মন্ত্র প্রভৃতি বর্জ্জিত, আলস্যযুক্ত, ভোগবিলাসী ও ধর্ম্মহীন, এই সকল দোষবিশিষ্ট গুরুকে দীক্ষাদি কর্ম্মে সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে ॥ ১৯

মহাকপিলপঞ্চরাত্রে।—নাতিবলো ন বৃদ্ধশ্চ ন খঞ্জো ন কৃশস্তথা।

নাধিকাঙ্গো ন হীনাঙ্গো ন খল্বাটো ন দন্তুরঃ ॥ ২০

মহাকপিলপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, যে,—অধিক বলবান্, বৃদ্ধ, খঞ্জ, কৃশ, স্থূলাঙ্গ, বিকলাঙ্গ, দন্তুর ও খল্লাট ব্যক্তিকে গুরুপদে অভিষিক্ত করিবে না ॥ ২০

মৎস্যসূক্তে।—অপুত্রো মৃতপত্নীকঃ শক্তিহীনোঽথ বামনঃ।

কুব্জঃ কুষ্ঠঃ শ্যাবদন্তো বৃষলীপতিরেব চ ॥

মাতামহস্যানুজস্য সোদরস্য তথৈব চ।

পিত্রোর্ম্মন্ত্রং ন গৃহ্নীয়াত্তথা চৈবাশ্রিতস্য চ।

কদাচিদ্ যদি গৃহ্ণাতি পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥ ২১

মৎস্য সূক্তে লিখিত আছে যে,—যে ব্যক্তি পত্নীপুত্রবিহীন, শক্তিহীন, বামন, কুব্জ, কুষ্ঠরোগী, শ্যাবদন্ত ও যে ব্যক্তি বেশ্যাসক্ত তাহাকে গুরুরূপে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। মাতামহ, অনুজ, সোদর, পিতা, মাতা ও আশ্রিত ব্যক্তি ইহাদিগের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিবে না; যদি প্রমাদ বশতঃ গ্রহণ করে, তাহা হইলে পুনরায় সংস্কার করিতে হয় ॥ ২১

অথ শিষ্যলক্ষণম্।

রুদ্রযামলে।—অলুব্ধঃ স্থিরগাত্রশ্চ আজ্ঞাকারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।

আস্তিকো দৃঢ়ভক্তিশ্চ গুরৌ মন্ত্রে চ দৈবতে।

এবংবিধো ভবেৎ শিষ্যস্থিতরো দুঃখকৃদ্ গুরোঃ ॥ ২২

অনন্তর শিষ্যলক্ষণ কথিত হইতেছে। রুদ্রযামলে লিখিত আছে যে,—যে ব্যক্তি লোভহীন, স্থির, আজ্ঞাকারী, জিতেন্দ্রিয়, আস্তিক এবং গুরু মন্ত্র ও দেবতাতে ভক্তিমান্, এরূপ ব্যক্তিই শিষ্য হইবার উপযুক্ত, তদ্ব্যতীত দোষযুক্ত ব্যক্তিকে শিষ্য করিলে গুরু বহুদুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ ২২

তন্ত্রান্তরে।—পুণ্যবান্ ধার্ম্মিকঃ শুদ্ধো গুরুভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
শিষ্যযোগ্যো ভবেৎ সোঽহি দানধ্যানপরায়ণঃ॥ ২৩

তন্ত্রান্তরে কথিত আছে যে,—যে ব্যক্তি পুণ্যবান্, ধার্ম্মিক, শুদ্ধ, গুরুভক্ত, জিতেন্দ্রিয় ও দানধ্যানপরায়ণ এই সকল ব্যক্তিই শিষ্য হইবার উপযুক্ত পাত্র॥ ২৩

সারদাতিলকে।—শিষ্যঃ কুলীনঃ শুদ্ধাত্মা পুরুষার্থপরায়ণঃ।
অধীতবেদঃ কুশলো দূরমুক্তমনোভবঃ॥
হিতৈষী প্রাণিনাং নিত্যমাস্তিকস্ত্যক্তনাস্তিকঃ।
স্বধর্ম্মনিরতো ভক্ত্যা পিতৃমাতৃহিতোদ্যতঃ।
বাঙ্মনঃকায়বসুভির্গুরুশুশ্রূষণে রতঃ॥
এতাদৃশগুণোপেতঃ শিষ্যো ভবতি নাপরঃ॥ ২৪

সারদাতিলকে লিখিত আছে যে,—যে ব্যক্তি কুলীন, শুদ্ধাত্মা, পুরুষার্থপরায়ণ, বেদজ্ঞ, কুশল, কামহীন, জীবহিতৈষী, আস্তিক, স্বধর্ম্মরত, পিতামাতার হিতকারী এবং যে ব্যক্তি নাস্তিকসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং কায়মনোবাক্যে গুরুসেবায় নিরত থাকে, এরূপ ব্যক্তিই শিষ্য হইবার উপযুক্ত পাত্র॥ ২৪

সময়াচারতন্ত্রে।—শিষ্যোঽপিস্বগুণৈর্যুক্তো গুরুভক্তিরতঃ সদা।
ধর্ম্মকামাদিসংযুক্তো গুরুমন্ত্রপরায়ণঃ॥
সত্যবুদ্ধির্গুরৌর্ম্মন্ত্রে দেবপূজনতৎপরঃ।

গুরূপদিষ্টমার্গে চ সত্যবুদ্ধিরুদারধীঃ ॥
এবং লক্ষণসংযুক্তঃ শিষ্যশ্চাপি পরীক্ষিতঃ ॥ ২৫
ইতি শিষ্যলক্ষণং।

সময়াচারতন্ত্রে লিখিত আছে—যে, যে ব্যক্তি গুরুমন্ত্রপরায়ণ, গুরুভক্ত, ধর্ম্মাদিসংযুক্ত, গুণবান্, দেবপূজাপরায়ণ, গুরুদত্ত মন্ত্রে বিশ্বাসবান্, উদারবুদ্ধি এবং গুরূপদিষ্ট মার্গে সত্যবুদ্ধি, এরূপ লক্ষণযুক্ত ব্যক্তিই উপযুক্ত শিষ্য বলিয়া অভিহিত ॥ ২৫

অথ নিষিদ্ধশিষ্য-লক্ষণম্।

রুদ্রজামলে।—কামুকং কুটিলং লোকনিন্দিতং সত্যবর্জ্জিতং।
অবিনীতমসমর্থং প্রজাহীনং রিপুপ্রিয়ং ॥
সদা পাপক্রিয়াযুক্তং বিদ্যাশূন্যং জড়াত্মকং।
কলিদোষসমূহাক্তং বেদক্রিয়াবিবর্জ্জিতং ॥
আশ্রমাচারশূন্যঞ্চাশুদ্ধান্তঃকরণোদ্যতং।
সদা শ্রদ্ধাতিরহিতমধমং ক্রোধিনং ভ্রমং ॥
অসচ্চরিত্রং বিগুণং পরদারাতুরং তথা
সম্বদ্ধাঙ্গং সমূহোগ্রমভক্তং দ্বৈতচেতসং ॥
নানানিন্দাবৃতাঙ্গঞ্চ তং শিষ্যং বর্জ্জয়েদ্‌গুরুঃ ॥ ২৬

অনন্তর নিষিদ্ধশিষ্যের লক্ষণ কথিত হইতেছে।—রুদ্রযামলে লিখিত আছে, যে,—যে ব্যক্তি কামুক, কুটিল, সত্যবর্জ্জিত, লোকনিন্দিত, অবিনীত, পুত্রহীন, কামাদিরিপুপ্রিয়, সদা পাপকর্ম্মে রত, বিদ্যাশূন্য, জড়াত্মক, কলিদোষযুক্ত, বেদক্রিয়াবর্জ্জিত, অসমর্থ, আশ্রমাচারশূন্য, অশুদ্ধচিত্ত, সদা শ্রদ্ধারহিত, ক্রোধী, ভ্রান্ত, অসচ্চরিত্র, গুণহীন, পরদাররত, উগ্রস্বভাব, ভক্তিহীন, দ্বিধাচিত্ত ও নিন্দনীয়, এতাদৃশ শিষ্যকে পরিত্যাগ করিবে ॥ ২৬

আগমসারে।—অলসা মলিনাঃ ক্লিষ্টা দাম্ভিকাঃ কৃপণাস্তথা।
দরিদ্রা রোগিণো রুষ্টা রাগিণো ভোগলালসাঃ॥
অসূয়ামৎসরগ্রস্তাঃ সদা পরুষবাদিনঃ।
অন্যায়োপার্জ্জিতধনাঃ পরদাররতাশ্চ যে।
বিদুষাং বৈরিণশ্চৈব ত্যাজ্যাঃ পণ্ডিতমানিনঃ॥ ২৭

আগমসারে লিখিত আছে, যে,—যাহারা অলস, মলিনচিত্ত, সর্ব্বদা ম্রিয়মাণ, দাম্ভিক, কৃপণ, দরিদ্র, রোগী, রুষ্ট, বিলাসী, অসূয়া ও মাৎসর্য্য-পরায়ণ, কর্কশবাদী, পরদাররত এবং যাহারা ন্যায়বর্জ্জিত পথাবলম্বনে অর্থোপার্জ্জন করে ও বিদ্বান্‌গণের প্রতি শত্রুতাচরণ করে, এতাদৃশ ব্যক্তি শিষ্য হইবার উপযুক্ত নহে॥ ২৭

অথ গুরুশিষ্যয়োঃ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা।

রুদ্রযামলে।—ন লঙ্ঘয়েৎ গুরোরাজ্ঞামুত্তরং ন বদেত্তথা।
দিবারাত্রৌ গুরোরাজ্ঞাং দাসবৎ প্রতিপালয়েৎ॥ ২৮

অনন্তর গুরু ও শিষ্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কথিত হইতেছে।—রুদ্রযামলে কথিত আছে, যে,—কদাচ গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে না এবং সহসা কোন বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করাও উচিত নহে। দিবানিশি দাসের ন্যায় গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে॥ ২৮

সারসংগ্রহে।—সদ্‌গুরুঃ স্বাশ্রিতং শিষ্যং বর্ষমেকং পরীক্ষয়েৎ।
স্বপ্নে তু ন কালনিয়মঃ।
রাজ্ঞি চামাত্যজো দোষঃ পত্নীপাপং স্বভর্ত্তরি।
তথা শিষ্যার্জ্জিতং পাপং গুরুঃ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতং॥
বর্ষৈকেণ ভবেদ্‌যোগ্যো বিপ্রো গুণসমন্বিতঃ।

বর্ষদ্বয়েন রাজন্যোবৈশ্যাস্তু বৎসরৈস্ত্রিভিঃ॥
চতুর্ভির্বৎসরৈঃ শূদ্রঃ কথিতা শিষ্যযোগ্যতা॥ ২৯

সারসংগ্রহে লিখিত আছে, যে,—সদ্‌গুরু আশ্রিত শিষ্যকে একবৎসর পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া তৎপরে মন্ত্র প্রদান করিবে। কিন্তু স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রে কালাকাল বিবেচনার আবশ্যক নাই। যেরূপ অমাত্যকৃত পাপ রাজায় এবং পত্নীকৃত পাপ পতিতে সংক্রান্ত হয়, তদ্রূপ গুরুও শিষ্যকৃত পাপে অভিভূত হইয়া থাকেন। এক বৎসরে ব্রাহ্মণ, দুই বৎসরে ক্ষত্রিয়, তিন বৎসরে বৈশ্য এবং চারি বৎসরে শূদ্রশিষ্য-যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়॥ ২৯

তারাপ্রদীপে।—মন্ত্রার্ণা দেবতা জ্ঞেয়া দেবতা গুরুরূপিণী।
তেষাং ভিদা ন কর্ত্তব্যা যদীচ্ছেচ্ছুভমাত্মনঃ॥ ৩০

তারাপ্রদীপে লিখিত আছে, যে—মন্ত্রের অক্ষর সকলকে দেবতাস্বরূপ এবং সেই দেবতাকে গুরুস্বরূপ বিবেচনা করিবে, কদাচ তাহাদিগের ভেদজ্ঞান করিবে না॥ ৩০

কুলার্ণবে।—গুরুদ্রব্যাভিলাষী চ গুরুস্ত্রীগমনোৎসুকঃ।
স তির্য্যগ্‌যোনিমাপ্নোতি ক্রব্যাদৈর্ভক্ষ্যতে প্রিয়ে॥ ৩১

কুলার্ণবে লিখিত আছে—যে, যে ব্যক্তি গুরুদ্রব্য গ্রহণে ও গুরুপত্নী গমনে অভিলাষ করে, সে তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং ক্রব্যাদগণ তাহাকে ভক্ষণ করিয়া থাকে॥ ৩১

রুদ্রযামলে।—গুরুদ্রব্যাভিলাষী চ গুরুস্ত্রীগো ভবেদ্‌যদি।
পাতকঞ্চ ভবেত্তস্য প্রায়শ্চিত্তং ন কারয়েৎ॥
গুরোর্নিন্দাঞ্চ পৈশুন্যং যঃ শৃণোতি দিনান্তরে।
তস্য তদ্দিনজাং পূজাং ন তু গৃহ্নাতি সুন্দরী॥ ৩২

রুদ্রযামলে লিখিত আছে, যে,—যদি গুরুর দ্রব্য গ্রহণে অভিলাষ করে অথবা গুরুপত্নী গমন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি মহাপাতকে

লিপ্ত হয়, কোনরূপ প্রায়শ্চিত্তে তাহার পাপের শান্তি হয় না। যে ব্যক্তি গুরুর নিন্দা শ্রবণ করে, তাহার সেই দিনকৃত পূজা দেবী গ্রহণ করেন না॥ ৩২

কুলার্ণবে।—যত্র শ্রীগুরুনিন্দা স্যাৎ পিধায় শ্রবণে স্বকে।
সত্ত্বস্তস্মাৎ বিনিষ্ক্রামেদ্দূরং ন শ্রবণং যথা॥ ৩৩

কুলার্ণবে কথিত আছে, যে,—যদি কোন স্থানে গুরুর নিন্দা শ্রুতি-গোচর হয়, তাহা হইলে কর্ণদ্বয় আবৃত করিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে দূরে গমন করিবে, যেন আর সেই সকল দুর্বাক্য কর্ণগোচর হইতে না পারে॥ ৩৩

নিত্যানন্দে।—গুরুং ন মর্ত্ত্যং বুধ্যেত যদি বুধ্যেত তস্য তু।
ন কদাচিদ্ ভবেৎ সিদ্ধির্ন মন্ত্রৈর্দেবপূজনৈঃ॥
একগ্রামস্থিতং শিষ্যস্ত্রিসন্ধ্যং প্রণমেদ্‌গুরুং।
ক্রোশমাত্রস্থিতো ভূত্বা গুরুং প্রতিদিনং নমেৎ॥
অর্দ্ধযোজনতঃ শিষ্যঃ প্রণমেৎ পঞ্চপর্ব্বসু।
একযোজনমারভ্য যোজনাদ্দ্বাদশাবধি॥
দূরদেশস্থিতঃ শিষ্যোভক্ত্যা তৎসন্নিধিং গতঃ।
তত্র যোজনসংখ্যোক্তমাসেন প্রণমেদ্‌গুরুম্॥
যদি দূরে চ চার্ব্বঙ্গি স্বগুরোর্নগরং ভবেৎ।
বর্ষে বর্ষে চ কর্ত্তব্যং গুরোশ্চরণবন্দনং॥ ৩৪

নিত্যানন্দে লিখিত আছে, যে—গুরুকে মনুষ্যবৎ জ্ঞান করিবে না, যদি গুরুকে মনুষ্য বলিয়া জ্ঞান করা যায়, তাহা হইলে কি মন্ত্রজপ, কি পূজা কিছুতেই সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই। যদি গুরু একগ্রামে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে শিষ্য প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা তাঁহাকে প্রণাম করিবে, গুরু এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত হইলে প্রতিদিন একবার

তাঁহার নিকট গিয়া প্রণাম করিবে। গুরু অর্দ্ধযোজন দূরে থাকিলে শিষ্য পঞ্চ পর্ব্বে গিয়া বন্দনা করিবে, যদি এক যোজন হইতে দ্বাদশ যোজন মধ্যে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে যোজনসংখ্যক মাসে গিয়া প্রণাম করিবে। যদি গুরুদেব অতি দূরদেশে থাকেন, তাহা হইলে প্রতি বর্ষে বর্ষে এক এক বার গিয়া শিষ্য তাঁহার চরণ বন্দনা করিবে॥ ৩৪

জামলে।—গতশ্রীশ্চ গতায়ুশ্চ গুরোর্নিন্দাকরো নরঃ।

কল্পকোটিশতং দেবি নরকে পততি ধ্রুবং॥ ৩৫

জামলে লিখিত আছে, যে,—যে ব্যক্তি গুরুর নিন্দা করে, সে গতশ্রী ও গতায়ু হইয়া শতকোটি কল্প নরকে নিমগ্ন থাকে॥ ৩৫

পুরশ্চরণরসোল্লাসে।

গুরুঞ্চ ভাবয়েন্নিত্যং সদাশিবময়ং সদা।

গুরোঃ সুতঞ্চ চার্ব্বঙ্গি গণেশসদৃশং সদা॥

গুরোঃ স্নুষা বরারোহে বাণী লক্ষ্মীরিব প্রিয়ে।

গুরোঃ কুলং মহেশানি ভৈরবাণাং গণং যথা॥ ৩৬

পুরশ্চরণরসোল্লাসে লিখিত আছে যে,—গুরুকে সর্ব্বদা শিবময় ভাবনা করিবে। গুরুর পুত্রকে গণেশসদৃশ, বধূকে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর ন্যায় এবং গুরুর কুল ভৈরবগণ সদৃশ বিবেচনা করিতে হয়॥ ৩৬

বৃহন্নীলতন্ত্রে।—গুরোরভাবে চার্ব্বঙ্গি গুরুপত্নীং প্রপূজয়েৎ।

তদভাবে চ চার্ব্বঙ্গি গুরুপুত্রং সমর্চ্চয়েৎ॥

তদভাবে বরারোহে গুরুকন্যাঞ্চ পূজয়েৎ।

তদভাবে চ চার্ব্বঙ্গি গুরুস্নুষাং প্রপূজয়েৎ॥

এষামভাবে চার্ব্বঙ্গি গুরুগোত্রং প্রপূজয়েৎ।

তদভাবে বরারোহে তথা মাতামহস্য চ॥

মাতুলং মাতুলানীং বা পূজয়েদ্বিধিনামুনা॥ ৩৭

বৃহন্নীলতন্ত্রে লিখিত আছে যে,—গুরুর অভাবে গুরুপত্নীর অর্চ্চনা করিবে। তাঁহার অভাবে গুরুপুত্র, গুরুপুত্রের অভাবে গুরুকন্যা, গুরুকন্যার অভাবে গুরুস্নুষা এবং এই সকলের অভাবে গুরুবংশীয় অপরের পূজা করিবে। যদি তদ্বংশীয়গণেরও অভাব হয়, তাহা হইলে গুরুর মাতামহ, মাতুল ও মাতুলানীর পূজা করিতে হয়॥ ৩৭

গুরুগীতায়াং।—গুরোঃ পাদোদকং যস্তু নিত্যং পিবতি ভক্তিতঃ।
সার্দ্ধত্রিকোটিতীর্থানাং ফলং স লভতে ধ্রুবং॥ ৩৮

গুরুগীতায় লিখিত আছে যে,—যে ব্যক্তি প্রতিদিন ভক্তিসহকারে গুরুর পাদোদক পান করেন, তিনি সার্দ্ধত্রিকোটি তীর্থের ফল প্রাপ্ত হন॥ ৩৮

গুপ্তসাধনতন্ত্রে।—ত্রিসন্ধ্যং পিবতে যস্তু গুরুপাদোদকং সুধীঃ।
তস্য নাস্তি পুনর্জ্জন্ম সংসারে মোহবর্ত্মনি॥
গুরোঃ পাদোদকং যস্তু শিরসা ধারয়েন্নরঃ।
স সর্ব্বতীর্থজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৩৯

গুপ্তসাধনতন্ত্রে কথিত আছে যে,—যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যা গুরুর পাদোদক পান করেন, সংসাররূপ মোহপথে তাঁহাকে আর পুনরাগমন করিতে হয় না এবং যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে গুরুপাদোদক শিরোপরি ধারণ করেন, তিনি সর্ব্বতীর্থের ফল প্রাপ্ত হন॥ ৩৯

যোগিনীতন্ত্রে—গুরূচ্ছিষ্টঞ্চ দেবেশি তৎসুতোচ্ছিষ্টমেব চ।
ভোজনীয়ং ন সন্দেহো বিকারশ্চেদধোগতিঃ॥ ৪০

যোগিনীতন্ত্রে কথিত আছে যে,—গুরুর উচ্ছিষ্ট ও গুরুপুত্রের উচ্ছিষ্ট ভক্তিসহকারে ভোজন করিবে, যদি তাহাতে ঘৃণা বোধ করে, তাহা হইলে অধোগতি প্রাপ্ত হয়॥ ৪০

কুলার্ণবে ।—পাদুকামাসনং ছত্রং শয়নং ভূষণাদিকং ।
দৃষ্ট্বা গুরোর্নমস্কুর্য্যাৎ নাত্মভোগায় কল্পয়েৎ ॥ ৪১

কুলার্ণবে লিখিত আছে যে,—গুরুর পাদুকা, ছত্র, শয্যা ও ভূষণাদি দর্শন মাত্র নমস্কার করিবে, সেই সমস্ত দ্রব্য কদাচ নিজে ভোগ করিবে না ॥ ৪১

যোগিনীতন্ত্রে ।—সুরাং যদ্যপ্যসংস্কারাং গুরোরাজ্ঞাবশাৎ পিবেৎ ।
প্রায়শ্চিত্তং ন তত্রাস্তি বেদেঽপি স্থিতমেব হি ॥
নির্গতং যৎ গুরোর্বক্ত্রাৎ সর্ব্বং শাস্ত্রং তদুচ্যতে ।
গুরুকার্য্যং স্বয়ং শক্তো নাপরং প্রেরয়েৎ প্রিয়ে ॥ ৪২

যোগিনী তন্ত্রে লিখিত আছে যে,—যদি গুরুর আজ্ঞাক্রমে অসংস্কৃত সুরাও পান করে, তাহা হইলে তদ্দোষ প্রশমনার্থ প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক করে না। কারণ গুরুমুখ-নির্গত বাক্য সর্ব্বশাস্ত্রময় বিবেচনা করিবে এবং আপনার সামর্থ্য থাকিতে অন্য দ্বারা গুরুর কার্য্য সম্পাদন করাইবে না ॥ ৪২

গুরুগীতায়াং ।—গুরুণা দর্শিতে মার্গে মনঃশুদ্ধিঞ্চ কারয়েৎ ।
গুরুণা সদসদ্বাপি যদুক্তং তন্ন লঙ্ঘয়েৎ ।
গুরোরগ্রে ন বক্তব্যমসত্যঞ্চ কদাচন ॥ ৪৩

গুরুগীতায় কথিত আছে যে,—গুরু যেরূপ উপদেশ প্রদান করিবেন, তাহাতেই মনঃশুদ্ধি করিবে। গুরু সৎই বলুন আর অসৎই বলুন তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা উচিত নহে। গুরুর নিকট কদাচ মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিবে না ॥ ৪৩

পিচ্ছিলাতন্ত্রে ।—পৈত্র্যং গুরুকুলং যস্তু ত্যজেদ্বৈ ধর্ম্মমোহিতঃ ।
স যাতি নরকং ঘোরং যাবচ্চন্দ্রার্ক তারকম্ ॥ ৪৪

পিচ্ছিলাতন্ত্রে লিখিত আছে যে,—যে ব্যক্তি ধর্ম্মবিমোহিত হইয়া পৈতৃক

কুরুকুল পরিত্যাগ করে, সেই ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত চন্দ্রসূর্য্য ধরাতলে অবস্থিত থাকে, তাবৎ কাল ঘোর নরকে পতিত হয়॥ ৪৪

জামলে—গুরুস্ত্রীপুত্রবন্ধুনাং দোষং নৈব প্রকাশয়েৎ।
ভক্ষয়েন্ন চ তদ্দ্রব্যং দত্তং নৈব পরিত্যজেৎ॥ ৪৫

জামলে লিখিত আছে যে,—গুরু, গুরুপুত্র, গুরুপত্নী ও গুরুর বন্ধুগণের দোষ কদাচ প্রকাশ করিবে না; ইঁহাদিগের কোন দ্রব্য ভক্ষণ করা উচিত নহে। কিন্তু তাঁহারা আপন ইচ্ছানুসারে প্রদান করিলে তাহা ভক্ষণ করিতে পারে॥ ৪৫

কুলাগমে।—পূজাকালে চ চার্বঙ্গি আগচ্ছেচ্ছিষ্যমন্দিরে।
গুরুর্ব্বা গুরুপত্নী বা পুত্রো বাপি সমাগতঃ॥
জ্যেষ্ঠা বাপ্যর্চ্চনামধ্যে শিষ্যঃ সর্ব্বার্চ্চনাং ত্যজেৎ।
তমেব পূজয়েচ্ছিষ্য ইতি শাস্ত্রস্য নির্ণয়ঃ॥
শিষ্যস্য তদ্দিনং দেবি কোটিসূর্য্যগ্রহৈঃ সমঃ।
চন্দ্রগ্রহণকালং হি তদ্দিনং বরবর্ণিনি॥ ৪৬

কুলাগমে লিখিত আছে যে,—যদি পূজাকালে গুরু, গুরুপত্নী বা গুরুপুত্র সমাগত হন, তাহা হইলে পূজা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাদিগেরই অর্চ্চনা করিবে; ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। সেই দিন শিষ্যের পক্ষে কোটি সূর্য্যগ্রহণের তুল্য। হে দেবি! চন্দ্রগ্রহণ দিবসের ন্যায় সেই দিন শিষ্যের পক্ষে পরম শুভপ্রদ জানিবে॥ ৪৬

গুরোর্দ্দর্শনমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
তৎক্ষণাচ্চঞ্চলাপাঙ্গি দানং কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ॥
গুরৌ প্রীতিং সমাপন্নে দেবতা প্রীতিমাপ্নুয়াৎ।
দেবে চ প্রীতিমাপন্নে মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদ্ ধ্রুবম্॥ ৪৭

গুরুর দর্শনমাত্র সর্ব্বপাপ দূরীভূত হয়। হে দেবি! গুরুকে দর্শন

করিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ দান করিবে। গুরুর প্রীতি সাধন হইলে দেবতার প্রীতি সাধন হয় এবং দেবতা সন্তুষ্ট হইলে মন্ত্র সিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৪৭

মুণ্ডমালাতন্ত্রে।—গুরু-পূজাং বিনা দেবি ইষ্টপূজাং করোতি যঃ।
মন্ত্রস্য তস্য তেজাংসি হরতে ভৈরবঃ স্বয়ম্ ॥ ৪৮

মুণ্ডমালাতন্ত্রে লিখিত আছে যে,—গুরুর পূজা না করিয়া যে ব্যক্তি ইষ্ট-দেবতার অর্চ্চনা করে, ভৈরব স্বয়ং তাহার মন্ত্রের তেজ হরণ করেন ॥ ৪৮

রুদ্রযামলে।—ঋণদানং তথাদানং বস্তূনাং ক্রয়বিক্রয়ং।
ন কুর্য্যাদ্ গুরুণা সার্দ্ধং শিষ্যো ভূত্বা কদাচন ॥ ৪৯

রুদ্রযামলে লিখিত আছে যে,—শিষ্য গুরুর সহিত কোন দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় বা গুরুকে ঋণদান অথবা গুরুর নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিবে না ॥ ৪৯

কুলচূড়ামণৌ।—উদাসীনো হ্যুদাসীনাং বনস্থো বনবাসিনঃ।
যতীনাঞ্চ যতিঃ প্রোক্তো গৃহস্থানাং গুরুর্গৃহী ॥
বৈষ্ণবে বৈষ্ণবো গ্রাহ্যঃ শৈবে শৈবস্তথা পুনঃ।
শাক্তিকে ত্রিতয়ং বিদ্যাদ্দীক্ষাস্বামী ন সংশয়ঃ ॥ ৫০

কুলচূড়ামণিতে লিখিত আছে যে,—উদাসীন উদাসীনকে, বনবাসী, বনবাসীকে, যতি যতিকে, গৃহস্থ গৃহস্থকে, বৈষ্ণব বৈষ্ণবকে, শৈব শৈবকে, গুরু করিবে। শক্তিদীক্ষায় শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব তিনজনই গুরু হইতে পারেন ॥ ৫০

যোগিনীতন্ত্রে।—পিতুর্ম্মন্ত্রং ন গৃহ্ণীয়াত্তথা মাতামহস্য চ।
সোদরস্য কনিষ্ঠস্য বৈরিপক্ষাশ্রিতস্য চ ॥ ৫১

যোগিনীতন্ত্রে লিখিত আছে যে,—পিতা, মাতামহ, কনিষ্ঠ সহোদর ও বৈরিপক্ষাশ্রিত ব্যক্তির নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে না ॥ ৫১

রুদ্রযামলে।—ন পত্নীং দীক্ষয়েদ্ভর্ত্তা ন পিতা দীক্ষয়েৎ সুতাম্।
ন পুত্রঞ্চ তথা ভ্রাতা ভ্রাতরং ন চ দীক্ষয়েৎ॥
সিদ্ধমন্ত্রো যদি পতিস্তদা পত্নীং স দীক্ষয়েৎ।
শক্তিত্বেন বরারোহে ন চ সা পুত্রিকা ভবেৎ॥ ৫২

রুদ্রযামলে কথিত আছে যে,—পতি পত্নীকে এবং পিতা পুত্র বা কন্যাকে এবং ভ্রাতা ভ্রাতাকে মন্ত্র প্রদান করিবে না। স্বয়ং যদি সিদ্ধমন্ত্র হয়, তাহা হইতে স্ত্রীকে দীক্ষা প্রদান করিতে পারে; পরন্তু তাহাকে কন্যারূপ বিবেচনা না করিয়া শক্তিরূপে তৎপ্রতি ব্যবহার করিতে হইবে॥ ৫২

সিদ্ধযামলে।—প্রমাদাচ্চ তথাজ্ঞানাৎ পিতুর্দীক্ষাং সমাচরেৎ।
প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কৃত্বা পুনর্দীক্ষাং সমাচরেৎ॥
স্বপ্নলব্ধং স্ত্রিয়া দত্তং সংস্কারেণৈব শুধ্যতে॥ ৫৩

সিদ্ধযামলে লিখিত আছে যে,—যদি প্রমাদ বশতঃ পিতা প্রভৃতির নিকট মন্ত্র গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় অন্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবে। স্বপ্নপ্রাপ্তও স্ত্রীদত্ত মন্ত্র পুনরায় সংস্কার করিলেই শুদ্ধ হইয়া থাকে॥ ॥ ৫৩ *

মৎস্যসূক্তে।—নিবর্বীর্য্যঞ্চ পিতুর্ম্মন্ত্রং তথা মাতামহস্য চ।
যত্তু সাধ্বী সদাচারা গুরুভক্তা জিতেন্দ্রিয়া॥
সর্ব্বমন্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞা সুশীলা পূজনে রতা।
গুরুযোগ্যা ভবেৎ সা হি বিধবা পরিবর্জ্জিতা॥
স্ত্রিয়া দীক্ষা শুভা প্রোক্তা মাতুশ্চাষ্টগুণাঃ স্মৃতাঃ।
ইদন্তু গুরোরুপাসিতমন্ত্রপরং॥ ৫৪

* দশ সহস্র বার সাবিত্রীজপ করিলেই ইহার প্রায়শ্চিত্ত হয়।

মৎস্যসূক্তে লিখিত আছে যে,—পিতা প্রভৃতির নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে সেই মন্ত্র বীর্য্যহীন হয়। যে স্ত্রীলোক পতিব্রতা, সদাচারপরায়ণা, গুরুভক্তি-পরায়ণা, সর্ব্বমন্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ, সচ্চরিত্রা, পূজাপরায়ণা, তাদৃশী রমণীই গুরু হইবার উপযুক্ত পাত্রী; কিন্তু যদি উক্ত গুণবতী স্ত্রী বিধবা হয়, তাহা হইলে তাহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। স্ত্রী-গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলে শুভফল হয়, বিশেষতঃ মাতার নিকট মন্ত্র লইলে আটগুণ ফল পাওয়া যায়। এই নিয়ম গুরুর উপাসিত মন্ত্র স্থলে জানিবে॥ ৫৪

যোগিনীতন্ত্রে।—বিধবায়াঃ সুতাদেশাৎ কন্যায়াঃ পিতুরাজ্ঞয়া।
নাধিকারো যতোনার্য্যাঃ সধবা ভর্ত্তুরাজ্ঞয়া॥
স্ত্রীণাং গর্ভবতীনাঞ্চ দীক্ষায়াং নৈব দূষণং।
ন কুর্য্যাদ্দশমে মাসি কৃত্বা চ নারকী ভবেৎ॥ ৫৫

যোগিনীতন্ত্রে লিখিত আছে যে,—বিধবা স্ত্রী পুত্রের অনুমতিতে, কন্যা পিতার অনুমতিতে এবং সধবা নারী পতির আদেশ লইয়া দীক্ষা-কর্ম্মে অধিকারিণী হইতে পারে। গর্ভবতী নারীর দীক্ষায় কোন দোষ নাই, কিন্তু দশমমাসে স্ত্রী-দীক্ষায় নিরয়গামী হইতে হয়॥ ৫৫

তথা হি।—স্বপ্নলব্ধে চ কলসে গুরোঃ প্রাণান্ নিবেশয়েৎ।
বটপত্রে কুঙ্কুমেন লিখিত্বা গ্রহণং শুভং॥
ততঃ সিদ্ধিমবাপ্নোতি চান্যথা বিফলং ভবেৎ॥ ৫৬

স্বপ্নপ্রাপ্ত মন্ত্রে যদি সদ্‌গুরু লাভ করা যায়, তাহা হইলে তাঁহার নিকট সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে, নতুবা জলপূরিত কলসে গুরুর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া বটপত্রে কুঙ্কুম দ্বারা মন্ত্র লিখিয়া তাহাতে প্রক্ষেপ করিবে, অনন্তর ঐ বটপত্রের সহিত মন্ত্র সমুত্তোলন করতঃ স্বয়ং সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে। তাহা হইলেই সিদ্ধি হয়, নচেৎ বিফল হইয়া থাকে॥ ৫৬

তন্ত্রান্তরে।—ত্রিবিধা গুরবঃ প্রোক্তা চাধমোত্তমমধ্যমাঃ।
আর্য্যাবর্ত্তকুরুক্ষেত্র-নাটকাবন্তীদেশজাঃ॥

অঙ্কনসম্ভুতাশ্চৈব উত্তমা গুরবঃ স্মৃতাঃ ।
দশার্ণাঃ কেরলাশ্চৈব মাগধাঃ কোশলাস্তথা ॥
শাল্লোদ্ভবা গৌড়জাতা মধ্যমা গুরবঃ স্মৃতাঃ ।
অধমাঃ কালিন্দাশ্চৈব রেবাঃ কচ্ছাস্তু কাম্বোজাঃ ।
কর্ণাটদেশজাশ্চৈব কালম্বা গুরবঃ স্মৃতাঃ ॥ ৫৭

ইতি শ্রীবৃহত্তন্ত্রকোষে গুরুশিষ্য-লক্ষণং নাম
প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ ।

তন্ত্রান্তরে গুরু ত্রিবিধ বলিয়া কীর্ত্তিত আছে, উত্তম, মধ্যম ও অধম। আর্য্যাবর্ত্ত, কুরুক্ষেত্র, নাটক, অবন্তী ও অঙ্কন এই সকল দেশজাত গুরু উত্তম। দশার্ণ, কেরল, মগধ, কোশল, শাল্ল, গৌড় এই সকল দেশজাত গুরু মধ্যম এবং কালিন্দ রেবা, কচ্ছ, কম্বোজ, কর্ণাট ও কলম্ব এই সকল দেশ-জাত গুরু অধম ॥ ৫৭

ইতি বৃহত্তন্ত্রকোষে গুরুশিষ্য-লক্ষণ নামক
প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

অথ ঘটজ্ঞানং ।

জ্ঞানতন্ত্রে।—ঘটজ্ঞানং বিনা দেবি নৈব কিঞ্চিৎ প্রসিদ্ধতি।
তস্মাজ্ জ্ঞানং সমভ্যস্য যোগাদিকং সমাচরেৎ ॥ ১

দেহজ্ঞান না জানিলে এবং দেহশুদ্ধি না হইলে যোগাদি কোন কার্য্যই সাধিত হয় না, এই জন্য তাহা কথিত হইতেছে।—জ্ঞানতন্ত্রে লিখিত আছে যে,—হে দেবি! ঘটজ্ঞান ব্যতিরেকে ধরাতলে কোন কর্ম্মই সফল হয় না, অতএব দেহজ্ঞান পরিজ্ঞাত হইয়া তৎপরে যোগাদির অনুষ্ঠান করিবে ॥ ১

শিবসংহিতায়াম্।—প্রাণাপাননাদবিন্দু-জীবাত্মপরমাত্মনঃ।
মিলিত্বা ঘটতে যস্মাত্তস্মাদ্বৈ ঘট উচ্যতে ॥ ২

শিবসংহিতায় লিখিত আছে যে,—প্রাণ, অপান, নাদবিন্দু, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই সকলের একত্র মিলনে যাহা হইতে হয়, তাহাকে ঘট অর্থাৎ দেহ বলে ॥ ২

ঘেরণ্ডে।—আমকুম্ভমিবাম্ভস্থো জীর্য্যমাণঃ সদা ঘটঃ।
যোগানলেন সংদহ্য ঘটশুদ্ধিং সমাচরেৎ ॥ ৩

ঘেরণ্ড সংহিতায় লিখিত আছে যে,—এই মানবদেহ আমমৃত্তিকানির্ম্মিত কলসের ন্যায়, জীবন জলবৎ এবং যোগ অগ্নি সদৃশ। যেরূপ বারিপূর্ণ আমমৃত্তিকার কলস গলিত হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহাকে হুতাশন সংযোগে দগ্ধ করিলে ব্যবহারের যোগ্য হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই দেহ অহরহ জীর্ণ হইতেছে। যোগাভ্যাস দ্বারা ইহাকে বিশুদ্ধ করিতে হয় ॥ ৩

জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্রে।—ইড়া ভগবতী গঙ্গা পিঙ্গলা যমুনা নদী।
ইড়াপিঙ্গলয়োর্ম্মধ্যে সুষুম্না চ সরস্বতী ॥
ত্রিবেণীসঙ্গমো যত্র তীর্থরাজঃ স উচ্যতে।
তত্র স্নানং প্রকুর্ব্বতীঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সর্ব্বে শরীরেষু ব্যবস্থিতাঃ।
ব্রহ্মাণ্ডলক্ষণং সর্ব্বং দেহমধ্যে ব্যবস্থিতং।
সাকারাশ্চ বিনশ্যন্তি নিরাকারো ন নশ্যতি ॥ ৪

জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্রে লিখিত আছে যে,—দেহ মধ্যে তিনটী প্রধান নাড়ী আছে, ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না। ইড়াকে গঙ্গা, পিঙ্গলাকে যমুনা এবং সুষুম্নাকে সরস্বতী বলে। দেহমধ্যে যেখানে এই তিন নাড়ী মিলিত হইয়াছে, তাহাকে ত্রিবেণী কহে, উহা পরম তীর্থ। ঐ তীর্থে স্নান করিলে সকল পাপ দূর হয়। ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় লক্ষণ এই শরীরে বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে সাকার সকলই ক্ষয় পায়, কিন্তু নিরাকার অবিনশ্বর ॥ ৪

শুক্রশোণিতে মজ্জা চ মেদো মাংসঞ্চ পঞ্চমম্।
অস্থি ত্বক্ চৈব সপ্তৈতে শরীরেষু ব্যবস্থিতাঃ ॥
শরীরঞ্চৈবমাত্মানমন্তরাত্মা মনো ভবেৎ।
পরমাত্মা ভবেচ্ছূন্যং মনো যত্র বিলীয়তে ॥ ৫

দেহমধ্যে শুক্র, রক্ত, মজ্জা, মাংস, মেদ, অস্থি ও চর্ম্ম অবস্থিত আছে। দেহকে আত্মা ও আত্মারামকে মন কহে। আর শূন্যময় সেই পরমাত্মাতেই মন লয়-প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৫

রক্তধাতুর্ভবেন্মাতা শুক্রধাতুর্ভবেৎ পিতা।
শূন্যধাতুর্ভবেৎ প্রাণো গর্ভপিণ্ডং প্রজায়তে ॥ ৬

শোণিতধাতু মাতা, শুক্রধাতু পিতা এবং শূন্যধাতু প্রাণ, এই তিন মিলিত হইয়া গর্ভপিণ্ড জন্মে ॥ ৬

অব্যক্তাজ্জায়তে প্রাণঃ প্রাণাদুৎপদ্যতে মনঃ।
মনসোৎপদ্যতে বাচা মনোবাচা বলীয়তে॥ ৭

অব্যক্ত হইতে প্রাণ, প্রাণ হইতে মন এবং মন হইতে বাক্যের উৎপত্তি হয় এবং বাক্যদ্বারা মনের ভ্রম হইয়া থাকে॥ ৭

তালুমূলে স্থিতশ্চন্দ্রো নাভিমূলে দিবাকরঃ।
সূর্যাগ্রে বসতে বায়ুশ্চন্দ্রাগ্রে বসতে মনঃ॥ ৮

চন্দ্র তালুমূলে এবং সূর্য্য নাভিমূলে অবস্থিতি করেন। বায়ু সূর্য্যের অগ্রে এবং মন চন্দ্রের অগ্রে অবস্থিত॥ ৮

সূর্য্যাগ্রে বসতে চিত্তং চন্দ্রাগ্রে জীবিতং প্রিয়ে।
এতদ্‌যুক্তং মহাদেবি গুরুবাক্যেন লভ্যতে॥ ৯

চিত্ত সূর্য্যাগ্রে এবং প্রাণ চন্দ্রাগ্রে অধিষ্ঠিত আছে। গুরুর নিকট এই সকল পরিজ্ঞাত হইবে॥ ৯

আহারং কাঙ্ক্ষতে প্রাণো ভুঞ্জতেঽপি হুতাশনঃ।
জাগৎস্বপ্নসুষুপ্তৌ চ বায়ুশ্চ প্রতিবুদ্ধ্যতি॥ ১০

প্রাণ আহার অভিলাষ করে, হুতাশন ভোজন করে এবং বায়ু জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই জাগরিত থাকে॥ ১০

মনঃ করোতি পাপানি মনো লিপ্যতে পাতকৈঃ।
মনশ্চ তন্মনা ভূত্বা ন পুণ্যৈর্ন চ পাতকৈঃ॥ ১১

মন পাপানুষ্ঠান করে, মনই পাতকে লিপ্ত হয়, আবার সেই মনই তন্মনা হইয়া পাপ পুণ্য হইতে নির্লিপ্ত হইয়া থাকে॥ ১১

ভ্রান্তিবদ্ধো ভবেজ্জীবো ভ্রান্তিমুক্তঃ সদাশিবঃ।
কার্য্যং হি কারণং ত্বঞ্চ পুনর্ব্বোধো বিশিষ্যতে॥ ১২

জীব ভ্রান্তি দ্বারা আবদ্ধ, যখন সেই ভ্রম হইতে মুক্ত হয়, তখনই সদাশিব

হইয়া থাকে, তুমিই কার্য্য এবং তুমিই কারণ। কেবল কার্য্য কারণের জ্ঞানই বিশিষ্ট জানিবে ॥ ১২

মনোঽন্যত্র শিবোঽন্যত্র শক্তিরন্যত্র মারুতঃ ।
ইদং তীর্থমিদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জনাঃ ।
আত্মতীর্থং ন জানাতি কথং মোক্ষো বরাননে ॥ ১৩

মন অন্যত্র শিব অন্যত্র, শক্তি অন্যত্র এবং বায়ু অন্যত্র অবস্থিত হইলেও জীবগণ ভ্রমবশতঃ "এই তীর্থ এই তীর্থ" এই প্রকার ভ্রান্তিতে আবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে, তাহারা যখন আত্মতীর্থ জানিতে পারে না, তখন কিরূপে মুক্তিলাভ করিবে ॥ ১৩

ন তপস্তপ ইত্যাহুর্ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমং ।
ঊর্দ্ধরেতা ভবেদ্ যস্তু স দেবো ন তু মানুষঃ ॥ ১৪

তপকে তপ বলে না, ব্রহ্মচর্য্যই শ্রেষ্ঠ তপস্যা। যিনি ঊর্দ্ধরেতা তিনি মানুষ নহেন তিনিই দেবতা ॥ ১৪

ন ধ্যানং ধ্যানমিত্যাহুর্ধ্যানং শূন্যগতং মনঃ ।
তস্য ধ্যানপ্রসাদেন সৌখ্যং মোক্ষং ন সংশয়ঃ ॥ ১৫

ধ্যানকে ধ্যান বলা যায় না, শূন্যগত মনকেই ধ্যান কহে। সেই ধ্যানের প্রসাদেই সৌখ্য ও মোক্ষ লাভ হয় ॥ ১৫

ন হোমং হোমমিত্যাহুঃ সমাধৌ তত্তু ভূয়তে ।
ব্রহ্মাগ্নৌ হূয়তে প্রাণং হোমকর্ম্ম তদুচ্যতে ॥ ১৬

হোমকে হোম বলা যায় না,ব্রহ্মরূপ হুতাশনে প্রাণরূপ ঘৃতের যে হোম, তাহাকেই যথার্থ হোম কহে ॥ ১৬

মনোবাক্যং তথা কর্ম্ম তৃতীয়ং যত্র লীয়তে ।
বিনা স্বপ্নং যথা নিদ্রা ব্রহ্মজ্ঞানং তদুচ্যতে ॥ ১৭

যে জ্ঞানে মন, বাক্য ও কর্ম্ম এই তিনটী বিলীন হয় এবং স্বপ্ন ব্যতীত যে নিদ্রা তাহাকেই ব্রহ্মজ্ঞান বলে ॥ ১৭

একাকী নিস্পৃহঃ শান্তশ্চিন্তানিদ্রাবিবর্জ্জিতঃ।
কালভাবস্তথা ভাবো ব্রহ্মজ্ঞানং তদুচ্যতে ॥ ১৮

যে জ্ঞানে একাকী, স্বেচ্ছাশূন্য, শান্ত, চিন্তাহীন, নিদ্রাহীন এবং বালকবৎ স্বভাববিশিষ্ট হওয়া যায়, সেই জ্ঞানকেই ব্রহ্মজ্ঞান কহে ॥ ১৮

ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুষুম্না চোর্দ্ধগামিনী।
গান্ধারী হস্তিজিহ্বা চ প্রসরা গমনায়তা ॥ ১৯

শরীরমধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামে যে প্রধান তিনটী নাড়ী আছে তাহারা ঊর্দ্ধগামিনী। গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা ও প্রসরা এই নাড়ীত্রয় দেহের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে ॥ ১৯

অলম্বুষা যশা চৈব দক্ষিণাঙ্গে চ সংস্থিতা।
কুহুশ্চ শঙ্খিনী চৈব বামাঙ্গে চ ব্যবস্থিতাঃ ॥ ২০

অলম্বুষা ও যশা এই নাড়ীদ্বয় দক্ষিণে এবং কুহু ও শঙ্খিনী এই নাড়ীদ্বয় বামাঙ্গে অবস্থিতি করে ॥ ২০

এতাসু দশনাড়ীষু নানানাড়ী প্রসূতিকা।
দ্বিসপ্ততিসহস্রাণি শরীরে নাড়ীকাঃ স্থিতাঃ।
এতা যো বিন্দতে যোগী স যোগী যোগলক্ষণঃ ॥ ২১

এই দশটী নাড়ী হইতে আবার বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র নাড়ী উৎপন্ন হইয়াছে। সর্ব্বসমেত দেহমধ্যে দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ী আছে। এই সকল নাড়ীতত্ত্ব যিনি জানেন তিনিই যোগ-লক্ষণ-বিশিষ্ট যোগী ॥ ২১

জ্ঞাননাড়ী ভবেদ্দেবি যোগিনাং সিদ্ধিদায়িনী।
আধারং গুহ্যচক্রন্তু স্বাধিষ্ঠানঞ্চ লিঙ্গকং ॥ ২২

হে দেবি! ইহাদের মধ্যে জ্ঞান নাড়ী যোগীদিগের সিদ্ধিদায়িনী, শরীরস্থ গুহ্যচক্রকে আধারচক্র এবং লিঙ্গচক্রকে স্বাধিষ্ঠান চক্র কহে ॥ ২২

চক্রভেদং ময়া খ্যাতং চক্রাতীতং নমোনমঃ।
কায়োর্দ্ধঞ্চ ব্রহ্মলোকঃ স্বাধঃ পাতালমেব চ॥ ২৩

সর্ব্বসমেত দেহে ছয়টী চক্র আছে। শরীরের উর্দ্ধভাগকে ব্রহ্মলোক এবং অধোভাগকে পাতাল কহে॥ ২৩

ঊর্দ্ধমূলমধঃ শাখং বৃক্ষাকারং কলেবরং॥ ২৪

উর্দ্ধভাগ মূল এবং অধোভাগ শাখাস্বরূপ; এই প্রকারে দেহ বৃক্ষ-স্বরূপ বলিয়া অভিহিত॥ ২৪

হৃদি প্রাণঃ স্থিতো বায়ুরপানো গুদসংস্থিতঃ।
সমানো নাভিদেশে তু উদানঃ কণ্ঠমাশ্রিতঃ।
ব্যানঃ সর্ব্বগতো দেহে সর্ব্বগাত্রেষু সংস্থিতঃ॥ ২৫

শরীরমধ্যে দশবিধ বায়ু অবস্থিতি করে। তন্মধ্যে হৃদয়ে প্রাণ, গুহ্যে অপান, নাভিদেশে সমান, কণ্ঠে উদান এবং সর্ব্বাঙ্গে ব্যান বায়ু অবস্থিত॥ ২৫

নাগউর্দ্ধগতো বায়ুঃ কূর্ম্মস্তীর্থানি সংস্থিতঃ।
কৃকরঃ ক্ষোভিতে চৈব দেবদত্তোঽপি জৃম্ভণে॥
ধনঞ্জয়ো নাদঘোষে নিবিশেচ্চৈব শাম্যতি।
এষ বায়ুর্নিরালম্বো যোগিনাং যোগসম্মতঃ।
নবদ্বারঞ্চ প্রত্যক্ষং দশমং মন উচ্যতে॥ ২৬

নাগবায়ু উর্দ্ধগত, কূর্ম্মবায়ু তীর্থাশ্রিত, কৃকরবায়ু ক্ষোভনস্থ, দেবদত্ত বায়ু জৃম্ভণস্থ এবং ধনঞ্জয় বায়ু নাদঘোষে প্রবিষ্ট। এই দশবিধ বায়ু নিরালম্ব এবং যোগিগণের যোগবিষয়ে প্রশস্ত। শরীরস্থ নবদ্বার সকলেই অবগত আছে, তদ্ভিন্ন মনকে দশম দ্বার কহে॥ ২৬

ঘেরণ্ডে—হৃদি প্রাণো বসেন্নিত্যং অপানো গুদমণ্ডলে।
সমানো নাভিদেশে তু উদানং কণ্ঠমধ্যগঃ॥

ব্যানো ব্যাপ্য শরীরে তু প্রধানাঃ পঞ্চবায়বঃ।
উদ্গারে নাগ আখ্যাতঃ কূর্ম্মস্তূন্মীলনে স্মৃতঃ॥
কৃকরঃ ক্ষুৎকৃতে জ্ঞেয়ো দেবদত্তো বিজৃম্ভণে।
ন জহাতি মৃতে ক্বাপি সর্ব্বব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ॥ ২৭

ঘেরণ্ডসংহিতায় লিখিত আছে যে,—হৃদয়ে প্রাণবায়ু, গুহ্যে অপান, নাভিতে সমান, কণ্ঠে উদান, সর্ব্বশরীরে ব্যান, উদ্গারে নাগবায়ু, উন্মীলনে কূর্ম্ম, ক্ষুৎকৃতে কৃকর, জৃম্ভণে দেবদত্ত এবং ধনঞ্জয় বায়ু সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া অধিষ্ঠিত আছে॥ ২৭

অথ দেহশুদ্ধিঃ।

ঘেরণ্ডে—শোধনং দৃঢ়তা চৈব স্থৈর্য্যং ধৈর্য্যঞ্চ লাঘবং॥
প্রত্যক্ষঞ্চ নির্লিপ্তঞ্চ ঘটস্থ সপ্তসাধনং॥ ২৮

অনন্তর দেহশুদ্ধি কথিত হইতেছে—ঘেরণ্ডে লিখিত আছে যে, শোধন, দৃঢ়তা, স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, লাঘব, প্রত্যক্ষ ও নির্লিপ্ত এই সপ্তবিধ সাধন দ্বারা দেহ বিশুদ্ধ করিতে হয়॥ ২৮

নিরুত্তরে—আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি বদন্তি ষট্॥ ২৯

নিরুত্তর তন্ত্রে লিখিত আছে যে,—আসন, প্রাণসংরোধ, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই ছয়টী যোগসাধনের অঙ্গ॥ ২৯

গ্রহযামলে—ধৌতিশ্চ গজকরিণী বস্তিলৌলী নেতিস্তথা।
কপালভাতিশ্চৈতানি ষট্‌কর্ম্মাণি মহেশ্বরি॥
কর্ম্ম ষট্‌কমিদং গোপ্যং ঘটশোধনকারণম্॥ ৩০

গ্রহযামলে কথিত আছে যে,—ধৌতি, গজকরিণী, বস্তি, লৌলী, নেতি ও কপালভাতি এই ছয়টী দেহশোধনের প্রধান সাধন॥ ৩০

ঘেরণ্ডে—অন্তর্ধৌতির্দন্তধৌতির্হৃদ্ধৌতির্মূল-শোধনং।

ধৌতিং চতুর্বিধাং কৃত্বা ঘটং কুর্ব্বন্তু নির্ম্মলং॥ ৩১

ঘেরণ্ডসংহিতায় লিখিত আছে যে,—অন্তর্ধৌতি, দন্তধৌতি, হৃদ্ধৌতি ও মূলশোধন এই চতুর্ব্বিধ ধৌতি দ্বারা দেহের মল দূর করিতে হয়॥ ৩১

শিবসংহিতায়াং।—কাকচঞ্চ্বা পিবেদ্বায়ুং সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি।

কুণ্ডলিন্যা মুখে ধ্যাত্বা ক্ষয়রোগস্য শান্তয়ে॥ ৩২

শিবসংহিতায় লিখিত আছে যে,—"কুণ্ডলিনীর মুখে বায়ু আগমন করিতেছে" এইরূপ ভাবনা করিয়া সাধক উভয় সন্ধ্যার কাকচঞ্চুর ন্যায় ঠোঁট দ্বারা বায়ু পান করিবে। এই প্রকার অন্তর্ধৌতি দ্বারা দেহ বিশুদ্ধ হয় এবং ক্ষয়রোগাদি বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৩২

ঘেরণ্ডে।—নাভিমগ্নজলে স্থিত্বা শক্তিনাড়ীং বিসর্জ্জয়েৎ।

করাভ্যাং ক্ষালয়েন্নাড়ীং যাবন্মলবিসর্জ্জনং।

তাবৎ প্রক্ষাল্য নাড়ীঞ্চ উদরে বেশয়েৎ পুনঃ॥ ৩৩

ঘেরণ্ডসংহিতায় লিখিত আছে যে,—নাভিমগ্ন জলে অবস্থিতি পূর্ব্বক শক্তিনাড়ী বহির্গত করিয়া মলক্ষয় পর্য্যন্ত হস্তদ্বারা ক্ষালন করিবে। অনন্তর পুনরায় উহা শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট করাইতে হয়। এই ধৌতি দ্বারা শরীর বিশুদ্ধ হয়॥ ৩৩

খাদিরেণ রসেনাথ মৃত্তিকয়া চ শুদ্ধয়া।

মার্জ্জয়েদ্দন্তমূলঞ্চ যাবৎ কিল্বিষমাহরেৎ॥ ৩৪

খদিরজলে অথবা বিশুদ্ধ মৃত্তিকাদ্বারা যে পর্য্যন্ত মুখ পরিষ্কৃত না হয় সেই পর্য্যন্ত দন্তমূল মার্জ্জন করিবে॥ ৩৪

তর্জ্জনীমধ্যমানামা অঙ্গুলিত্রয় যোগতঃ।

বেশয়েদ্‌গলমধ্যে তু মার্জ্জয়েল্লম্বিকামূলং।

শনৈঃ শনৈর্মার্জয়িত্বা কফদোষং নিবারয়েৎ॥ ৩৫

এইরূপ দন্তধৌতি দ্বারা শরীর নির্ম্মল হয়। তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামা এই অঙ্গুলীত্রয় একত্র করিয়া গলার মধ্যে বারংবার প্রবেশ করাইয়া জিহ্বামূল মার্জ্জন করিবে; ইহা দ্বারা কফদোষ বিদূরিত হয়॥ ৩৫

তর্জ্জন্যনামিকাযোগান্মার্জ্জয়েৎ কর্ণরন্ধ্রয়োঃ।
নিত্যমভ্যাসযোগেন নাদান্তরং প্রকাশয়েৎ॥ ৩৬

তর্জ্জনী ও অনামিকা দ্বারা কর্ণবিবর মার্জ্জন করিবে, এইরূপ কর্ণধৌত দ্বারা নাদান্তর প্রকাশিত হয়॥ ৩৬

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠেন দক্ষেণ মার্জ্জয়েদ্ভালরন্ধ্রকং।
এবমভ্যাসযোগেন কফদোষং নিবারয়েৎ॥ ৩৭

দক্ষিণ করের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা ভালরন্ধ্র মার্জ্জন করিবে। ইহাদ্বারা কফদোষ দূর হয়॥ ৩৭

রম্ভাদণ্ডং বেত্রদণ্ডং হরিদ্রাদণ্ডং মেব চ।
হৃন্মধ্যে চালয়িত্বা তু পুনঃ প্রত্যাহরেচ্ছনৈঃ॥ ৩৮

কদলীদণ্ড, হরিদ্রাদণ্ড কিম্বা বেত্রদণ্ড হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশিত করিয়া ধীরে ধীরে চালনা করত পুনরায় বহির্গত করিবে। এই হৃদ্ধৌতি দ্বারা দেহ বিশুদ্ধ হয়॥ ৩৮

ভোজনান্তে পিবেদ্বারি চাকণ্ঠপূর্ণিতং সুধীঃ।
ঊর্দ্ধদৃষ্টিং ক্ষণং কৃত্বা তজ্জলং বময়েৎ পুনঃ॥ ৩৯

আহারান্তে আকণ্ঠ জল পান করত মুহূর্ত্তকাল ঊর্দ্ধনয়নে থাকিয়া সেই জল বমন করিবে। ইহা দ্বারা দেহ শুদ্ধ হইয়া থাকে॥ ৩৯

তথা গ্রহযামলে—চতুরঙ্গুলিবিস্তারং হস্তপঞ্চদশেন তু।
গুরূপদিষ্টমার্গেন সিক্তং বস্ত্রং শনৈর্গ্রসেৎ।
ততঃ প্রত্যাহরেচ্চৈতৎক্ষালনং ধৌতিকর্ম্ম তৎ॥ ৪০

গ্রহযামলে লিখিত আছে যে,—চতুরঙ্গুল বিস্তৃত ও পঞ্চ দশহস্ত দীর্ঘ সিক্ত বস্ত্র গুরুর আজ্ঞাক্রমে ধীরে ধীরে গ্রাস করিয়া পুনরায় শনৈঃ শনৈঃ বহির্গত করিবে। এই ধৌতিকর্ম্ম দ্বারা শরীর নির্ম্মল হয় ॥ ৪০

তথা ঘেরণ্ডে।—পীতমূলস্থ দণ্ডেন মধ্যমাঙ্গুলিনাপি বা।
যত্নেন ক্ষালয়েদ্‌গুহ্যং বারিণা চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪১

ঘেরণ্ডে লিখিত আছে যে,—হরিদ্রামূল অথবা মধ্যমাঙ্গুলী দ্বারা সযত্নে জল দিয়া পুনঃ পুনঃ গুহ্য ধৌত করিবে। এই মূলশোধন দ্বারা দেহ বিশুদ্ধ হয় ॥ ৪১

গ্রহযামলে।—সূত্রং বিতস্তিমাত্রন্তু নাসানালে প্রবেশয়েৎ।
মুখেন গময়েচ্চৈষা নেতিঃ স্যাৎ পরমেশ্বরি ॥ ৪২

গ্রহযামলে লিখিত আছে যে,—হে পরমেশ্বরি! বিতস্তিপরিমিত সূত্র নাসারন্ধ্রে প্রবেশিত করিয়া মুখের মধ্যে আনিতে হইবে। এই নেতি-যোগ দ্বারা দেহ বিমল হয় ॥ ৪২

ভূমাদাবতিবেগেন তুন্দং সব্যাপসব্যতঃ।
নতাংশো ভ্রাময়েদেষা লৌলী স্যাৎ পরমেশ্বরি ॥ ৪৩

অতিবেগে বাম ও দক্ষিণদিকে উদরের নিম্নভাগ পরিচালিত করিবে। এই লৌলীযোগ দ্বারাও দেহশুদ্ধি হয় ॥ ৪৩

দত্তাত্রেয়-সংহিতায়াম্।—নিরীক্ষেন্নিশ্চলদৃশা সূক্ষ্মলক্ষ্যং প্রযত্নতঃ।
অশ্রুসম্পাতপর্য্যন্তং ত্রাটকং তন্মহেশ্বরি ॥ ৪৪

দত্তাত্রেয়-সংহিতায় লিখিত আছে যে,—যাবৎ নেত্রজল পতিত না হয়, তাবৎ একদৃষ্টে সূক্ষ্ম বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকিবে, ইহাকে ত্রাটক যোগ কহে। ইহা দ্বারাও দেহশুদ্ধি জন্মে। সংক্ষেপে দেহতত্ত্ব ও দেহশুদ্ধি কথিত হইল ॥ ৪৪

ও—তৎসৎ

অথ আসনানি।

শিবসংহিতায়াং।—চতুরশীত্যাসনানি সন্তি নানাবিধানি চ।
তেভ্যশ্চতুষ্কমাদায় ময়োক্তানি ব্রবীম্যহং।
সিদ্ধাসনং তথা পদ্মাসনং ভদ্রঞ্চ স্বস্তিকং॥ ৪৫

অতঃপর আসনের বিষয় বর্ণিত হইতেছে। শিবসংহিতায় লিখিত আছে যে,—সর্ব্বসমেত আসন চতুরশীতি প্রকার; তন্মধ্যে সিদ্ধ, পদ্ম, ভদ্র ও স্বস্তিক এই চারিটী সম্যক প্রসিদ্ধ॥ ৪৫

ঘেরণ্ডে।—সিদ্ধং পদ্মং তথা ভদ্রং মুক্তং বজ্রঞ্চ স্বস্তিকং।
সিংহঞ্চ গোমুখং বীরং ধনুরাসনমেব চ॥
মৃতং গুপ্তং তথা মাৎস্যং মৎস্যেন্দ্রাসনমেব চ।
গোরক্ষং পশ্চিমোত্তানং উৎকটং সঙ্কটং তথা॥
ময়ূরং কুক্কুটং কূর্ম্মং তথা চোত্তানকূর্ম্মকং।
উত্তানমণ্ডুকং বৃক্ষং মণ্ডুকং গরুড়ং বৃষম্॥
শলভং মকরং উষ্ট্রং ভুজঙ্গঞ্চ যোগাসনং।
দ্বাত্রিংশদাসনানি স্যুর্ম্মর্ত্ত্যলোকে চ সিদ্ধিদং॥ ৪৬

ঘেরণ্ডসংহিতায় বত্রিশপ্রকার আসন বর্ণিত আছে; যথা—সিদ্ধ, পদ্ম, মুক্ত, ভদ্র, বজ্র, স্বস্তিক, সিংহ, গোমুখ, বীর, ধনু, মৃত, গুপ্ত, মৎস্য, মৎস্যেন্দ্র, গোরক্ষ, পশ্চিমোত্তান, উৎকট, সঙ্কট, ময়ূর, কুক্কুট, কূর্ম্ম, উত্তান-কূর্ম্মক, উত্তানমণ্ডুক, বৃক্ষ, মণ্ডুক, গরুড়, বৃক্ষ, শলভ, মকর, উষ্ট্র, ভুজঙ্গ এবং যোগ; এই বত্রিশ প্রকার আসনই সিদ্ধিপ্রদ॥ ৪৬

অথ সিদ্ধাসনং।

শিবসংহিতায়াং।—যোনিং সংপীড্য যত্নেন পাদমূলেন সাধকঃ।
মেঢ্রোপরি পাদমূলং বিন্যসেৎ যোগবিৎ সদা॥

ঊর্দ্ধে নিরীক্ষ্য ভ্রূমধ্যং নিশ্চলঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
বিশেষোঽবক্রকায়শ্চ রহস্যুদ্বেগবর্জ্জিতঃ।
এতৎ সিদ্ধাসনং জ্ঞেয়ং সিদ্ধানাং সিদ্ধিদায়কং॥ ৪৭

শিবসংহিতায় সিদ্ধাসনের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে; যথা—সযত্নে একটী পাদমূল দ্বারা যোনি প্রপীড়িত করতঃ অন্য পাদমূল লিঙ্গের উপরিভাগে স্থাপিত করিবে এবং সংযতেন্দ্রিয় হইয়া ঊর্দ্ধনয়নে ভ্রূযুগলের মধ্যস্থল দর্শন করিবে। ইহাকেই সিদ্ধাসন কহে। বিরলে স্থিরচিত্তে সমকায় হইয়া ইন্দ্রিয়দমন পূর্ব্বক এই আসন অভ্যাস করিতে হয়; ইহা সিদ্ধিপ্রদ॥ ৪৭

অথ পদ্মাসনং।

ঘেরণ্ডে।—বামোরূপরি দক্ষিণং হি চরণং সংস্থাপ্য বামং তথা।
দক্ষোরূপরি পশ্চিমেন বিধিনা ধৃত্বা করাভ্যাং দৃঢ়ং॥
অঙ্গুষ্ঠে হৃদয়ে নিধায় চিবুকং নাসাগ্রমালোকয়েৎ।
এতদ্ব্যাধিসমূহনাশনকরং পদ্মাসনং চোচ্যতে॥ ৪৮

ঘেরণ্ডসংহিতায় পদ্মাসনের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে; যথা—দক্ষিণ পাদ বাম ঊরুর উপরে এবং বামপাদ দক্ষিণ ঊরুর উপরে রাখিয়া করদ্বয় দ্বারা পৃষ্ঠদেশ হইতে চরণদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ধারণ করতঃ হৃদয়দেশে চিবুক সংস্থাপিত করিবে এবং নাসিকার অগ্রভাগ নিরীক্ষণ করিতে হইবে, ইহাকে পদ্মাসন কহে; ইহাদ্বারা সকল রোগ বিনষ্ট ও উদরানল প্রদীপিত হয়॥ ৪৮

অথ ভদ্রাসনং।

ঘেরণ্ডে।—গুল্ফৌ চ বৃষণস্যাধো ব্যুৎক্রমেণ সমাহিতঃ।
পাদাঙ্গুষ্ঠে করাভ্যাঞ্চ ধৃত্বা চ পৃষ্ঠদেশতঃ॥
জালন্ধরং সমাসাদ্য নাসাগ্রমবলোকয়েৎ।
ভদ্রাসনং ভবেদেতৎ সর্ব্বব্যাধি-বিনাশকং॥ ৪৯

ভদ্রাসনের বিষয় ঘেরণ্ডসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে; যথা—গুল্ফদ্বয় কোষের নিম্নে বিপরীতভাবে রাখিয়া হস্তদ্বয় দ্বারা চরণদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পৃষ্ঠ ভাগদিয়া ধারণ পূর্ব্বক জালন্ধর বন্ধের অনুষ্ঠান করিবে এবং নাসিকার অগ্রভাগ নিরীক্ষণ করিতে হইবে। ইহারই নাম ভদ্রাসন, ইহা সর্ব্ব ব্যাধিহরণ করে॥৪৯

অথ স্বস্তিকাসনং।

শিবসংহিতায়াং।—জানূর্ব্বোরন্তরে সম্যক্ ধৃত্বা পাদতলে উভে।
সমকায়ঃ সুখাসীনঃ স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষ্যতে॥ ৫০

অনন্তর স্বস্তিকাসন কথিত হইতেছে।—শিবসংহিতায় লিখিত আছে যে,—জানু ও উরুদ্বয়ের অন্তরে উভয় পাদতল সম্যক্‌রূপে ধরিয়া সমকায় অবস্থিতি করাকেই স্বস্তিকাসন কহে। এই চতুর্ব্বিধ শ্রেষ্ঠ আসন কথিত হইল॥ ৫০

অথ মুদ্রাপ্রকরণং।

ঘেরণ্ডসংহিতায়াং।—মহামুদ্রা নভোমুদ্রা উড্ডীয়াং জালন্ধরং।
মূলবন্ধং মহাবন্ধং মহাবেধশ্চ খেচরী।
বিপরীতকরী যোনির্ব্বজ্রোলী শক্তিচালনী॥
তাড়াগী মাণ্ডবী মুদ্রা শাম্ভবী পঞ্চধারণা।
অশ্বিনী পাশিনী কাকী মাতঙ্গী চ ভুজঙ্গিনী॥
পঞ্চবিংশতি মুদ্রাণি সিদ্ধিদানীহ যোগিনাম্॥ ৫১

অনন্তর মুদ্রাসকল কথিত হইতেছে। ঘেরণ্ডসংহিতায় পঞ্চবিংশতি মুদ্রা কথিত আছে; যথা—মহামুদ্রা, নভোমুদ্রা, উড্ডীয়ান, জালন্ধর, মূলবন্ধ, মহাবন্ধ, মহাবেধ, খেচরী, বিপরীতকরী, যোনি, বজ্রোলী, শক্তিচালনী, তাড়াগী, মাণ্ডবী, শাম্ভবী, পঞ্চধারণা, অশ্বিনী, পাশিনী, কাকী, মাতঙ্গী ও ভুজঙ্গিনী, এই পঞ্চবিংশতি মুদ্রা যোগীদিগের সিদ্ধিদায়িনী॥ ৫১

শিবসংহিতায়াং।—মহামুদ্রা মহাবন্ধো মহাবেধশ্চ খেচরী।
জালন্ধরো মূলবন্ধো বিপরীতকৃতিস্তথা॥
উড্ডীয়ানঞ্চ বজ্রোলী দশমং শক্তিচালনং।
ইদং হি মুদ্রাদশকং মুদ্রাণামুত্তমোত্তমম্॥ ৫২

এই পঞ্চবিংশতি মুদ্রার মধ্যে দশটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তদ্বিষয়ে শিবসংহিতায় লিখিত আছে যে,—মহামুদ্রা, মহাবন্ধ, মহাবেধ, খেচরী, জালন্ধর, মূলবন্ধ, বিপরীতকরণী উড্ডীয়ান, বজ্রোলী এবং শক্তিচালনী এই দশটী মুদ্রা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ॥ ৫২

গ্রহযামলে।—মহামুদ্রা মহাবন্ধো মহাবেধশ্চ খেচরী।
উড্ডীয়ানং মূলবন্ধো বন্ধো জালন্ধরাভিধঃ॥
করণং বিপরীতাখ্যং বজ্রোলী শক্তিচালনং।
ইদন্তু মুদ্রাদশকং জরামরণনাশকং॥ ৫৩

গ্রহযামলে লিখিত আছে যে,—মহামুদ্রা, মহাবন্ধ, মহাবেধ, খেচরী, উড্ডীয়ান, মূলবন্ধ, জালন্ধর, বিপরীতকরণী, বজ্রোলী ও শক্তিচালনী এই দশটী মুদ্রাই শ্রেষ্ঠ; এই মুদ্রা দশটী দ্বারা জরা মৃত্যুকে পরাজিত করিতে পারা যায়॥ ৫৩

অথ মহামুদ্রা।

পায়ুমূলং বামগুল্‌ফে সংপীড্য দৃঢ়যত্নতঃ।
যাম্যপাদং প্রসার্য্যাথ করৈর্ধৃতপদাঙ্গুলিঃ॥
কণ্ঠসংকোচনং কৃত্বা ভ্রুবোর্ম্মধ্যং নিরীক্ষয়েৎ।
নাশয়েৎ সর্ব্বরোগাংশ্চ মহামুদ্রাতিসেবনাৎ॥ ৫৪

এক্ষণে প্রধান প্রধান মুদ্রাকয়েকটী কিরূপে সাধন করিতে হয়, তাহা কথিত হইতেছে।—প্রথমতঃ মহামুদ্রার লক্ষণ বলিতেছি। ঘেরণ্ড সংহিতায় লিখিত আছে যে,—গুহ্যদেশ বামগুল্‌ফ দ্বারা দৃঢ়ভাবে পীড়ন পূর্ব্বক দক্ষিণ

চরণ বিস্তৃত করিয়া করদ্বারা পদাঙ্গুলি ধরিবে এবং কণ্ঠসংকোচনপূর্ব্বক ভ্রুযুগলের মধ্যস্থল নিরীক্ষণ করিতে হইবে। ইহাকেই মহামুদ্রা কহে। এই মুদ্রা সর্ব্বরোগ বিনাশ করে॥ ৫৪

শিবসংহিতায়াং।—অনেন বিধিনা যোগী মন্দভাগ্যোঽপি সিদ্ধ্যতি।
সর্ব্বরোগোপশমনং জঠরাগ্নিবিবর্দ্ধনং॥
বপুষঃ কান্তিমমলাং জরামৃত্যুবিনাশনং।
বাঞ্ছিতার্থফলং সৌখ্যমিন্দ্রিয়াণাঞ্চ মারণং॥
এতদুক্তানি সর্ব্বাণি যোগারূঢ়স্য যোগিনা।
ভবেদভ্যাসতোঽবশ্যং নাত্র কার্য্যাবিচারণা॥
গোপনীয়া প্রযত্নেন মুদ্রেয়ং সুরপূজিতে।
যান্তু প্রাপ্য ভবাম্ভোধেঃ পারং গচ্ছন্তি যোগিনঃ॥
মুদ্রা কামদুঘা হ্যেষা সাধকানাং ময়োদিতা।
গুপ্তাচারেণ কর্ত্তব্যা ন দেয়া যস্য কস্যচিৎ॥ ৫৫

শিবসংহিতায় লিখিত আছে যে,—এই মহামুদ্রা দ্বারা মন্দভাগ্যও সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, ইহাতে সকল রোগবিনাশ প্রাপ্ত হয়, জঠরাগ্নি বর্দ্ধিত হয়, শরীর নির্ম্মলকান্তি বিশিষ্ট হয় এবং জরা ও অকালমৃত্যু বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ইহা আচরণ করিলে বাঞ্ছিত ফললাভ, সুখ ও ইন্দ্রিয় দমন হইয়া থাকে। এই মুদ্রা সাধকদিগের কামধেনু স্বরূপ, যত্নের সহিত ইহা গোপন ভাবে করিবে, সকলের নিকট ইহা প্রকাশ করিবে না॥ ৫৫

অথ মহাবন্ধঃ।

শিবসংহিতায়াং।—ততঃ প্রসারিতৌ পাদৌ বিন্যস্য তাবুরূপরি।
গুদযোনিং সমাকুঞ্চ্য কৃত্বা চাপানমূর্দ্ধগং॥
যোজয়িত্বা সমানেন কৃত্বা প্রাণমধোমুখং।

বন্ধয়েত্তুদরেঽত্যর্থং প্রাণাপানৌ চ যঃ সুধীঃ।
প্রথিতোঽয়ং মহাবন্ধঃ সিদ্ধিমার্গপ্রদায়কঃ ॥ ৫৬

অনন্তর মহাবন্ধ কথিত হইতেছে।—শিবসংহিতায় লিখিত আছে যে, দক্ষিণপাদ বিস্তৃত করিয়া বাম উরুর উপরিভাগে স্থাপন পূর্ব্বক গুহ্য ও যোনি আকুঞ্চন করিয়া অপান বায়ুকে ঊর্দ্ধগত করতঃ নাভিস্থ সমান বায়ুর সহিত সংযুক্ত করিবে এবং হৃদয়স্থ প্রাণবায়ুকে অধোমুখ করিয়া প্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত জঠরমধ্যে কুম্ভক যোগে সংবদ্ধ করিবে, ইহারই নাম মহাবন্ধ, ইহা সিদ্ধিপথপ্রদর্শক ॥ ৫৬

নাড়ীজালাৎ রসব্যূহো মূর্দ্ধানং যাতি যোগিনঃ।
উভাভ্যাং সাধয়েৎ পদ্ভ্যামেকৈকং সুপ্রযত্নতঃ ॥
ভবেদভ্যাসতো বায়ুঃ সুষুম্নামধ্যসঙ্গতঃ।
অনেন বপুষঃ পুষ্টির্দৃঢ়বন্ধোঽস্থিপঞ্জরে ॥
সংপূর্ণহৃদয়ো যোগী ভবন্ত্যেতানি যোগিনঃ।
বন্ধেনানেন যোগীন্দ্র সাধয়েৎ সর্ব্বমীপ্সিতং ॥ ৫৭

ইহাদ্বারা যোগীর দেহস্থ নাড়ী সমূহ হইতে রসসকল শিরোপরি সমুদ্গত হয়। এই মুদ্রা যথাক্রমে দুইপাদ দ্বারা অভ্যাস করিবে। ইহাদ্বারা সুষুম্নার রন্ধ্রমধ্যে বায়ু সম্যক্ যাতায়াত করে, পুষ্টি ও অস্থিপঞ্জর দৃঢ় হয় এবং চিত্ত সদা আনন্দে মগ্ন থাকে। ইহার প্রভাবে সাধক যাবতীয় মনোরথ সিদ্ধ করিতে পারে ॥ ৫৭

অথ মহাবেধঃ।

ঘেরণ্ডে।—রূপযৌবনলাবণ্যং নারীণাং পুরুষং বিনা।
মূলবন্ধমহাবন্ধৌ মহাবেধং বিনা তথা ॥ ৫৮

অনন্তর মহাবেধ কথিত হইতেছে।—ঘেরণ্ডসংহিতায় বর্ণিত আছে যে,

রমণীজনের রূপ, যৌবন ও লাবণ্য পুরুষ ব্যতিরেকে যেরূপ বিফল, তদ্রূপ মহাবেধ ব্যতিরেকে, মূলবন্ধ ও মহাবন্ধ উভয়ই বৃথা হইয়া থাকে ॥ ৫৮

মহাবন্ধং সমাসাদ্য উড্ডানকুম্ভকং চরেৎ।
মহাবেধঃ সমাখ্যাতো যোগিনাং সিদ্ধিদায়কঃ ॥ ৫৯

প্রথমতঃ মহাবন্ধের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক উড্ডীয়ান বন্ধ করিয়া কুম্ভকযোগে বায়ুরোধ করিবে, ইহারই নাম মহাবেধ। ইহা যোগিদিগের সিদ্ধিপ্রদ ॥ ৫৯

শিবসংহিতায়াং।—বেধেনানেন সংবিধ্য বায়ুনা যোগিপুঙ্গবঃ।
গ্রন্থিং সুষুম্নামার্গেণ ব্রহ্মগ্রন্থিং ভিনত্ত্যসৌ ॥
যঃ করোতি সদাভ্যাসং মহাবেধং সুগোপিতং।
বায়ুসিদ্ধির্ভবেত্তস্য জরামরণনাশিনী ॥ ৬০

শিবসংহিতায় লিখিত আছে যে,—এই মহাবেধের প্রভাবে সাধক সুষুম্নাপথস্থ বায়ুদ্বারা গ্রন্থি বিদ্ধ করিয়া ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করে। যে ব্যক্তি এই সুগোপিত মহাবেধের অনুষ্ঠান করে, তাহার জরামরণভয় বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং বায়ু সিদ্ধ হয় সন্দেহ নাই ॥ ৬০

অথ খেচরীমুদ্রা।

শিবসংহিতায়াং।—ভ্রুবোরন্তর্গতাং দৃষ্টিং নিধায় সুদৃঢ়াং সুধীঃ।
উপবিশ্যাসনে বজ্রে নানোপদ্রববর্জ্জিতঃ ॥
লম্বিকোর্দ্ধস্থিতে গর্ত্তে রসনাং বিপরীতগাং।
সংযোজয়েৎ প্রযত্নেন সুধাকূপে বিচক্ষণঃ ॥
মুদ্রৈষা খেচরী প্রোক্তা ভক্তানামনুরোধতঃ ॥ ৬১

অতঃপর খেচরী মুদ্রা কথিত হইতেছে।—শিবসংহিতার লিখিত আছে যে,—নিরুপদ্রব স্থানে বজ্রাসনে সমাসীন হইয়া ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে দৃঢ়রূপে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিবে। অনন্তর জিহ্বামূলের ঊর্দ্ধে তালুপ্রদেশে যে

অমৃতকূপ আছে, তাহাতে জিহ্বাকে বিপরীতদিকে সমুত্থিত করিয়া সযত্নে সংযুক্ত করিবে, ইহাকেই খেচরী মুদ্রা কহে ॥ ৬১

সিদ্ধীনাং জননী হ্যেষা মম প্রাণাধিকাধিকে।
নিরন্তরকৃতাভ্যাসাৎ পীযূষং প্রত্যহং পিবেৎ ॥
তেন বিগ্রহসিদ্ধিঃ স্যান্মৃত্যুমাতঙ্গকেশরী ॥ ৬২

হে প্রাণাধিকে! এই মুদ্রা সিদ্ধির বিষয়ে জননীস্বরূপ। যে সাধক-সতত এই মুদ্রাযোগে সহস্রারনির্গত সুধাধারা তালুমূলে জিহ্বাদ্বারা পান করে, তাহার শরীর সিদ্ধ হয় এবং মৃত্যুভয় থাকে না ॥ ৬২

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
খেচরী যস্য শুদ্ধা তু স শুদ্ধো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৩

এই খেচরী মুদ্রা যে ব্যক্তির অভ্যস্ত হইয়াছে, সে কি পবিত্র কি অপবিত্র যে কোন অবস্থাতেই থাকুক না কেন, সতত বিশুদ্ধ থাকিবে ॥ ৬৩

ক্ষণার্দ্ধং কুরুতে যস্তু তীর্ণঃ পাপমহার্ণবাৎ।
দিব্যভোগান্ প্রভুক্ত্বা চ সৎকুলে স প্রজায়তে ॥ ৬৪

এই মুদ্রা অর্দ্ধক্ষণ কাল সাধন করিলে পাপরূপ মহোদধি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, সে ব্যক্তি স্বর্গে গিয়া বিবিধ সুখ ভোগ করে এবং ভোগান্তে অবনীতলে সদ্বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ৬৪

মুদ্রৈষা খেচরী যস্তু সুস্থিতোঽস্যামতন্দ্রিতঃ।
শতব্রহ্মাগতে নাপি ক্ষণার্দ্ধং লভ্যতে হি সঃ ॥ ৬৫

যে সাধক অতন্দ্রিত হইয়া এই মুদ্রা সাধন করে, শত ব্রহ্মার পতন-কালও তাহার নিকট অর্দ্ধক্ষণ বলিয়া বোধ হয় ॥ ৬৫

গুরূপদেশতো মুদ্রাং যো বেত্তি খেচরীমিমাং।
নানাপাপরতোধীমান্ স যাতি পরমাং গতিং ॥ ৬৬

গুরুর নিকট উপদেশ লইয়া যে ব্যক্তি এই খেচরী মুদ্রা পরিজ্ঞাত হয়, সে বহুপাপে লিপ্ত থাকিলেও সদ্‌গতি লাভ করিয়া থাকে ॥ ৬৬

স্বপ্রাণৈঃ সদৃশো যস্তু তস্মৈচাপি ন দীয়তে।
প্রচ্ছাদ্যতে প্রযত্নেন মুদ্রেয়ং সুরপূজিতে ॥ ৬৭

হে সুরপূজিতে! এই প্রাণসদৃশী মুদ্রা নিজ প্রাণসম ব্যক্তিকেও প্রদান করিবে না। সযত্নে ইহা গোপনভাবে রাখিতে হয় ॥ ৬৭

দত্তাত্রেয়-সংহিতায়াং।—অন্তঃকপালবিবরে জিহ্বাং ব্যাবৃত্য বন্ধয়েৎ।
ভ্রূমধ্যদৃষ্টিরপ্যেষা মুদ্রা ভবতি খেচরী ॥ ৬৮

দত্তাত্রেয়-সংহিতায় লিখিত আছে যে,—অন্তঃকপালবিবরে জিহ্বাকে ব্যাবৃত করিয়া বন্ধন করিবে এবং একদৃষ্টে ভ্রূযুগলের মধ্যভাগ নিরীক্ষণ করিতে হইবে, তাহা হইলেই খেচরী মুদ্রা সাধিত হয় ॥ ৬৮

ঘেরণ্ডসংহিতায়াং।

জিহ্বাধো নাড়ীং সংচ্ছিন্নাং রসনাং চালয়েৎ সদা।
দোহয়েন্নবনীতেন লৌহযন্ত্রেণ কর্ষয়েৎ ॥
এবং নিত্যসমভ্যাসাল্লম্বিকা দীর্ঘতাং ব্রজেৎ।
যাবদ্গচ্ছেদ্ভ্রুবোর্মধ্যে তদা গচ্ছতি খেচরী ॥
রসনাং তালুমধ্যে তু শনৈঃ শনৈঃ প্রবেশয়েৎ।
কপালকুহরে জিহ্বা প্রবিষ্টা বিপরীতগা।
ভ্রুবোর্মধ্যে গতা দৃষ্টির্মুদ্রা ভবতি খেচরী ॥ ৬৯

ঘেরণ্ডসংহিতায় লিখিত আছে যে,—জিহ্বার নিম্নে জিহ্বার মূলদেশের সহিত যে নাড়ী সংযুক্ত আছে, তাহা ছিন্ন করিয়া সতত জিহ্বার অধোভাগে জিহ্বার অগ্রাংশকে পরিচালনা করিবে এবং নবনীত দ্বারা জিহ্বাদোহন পূর্ব্বক লৌহলেখনী দ্বারা কর্ষণ করিতে হইবে। এই প্রকার নিত্য অভ্যাস দ্বারা জিহ্বা ক্রমশঃ দীর্ঘতা প্রাপ্ত হয়। জিহ্বাকে এরূপ দীর্ঘ করা আবশ্যক যে, অবলীলাক্রমে উহা দ্বারা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থল স্পর্শ

করিতে পারে। ক্রমে জিহ্বাকে তালুমধ্যে লইয়া যাইতে হইবে। তালুর মধ্যস্থলে যে কপালবিবর আছে, তাহার মধ্যে জিহ্বাকে ঊর্দ্ধদিকে বিপরীতভাবে প্রবেশিত করাইয়া ভ্রূযুগলের মধ্যভাগ অবলোকন করিবে। ইহাকেই খেচরী মুদ্রা কহে ॥ ৬৯

ন চ মূর্চ্ছা ক্ষুধা তৃষ্ণা নৈবালস্যং প্রজায়তে।
ন চ রোগো জরা মৃত্যুর্দেবদেহঃ প্রজায়তে ॥ ৭০

এই মুদ্রা প্রভাবে ক্ষুধা, পিপাসা, মূর্চ্ছা, আলস্য, জরা, মৃত্যু, রোগ কিছুই থাকে না এবং দেবতুল্য দেহ-কান্তি লাভ হয় ॥ ৭০

নাগ্নিনা দহ্যতে গাত্রং ন শোষয়তি মারুতঃ।
ন দেহং ক্লেদয়ন্ত্যাপো দংশয়েন্ন ভুজঙ্গমঃ ॥ ৭১

এই মুদ্রা অভ্যাস করিলে অগ্নিতে তাহার শরীর দগ্ধ বা বায়ুতে শুষ্ক হয় না, দেহ জলেক্লিন্ন হইতে পারে না। যে ব্যক্তি এই মুদ্রা সাধন করে, সর্পগণও তাহাকে দংশন করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৭১

লাবণ্যঞ্চ ভবেদ্গাত্রে সমাধির্জায়তে ধ্রুবং।
কপালবক্ত্রসংযোগে রসনা রসমাপ্নুয়াৎ।
নানারসসমুদ্ভূতমানন্দঞ্চ দিনে দিনে ॥ ৭২

তাহার শরীরে দিব্য গন্ধ ও কান্তি উৎপন্ন হয়। তিনি নিশ্চয় সমাধিযোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কপাল ও বদন এই দুইয়ের সংযোগে তাঁহার রসনায় নানাবিধ উত্তম রসের সঞ্চার এবং চিত্তে অননুভূত আনন্দ জন্মে ॥ ৭২

আদৌ লবণক্ষারঞ্চ ততস্তিক্তকষায়কং।
নবনীতং ঘৃতং ক্ষীরং দধিতক্রমধূনি চ।
দ্রাক্ষারসঞ্চ পীযূষং জায়তে রসনোদকং ॥ ৭৩

যে ব্যক্তি এই মুদ্রা সাধন করে, তাহার জিহ্বাতে যথাক্রমে লবণ,

ক্ষার, তিক্ত, কষায়, নবনীত, ঘৃত, ক্ষীর, দধি, ঘোল, মধু, দ্রাক্ষা এবং সুধা এই সকলের স্বাদ অনুভূত হইয়া থাকে ॥ ৭৩

অথ জালন্ধরবন্ধঃ।

ঘেরণ্ডসংহিতায়াং।—কণ্ঠসংকোচনং কৃত্বা চিবুকং হৃদয়ে ন্যসেৎ।
জালন্ধরে কৃতে বন্ধে ষোড়শাধারবন্ধনং।
জালন্ধরং মহামুদ্রা মৃত্যোশ্চ ক্ষয়কারিণী ॥ ৭৪

অনন্তর জালন্ধরবন্ধ কথিত হইতেছে।—ঘেরণ্ডসংহিতায় লিখিত আছে যে,—কণ্ঠ সংকোচন পূর্ব্বক হৃদয়োপরি চিবুক সংস্থাপন করাকেই জালন্ধর বন্ধ কহে। ইহা দ্বারা ষোড়শপ্রকার আধার বন্ধ সংসাধিত হয় এবং ইহার প্রভাবে মৃত্যু পরাজিত হইয়া থাকে ॥ ৭৪

শিবসংহিতায়াং।—বন্ধেনানেন পীযূষং স্বয়ং পিবতি বুদ্ধিমান্।
অমরত্বঞ্চ সংপ্রাপ্য মোদতে ভুবনত্রয়ে ॥
জালন্ধরো বন্ধ এষ সিদ্ধানাং সিদ্ধিদায়কঃ।
অভ্যাসঃ ক্রিয়তে নিত্যং যোগিনা সিদ্ধিমিচ্ছতা ॥ ৭৫

শিবসংহিতায় কথিত আছে যে,—জীবগণের নাভিস্থ অগ্নি সহস্রার-বিনির্গত সুধাধারা পান করাতে জীবের অমরত্ব হয় না, এইজন্য জালন্ধর-বন্ধের অনুষ্ঠান করিতে হয়। উহার প্রভাবে সাধক ঐ সুধাকে নিম্নভাগে অবতারিত হইতে না দিয়া উর্দ্ধভাগে তালুবিবরের পথে রসনা দ্বারা পান করে, সুতরাং সেই সাধক অমরত্ব লাভে সমর্থ হয় এবং শরীর ধারণ করিয়াই ত্রিভুবনে বিচরণ করিতে পারে। এই জালন্ধরবন্ধ সিদ্ধগণের সিদ্ধিপ্রদ ॥ ৭৫

গ্রহযামলে।—কণ্ঠমাকুঞ্চ্য হৃদয়ে স্থাপয়েচ্চিবুকং দৃঢ়ং।
বন্ধো জালন্ধরাখ্যোঽয়মমৃতাব্যয়কারকঃ ॥ ৭৬

গ্রহযামলে লিখিত আছে যে,—কণ্ঠ আকুঞ্চন পূর্ব্বক চিবুক দৃঢ়ভাবে

হৃদয়ে সংন্যস্ত করিবে, ইহাকেই জালন্ধরবন্ধ কহে। ইহার প্রসাদে সহস্রার-নিঃসৃত সুধা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না॥ ৭৬

অথ বিপরীতকরণীমুদ্রা।

শিবসংহিতায়াং।—ভূতলে স্বশিরো দত্ত্বা খে নয়েচ্চরণদ্বয়ং।
বিপরীতকৃতিশ্চৈষা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা॥
এতদ্‌যঃ কুরুতে নিত্যমভ্যাসং যামমাত্রকং।
মৃত্যুং জয়তি স যোগী প্রলয়েনাপি সীদতি॥ ৭৭

অনন্তর বিপরীতকরণীমুদ্রা কথিত হইতেছে।—আপনার মস্তক ভূতলে স্থাপন পূর্ব্বক পাদদ্বয় শূন্যে উত্তোলন করিবে এবং কুম্ভকযোগে বায়ুরোধ পূর্ব্বক অবস্থিত হইবে, ইহাকেই বিপরীতকরণীমুদ্রা কহে; ইহা পরম গোপনীয়; এই মুদ্রা প্রতিদিন যামমাত্র সময় অভ্যাস করিলেও মৃত্যু পরাজিত হয় এবং সাধক প্রলয়সময়েও অবসন্ন হন না॥ ৭৭

কুরুতেঽমৃতপানং স সিদ্ধানাং সমতামিয়াৎ।
স সিদ্ধঃ সর্ব্বলোকেষু বন্ধমেনং করোতি যঃ॥ ৭৮

যে সাধক এই বিপরীত করণীমুদ্রা অভ্যাস করেন তিনি অমৃত সেবন করিয়া সিদ্ধ পুরুষদিগের সমান হইয়া থাকেন। এমন কি তিনি সর্ব্বত্র সিদ্ধব্যক্তি বলিয়া খ্যাত হইয়া থাকেন॥ ৭৮

ঘেরণ্ডে।—নাভিমূলে বসেৎ সূর্য্যস্তালুমূলে চ চন্দ্রমাঃ।
অমৃতং গ্রসতে সূর্য্যস্ততো মৃত্যুবশো নরঃ॥
ঊর্দ্ধে চ নীয়তে সূর্য্যশ্চন্দ্রঞ্চ অধ আনয়েৎ।
বিপরীতকরী মুদ্রা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা॥
ভূমৌ শিরশ্চ সংস্থাপ্য করযুগ্মং সমাহিতঃ।
ঊর্দ্ধপাদঃ স্থিরো ভূত্বা বিপরীতকরী মতা॥ ৭৯

ঘেরণ্ডসংহিতায় লিখিত আছে যে,—সূর্য্যনাড়ী নাভিমূলে এবং চন্দ্রনাড়ী তালুমূলে অবস্থিত আছে। সূর্য্যনাড়ী দ্বারা সহস্রারনির্গত সুধাধারা পীত হয়, এই জন্যই জীব মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। যদি চন্দ্রনাড়ী সুধা পান করিতে পারে তবে কিছুতেই জীবের মৃত্যু হয় না। এই কারণেই যোগবলে চন্দ্রনাড়ীকে নিম্নে এবং সূর্য্য নাড়ীকে ঊর্দ্ধে লইয়া যাইতে হয়। ধরাতলে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক করদ্বয় পাতিত করিয়া পাদযুগল শূন্যে তুলিয়া কুম্ভকযোগে অবস্থিত হইবে। ইহাকেই বিপরীতকরণী মুদ্রা কহে॥ ৭৯

মুদ্রেয়ং সাধয়েন্নিত্যং জরামৃত্যুঞ্চ নাশয়েৎ
স সিদ্ধ সর্ব্বলোকেষু প্রলয়েঽপি ন সীদতি॥ ৮০

যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই মুদ্রা সাধন করেন তাঁহার জরা ও মৃত্যু দূরীভূত হয় এবং তিনি সর্ব্বত্র সিদ্ধ বলিয়া বিখ্যাত হন, সেই যোগী প্রলয় সময়েও ভয়ে ভীত হয় না॥ ৮০

অথ উড্ডীয়ানবন্ধঃ।

শিবসংহিতায়াং।—নাভেরূর্দ্ধমধশ্চাপি তানং পশ্চিমমাচরেৎ।
উড্ডানো বন্ধ এষ স্যাৎ সর্ব্বদুঃখৌঘনাশনঃ॥
উদরে পশ্চিমং তানং নাভেরূর্দ্ধন্তু কারয়েৎ।
বন্ধোঽয়ং উড্ডীয়ানাখ্যো মৃত্যুমাতঙ্গকেশরী॥ ৮১

এক্ষণে উড্ডীয়ানবন্ধ কথিত হইতেছে।—শিবসংহিতায় লিখিত আছে যে,—নাড়ীর ঊর্দ্ধ ও অধোদেশকে এবং পশ্চিমদ্বারকে সমভাবে আকুঞ্চন করিতে হইবে অর্থাৎ কুম্ভকযোগে নাভীর অধস্থ নাড়ীসমূহকে নাভীর ঊর্দ্ধে সমুত্তোলন করিবে, ইহাকেই উড্ডীয়ানবন্ধ কহে। এই মুদ্রা দুঃখ ও মৃত্যুবিনাশিনী॥ ৮১

নিত্যং যঃ কুরুতে যোগী চতুর্ব্বারং দিনে দিনে।
তস্য নাভেস্তু শুদ্ধিঃ স্যাদ্‌যেন শুদ্ধো ভবেন্মরুৎ॥

ষণ্মাসমভ্যসন্ যোগী মৃত্যুং জয়তি নিশ্চিতং।
তস্যোদরাগ্নির্জ্বলতি রসবৃদ্ধিস্তু জায়তে॥ ৮২

যে ব্যক্তি প্রতিদিন চারিবার এই মুদ্রার অনুষ্ঠান করেন তাঁহার নাভি শুদ্ধি ও দেহস্থ বায়ুশুদ্ধি হইয়া থাকে। ছয়মাস যাবৎ ইহার আচরণ করিলে মৃত্যু পরাজিত হয়, উদরাগ্নি বৃদ্ধি পায় এবং আহারীয় বস্তুসহ শরীরের পুষ্টি সাধন ও রস বৃদ্ধি হইয়া থাকে॥ ৮২

অনেন সুতরাং সিদ্ধির্বিগ্রহস্য প্রজায়তে।
রোগাণাং সংক্ষয়শ্চাপি যোগিনো ভবতি ধ্রুবং॥ ৮৩

ইহা দ্বারা যোগিগণের দেহসিদ্ধি এবং নিশ্চয় রোগহীন হইয়া থাকে॥ ৮৩

গুরোর্লব্ধা তু যত্নেন সাধয়েত্তু বিচক্ষণঃ।
নির্জ্জনে সুস্থিতে দেশে বন্ধং পরমদুর্লভং॥ ৮৪

পরম যত্ন সহকারে গুরুর উপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক নির্জ্জনে বসিয়া এই পরম দুর্লভ মুদ্রা সাধন করিবে॥ ৮৪

দত্তাত্রেয়-সংহিতায়াং।

উড্ডীয়ানঞ্চ সহজং মুনিভিঃ কথিতং সদা।
অভ্যসেদ্‌যস্তু সত্বস্থো বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে॥
ষণ্মাসমভ্যসন্মৃত্যুং জয়ত্যেব ন সংশয়ঃ॥ ৮৫

দত্তাত্রেয়সংহিতায় লিখিত আছে যে,—ঋষিগণ বলিয়া থাকেন যে, উড্ডীয়ানবন্ধ অভ্যাস করিলে বৃদ্ধ ব্যক্তিও যৌবন প্রাপ্ত হয়। ষণ্মাস পর্য্যন্ত ইহার অনুষ্ঠান করিলে মৃত্যুকে পরাজয় করা যায় ইহাতে সন্দেহ নাই॥ ৮৫

অথ বজ্রোলীমুদ্রা।

ঘেরণ্ডে।—ধরামবষ্টভ্য করয়োস্তলাভ্যাং,
ঊর্দ্ধে ক্ষিপেৎ পাদযুগং শিরঃ খে।

ঘেরণ্ডসংহিতায় লিখিত আছে যে,—সূর্য্যনাড়ী নাভিমূলে এবং চন্দ্রনাড়ী তালুমূলে অবস্থিত আছে। সূর্য্যনাড়ী দ্বারা সহস্রারনির্গত সুধাধারা পীত হয়, এই জন্যই জীব মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। যদি চন্দ্রনাড়ী সুধা পান করিতে পারে তবে কিছুতেই জীবের মৃত্যু হয় না। এই কারণেই যোগবলে চন্দ্রনাড়ীকে নিম্নে এবং সূর্য্য নাড়ীকে ঊর্দ্ধে লইয়া যাইতে হয়। ধরাতলে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক করদ্বয় পাতিত করিয়া পাদযুগল শূন্যে তুলিয়া কুম্ভকযোগে অবস্থিত হইবে। ইহাকেই বিপরীতকরণী মুদ্রা কহে॥ ৭৯

মুদ্রেয়ং সাধয়েন্নিত্যং জরামৃত্যুঞ্চ নাশয়েৎ।
স সিদ্ধ সর্ব্বলোকেষু প্রলয়েঽপি ন সীদতি॥ ৮০

যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই মুদ্রা সাধন করেন তাঁহার জরা ও মৃত্যু দূরীভূত হয় এবং তিনি সর্ব্বত্র সিদ্ধ বলিয়া বিখ্যাত হন, সেই যোগী প্রলয় সময়েও ভয়ে ভীত হয় না॥ ৮০

অথ উড্ডীয়ানবন্ধঃ।

শিবসংহিতায়াং।—নাভেরূর্দ্ধমধশ্চাপি তানং পশ্চিমমাচরেৎ।
উড্ডানো বন্ধ এষ স্যাৎ সর্ব্বদুঃখৌঘনাশনঃ॥
উদরে পশ্চিমং তানং নাভেরূর্দ্ধন্তু কারয়েৎ।
বন্ধোঽয়ং উড্ডীয়ানাখ্যো মৃত্যুমাতঙ্গকেশরী॥ ৮১

এক্ষণে উড্ডীয়ানবন্ধ কথিত হইতেছে।—শিবসংহিতায় লিখিত আছে যে,—নাড়ীর ঊর্দ্ধ ও অধোদেশকে এবং পশ্চিমদ্বারকে সমভাবে আকুঞ্চন করিতে হইবে অর্থাৎ কুম্ভকযোগে নাভীর অধস্থ নাড়ীসমূহকে নাভীর ঊর্দ্ধে সমুত্তোলন করিবে, ইহাকেই উড্ডীয়ানবন্ধ কহে। এই মুদ্রা দুঃখ ও মৃত্যুবিনাশিনী॥ ৮১

নিত্যং যঃ কুরুতে যোগী চতুর্ব্বারং দিনে দিনে।
তস্য নাভেস্তু শুদ্ধিঃ স্যাদ্যেন শুদ্ধো ভবেন্মরুৎ॥

ষণ্মাসমভ্যসন্ যোগী মৃত্যুং জয়তি নিশ্চিতং।
তস্যোদরাগ্নির্জ্বলতি রসবৃদ্ধিস্তু জায়তে॥ ৮২

যে ব্যক্তি প্রতিদিন চারিবার এই মুদ্রার অনুষ্ঠান করেন তাঁহার নাভি শুদ্ধি ও দেহস্থ বায়ুশুদ্ধি হইয়া থাকে। ছয়মাস যাবৎ ইহার আচরণ করিলে মৃত্যু পরাজিত হয়, উদরাগ্নি বৃদ্ধি পায় এবং আহারীয় বস্তুসহ শরীরের পুষ্টি সাধন ও রস বৃদ্ধি হইয়া থাকে॥ ৮২

অনেন সুতরাং সিদ্ধির্বিগ্রহস্য প্রজায়তে।
রোগাণাং সংক্ষয়শ্চাপি যোগিনো ভবতি ধ্রুবং॥ ৮৩

ইহা দ্বারা যোগিগণের দেহসিদ্ধি এবং নিশ্চয় রোগহীন হইয়া থাকে॥ ৮৩

গুরোর্লব্ধা তু যত্নেন সাধয়েত্তু বিচক্ষণঃ।
নির্জ্জনে সুস্থিতে দেশে বন্ধং পরমদুর্লভং॥ ৮৪

পরম যত্ন সহকারে গুরুর উপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক নির্জ্জনে বসিয়া এই পরম দুর্লভ মুদ্রা সাধন করিবে॥ ৮৪

দত্তাত্রেয়-সংহিতায়াং।

উড্ডীয়ানঞ্চ সহজং মুনিভিঃ কথিতং সদা।
অভ্যসেদ্যস্তু সত্বস্থো বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে॥
ষণ্মাসমভ্যসন্মৃত্যুং জয়ত্যেব ন সংশয়ঃ॥ ৮৫

দত্তাত্রেয়সংহিতায় লিখিত আছে যে,—ঋষিগণ বলিয়া থাকেন যে, উড্ডীয়ানবন্ধ অভ্যাস করিলে বৃদ্ধ ব্যক্তিও যৌবন প্রাপ্ত হয়। ষণ্মাস পর্য্যন্ত ইহার অনুষ্ঠান করিলে মৃত্যুকে পরাজয় করা যায় ইহাতে সন্দেহ নাই॥ ৮৫

অথ বজ্রোলীমুদ্রা।

ঘেরণ্ডে।—ধরামবষ্টভ্য করয়োস্তলাভ্যাং,
ঊর্দ্ধে ক্ষিপেৎ পাদযুগং শিরঃ খে।

শক্তিপ্রবোধায় চিরজীবনায়,

বজ্রোলী মুদ্রা মুনয়ো বদন্তি ॥ ৮৬

অতঃপর বজ্রোলীমুদ্রা কথিত হইতেছে।—ঘেরণ্ডসংহিতায় কথিত আছে যে,—ধরাতলে হস্ততলদ্বয় স্থিরভাবে রাখিয়া মস্তক ও পদদ্বয় শূন্যে উত্তোলিত করিবে; ইহাকেই বজ্রোলীমুদ্রা কহে। ইহাদ্বারা দেহের বলবৃদ্ধি ও দীর্ঘজীবন লাভ হয় ॥ ৮৬

শিবসংহিতায়াং।—বজ্রোলীং কথয়িষ্যামি সংসারধ্বান্তনাশিনীং।

স্বভক্তেভ্যঃ সমাসেন গুহ্যাদ্ গুহ্যতমামপি ॥ ৮৭

শিবসংহিতায় লিখিত আছে যে,—বজ্রোলীমুদ্রা সংসারান্ধকার বিদূরিত করিয়া দেয়। এই মুদ্রা গুহ্য হইতেও গুহ্যতম ॥৮৭

স্বেচ্ছয়া বর্ত্তমানোঽপি যোগোক্তনিয়মৈর্ব্বিনা।

মুক্তো ভবেদ্‌গৃহস্থোঽপি বজ্রোল্যভ্যাসযোগতঃ ॥ ৮৮

গৃহস্থ ব্যক্তি যোগোক্ত নিয়ম ব্যতিরেকে যে কোন রূপেই হউক না অবস্থিত হইয়া ইহার অনুষ্ঠান করিলে মুক্ত হইতে পারে ॥ ৮৮

বজ্রোল্যভ্যাস-যোগোঽয়ং ভোগে যুক্তোঽপি মুক্তিদঃ।

তস্মাদতিপ্রযত্নেন কর্ত্তব্যো যোগিভিঃ সদা ॥ ৮৯

এই বজ্রোলী মুদ্রা অভ্যাস সময়ে যোগী ভোগাবস্থায় থাকিলেও তাঁহার মোক্ষলাভ হইয়া থাকে; সুতরাং যোগীদিগের সর্ব্বদা অতি যত্ন পূর্ব্বক এই মুদ্রা অভ্যাস করা উচিত ॥ ৮৯

সংসারিণাং বিমূঢ়ানাং জরামরণশালিনাং ॥

অয়ং শুভকরো যোগো যোগিনামুত্তমোত্তমঃ ॥ ৯০

জরামরণশালী বিমূঢ়চিত্ত সংসারীদিগের পক্ষে এই মুদ্রা অতি শুভপ্রদ। ইহা দ্বারা যোগিগণ যাবতীয় সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন সন্দেহ নাই ॥ ৯০

অভ্যাসাৎ সিদ্ধিমাপ্নোতি ভোগযুক্তোঽপি মানবঃ ॥
ভুক্ত্বা ভোগানশেষান্ বৈ যোগেনানেন নিশ্চিতং।
অনেন সকলা সিদ্ধির্যোগিনাং ভবতি ধ্রুবং ॥ ৯১

ভোগযুক্ত মানবও এই মুদ্রা অভ্যাস দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া বিবিধ সুখভোগ করিতে পারেন। ইহাদ্বারা যোগীদিগের সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ৯১

অথ শক্তিচালনীমুদ্রা।

শিবসংহিতায়াম্।—আধারকমলে সুপ্তাং চালয়েৎ কুণ্ডলীং দৃঢ়াং।
অপানবায়ুমারুহ্য বলাদাকৃষ্য বুদ্ধিমান্।
শক্তিচালনীমুদ্রেয়ং সর্ব্বশক্তিপ্রদায়িনী ॥ ৯২

অধুনা শক্তিচালনীমুদ্রা বর্ণিত হইতেছে।—শিবসংহিতায় লিখিত আছে যে,—কুণ্ডলী শক্তি আধারকমলে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত আছেন। তাঁহাকে সবলে অপান বায়ুতে আরোহণ করাইতে হইবে। ইহাকেই শক্তিচালনী মুদ্রা কহে; এই মুদ্রা সর্ব্বশক্তিপ্রদায়িনী ॥ ৯২

শক্তিচালনমেতদ্ধি প্রত্যহং যঃ সমাচরেৎ।
আয়ুর্ব্বৃদ্ধির্ভবেত্তস্য রোগাণাঞ্চ বিনাশনং ॥ ৯৩

যে যোগী ব্যক্তি প্রত্যহ এই শক্তিচালনী মুদ্রার অনুষ্ঠান করেন তাঁহার সকল রোগবিনাশ প্রাপ্ত হয় ও আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৯৩

বিহায় নিদ্রাং ভুজগী স্বয়মূর্দ্ধে ভবেৎ খলু।
তস্মাদভ্যাসনং কার্য্যং যোগিনা সিদ্ধিমিচ্ছতা ॥ ৯৪

ইহার প্রভাবে কুণ্ডলীশক্তি জাগরিতা হইয়া উর্দ্ধগামিনী হন, সুতরাং সিদ্ধিকামী যোগিগণের এই শক্তিচালনীমুদ্রা সাধন করা একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ৯৪

যঃ করোতি সদাভ্যাসং শক্তিচালনমুত্তমং।
যেন বিগ্রহসিদ্ধিঃ স্যাদণিমাদিগুণপ্রদা ॥ ৯৫

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ইহার অভ্যাস করেন তাঁহার বিগ্রহ সিদ্ধি হয় অর্থাৎ শরীর অজর ও অমর হইয়া থাকে এবং অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য সিদ্ধি হইয়া থাকে॥ ৯৫

গুরূপদেশবিধিনা তস্য মৃত্যুভয়ং কুতঃ।
মুহূর্ত্তদ্বয়পর্য্যন্তং বিধিনা শক্তিচালনং।
যঃ করোতি প্রযত্নেন তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ॥ ৯৬

যে ব্যক্তি গুরুর উপদেশানুসারে এই মুদ্রা সাধন করেন তাঁহার মৃত্যুভয় থাকে না এবং যে ব্যক্তি মুহূর্ত্তদ্বয় পর্য্যন্ত এই শক্তিচালনী মুদ্রার অনুষ্ঠান করেন তাঁহার সিদ্ধি অদূরে বিদ্যমান রহিয়াছে বলিলেই হয়॥ ৯৬

ঘেরণ্ডে।—মূলাধারে আত্মশক্তিঃ কুণ্ডলী পরদেবতা।
শয়িতা ভুজগাকারা সার্দ্ধত্রিবলান্বিতা॥
যাবৎ সা নিদ্রিতা দেহে তাবজ্জীবং পশুর্যথা।
জ্ঞানং ন জায়তে তাবৎ কোটীযোগং সমভ্যসেৎ॥ ৯৭

ঘেরণ্ডসংহিতায় বর্ণিত আছে যে, মূলাধারকমলে সার্দ্ধত্রিবলয়ান্বিতা কুণ্ডলিনী শক্তি ভুজগীর আকারে প্রসুপ্তা আছেন। যে পর্য্যন্ত তিনি প্রসুপ্তা থাকেন, তাবৎ জীব পশুর ন্যায় অজ্ঞানে আবৃত থাকে, তখন কোটি কোটি যোগ সাধন করিলেও জ্ঞানসঞ্চার হয় না॥ ৯৭

উদ্‌ঘাটয়েৎ কবাটঞ্চ যথা কুঞ্চিকয়া হঠাৎ।
কুণ্ডলিন্যাঃ প্রবোধেন ব্রহ্মদ্বারং বিভেদয়েৎ॥ ৯৮

যেমন কুঞ্চিকা দ্বারা দ্বার উৎঘাটিত হয়, তদ্রূপ কুণ্ডলীকে জাগরিতা করিয়া সহস্রারে আনিতে পারিলেই ব্রহ্মদ্বার বিভিন্ন হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্র পথ উদ্‌ঘাটিত হয়, তখনই জীবের জ্ঞানসঞ্চার হইয়া থাকে॥ ৯৮

নাভিং সংবেষ্ট্য বস্ত্রেণ ন চ নগ্নো বহিস্থিতঃ।
গোপনীয়গৃহে স্থিত্বা শক্তিচালনমভ্যসেৎ॥ ৯৯

নগ্নাবস্থায় বহির্দ্দেশে থাকিয়া এই যোগ সাধন করিতে নাই। গুপ্ত-গৃহে অবস্থিতি পূর্ব্বক বস্ত্রদ্বারা নাভিবেষ্টন করিয়া এই মুদ্রা অভ্যাস করিতে হয় ॥ ৯৯

বিতস্তিপ্রমিতং দীর্ঘং বিস্তারে চতুরঙ্গুলং।
মৃদুলং ধবলং সূক্ষ্মং বেষ্টনাম্বরলক্ষণং।
এবমম্বরযুক্তঞ্চ কটিসূত্রেণ যোজয়েৎ ॥ ১০০

বিতস্তিপরিমিত দীর্ঘ চতুরঙ্গুলিবিস্তৃত, কোমল, শুভ্র ও সূক্ষ্ম বস্ত্রদ্বারা নাভি পরিবেষ্টন করিবে। ঐ বস্ত্রখণ্ডকে কটিসূত্র দ্বারা বদ্ধ করিতে হয় ॥ ১০০

ভস্মনা গাত্রসংলিপ্তং সিদ্ধাসনং সমাচরেৎ।
নাসাভ্যাং প্রাণমাকৃষ্য অপানে যোজয়েৎ বলাৎ ॥
তাবদাকুঞ্চয়েদ্ গুহ্যং শনৈরশ্বিনীমুদ্রয়া।
যাবদ্গচ্ছেৎ সুষুম্নায়াং বায়ুঃ প্রকাশয়েদ্ধঠাৎ ॥ ১০১

গাত্রে ভস্ম লেপন করিয়া সিদ্ধাসনে সমাসীন হওত নাসারন্ধ্রদ্বয় দ্বারা প্রাণবায়ু আকর্ষণ করিয়া অপান বায়ুর সহিত একত্রিত করিবে। আর যে পর্য্যন্ত বায়ু সুষুম্না নাড়ীর অভ্যন্তরে গমন না করে, তাবৎ অশ্বিনী মুদ্রা দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ গুহ্যদেশ আকুঞ্চন করিতে হইবে ॥ ১০১

তদা বায়ু প্রবন্ধেন কুম্ভিকা চ ভুজঙ্গিনী।
বদ্ধশ্বাসস্ততো ভূত্বা ঊর্দ্ধমার্গং প্রপদ্যতে ॥ ১০২

এই প্রকারে কুম্ভকযোগে বায়ু আরদ্ধ করিলেই কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইয়া উর্দ্ধে উত্থিত হন ও সহস্রার পদ্মে পরমাত্মার সহিত মিলিত হইয়া থাকেন ॥ ১০২

বিনা শক্তিং চালনেন যোনিমুদ্রা ন সিদ্ধ্যতি।
আদৌ চালনমভ্যস্য যোনিমুদ্রাং সমভ্যসেৎ ॥ ১০৩

এই মুদ্রাসাধন করিতে না পারিলে যোনিমুদ্রা সিদ্ধি হয় না; অতএব অগ্রে এই মুদ্রা অভ্যাস করিয়া পরে যোনিমুদ্রা অভ্যাস করিতে হয়॥ ১০৩

তথা শিবসংহিতায়াম্।—এতত্তু মুদ্রাদশকং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
একৈকাভ্যাসনেনৈব সিদ্ধো ভবতি নান্যথা॥ ১০৪

শিবসংহিতায় লিখিত আছে যে,—এই দশটী মুদ্রার ন্যায় মুদ্রা আর নাই, ইহার একটী মুদ্রা অভ্যাস করিতে পারিলেই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে॥ ১০৪

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি যমাদিকমনুত্তমং।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ কামাদিরিপুনাশনম্॥ ১০৫

এক্ষণে যমনিয়মাদির বিষয় বর্ণিত হইতেছে।—যাহা পরিজ্ঞাত হইলে কামাদি রিপুগণ বিনাশ প্রাপ্ত হয়॥ ১০৫

আদিযামলে।—শান্তিঃ সন্তোষঃ আহারো নিদ্রাল্পং মনসো দমঃ।
শূন্যান্তঃকরণঞ্চেতি যমা ইতি প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ১০৬

আদিযামলে লিখিত আছে যে,—শান্তি, সন্তোষ, আহার ও নিদ্রার অল্পতা, চিত্তদমন এবং অন্তঃকরণের শূন্যতা ইহাকেই যম বলা যায়॥ ১০৬

চাপল্যন্তু দূরে ত্যক্ত্বা মনস্থৈর্য্যং বিধায় চ।
একত্রমেলনং নিত্যং প্রাণমাত্রেণ সা মতিঃ॥
সদোদাসীন ভাবস্তু সর্ববত্রেচ্ছাবিবর্জ্জনং।
যথালাভেন সন্তুষ্টঃ পরমেশ্বরমানসঃ।
মানদানপরিত্যাগ এতত্তু নিয়মা ইতি॥ ১০৭

চাঞ্চল্যত্যাগ, মনের স্থৈর্য্য, সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বদা উদাসীনভাব, সর্ব্বত্র নিস্পৃহতা, যথালাভেই তৃপ্তি, পরব্রহ্মে চিত্ত এবং মানদানাদি পরিত্যাগ এই সকলের নাম নিয়ম॥ ১০৭

প্রাণায়াম স্ত্রিধাচেতি বহুধাপ্রথমং শৃণু।
আসনে প্রাণসংযমে ন শক্তাঃ সুকুমারকাঃ।
মহাপুণ্যপ্রভাবেণ শক্যতে তু মহাত্মনা॥ ১০৮

প্রাণায়াম ত্রিবিধ ; (মতান্তরে বহুবিধ আছে) সুকুমার মতি বালকেরা আসন এবং প্রাণসংযমে শক্ত হয় না। মহাত্মগণ মহাপুণ্য প্রভাবে যম নিয়মে শক্ত হইয়া থাকেন॥ ১০৮

ইড়াং শশিপ্রভাং ধ্যাত্বা মন্দেন্দুনা তু পূরয়েৎ।
পূরয়িত্বা দৃঢ়ং ধৃত্বা যথাশক্তি তু কুম্ভয়েৎ॥
মহাজ্যোতির্ম্ময়ো ভূত্বা বায়ুপূর্ণ-কলেবরঃ।
শক্তিত্রাসন্তু সংত্রাস্য রেচয়েদ্বায়ুমর্হিতং॥
পিঙ্গলামর্কবর্ণাস্তু ত্যজেদ্ধুত্বা শনৈঃ শনৈঃ।
অয়ং পতঙ্গঃ কাষ্ঠাগ্নি প্রত্যাশেন পুনঃ পুনঃ॥ ১০৯

অগ্রে বামনাসিকার রন্ধ্র মধ্যে ধীরে ধীরে বায়ু পূরণ-করিবে। অনন্তর সেই বায়ু দৃঢ়রূপে ধারণ পূর্ব্বক সাধ্যানুসারে কুম্ভক করিবে। পরে ধীরে ধীরে দক্ষিণ নাসিকার রন্ধ্র দিয়া সেই বায়ু রেচন করিতে হইবে। এই প্রকারে প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিলে দেহ জ্যোতির্ম্ময় ও বায়ুপূর্ণ হইয়া থাকে। হীনবল ব্যক্তিরা আসন ও প্রাণায়াম সাধন করিবে না, যাঁহারা বলবান্ তাহাদিগেরই ইহা অভ্যাস করা কর্ত্তব্য॥ ১০৯

কৃত্বা কলেবরং শুদ্ধং কুর্য্যাদ্যত্নৈর্ম্মহাত্মনা।
মনো নিবার্য্য সংসারে বিষয়োঽপি তথৈব চ॥
মনোবিকারভাবঞ্চ ত্যক্ত্বা শূন্যময়ো ভবেৎ।
প্রত্যাহারো ভবত্যেষ সর্ব্বনিন্দা চমৎকৃতঃ॥ ১১০

সযত্নে দেহকে পবিত্র, বিষয় ও সংসারবাসনা হইতে চিত্তকে প্রতি-

নিবৃত্ত এবং মন হইতে যাবতীয় বিকৃতিভাব বিসর্জ্জন ও সর্ব্বপ্রকার বাসনা মায়াবিহীন হওয়াকেই প্রত্যাহার বলে ॥ ১১০

ধ্যানন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং স্থূলসূক্ষ্মবিভেদতঃ ॥ ১১১

স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে ধ্যান দ্বিবিধ, যথা—স্থূলধ্যান এবং সূক্ষ্মধ্যান ॥ ১১১

স্থূলং মন্ত্রময়ং বিদ্ধি সূক্ষ্মন্তু মন্ত্রবর্জ্জিতং ॥ ১১২

মন্ত্রময় ধ্যানকে স্থূলধ্যান এবং মন্ত্রশূন্য ধ্যানকে সূক্ষ্মধ্যান কহে ॥ ১১২

সমাধির্নিশ্চলা বুদ্ধি শ্বাসোচ্ছ্বাসাদিবর্জ্জিতা ॥ ১১৩

যোগবলে শ্বাসপ্রশ্বাসাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মে যে স্থিরবুদ্ধি, তাহাকেই সমাধি কহে ॥ ১১৩

নিরুত্তরে।—প্রত্যাহারদ্বিষট্‌কেন জায়তে ধারণা শুভা ॥ ১১৪

নিরুত্তরতন্ত্রে লিখিত আছে যে,—দ্বাদশবার প্রত্যাহারে এক ধারণা হয় ॥ ১১৪

তন্ত্রান্তরে।—প্রত্যাহারাদি যোগেন কামাদিরিপুনাশনং।

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন যোগমেনং সমভ্যসেৎ ॥ ১১৫

তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে,—প্রত্যাহার প্রভৃতি প্রয়োগ দ্বারা কামাদি রিপুসকল বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং যত্নসহকারে এই সকল যোগ অভ্যাস করা কর্ত্তব্য ॥ ১১৫

ঘেরণ্ডসংহিতায়াম্।—অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি প্রাণায়ামস্য যদ্বিধিং।

যস্য সাধনমাত্রেণ দেবতুল্যো ভবেন্নরঃ ॥ ১১৬

ঘেরণ্ডসংহিতায় কথিত আছে যে,—অনন্তর প্রাণায়ামের বিধি বলিতেছি।—যে প্রাণায়াম সাধন করিলে মানব দেবতুল্য দেহ প্রাপ্ত হয় ॥ ১১৬

আদৌ স্থানং তথা কালং মিতাহারং তথা পরম্।

নাড়ীশুদ্ধিঞ্চ তৎপশ্চাৎ প্রাণায়ামঞ্চ সাধয়েৎ ॥ ১১৭

প্রথমে উপযুক্ত স্থান, পরে বিহিত সময়, তদনন্তর পরিমিত আহার অভ্যাস এবং পরে নাড়ীশুদ্ধি করিয়া প্রাণায়াম সাধন করিতে হইবে॥ ১১৭

সুদেশে ধার্ম্মিকে রাজ্যে সুভক্ষ্যে নিরুপদ্রবে।
তত্রৈকং কুটীরং কৃত্বা প্রাচীরৈঃ পরিবেষ্টিতং॥
বাপীকূপতড়াগঞ্চ প্রাচীরমধ্যবর্ত্তি চ।
নাত্যুচ্চং নাতিনীচঞ্চ কুটীরং কীটবর্জ্জিতং॥
সম্যগ্ গোময়লিপ্তঞ্চ কুটীরন্তত্র নির্ম্মিতং।
এবং স্থানেষু গুপ্তেষু প্রাণায়ামং সমভ্যসেৎ॥ ১১৮

যে দেশের রাজা ধর্ম্মপরায়ণ, যে স্থানে আহারীয় দ্রব্য সুলভ এবং যে স্থান উপদ্রবশূন্য, তথায় চারিদিকে প্রাচীরবেষ্টিত কুটীর করিয়া তন্মধ্যে বাপী, কূপও'তড়াগ প্রভৃতি খনন করিবে। কুটীর অতি উচ্চ বা অতিনিম্ন হইবে না, উহা উত্তমরূপে গোময় দ্বারা লিপ্ত করিয়া সর্ব্বপ্রকার কীটাদি-বর্জ্জিত করিবে, এইরূপ স্থানই প্রাণায়ামের উপযুক্ত॥ ১১৮

বসন্তে শরদি প্রোক্তং যোগারম্ভং সমাচরেৎ।
তথা যোগী ভবেৎ সিদ্ধো রোগান্মুক্তো ভবেদ্ ধ্রুবং॥ ১১৯

বসন্ত ও শরৎ এই ঋতুই যোগারম্ভ বিষয়ে প্রশস্ত এই দুই ঋতুতে যোগারম্ভ করিলে সাধক রোগমুক্ত ও সিদ্ধিলাভ করিতে পারে॥ ১১৯

মিতাহারং বিনা যস্তু যোগারম্ভন্তু কারয়েৎ।
নানারোগো ভবেত্তস্য কিঞ্চিদ্‌যোগো ন সিদ্ধ্যতি॥ ১২০

যে ব্যক্তি মিতাহার অভ্যাস না করিয়া যোগারম্ভ করে, তাহার নানাবিধ রোগ উপস্থিত হয় এবং তাহার কিছুমাত্র যোগ সিদ্ধি হয় না॥ ১২০

শাল্যন্নং যবপিণ্ডম্বা গোধূমপিণ্ডকং তথা।
মুদ্গং মাষচণকাদি শুভ্রঞ্চ তুসবর্জ্জিতং॥
পটোলং পনসং মানং কক্কোলঞ্চ শুকাশকং।

দ্রাঢ়িকাং কর্কটীং রম্ভাং ডুম্বুরীং কণ্টকণ্টকং ॥
আমরম্ভাং বালরম্ভাং রম্ভাদণ্ডঞ্চ মূলকং।
বার্ত্তাকীং মূলকং ঋদ্ধিং যোগী ভক্ষণমাচরেৎ ॥ ১২১

শালিধান্যের অন্ন, যবপিণ্ড, গোধূমপিণ্ড, মুগের ডাইল, মাষকলাই, ছোলা প্রভৃতি তুষশূন্য শুক্লবর্ণ দ্রব্য, পটোল কাঁটাল, মানকচু, কাঁচকলা, ঠটেকলা, থোড়, মূলা, বার্ত্তাকু যোগিজনের এই সকল দ্রব্য পরিমিতরূপে ভোজন করা কর্ত্তব্য ॥ ১২১

তথা।—প্রাণায়ামাৎ খেচরত্বং প্রাণায়ামাৎ রোগনাশনং।
প্রাণায়ামাৎ বোধয়েচ্ছক্তিং প্রাণায়ামান্মনোন্মনী ॥
আনন্দো জায়তে চিত্তে প্রাণায়ামী সুখী ভবেৎ ॥ ১২২

শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে,—প্রাণায়াম সাধন করিলে খেচরত্ব শক্তি জন্মে অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রাণায়াম সাধন করে, সে নভোমার্গে পরিভ্রমণ করিতে পারে, তাহার রোগরাশি দূরীভূত হয় এবং পরমাত্মলাভের শক্তি প্রবোধিত হইয়া দিব্য জ্ঞান জন্মে এবং পরম আনন্দ ও সুখসঞ্চার হয় ॥ ১২২

বিশ্বসারে।—প্রাতঃ শিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুং।
বরাভয়করং শান্তং স্মরেত্তন্নামপূর্ব্বকং ॥
স্থূলধ্যানমিদং প্রোক্তং জ্ঞানিভিস্তন্ত্রবেদিভিঃ ॥ ১২৩

ধ্যানের বিষয় বিশ্বসারতন্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে যে,—প্রাতঃকালে শিরস্থিত সহস্রদলকমলে দ্বিনেত্র, বরাভয়হস্ত, শান্তপ্রকৃতি, দ্বিভুজ গুরুদেবকে স্মরণ পূর্ব্বক চিন্তা করিবে ইহাকেই স্থূলধ্যান কহে ॥ ১২৩

ঘেরণ্ডসংহিতায়াং।—বহুভাগ্যবশাৎ যস্য কুণ্ডলী জাগ্রতী ভবেৎ।
আত্মনঃ সহযোগেন নেত্ররন্ধ্রাদ্বিনির্গতা ॥
বিহরেদ্রাজমার্গে চ চঞ্চলত্বান্ন দৃশ্যতে।

শাম্ববী মুদ্রয়া যোগী ধ্যানযোগেন সিদ্ধতি ॥
সূক্ষ্মধ্যানমিদং গোপ্যং দেবানামপি দুর্ল্ভং ॥ ১২৪

সূক্ষ্মধ্যানের বিষয় ঘেরণ্ডসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে যে,—বহু ভাগ্যবশে কুণ্ডলিনী শক্তি প্রবুদ্ধা হইয়া আত্মার সহযোগে নেত্ররন্ধ্র পথে বহির্গত হইয়া উর্দ্ধতন রাজমার্গ নামক স্থানে বিহার করেন। তৎকালে শক্তির চাঞ্চল্য ও সূক্ষ্মতা প্রযুক্ত ধ্যানযোগে তাঁহাকে দর্শন করা কঠিন, সুতরাং যোগী শাম্ভবী মুদ্রার অনুষ্ঠান পূর্ব্বক কুণ্ডলিনীর ধ্যানে নিমগ্ন হইবে। ইহাকেই সূক্ষ্মধ্যান কহে, এই ধ্যান অতি গোপনীয় ও সুরগণেরও দুষ্প্রাপ্য ॥ ১২৪

তথা—সমাধিশ্চ পরো যোগো বহুভাগ্যেন লভ্যতে।
গুরোঃ কৃপাপ্রসাদেন প্রাপ্যতে গুরুভক্তিতঃ ॥ ১২৫

সমাধিযোগের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, যদি গুরুদেবের কৃপা ও প্রসন্নতা হয় এবং তৎপ্রতি আন্তরিক ভক্তি থাকে, তাহা হইলে বহু ভাগ্যফলে সাধক পরমদুর্ল্ভ সমাধিযোগ লাভ করিতে পারে ॥ ১২৫

বিদ্যাপ্রতীতিঃ স্বগুরুপ্রতীতিরাত্মপ্রতীতির্ম্মনসঃ প্রবোধঃ।
দিনে দিনে যস্য ভবেৎ স যোগী সুশোভনাভ্যাসমুপৈতি সদ্যঃ ॥১২৬

বিদ্যা, গুরু ও আপনার প্রতি যাহার বিশ্বাস আছে, দিন দিন যাহার মন প্রবুদ্ধ হয়, সেই ব্যক্তিই সমাধিযোগসাধনে অধিকারী হইয়া থাকে॥ ১২৬

ঘটাদ্ভিন্নং মনঃ কৃত্বা ঐক্যং কুর্য্যাৎ পরাত্মনি।
সমাধিং তদ্বিজানীয়ান্মুক্তসংজ্ঞো দশাদিভিঃ ॥ ১২৭

দেহ হইতে মনকে বিভিন্ন করিয়া পরমাত্মা সহ একত্রিত করিবে, এইরূপ কার্য্যকেই সমাধি বলা যায়, ইহা দ্বারা সর্ব্ববিধ অবস্থা হইতেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে ॥ ১২৭

অহং ব্রহ্ম ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তঃ স্বভাববান্ ॥ ১২৮

ইতি শ্রীবৃহত্তন্ত্রকোষে যোগপ্রকরণং নাম
দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

এই যোগসাধন করিলে আমি ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহি, আমি শোকাদিহীন, সর্ব্বদা আনন্দ স্বরূপ, নিত্যমুক্ত ও ব্রহ্মপ্রকৃতিস্থ, যোগীর এইরূপ জ্ঞানসঞ্চার হইয়া থাকে ॥ ১২৮

ইতি শ্রীবৃহত্তন্ত্রকোষে যোগ-প্রকরণ নামক
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ।

অথ দীক্ষাবিধিঃ ।

অতো দীক্ষাবিধিং বক্ষ্যে তস্য স্থানাদিনির্ণয়ং ।
মন্ত্রাণাং দশসংস্কারা মালাসংস্কারমেব চ ।
তথা মাতৃকাযন্ত্রঞ্চ সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলং ॥
স্নানসন্ধ্যাসনঞ্চৈব ভূতশুদ্ধ্যাদিকং তথা ।
ন্যাসাদিকথনঞ্চৈব যথা তন্ত্রানুসারতঃ ।
অজ্ঞাত্বা নিষ্ফলং সর্ব্বং জপপূজাদিকং ভবেৎ ॥ ১

অনন্তর দীক্ষাবিধি, দীক্ষার স্থানাদি নির্ণয়, মন্ত্রের দশবিধ সংস্কার, মালাসংস্কার, মাতৃকাযন্ত্র, সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল, স্নান ও সন্ধ্যাবিধি, আসন, নিয়ম, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম ও ন্যাসাদি কথিত হইতেছে। এই সকল জ্ঞাত না হইয়া জপপূজাদি করিলে তৎসমস্ত নিষ্ফল হইয়া থাকে ॥ ১

তত্রাদৌ সংক্ষেপদীক্ষা ।

মুহূর্ত্তে সর্ব্বতোভদ্রে নবং কুম্ভং নিধায় চ ।
সোদকং গন্ধপুষ্পাভ্যামর্চ্চিতং বস্ত্রসংযুতং ॥
সর্ব্বৌষধিনবরত্ন-পঞ্চপল্লবসংযুতং ।
ততো দেবার্চ্চনং কৃত্বা হুনেদষ্টোত্তরং শতং ॥ ২

প্রথমে সংক্ষেপে দীক্ষাবিধি বর্ণিত হইতেছে।—সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলের উপর নূতন কুম্ভ সংস্থাপন পূর্ব্বক ঐ কুম্ভ জলপূর্ণ করিয়া গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করতঃ সেই সবস্ত্র কুম্ভে সর্ব্বৌষধি, নবরত্ন ও পঞ্চপল্লব প্রদান করিবে। তৎপরে দেবতার অর্চ্চনা করিয়া অষ্টোত্তরশত হোম করিতে হয় ॥ ২

নিবন্ধে।—শিষ্যং স্বালঙ্কৃতং বেদ্যামুপাগ্নিমুপবেশয়েৎ।

মন্ত্রিতৈঃ প্রোক্ষণীতোয়ৈঃ শান্তিকুম্ভজলৈস্তথা।

মূলমন্ত্রেণাষ্টশতৈর্মন্ত্রিতৈরভিষেচয়েৎ ॥ ৩

নিবন্ধে লিখিত আছে যে,—শিষ্যকে ভূষিত করিয়া বেদির উপর অগ্নি-সন্নিধানে বসাইয়া প্রোক্ষণীপাত্রস্থ বারিতে ও শান্তিকুম্ভবারিতে একশত আটবার মূলমন্ত্র জপ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা অভিষেক করিবে॥ ৩

অথ সংপাদয়েন্মন্ত্রং হস্তং শিরসি ধারয়ন্।

নমোঽস্ত্বিত্যক্ষতান্ দদ্যাত্ততঃ শিষ্যোঽর্চ্চয়েদ্‌গুরুং ॥ ৪

অনন্তর শিষ্যের শিরোদেশ হস্তদ্বারা ধারণ করিয়া মূলমন্ত্র প্রদান করিবে। তৎপরে শিষ্য নমোঽস্তু এইমন্ত্রে আতপতণ্ডুল দ্বারা গুরুদেবের পূজা করিবে॥ ৪

অথ দীক্ষায়াঃ স্থাননির্ণয়ঃ।

গোশালায়াং গুরোর্গেহে দেবাগারে চ কাননে।

পুণ্যক্ষেত্রে তথোদ্যানে নদীতীরে চ মন্ত্রবিৎ॥

ধাত্রীবিল্বসমীপে চ পর্ব্বতাগ্রে গুহাসু চ।

গঙ্গায়াস্তু তটে বাপি কোটিকোটিগুণং ভবেৎ॥ ৫

অনন্তর দীক্ষার স্থান-নির্ণয় কথিত হইতেছে।—গোশালা, গুরুর আলয়, দেবমন্দির, কানন, পুণ্যক্ষেত্র, উদ্যান, নদীতীর, আমলকী ও বিল্ববৃক্ষের নিকটে পর্ব্বতশৃঙ্গ ও গুহা এবং গঙ্গাতট এই সকল স্থানই দীক্ষা গ্রহণে প্রশস্ত এবং এই সকল স্থানে দীক্ষাগ্রহণ করিলে কোটীগুণ ফল হয়॥ ৫

অথ দীক্ষায়াঃ কালনির্ণয়ঃ।

মন্ত্রারম্ভস্তু চৈত্রে স্যাৎ সমস্তপুরুষার্থদঃ।

বৈশাখে রত্নলাভঃ স্যাজ্জ্যৈষ্ঠে চ মরণং ভবেৎ॥

আষাঢ়ে বন্ধুনাশঃ স্যাৎ পূর্ণায়ুঃ শ্রাবণে ভবেৎ।
প্রজানাশো ভবেদ্ভাদ্রে আশ্বিনে রত্নসঞ্চয়ঃ॥
কার্ত্তিকে মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যান্মার্গশীর্ষে তথা ভবেৎ।
পৌষে তু শত্রুপীড়া স্যান্মাঘে মেধাবিবর্দ্ধনং।
ফাল্গুনে সর্ব্বকামাঃ স্যুর্ম্মলমাসং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ৬

অতঃপর দীক্ষার মাস নিরূপণ বলা যাইতেছে।—চৈত্র মাসে মন্ত্র গ্রহণ করিলে সমস্ত পুরুষার্থসিদ্ধি, বৈশাখে রত্নলাভ, জ্যৈষ্ঠে মরণ, আষাঢ়ে বন্ধুনাশ, শ্রাবণে দীর্ঘায়ু প্রাপ্তি, ভাদ্রে সন্ততিবিনাশ, আশ্বিনে রত্নলাভ, কার্ত্তিকে ও অগ্রহায়ণে মন্ত্রসিদ্ধি, পৌষে শত্রুকর্ত্তৃক পীড়ন, মাঘে মেধাবৃদ্ধি এবং ফাল্গুনে সকল কামনা পূর্ণ হয়, মলমাসে মন্ত্র গ্রহণ করা উচিত নহে॥ ৬

অথ দীক্ষায়া বারনির্ণয়ঃ।

রবিবারে ভবেদ্বিত্তং সোমে শান্তির্ভবেৎ কিল।
আয়ুরঙ্গারকে হন্তি তত্র দীক্ষাং বিবর্জ্জয়েৎ॥
বুধেসৌন্দর্য্যমাপ্নোতি জ্ঞানং স্যাত্তু বৃহস্পতৌ।
শুক্রে সৌভাগ্যমাপ্নোতি যশোহানিঃ শনৈশ্চরে॥ ৭

এক্ষণে দীক্ষার বারনির্ণয় বলা যাইতেছে।—রবিবারে মন্ত্র গ্রহণ করিলে ধনলাভ, সোমবারে শান্তি, মঙ্গলে আয়ুঃক্ষয়, বুধে সৌন্দর্য্যলাভ, বৃহস্পতিবারে জ্ঞান, শুক্রে সৌভাগ্য এবং শনিবারে মন্ত্র গ্রহণ করিলে যশোহানি হইয়া থাকে॥ ৭

অথ দীক্ষায়াস্তিথিনিয়মঃ।

আগমকল্পদ্রুমে।—প্রতিপদি কৃতা দীক্ষা জ্ঞাননাশকরী মতা।
দ্বিতীয়ায়াং ভবেজ্‌জ্ঞানং তৃতীয়ায়াং শুচির্ভবেৎ॥
চতুর্থ্যাং বিত্তনাশঃ স্যাৎ পঞ্চম্যাং বুদ্ধিবর্দ্ধনং।
ষষ্ঠ্যাং জ্ঞানক্ষয়ং সৌখ্যং লভতে সপ্তমীদিনে॥

অষ্টম্যাং বুদ্ধিনাশঃ স্যান্নবম্যাং বপুষঃ ক্ষয়ঃ।
দশম্যাং রাজসৌভাগ্যমেকাদশ্যাং শুচির্ভবেৎ॥
দ্বাদশ্যাং সর্ব্বসিদ্ধিঃ স্যাত্রয়োদশ্যাং দরিদ্রতা।
তির্য্যগ্‌যোনিশ্চতুর্দ্দশ্যাং হানির্ম্মাসাবসানকে।
পক্ষান্তে ধনবৃদ্ধিঃ স্যাদস্বাধ্যায়ং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ৮

অতঃপর দীক্ষার তিথিনিয়ম বিবৃত হইতেছে।—আগমকল্পদ্রুমে লিখিত আছে যে,—প্রতিপদে দীক্ষা গ্রহণ করিলে জ্ঞান বিনষ্ট হয়। দ্বিতীয়াতে জ্ঞানলাভ, তৃতীয়াতে পবিত্রতা, চতুর্থীতে বিত্তনাশ, পঞ্চমীতে বুদ্ধিবৃদ্ধি, ষষ্ঠীতে জ্ঞানক্ষয়, সপ্তমীতে সৌখ্য, অষ্টমীতে বুদ্ধিনাশ, নবমীতে দেহক্ষয়, দশমীতে রাজবৎ সৌভাগ্য, একাদশীতে পবিত্রতা, দ্বাদশীতে সর্ব্বসিদ্ধি, ত্রয়োদশীতে দরিদ্রতা, চতুর্দ্দশীতে তির্য্যগ্‌যোনিপ্রাপ্তি, অমাবস্যায় ক্ষতি এবং পূর্ণিমায় মন্ত্র গ্রহণ করিলে ধর্ম্মবৃদ্ধি হইয়া থাকে, পরন্তু অস্বাধ্যায়-দিবসে মন্ত্র গ্রহণ করা নিষিদ্ধ॥ ৮

অথ দীক্ষায়া নক্ষত্রনির্ণয়ঃ।

অশ্বিন্যাং সুখমাপ্নোতি ভরণ্যাং মরণং ধ্রুবং।
কৃত্তিকায়াং ভবেদ্দুঃখী রোহিণ্যাং বাক্‌পতির্ভবেৎ॥
মৃগশীর্ষে সুখাবাপ্তিরার্দ্রায়াং বন্ধুনাশনং।
পুনর্ব্বসৌ ধনাঢ্যঃ স্যাৎ পুষ্যে শত্রুবিনাশনং॥
অশ্লেষায়াং ভবেন্মৃত্যুর্ম্মঘায়াং দুঃখমোচনং।
সৌন্দর্য্যং পূর্ব্বফল্গুন্যাং প্রাপ্নোতি চ ন সংশয়ঃ॥
জ্ঞানঞ্চোত্তরফল্গুন্যাং হস্তায়াঞ্চ ধনী ভবেৎ।
চিত্রায়াং জ্ঞানসিদ্ধিঃ স্যাৎ স্বাত্যাং শত্রুবিনাশনং॥
বিশাখায়াং সুখং চানুরাধায়াং বন্ধুবর্দ্ধনং॥

জ্যেষ্ঠায়াং সুতহানিঃ স্যান্মূলায়াং কীর্ত্তিবর্দ্ধনং।
পূর্ব্বাষাঢ়োত্তরাষাঢ়ে উভে চ কীর্ত্তিদায়িকে।
শ্রবণায়াং ভবেদ্দুঃখী ধনিষ্ঠায়াং দরিদ্রতা॥
বুদ্ধিঃ স্যাৎ শতভিষায়াং পূর্ব্বভাদ্রে সুখী ভবেৎ।
সৌখ্যঞ্চোত্তরভাদ্রে চ রেবত্যাং কীর্ত্তিবর্দ্ধনং॥ ৯

এক্ষণে দীক্ষার নক্ষত্রনির্ণয় প্রকাশিত হইতেছে।—অশ্বিনীতে মন্ত্র গ্রহণ করিলে সুখলাভ হয়, এইরূপ ভরণীতে মৃত্যু, কৃত্তিকায় দুঃখ, রোহিণীতে বাক্‌পতিত্ব লাভ, মৃগশিরাতে সুখপ্রাপ্তি, আর্দ্রায় বন্ধুবিনাশ, পুনর্ব্বসুতে ধনলাভ, পুষ্যাতে শত্রুক্ষয়, অশ্লেষায় মৃত্যু, মঘায় দুঃখভোগ, পূর্ব্বফল্গুনীতে সৌন্দর্য্য, উত্তরফল্গুনীতে জ্ঞান, হস্তায় ধনলাভ, চিত্রাতে জ্ঞানসিদ্ধি, স্বাতিতে অরিক্ষয়, বিশাখায় সুখ, অনুরাধায় বন্ধুবৃদ্ধি, জ্যেষ্ঠায় সুতহানি, মূলায় কীর্ত্তিবৃদ্ধি, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়াতে কীর্ত্তিলাভ, শ্রবণায় দুঃখ, ধনিষ্ঠায় দরিদ্রতা, শতভিষাতে বুদ্ধিবৃদ্ধি, পূর্ব্বভাদ্রপদে ও উত্তরভাদ্রপদে সুখ এবং রেবতীতে মন্ত্র গ্রহণ করিলে কীর্ত্তিবৃদ্ধি হয়॥ ৯

অথ দীক্ষায়া যোগনির্ণয়ঃ।

বিশ্বসারে।—শুভঃ সিদ্ধস্তথায়ুষ্মান্ ধ্রুবযোগস্ততঃ পরং।
প্রীতিঃ সৌভাগ্যযোগশ্চ বৃদ্ধিযোগস্ততঃ পরং।
হর্ষণশ্চ তথা যোগঃ সর্ব্বতন্ত্রে শুভাবহাঃ॥ ১০

অনন্তর দীক্ষার উপযুক্ত যোগ কথিত হইতেছে।—বিশ্বসারতন্ত্রে কথিত আছে যে,—শুভ, সিদ্ধ, আয়ুষ্মান্, ধ্রুব, প্রীতি, সৌভাগ্য, বৃদ্ধি ও হর্ষণ এই সমস্ত যোগ দীক্ষাবিষয়ে প্রশস্ত বলিয়া অভিহিত॥ ১০

অথ দীক্ষায়াঃ করণনির্ণয়ঃ।

বব বালবকৌলবতৈতিলবণিজস্ততঃ।
করণানি শুভান্যেব সর্ব্বতন্ত্রেষু ভাষিতং॥ ১১

অতঃপর দীক্ষার করণনির্ণয় বলা যাইতেছে।—বব, বালব, কৌলব, তৈতিল, বণিজ, এই সকল করণ দীক্ষাকার্য্যে প্রশস্ত বলিয়া কথিত ॥ ১১

অথ দীক্ষায়া লগ্ননির্ণয়ঃ।

বৃষে সিংহে চ কন্যায়াং ধনুর্ম্মীনাখ্যলগ্নকে।
চন্দ্রতারানুকূলে চ কুর্য্যাদ্দীক্ষাপ্রবর্ত্তনং ॥ ১২

এক্ষণে দীক্ষার লগ্ননির্ণয় প্রকাশিত হইতেছে।—বৃষ, সিংহ, কন্যা, ধনু ও মীন এই সকল লগ্নে চন্দ্র ও তারা অনুকূল থাকিলে দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে ॥ ১২

অথ দীক্ষায়াঃ পক্ষনির্ণয়ঃ।

শুক্লপক্ষে শুভা দীক্ষা কৃষ্ণেঽপ্যাপঞ্চমাদ্দিনাৎ ॥ ১৩

অতঃপর দীক্ষার পক্ষনিরূপণ করা যাইতেছে।—শুক্ল পক্ষে দীক্ষা গ্রহণ করিলে তাহা শুভ হয় এবং কৃষ্ণ পক্ষের পঞ্চমী তিথি পর্য্যন্ত দীক্ষা শুভকরী বলিয়া কীর্ত্তিত ॥ ১৩

অগস্ত্যসংহিতায়াং।

শুক্লপক্ষে তু কৃষ্ণে বা দীক্ষা সর্ব্বত্র শোভনা ॥ ১৪

অগস্ত্যসংহিতায় কথিত আছে যে,—কি শুক্লপক্ষ, কি কৃষ্ণপক্ষ উভয় পক্ষেই দীক্ষা প্রশস্ত ॥ ১৪

অথ মন্ত্রাণাং দশসংস্কারাঃ।

গৌতমীয়ে।—জননং জীবনং পশ্চাত্তাড়নং বোধনন্তথা।
অথাভিষেকো বিমলীকরণাপ্যায়নে পুনঃ।
তর্পণং দীপনং গুপ্তির্দশৈতা মন্ত্রসংস্ক্রিয়াঃ ॥ ১৫

অনন্তর মন্ত্রের দশবিধ সংস্কার বর্ণিত হইতেছে।—গৌতমীয়ে লিখিত আছে যে,—জনন, জীবন, তাড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ,

আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন ও গোপন মন্ত্রের এই দশবিধ সংস্কার। বিনা সংস্কারে মন্ত্র গ্রহণ করিলে তাহা বিফল হয় ॥ ১৫

মন্ত্রাণাং মাতৃকাযন্ত্রাদুদ্ধারো জননং স্মৃতং ॥ ১৬

মাতৃকাযন্ত্র হইতে যে মন্ত্রবর্ণের উদ্ধার, তাহাকে জনন বলে ॥ ১৬

পংক্তিক্রমেণ বিধিনা মুনিভিস্তত্র নিশ্চিতং ॥
প্রণবান্তরিতান্ কৃত্বা মন্ত্রবর্ণান্ জপেৎ সুধীঃ।
প্রত্যেকং শতবারং হি জীবনং তদুদাহৃতং ॥ ১৭

উদ্ধৃত বর্ণসমূহের প্রত্যেককে পংক্তি অনুসারে ওঙ্কার' দ্বারা পুটিত করতঃ এক একটী বর্ণ একশতবার জপ করাকে জীবন কহে ॥ ১৭

মন্ত্রবর্ণান্ সমালিখ্য তাড়য়েচ্চন্দনাম্ভসা।
প্রত্যেকং বায়ুবীজেন পূর্ব্ববত্তাড়নং মতং ॥ ১৮

চন্দনজলদ্বারা এই মন্ত্রের বর্ণ সকলকে তাড়ন করিবে, ইহাকেই তাড়ন বলে ॥ ১৮

বিশ্বসারে।—বিলিখ্য মন্ত্রবর্ণাংস্তু প্রসূনৈঃ করবীরজৈঃ।
তন্মন্ত্রবর্ণসংখ্যাকৈর্হন্যাদ্রেকেণ বোধনং ॥ ১৯

বিশ্বসারতন্ত্রে লিখিত আছে যে,—মন্ত্রের অক্ষর সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে লিখিয়া সেই অক্ষরসংখ্যক করবীর কুসুমদ্বারা বারংবার এই মন্ত্রে হনন করিবে, ইহাকেই মন্ত্রের বোধন কহে ॥ ১৯

বিলিখ্যাক্ষরসংখ্যাতৈঃ পুষ্পৈ রক্তহয়ারিভিঃ।
মন্ত্রবর্ণান্ বহ্নিনৈকমভিমন্ত্রং সকৃৎ সকৃৎ।
তত্তন্মন্ত্রোক্তবিধিনা অভিষেকঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ২০

মন্ত্রের অক্ষর সকল পৃথক্ পৃথক্ রূপে লিখিয়া অক্ষরসংখ্যক রক্তকরবীর পুষ্পদ্বারা রং এই মন্ত্রে এক একবার অক্ষরসমূহ অভিমন্ত্রিত করতঃ

তত্তন্মন্ত্রবিধানে অশ্বত্থপল্লব দ্বারা অক্ষর সংখ্যায় অভিসিঞ্চন করিবে; ইহাকেই অভিষেক কহে॥ ২০

সঞ্চিন্ত্য মনসা মন্ত্রং সুষুম্নামূলমধ্যতঃ।
জ্যোতির্মন্ত্রেণ বিধিবদ্দহেন্মলত্রয়ং যতী॥ ২১

সুষুম্নার মূল ও মধ্যস্থলে দেয় মন্ত্র ভাবনা পূর্ব্বক জ্যোতির্মন্ত্রে (ওঁ হ্রোঁ এই মন্ত্রে) মলত্রয় ভস্মীভূত করিবে, ইহাকেই বিমলীকরণ কহে॥ ২১

স্বর্ণেন কুশতোয়েন পুষ্পতোয়েন বা তথা।
তেন মন্ত্রেণ বিধিবদাপ্যায়নবিধিঃ স্মৃতঃ॥ ২২

স্বর্ণ, কুশজল বা পুষ্পবারি দ্বারা জ্যোতির্ম্মন্ত্রে মন্ত্রবর্ণকে আপ্যায়ন করাকেই আপ্যায়ন বলা যায়॥ ২২

মন্ত্রেণ বারিণা মন্ত্রে তর্পণং তর্পণং মতং॥ ২৩

জ্যোতির্ম্মন্ত্রে সলিলদ্বারা মন্ত্রবর্ণের তর্পণ করাকেই তর্পণ কহে॥ ২৩

তারমায়ারমাযোগো মনোদীপনমুচ্যতে॥ ২৪

ওঁ হ্রীং শ্রীং এই মন্ত্রে দীপন করাকেই মন্ত্রের দীপন বলা যায়॥ ২৪

জপ্যমানস্য মন্ত্রস্য গোপনং ত্বপ্রকাশনং॥ ২৫

জপ্যমান মন্ত্রের অপ্রকাশকেই গোপন বলে॥ ২৫

সংস্কারা দশ সংপ্রোক্তাঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতাঃ।
যান্ কৃত্বা সম্প্রদায়েন মন্ত্রী বাঞ্ছিতমাপ্নুয়াৎ॥ ২৬

এই দশবিধ সংস্কার সাধককে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করে। ইহা সর্ব্বতন্ত্রেই গোপনীয় বলিয়া কীর্ত্তিত॥ ২৬

অথ মাতৃকাযন্ত্রং।

ব্যোমেন্দ্বোরসনার্ণকর্ণিকমচাং দ্বন্দ্বৈঃ স্ফুরৎ কেশরং।
বর্গোল্লাসি বসুচ্ছদং বসুমতীগেহেন সংবেষ্টিতং॥

আশাস্বস্রিষু লান্তলাঙ্গলিযুজা ক্ষৌণি পূরেণাবৃতং।
যন্ত্রং বর্ণতনোঃ পরং নিগদিতং সৌভাগ্যসম্পৎকরম্।
যন্ত্রস্থ দিক্ষু বং বিদিক্ষু ঠং লিখেৎ॥ ২৭

অনন্তর মাতৃকাযন্ত্র কথিত হইতেছে।—হ, স, ঔ, ঃ বিসর্গ এই কয়েকটী বর্ণ একত্র করিলে "হে্সৌঃ" হয়। এই বীজকে কর্ণিকা করিয়া দুই দুইটী স্বরবর্ণ দ্বারা কেশর বিন্যস্ত করিবে। অনন্তর অষ্টদলবিশিষ্ট কমল অঙ্কিত করিয়া উহার অষ্টদলে আটটী বর্গ লিখিবে। পদ্মের বাহিরে চারিটী দ্বার ও চারিটী কোণ অঙ্কিত করত পদ্ম বেষ্টন করিবে। এইরূপ করিলেই মাতৃকাযন্ত্র অঙ্কিত হইল। এই যন্ত্র সৌভাগ্যপ্রদ। এই যন্ত্রের চারিদিকে বং এবং চারি কোণে ঠং লিখিতে হয়॥ ২৭

অথ মালাসংস্কারঃ।

গৌতমীয়ে।—কার্পাসসম্ভবং সূত্রং ধর্ম্ম-কামার্থমোক্ষদং।
তচ্চ বিপ্রেন্দ্রকন্যাভির্নির্ম্মিতঞ্চ সুশোভনং॥
শ্বেতং রক্তং তথা কৃষ্ণং পট্টসূত্রমথাপি বা॥ ২৮

অতঃপর মালাসংস্কার বর্ণিত হইতেছে।—গৌতমীয় তন্ত্রে লিখিত আছে যে, কার্পাসসূত্রে মালা গাঁথিয়া জপ করিলে চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হয়, ঐ সূত্র ব্রাহ্মণকন্যা দ্বারা নির্ম্মাণ করাইতে হয়, শ্বেত, রক্ত, কৃষ্ণ অথবা পট্টসূত্রদ্বারা মালা গাঁথিবে॥ ২৮

শান্তিবশ্যাভিচারেষু মোক্ষৈশ্বর্য্যজয়েষু চ।
শুক্লং রক্তং তথা পীতং কৃষ্ণং বর্ণেষু চ ক্রমাৎ॥
সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং রক্তং সর্ব্বেপ্সিতপ্রদং।
ত্রিগুণং ত্রিগুণীকৃত্য গ্রথয়েৎ শিল্পশাস্ত্রতঃ॥ ২৯

শান্তিকর্ম্মে শ্বেত বর্ণ, বশ্যাদি অভিচার কর্ম্মে রক্ত, মুক্তিকামনায় পীত এবং জয়াদি কর্ম্মে কৃষ্ণ বর্ণ সূত্র দ্বারা মালা গাঁথিতে হয়। সর্ব্বাপেক্ষা

রক্ত বর্ণ সূত্রই শ্রেষ্ঠ। সূত্র ত্রিগুণ করিয়া পুনরায় তাহাকে ত্রিগুণ করত যথাবিধি শিল্পশাস্ত্রানুসারে মালা গাঁথিবে॥ ২৯

কালিকাপুরাণে।—এবং নির্ম্মায় মালাং বৈ শোধয়েন্মুনিসত্তমঃ।
অশ্বত্থপত্রনবকৈঃ পদ্মাকারন্তু কল্পয়েৎ॥
তন্মধ্যে স্থাপয়েন্মালাং মাতৃকামূলমুচ্চরন্।
ক্ষালয়েৎ পঞ্চগব্যেন সদ্যোজাতেন সজ্জলৈঃ।
চন্দনাগুরুগন্ধাদ্যৈর্বামদেবেন ঘর্ষয়েৎ॥ ৩০

কালিকা পুরাণে লিখিত আছে যে,—এই প্রকারে মালা গাঁথিয়া শোধন করিতে হয়। পদ্মাকারে নয়টী অশ্বত্থপত্র রাখিয়া তাহার উপরে মাতৃকামন্ত্র ও মূলমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক মালা রাখিবে। তৎপরে সদ্যোজাত ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চগব্য দ্বারা ধৌত করিয়া বামদেব মন্ত্রে চন্দন, অগুরু, গন্ধ প্রভৃতি লেপন করিবে॥ ৩০

ধূপয়েত্তামঘোরেণ লেপয়েত্তৎপুরুষেণ তু।
মন্ত্রয়েৎ পঞ্চমেনৈব প্রত্যেকন্তু শতং শতং॥ ৩১

পরে অঘোরমন্ত্রে ধূপ ও তৎপুরুষমন্ত্রে চন্দন দিয়া পঞ্চমমন্ত্র প্রত্যেক মালাতে শতবার জপ করিবে॥ ৩১

মেরুঞ্চ মন্ত্রয়েচ্চৈব মূলেন চ শতং শতং।
তত্রাবাহ্য যজেদ্দেবং যথাবিভববিস্তরৈঃ॥
হোমকর্ম্ম ততঃ কুর্য্যাদ্দেবতাভাবসিদ্ধয়ে।
হোমকর্ম্মণ্যশক্তশ্চেদ্দ্বিগুণং জপমাচরেৎ॥ ৩২

মেরুতেও শতবার মূলমন্ত্র জপ করিতে হইবে। অনন্তর দেবতার আবাহন করিয়া যথাশক্তি পূজা পূর্ব্বক হোম করিবে। হোমে অশক্ত হইলে দ্বিগুণ জপ করিতে হয়॥ ৩২

যোগিনীতন্ত্রে।—নান্যমন্ত্রং জপেন্মন্ত্রী কম্পয়েন্ন বিধূনয়েৎ।
কম্পনাৎ সিদ্ধিহানিঃ স্যাদ্ধূননং বহুদুঃখদং॥
শব্দে জাতে ভবেদ্ রোগঃ করাদ্ভ্রষ্টে বিনাশকৃৎ।
ছিন্নে সূত্রে ভবেন্মৃত্যুস্তস্মাদ্যত্নপরো ভবেৎ॥ ৩৩

যোগিনীতন্ত্রে লিখিত আছে যে,—যে দেবতার মন্ত্রে মালা সংস্কার করিবে, সেই মালায় অন্য দেবতার মন্ত্র জপ করিবে না। জপকালে আপনার দেহ কম্পন করিলে সিদ্ধি হানি এবং মালা কম্পন করিলে বহুদুঃখ হইয়া থাকে। যদি জপকালে মালাতে শব্দ হয়, তাহা হইলে রোগ, করস্খলিত হইলে এবং সূত্র ছিন্ন হইলে সাধকের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। সুতরাং অতি যত্নের সহিত সাবধানে মালা জপ করিবে॥ ৩৩

অথ সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলং।

সারদায়াং।—চতুরস্রে চতুঃকোষ্ঠে কর্ণসূত্রসমন্বিতে।
চতুর্ষ্বপি চ কোষ্ঠেষু কোণসূত্রচতুষ্টয়ং॥
মধ্যে মধ্যে যথা মৎস্যা ভবেয়ুঃ পাতয়েত্তথা॥ ক

এক্ষণে সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল বর্ণিত হইতেছে।—সারদায় লিখিত আছে যে,—প্রথমে একটী চতুরস্র ক্ষেত্র অঙ্কিত করিয়া কর্ণসূত্রপাতে তাহাকে চারিভাগে বিভাগ করিতে হইবে, পরে আবার ঐ চারিকোষ্ঠার মধ্যে কর্ণসূত্র পাত করিয়া যাহাতে ঐ কোষ্ঠাসকলের মধ্যে কর্ণরেখাসমূহ অঙ্কিত হইতে পারে তাহা করিবে॥ ক

পূর্ব্বাপরায়তে দ্বে দ্বে মন্ত্রী যাম্যোত্তরায়তে।
পাতয়েত্তেষু মৎস্যেষু সমং সূত্রচতুষ্টয়ং॥
পূর্ব্ববৎ কোণকোষ্ঠেষু কর্ণসূত্রাণি পাতয়েৎ।
তত্তদ্ভূতেষু মৎস্যেষু দদ্যাৎ সূত্রচতুষ্টয়ং॥
ততঃ কোষ্ঠেষু মৎস্যাঃ স্যুস্তেষু সূত্রাণি পাতয়েৎ॥ খ

অনন্তর উত্তর দক্ষিণে ও পূর্ব্ব পশ্চিমে দুই দুইটী করিয়া রেখা অঙ্কিত করিবে। এই প্রকার পুনঃ পুনঃ কোষ্ঠগত কোষ্ঠাতে কর্ণরেখা ও মধ্যরেখা অঙ্কিত করিবে ॥ খ

যাবৎ শতদ্বয়ং মন্ত্রী ষট্‌পঞ্চাশৎ পদান্যপি।
তাবত্তেনৈব বিধিনা তত্র সূত্রাণি পাতয়েৎ ॥ গ

যে পর্য্যন্ত দুইশত ছাপ্পান্ন কোষ্ঠা না হয়, ততক্ষণ কোণসূত্র ও মধ্য-সূত্রপাত করিয়া রেখা অঙ্কন করিতে হইবে ॥ গ

ষট্‌ত্রিংশতা পদৈর্ম্মধ্যে লিখেৎ পদ্মং সুলক্ষণং।
বহিঃ পংক্ত্যা ভবেৎ পীঠং পংক্তিযুগ্মেন বীথিকা।
দ্বারশোভোপশোভাভ্যাং শিষ্টাভ্যাং পরিকল্পয়েৎ ॥ ঘ

অনন্তর ষট্‌ত্রিংশৎ কোষ্ঠাতে সুলক্ষণ পদ্ম অঙ্কিত করত তাহার বাহে একপংক্তিতে পীঠ ও দুই পংক্তিতে বীথি; তাহার বাহিরে দুই পংক্তিতে দ্বার শোভা, উপশোভা ও কোণ রচনা করিবে ॥ ঘ

শাস্ত্রোক্ত বিধিনা মন্ত্রী ততঃ পদ্মং সমালিখেৎ ॥ ঙ

অনন্তর শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে পদ্ম অঙ্কিত করিবে ॥ ঙ

পদ্মক্ষেত্রস্য সংত্যজ্য দ্বাদশাংশং বহিঃ সুধীঃ।
তন্মধ্যে বিভজেদ্বৃত্তৈস্ত্রিভিঃ সমবিভাগতঃ ॥
আদ্যং স্যাৎ কর্ণিকাস্থানং কেশরাণাং দ্বিতীয়কং।
তৃতীয়ং পদ্মপত্রাণাং মুক্তাংশেন দলাগ্রকং ॥ চ

পদ্মক্ষেত্রের দ্বাদশ অংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবশিষ্ট ক্ষেত্রকে সমভাগে তিনভাগ করিবে, প্রথম ভাগ কর্ণিকাস্থল; দ্বিতীয় কেশরস্থল এবং তৃতীয় অংশ পত্রস্থল রূপে কল্পনা করিতে হইবে। প্রথম অংশে কর্ণিকা; দ্বিতীয় অংশে কেশর এবং তৃতীয় অংশে পদ্মপত্র লিখিবে। চ

বাহ্যবৃত্তান্তরালস্য মানেন বিধিনা সুধীঃ।
নিধায় কেশরাগ্রেষু পরিতোর্দ্ধনিশাকরান্ ॥

লিখিত্বা সন্ধিসংস্থানি ততঃ সূত্রাণি পাতয়েৎ।
দলাগ্রাণাঞ্চ যন্মানং তন্মানাদ্বৃত্তমালিখেৎ।
তদন্তরালতন্মধ্য সূত্রস্যোভয়তঃ সুধীঃ॥
আলিখেদ্বাহ্যহস্তেন দলাগ্রাণি সমন্ততঃ॥ ছ

বহিস্থ বৃত্তের অন্তরাল পরিমাণে চারিদিকে দলসমূহ বিন্যস্ত করিবে। দলাগ্র সমূহের যতটুকু পরিমাণ হইবে সেই পরিমাণে বৃত্ত রচনা করিবে॥ ছ

দলমূলেষু যুগশঃ কেশরাণি প্রকল্পয়েৎ॥ জ

প্রত্যেক দলের মূলদেশে দুই দুইটী কেশর অঙ্কিত হইবে॥ জ

এতৎ সাধারণং প্রোক্তং পঙ্কজং তন্ত্রবেদিভিঃ।
পদানি ত্রীণি পাদার্থং পীঠকোণেষু মার্জ্জয়েৎ॥ ঝ

এই প্রকারে পদ্ম অঙ্কিত করিয়া পীঠক্ষেত্রের কোণচতুষ্টয়ে তিন তিন কোষ্ঠাতে চারিটী পীঠকোণ মার্জ্জনা করিবে। তন্ত্রবেত্তা পণ্ডিতগণ ইহাকে সাধারণ পদ্ম বলিয়াছেন॥ ঝ

অবশিষ্টৈঃ পদৈর্বিদ্বান্ পীঠগাত্রাণি কল্পয়েৎ॥ ঞ

পীঠক্ষেত্রের অবশিষ্ট কোষ্ঠায় পীঠগাত্র মার্জ্জনা করিবে॥ ঞ

পদানি বীথিসংস্থানি মার্জ্জয়েৎ পংক্ত্যভেদতঃ।
দিক্ষু দ্বারাণি রচয়েদ্দ্বিচতুঃকোষ্ঠকৈস্ততঃ॥
পদৈস্ত্রিভিরথৈকেন শোভাঃ স্যুর্দ্বারপার্শ্বয়োঃ।
উপশোভাঃ স্যুরেকেন ত্রিভিঃ কোষ্ঠৈরনন্তরং।
অবশিষ্টৈঃ পদৈঃ ষড়্ভিঃ কোণানাং স্যাচ্চতুষ্টয়ম্॥ ট

তৎপর তাহার বাহিরে দুই পংক্তিতে বীথিস্থান মার্জ্জনা করিয়া চারিদিকে সর্ব্ব বহিস্থ পংক্তিদ্বয়ের মধ্যস্থানে বহিস্থ পংক্তির চারিকোষ্ঠা এবং তাহার উপর পংক্তির দুই কোষ্ঠা এই ছয় কোষ্ঠাতে দ্বার; ঐ প্রকার এক কোষ্ঠা ও তিন কোষ্ঠা এই কোষ্ঠাচতুষ্টয়ে শোভা; ঐ প্রকার তিন

কোষ্ঠা ও এক কোষ্ঠা এই কোষ্ঠাচতুষ্টয়ে উপশোভা অঙ্কন পূর্ব্বক অবশিষ্ট কোষ্ঠষটকে চারিটী কোণ মার্জ্জনা করিবে। এই প্রকারে দিক্ চতুষ্টয়ে চারি দ্বারের দুই দিকে দুইটী শোভা আর শোভাদ্বয়ের পার্শ্বে দুই দুইটী উপশোভা মার্জ্জনা করিবে। এই প্রকার করিলেই চারিদ্বার, আটটী শোভা এবং আটটী উপশোভা হইবে॥ ট

রঞ্জয়েৎ পঞ্চভির্ব্বর্ণৈর্ম্মণ্ডলং তন্মনোহরং।
পীতং হরিদ্রাচূর্ণং স্যাৎ সিতং তণ্ডুলসম্ভবং॥
কুসুম্ভচূর্ণমরুণং কৃষ্ণং দগ্ধপুলাকজং।
বিল্বাদিপত্রজং শ্যামমিত্যুক্তং বর্ণপঞ্চকং॥ ঠ

অনন্তর পঞ্চবর্ণ, গুণ্ডিকা দ্বারা মণ্ডল চিত্রিত করিবে। পীতবর্ণ হরিদ্রাচূর্ণ, শুক্লবর্ণ তণ্ডুলচূর্ণ, রক্তবর্ণ কুসুম্ভচূর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ শস্যহীন দগ্ধ-ধান্যচূর্ণ এবং শ্যামবর্ণ বিল্বপত্রচূর্ণ, এই পঞ্চবিধ চূর্ণই পঞ্চবর্ণের গুণ্ডিকা ইহা দ্বারামণ্ডল চিত্রিত করিতে হয়॥ ঠ

অঙ্গুলোৎসেধবিস্তারাঃ সীমারেখাঃ সিতাঃ শুভাঃ।
কর্ণিকাং পীতবর্ণেন কেশরাণ্যরুণেন চ॥
শুক্লবর্ণানি পত্রাণি তৎসন্ধীন্ শ্যামলেন চ॥ ড

অঙ্গুলি উৎসেধ অর্থাৎ বেধ পরিমাণে শুক্লবর্ণ দ্বারা সীমারেখা সকল চিত্রিত করিয়া কর্ণিকা পীতবর্ণ দ্বারা, কেশর রক্তবর্ণ দ্বারা, পদ্মপত্র শুক্লবর্ণ, দ্বারা এবং সন্ধিস্থল সকল কৃষ্ণবর্ণ গুণ্ডিকা দ্বারা রঞ্জিত করিবে॥ ড

রজসা রঞ্জয়েন্মন্ত্রী যদ্বা পীতৈব কর্ণিকা।
কেশরাঃ পীতরক্তাঃ স্যুররুণানি দলানি চ॥
সন্ধয়ঃ কৃষ্ণবর্ণাঃ স্যুঃ সিতেনাপ্যসিতেন বা।
রঞ্জয়েৎ পীঠগর্ভাণি পাদাঃ স্যুররুণপ্রভাঃ॥
গাত্রাণি তস্য শুক্লানি বীথিষু চ চতস্থষু।

আলিখেৎ কল্পলতিকা দলপুষ্পসমন্বিতাঃ ॥
বর্ণৈর্নানাবিধৈশ্চিত্রৈঃ সর্ব্বদৃষ্টিমনোহরাঃ ॥ ৩

কোন কোন মতে কর্ণিকা পীতবর্ণ; কেশর পীত বা রক্ত, পত্র সকল রক্ত, সন্ধি কৃষ্ণ, পীঠগর্ত্ত শ্বেত বা কৃষ্ণ; পীঠপাদ রক্ত ও পীঠগাত্র শ্বেতবর্ণ করিয়া বীথিচতুষ্টয়ে পত্র ও পুষ্পসহ কল্পলতা রঞ্জিত করিবে। পঞ্চবর্ণদ্বারা কল্পলতা রঞ্জিত করিতে হয়। এই কল্পলতিকা দর্শন মনোহর করিবে ॥ ৩

দ্বারাণি শ্বেতবর্ণানি শোভা রক্তাঃ সমীরিতাঃ।
উপশোভাঃ পীতবর্ণাঃ কোণান্যসিতভানি চ ॥ ৭

শুক্লবর্ণ দ্বারা দ্বার; রক্তবর্ণ দ্বারা শোভা, পীতবর্ণ দ্বারা উপশোভা এবং কৃষ্ণবর্ণ দ্বারা কোণসকল অঙ্কিত করিবে ॥ ৭

তিস্রো রেখা বহিঃ কার্য্যাঃ সিতরক্তাসিতাঃ ক্রমাৎ।
মণ্ডলং সর্ব্বতোভদ্রমেতৎ সাধারণং মতং ॥ ৩৪

মণ্ডলের বাহিরে শুক্ল, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ তিনটী রেখা করিবে; এই প্রকারে সাধারণ সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল অঙ্কিত করিতে হয় ॥ ৩৪

অথ স্নানবিধিঃ।

বৈদিকস্নানং কৃত্বা তান্ত্রিকং স্নানমাচরেৎ।
গৌতমীয়ে।—অথ স্নানং তথা কুর্য্যাদ্ যথাশাস্ত্রবিধানতঃ।
মলপ্রক্ষালনং স্নানং স্বশাখোক্তং সমাচরেৎ।
মন্ত্রস্নানং ততঃ কুর্য্যাৎ কর্ম্মণাং সিদ্ধিহেতবে ॥ ৩৫

অতঃপর স্নানের বিধি কথিত হইতেছে। বৈদিক স্নান সমাপনান্তে তান্ত্রিক স্নানের অনুষ্ঠান করিতে হয়। গৌতমীয় তন্ত্রে কথিত আছে যে,—শাস্ত্রানুসারে স্নান করিবে। প্রথমে শরীরের মল বিনাশার্থ স্নান করিয়া স্বশাখোক্ত স্নান করিবে। মন্ত্রস্নানে সকল কার্য্য সিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৩৫

যথা।—ওঁ অদ্যেতাদি অমুকদেবতাপ্রীতয়ে স্নানমহং করিষ্যে ইতি সংকল্পং কুর্য্যাৎ।

কুলচূড়ামণৌ।—তাম্রপাত্রং সদূর্ব্বঞ্চ সতিলং সজলং তথা।
গৃহীত্বামুকদেবস্য প্রীতয়ে স্নানমাচরেৎ॥ ৩৬

স্নানের সংকল্প মন্ত্র মূলেই লিখিত হইয়াছে তদনুযায়ী সংকল্প করিবে। কুলচূড়ামণিতে লিখিত আছে যে;—তিল জল ও দূর্ব্বাসমন্বিত তাম্রপাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক দেবতার প্রসন্নতা সাধনার্থ স্নান করিবে॥ ৩৬

ততঃ—ষড়ঙ্গন্যাসপ্রাণায়ামৌ কৃত্বা ওঁ গঙ্গে চেত্যাদিনাঙ্কুশমুদ্রয়া সূর্য্যমণ্ডলাত্তীর্থমাবাহ্য বমিতি ধেনুমুদ্রয়ামৃতীকৃত্য কবচেনাবগুণ্ঠ্য অস্ত্রেণ সংরক্ষ্য মূলেনৈকাদশধাভিমন্ত্র্য সূর্য্যাভিমুখং দ্বাদশবারিধারাং নিক্ষিপ্য তস্মিন্নিষ্টদেবতাচরণারবিন্দনিঃসৃতে জলে ত্রির্নির্ম্মজ্য দেবতাং ধ্যায়ন্ মূলমন্ত্রং যথাশক্তি জপন্ উদকেন ত্রিবারজপ্তেন কলসমুদ্রয়া ত্রিবারমাত্মানমভিষিচ্য বৈদিকসন্ধ্যাদিকং কৃত্বা সূর্য্যার্ঘ্যং দত্ত্বা তান্ত্রিকাঘমর্ষণাদি বারিধারান্তং কর্ম্ম কুর্য্যাৎ। ততো দেবাদীন্ সন্তর্প্য গায়ত্রীং জপেৎ॥ ৩৭

পরে ষড়ঙ্গন্যাস ও প্রাণায়াম করিয়া গঙ্গে চ যমুনেচৈব ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্কুশ মুদ্রায় সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থ আবাহন পূর্ব্বক বং এই মন্ত্রে ধেনু-মুদ্রায় অমৃতীকরণ করিয়া কবচমন্ত্রে অবগুণ্ঠন করিবে এবং ফট্ এই মন্ত্রে রক্ষা করিয়া দশধা মূলমন্ত্র জপ করত অভিমন্ত্রিত করিবে। পরে সূর্য্যের অভিমুখে দ্বাদশবার বারিধারা প্রদান করিয়া অভীষ্টদেবতার পাদপদ্মগলিত সলিলে বারত্রয় নিমগ্ন হইয়া দেবতার ধ্যান করত সাধ্যানুসারে মূলমন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর কলসমুদ্রায় বারত্রয় আপনার মস্তকে অভিষেক করিয়া বৈদিক সন্ধ্যা সমাধান্তে সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক তান্ত্রিক অঘমর্ষণাদি বারি-ধারান্ত যাবতীয় কর্ম্ম সমাপন করিবে। অনন্তর দেবতা ঋষি প্রভৃতি সক-লের তর্পণ করিয়া স্ব স্ব দেবতার গায়ত্রী জপ করিবে। সমস্ত দেবতার গায়ত্রী মূলে পৃথক পৃথক লিখিত হইল॥ ৩৭

গায়ত্রী।

বিষ্ণুগায়ত্রী। যথা—ত্রৈলোক্যমোহনায় বিদ্মহে কামদেবায় ধীমহি
তন্নো বিষ্ণু প্রচোদয়াৎ।

নারায়ণ গায়ত্রী।—নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি
তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।

নৃসিংহগায়ত্রী।—বজ্রনখায় বিদ্মহে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রায় ধীমহি
তন্নো নরসিংহঃ প্রচোদয়াৎ।

হয়গ্রীবগায়ত্রী।—বাগীশ্বরায় বিদ্মহে হয়গ্রীবায় ধীমহি
তন্নো হংসঃ প্রচোদয়াৎ।

গোপালগায়ত্রী।—কৃষ্ণায় বিদ্মহে দামোদরায় ধীমহি
তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।

রামগায়ত্রী।—দশরথায় বিদ্মহে সীতাবল্লভায় ধীমহি
তন্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ।

শিবগায়ত্রী।—তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি
তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ।

গণেশগায়ত্রী।—তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি
তন্নো দন্তী প্রচোদয়াৎ।

দক্ষিণামূর্ত্তিগায়ত্রী।—দক্ষিণামূর্ত্তয়ে বিদ্মহে ধ্যানেস্থায় ধীমহি
তন্নো ধীশঃ প্রচোদয়াৎ।

সূর্য্যগায়ত্রী।—আদিত্যায় বিদ্মহে মার্ত্তণ্ডায় ধীমহি
তন্নঃ সূর্য্যঃ প্রচোদয়াৎ।

কামদেবগায়ত্রী।—কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি
তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ।

শক্তিগায়ত্রী—সর্ব্বসংমোহিন্যৈ বিদ্মহে বিশ্বজনন্যৈ ধীমহি
তন্নঃ শক্তিঃ প্রচোদয়াৎ।

ত্বরিতাগায়ত্রী।—ত্বরিতায়ৈ বিদ্মহে মহানিত্যায়ৈ ধীমহি
তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।

বালাভৈরবীগায়ত্রী।—বাগীশ্বর্য্যৈ বিদ্মহে ক্লীং কামেশ্বর্য্যৈ ধীমহি
সৌস্তন্নঃ শক্তিঃ প্রচোদয়াৎ।

ত্রিপুরাসুন্দরীগায়ত্রী।—ঐং ত্রিপুরাদেব্যৈ বিদ্মহে ক্লীং কামে-
শ্বর্য্যৈ ধীমহি সৌস্তন্নঃ ক্লিন্নে প্রচোদয়াৎ।

ভৈরবীগায়ত্রী।—ত্রিপুরায়ৈ বিদ্মহে ভৈরব্যৈ ধীমহি
তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।

দুর্গাগায়ত্রী।—মহাদেব্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি
তন্নো দেবী প্রয়োদয়াৎ।

জয়দুর্গাগায়ত্রী।—নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি
তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ।

লক্ষ্মীগায়ত্রী।—মহালক্ষ্ম্যৈ বিদ্মহে মহাশ্রিয়ৈ ধীমহি
তন্নঃ শ্রীঃ প্রচোদয়াৎ।

সরস্বতীগায়ত্রী।—বাগ্‌দেব্যৈ বিদ্মহে কামরাজায় ধীমহি
তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।

ভুবনেশ্বরীগায়ত্রী।—নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে ভুবনেশ্বর্য্যৈ ধীমহি
তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।

অন্নপূর্ণাগায়ত্রী ।—ভগবত্যৈ বিদ্মহে মাহেশ্বর্য্যৈ ধীমহি
তন্নোঽন্নপূর্ণে প্রচোদয়াৎ ।

মহিষমর্দ্দিনীগায়ত্রী ।—মহিষমর্দ্দিন্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি
তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ ।

ছিন্নমস্তাগায়ত্রী ।—বৈরোচিন্যৈ বিদ্মহে ছিন্নমস্তায়ৈ ধীমহি
তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ ।

কালিকাগায়ত্রী ।—কালিকায়ৈ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি
তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ ।

তারাগায়ত্রী ।—তারায়ৈ বিদ্মহে মহোগ্রায়ৈ ধীমহি
তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ ।

গরুড়গায়ত্রী ।—গরুড়ায় বিদ্মহে সুপর্ণায় ধীমহি
তন্নো গরুড়ঃ প্রচোদয়াৎ ।

ততো—ধ্যাত্বা সূর্য্যার্ঘ্যং দত্ত্বা যথাশক্তি মূলমন্ত্রং জপ্ত্বা সংহার-মুদ্রয়া দেবতাং স্বহৃদয়মানীয় তীর্থং নমস্কৃত্য বাসস্থানমাবিশেৎ ।

অথ সন্ধ্যাবিধিঃ ।

জামলে ।—প্রাতঃকৃত্যমকৃত্বা তু যো দেবীং ভক্তিতোঽর্চ্চয়েৎ ।
নিষ্ফলা তস্য পূজা স্যাচ্ছৌচহীনা যথাক্রিয়া ॥ ৩৮

অনন্তর সন্ধ্যাবিধি কথিত হইতেছে ।—জামলে লিখিত আছে যে,—প্রাতঃকৃত্য সমাধা না করিয়া যে ব্যক্তি দেবতার অর্চ্চনা করে, তাহার পূজা শৌচহীনা ক্রিয়ার ন্যায় নিষ্ফল হয় ॥ ৩৮

তথা—ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় যথাবিধি স্নাত্বা বৈদিকীসন্ধ্যাং সমাপ্য তান্ত্রিকী সন্ধ্যা কর্ত্তব্যা ॥ ৩৯

ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যথাবিধি স্নানাদি সমাধান্তে বৈদিক সন্ধ্যা করিয়া তান্ত্রিকী সন্ধ্যা করিতে হয়॥ ৩৯

তত্র শক্তিবিষয়ে।

স্বতন্ত্রতন্ত্রে—আত্মবিদ্যাশিবস্তত্ত্বৈরর্চ্চয়েৎ সাধকাগ্রণীঃ।
বহ্নিজায়াং ততো দত্ত্বা শুদ্ধেন পাথসা প্রিয়ে॥ ৪০

শক্তি বিষয়ে সন্ধ্যাবিধি স্বতন্ত্র তন্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে যে,—সাধক ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা এই মন্ত্রে বিশুদ্ধ জল দ্বারা আচমন করিবে॥ ৪০

মালিনীতন্ত্রেঽপি।

ততো জলে তীর্থমাবাহ্য মূলেন কুশেন বারত্রয়ং ভূমৌ জলং ক্ষিপেৎ, তজ্জলেন সপ্তধা মূর্দ্ধানমভিষিঞ্চেৎ।

ততঃ ষড়ঙ্গন্যাসং কৃত্বা—বামহস্ততলে জলং নিধায় দক্ষিণহস্তেন জলমাচ্ছাদ্য হং যং রং লং বং ইতি ত্রিবারমভিমন্ত্র্য মূলমুচ্চরন্ গলিতোদকবিন্দুভিস্তত্ত্বমুদ্রয়া মূর্দ্ধনি সপ্তধাভ্যুক্ষণং কৃত্বা শেষজলং দক্ষিণহস্তে সমাদায় তেজোরূপং ধ্যাত্বা ইড়য়াকৃষ্য দেহান্তঃপাপং প্রক্ষাল্য কৃষ্ণবর্ণং তজ্জলং পাপরূপং ধ্যাত্বা পিঙ্গলয়া বিরেচ্য পুরঃকল্পিতবজ্রশিলায়াং ফড়িতি মন্ত্রেণ পাপপুরুষরূপং তজ্জলং ক্ষিপেৎ ইতি অঘমর্ষণং॥ ৪১

মালিনীতন্ত্রেও এইরূপ প্রমাণ লিখিত আছে। অনন্তর জলে তীর্থ আবাহন পূর্ব্বক মূলমন্ত্রে কুশপত্রত্রয় দ্বারা তিনবার ভূমিতে জল প্রক্ষেপ করিয়া মস্তকে দিবে। অনন্তর ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া বাম করতলে কিঞ্চিৎ জল গ্রহণ পূর্ব্বক দক্ষিণ করে আবৃত করত হং যং রং লং বং বারত্রয় এই মন্ত্র জপ করিবে এবং মূলমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তত্ত্বমুদ্রায় নিঃসৃত সলিলবিন্দু দ্বারা

সাতবার শিরোদেশ অভ্যুক্ষণ করত অবশিষ্ট সলিল দক্ষিণ করে লইয়া তেজোরূপ চিন্তন করিবে। পরে ঐ জল বামনাসাপুট দ্বারা সমাকর্ষণ পূর্ব্বক দেহাভ্যন্তরস্থ পাপক্ষালন করিয়া সেই বারিকে কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষ স্বরূপ চিন্তা করিবে এবং দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা রেচন পূর্ব্বক কল্পিত বজ্রশিলায় অস্ত্রমধ্যে পাপপুরুষ স্বরূপ সেই বারি নিক্ষেপ করিতে হইবে; ইহাকেই অঘমর্ষণ বলা যায়॥ ৪১

তথা তন্ত্রান্তরে।—পুনরাচম্য বিন্যস্য ষড়ঙ্গমপি ধর্ম্মবিৎ।

বামহস্তে জলং গৃহ্য গলিতোদক বিন্দুভিঃ॥

সপ্তধা প্রোক্ষণং কৃত্বা মূর্দ্ধ্নি মন্ত্রং সমুচ্চরন্।

অবশিষ্টোদকং দক্ষহস্তে সংগৃহ্য বুদ্ধিমান্॥

ইড়য়াকৃষ্য দেহান্তঃ ক্ষালিতং পাপসঞ্চয়ং।

কৃষ্ণবর্ণং তত্তুদকং দশনাড্যা বিরেচিতং॥

দক্ষহস্তে তু তন্মন্ত্রী পাপরূপং বিচিন্ত্য চ।

পুরতো বজ্রপাষাণে নিক্ষিপেদস্ত্রমুচ্চরন্॥ ৪২

তন্ত্রান্তরে ইহার প্রমাণ স্পষ্টীকৃত রহিয়াছে। ইহার অনুবাদ ৪১ নং অনুবাদ দ্রষ্টব্য॥ ৪২

ততো হস্তং প্রক্ষাল্যাচম্য হ্রীং হং সঃ ওঁ ঘৃণি

সূর্য্য আদিত্য ইতি মন্ত্রেণ বা সূর্য্যার্ঘ্যং দদ্যাৎ॥ ৪৩

অনন্তর হস্ত প্রক্ষালন করিয়া হ্রীং হং সঃ কিম্বা ওঁ ঘৃণি সূর্য্য আদিত্য প্রভৃতি মন্ত্রে জলদ্বারা ভাস্করদেবকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে॥ ৪৩

সম্মোহনতন্ত্রে।—শিববীজং বহ্নিসংস্থং বামনেত্রবিভূষিতং।

বিন্দুনাদাত্মকং দেবি হংসঃ পদমথো লিখেৎ।

অনেন মনুনা মন্ত্রী ভাস্করস্য প্রিয়েণ তু॥ ৪৪

সম্মোহন তন্ত্রে এবিষয় লিখিত আছে॥ ৪৪

তত ওঁ সূর্য্যমণ্ডলস্থায়ৈ অমুকদেবতায়ৈ নম ইত্যনেন তদ্‌গায়ত্র্যা ত্রিবারং জলং নিক্ষিপ্য তত্তদ্‌গায়ত্রীং জপেৎ॥ ৪৫

পরে ওঁ সূর্য্যমণ্ডলস্থায়ৈ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সেই সেই দেবতার গায়ত্রী দ্বারা বারত্রয় সলিল প্রদান পূর্ব্বক তত্তদ্দেবতার গায়ত্রী জপ করিবে॥ ৪৫

ততো জ্ঞানার্ণবে।—ততশ্চ প্রজপেদ্ধীমান্ গায়ত্রীং পরমাক্ষরীং।
গৌতমীয়ে।—সন্ধ্যাত্রয়ং যথা কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণো বিধিপূর্ব্বকং।
তন্ত্রোক্তবিধিপূর্ব্বন্তু শূদ্রঃ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ॥
সংক্ষেপসন্ধ্যামথবা কুর্য্যান্মন্ত্রী হ্যশক্তিতঃ।
সায়ং প্রাতশ্চ মধ্যাহ্নে দেবং ধ্যাত্বা মনুং জপেৎ।
সন্ধ্যায়াং পতিতায়ান্তু গায়ত্রীং দশধা জপেৎ॥ ৪৬

জ্ঞানার্ণবে এই বিষয়ের প্রমাণ লিখিত আছে। গৌতমীয় তন্ত্রে লিখিত আছে যে,—ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় বিধানানুসারে বৈদিক ও তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিবে, কিন্তু শূদ্র কেবল তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিতে পারিবে। সন্ধ্যায় অশক্ত হইলে সংক্ষেপ সন্ধ্যা করিতে পারে অর্থাৎ ত্রিসন্ধ্যাকালে দেবতার ধ্যান পূর্ব্বক মূলমন্ত্র জপ করিলেই হয়। যথাকালে সন্ধ্যা না করিলেই সন্ধ্যা পতিত হয়, সন্ধ্যা পতিত হইলে দশবার গায়ত্রী জপ করিবে॥ ৪৬

অথ আসনভেদাঃ।

সম্মোহনতন্ত্রে।—তুলকম্বলবস্ত্রাণাং সিংহব্যাঘ্রমৃগাজিনং।
কল্পয়েদাসনং ধীমান্ সৌভাগ্যজ্ঞানবর্দ্ধনং।
বস্ত্রনিষেধস্তু কেবলবস্ত্রপরং॥ ৪৭

অনন্তর আসনভেদ কথিত হইতেছে।—সম্মোহনতন্ত্রে লিখিত আছে যে,—তুলা, কম্বল, বস্ত্র, সিংহ ব্যাঘ্রাদির চর্ম্ম ও মৃগাজিন এই সকল দ্বারা

আসন প্রস্তুত করিয়া তদুপরি উপবেশন পূর্ব্বক; পূজাদি করিলে সৌভাগ্য-বৃদ্ধি হয়, কিন্তু কেবলমাত্র বস্ত্রাসন প্রশস্ত নহে, অন্য কোন আসনের উপরে বস্ত্রাসন আস্তৃত করিয়া পূজা করিতে পারে॥ ৪৭

হংসমাহেশ্বরে।—কম্বলং কোমলং কৌষং দারবং কর্ম্মসাধনং।

এতেষামাসনং শুদ্ধং চর্ম্মাসনং সুরেশ্বরি।

তত্র রক্তকম্বলং সর্ব্বশ্রেষ্ঠং॥ ৪৮

হংসমাহেশ্বরে লিখিত আছে যে,—কম্বল, কৌষ, দারুনির্ম্মিত ও চর্ম্মাসনই পূজাদিতে প্রশস্ত; তন্মধ্যে রক্তকম্বলাসন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ॥ ৪৮

যোগিনীহৃদয়ে—নাদীক্ষিতো বিশেজ্জাতু কৃষ্ণসারাজিনে গৃহী॥ ৪৯

যোগিনীহৃদয়ে লিখিত আছে যে,—অদীক্ষিত ব্যক্তি কদাচ কৃষ্ণসারাজিনে বসিয়া কার্য্য করিবে না॥ ৪৯

অথ ভূতশুদ্ধিঃ।

গৌতমীয়ে।—সুষুম্না বর্ত্মনা সোঽহমিতি মন্ত্রেণ যোজয়েৎ।

সহস্রারে শিবস্থানে পরমাত্মনি দেশিকঃ॥

ধূম্রবর্ণং ততো বায়ুবীজং ষড়্বিন্দুলাঞ্ছিতং।

পূরয়েদিড়য়া বায়ুং সুধীঃ ষোড়শমাত্রয়া॥

মাত্রয়া তু চতুঃষষ্ট্যা কুম্ভয়েচ্চ সুষুম্নয়া।

দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া মন্ত্রী রেচয়েৎ পিঙ্গলাখ্যয়া॥

পূরয়েদনয়া চৈব সঞ্চিন্ত্য নীলমারুতং।

রক্তবর্ণং বহ্নিবীজং ত্রিকোণং স্বস্তিকান্বিতং॥

তেন পূরকযোগেন মাত্রয়া ষোড়শাখ্যয়া।

চতুঃষষ্ট্যা মাত্রয়া চ নির্দ্দহেৎ কুম্ভকেন তু॥

বামপার্শ্বস্থিতং পাপপুরুষং কজ্জলপ্রভং॥

৬—তন্ত্রঃ

ব্রহ্মহত্যাশিরস্কঞ্চ স্বর্ণস্তেয়ভুজদ্বয়ং।
সুরাপানহৃদা যুক্তং গুরুতল্পকটিদ্বয়ং ॥
তৎসংসর্গিপদদ্বন্দ্বমঙ্গপ্রত্যঙ্গপাতকং।
উপপাতকরোমাণং রক্তশ্মশ্রুবিলোচনং ॥
খড়্গচর্ম্মধরং ক্রুদ্ধমেবং কুক্ষৌ বিচিন্তয়েৎ।
মূলাধারোত্থিতেনৈব বহ্নিনা নির্দ্দহেচ্চ তৎ ॥
এবং সংদহ্য পরিতো দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া ততঃ।
ভস্মনা সহিতং মন্ত্রী রেচয়েদিড়য়া পুনঃ ॥
বামনাড্যাং চন্দ্রবীজং কুন্দেন্দুযুতসপ্রভং।
ভালেন্দুরাজে সংযোজ্য ততঃ ষোড়শমাত্রয়া ॥
সুষুম্নয়া চতুঃষষ্টিমাত্রয়া তোয়বীজকং।
ধ্যাত্বামৃতময়ীং সৃষ্টিং পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণীং ॥
তয়া দেহং বিচিন্ত্যৈবং মনসা পিঙ্গলাধ্বনা।
দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া মন্ত্রী লং বীজেন দৃঢ়ং নয়েৎ ॥
স্বস্থানে হংসমন্ত্রেণ পুনস্তেনৈব বর্ত্মনা।
জীবং তত্ত্বানি চানীয় স্বস্থানে স্থাপয়েত্ততঃ।
ইত্যেষা ভূতশুদ্ধিস্তু সর্ববতন্ত্রেষু কীর্ত্তিতা ॥ ৫০

অতঃপর ভূতশুদ্ধি কথিত হইতেছে।—গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে যে,—আপনার অঙ্কে উত্তানহস্তদ্বয় সংস্থাপন পূর্ব্বক "সোঽহং" মন্ত্রে প্রদীপ-কলিকাবৎ হৃদয়স্থ জীবাত্মাকে মূলাধারস্থ কুলকুণ্ডলিনীর সহ মিলিত করিয়া সুষুম্নাপথে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাখ্য এই ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া শিরস্থ অধোবদন সহস্রার পদ্মের কর্ণিকার অভ্যন্তরস্থ পরমশিবে একত্রিত করিয়া তাহাতে পৃথিবী প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব

বিলীন চিন্তা করিয়া বামনাসিকায় যং এই বায়ুবীজ ভাবনা করিবে; পরে ষোড়শবার বায়ুবীজ জপ করিয়া দেহ পরিপূর্ণ করত নাসাপুটদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক চতুঃষষ্টিবার বায়ুবীজ জপ দ্বারা কুম্ভক করিয়া বামকুক্ষিস্থ কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষের সহিত শরীর শোষণ করিবে; তৎপরে ঐ বীজ দ্বাত্রিংশদ্বার জপ করিয়া বায়ু রেচন করিতে হয়। তৎপরে দক্ষিণ নাসাপুটে রক্তবর্ণ বহ্নিবীজ (রং) চিন্তা করিয়া ষোড়শবার ঐ বীজ জপ পূর্ব্বক বায়ুদ্বারা দেহ পূর্ণ করিবে এবং উভয় নাসাপুট ধরিয়া চতুঃষষ্টিবার রং বীজ জপদ্বারা কুম্ভকযোগে কৃষ্ণবর্ণ পাপ পুরুষের সহিত শরীরকে মূলাধারস্থ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিতে হইবে। পরে দ্বাত্রিংশদ্বার রং বীজ জপ করিয়া বাম নাসাপুটে বায়ু পরিত্যাগ করিয়া ফেলিবে। অনন্তর বাম নাসাপুটে শ্বেতবর্ণ চন্দ্রবীজ (ঠং) চিন্তা করিয়া ষোড়শবার ঐ বীজ জপদ্বারা ললাটে চন্দ্রকে লইয়া যাইবে এবং নাসিকাদ্বয় ধারণ করিয়া চতুঃষষ্টিবার বরুণবীজ (বং) জপ পূর্ব্বক ললাটদেশস্থ চন্দ্র হইতে বিনির্গত সুধাধারা দ্বারা মাতৃকাবর্ণময় সমস্ত দেহ রচিত করিবে; পরে দ্বাত্রিংশদ্বার পৃথ্বীবীজ (লং) জপ দ্বারা দেহকে দৃঢ়ীভূত ভাবনা করিয়া দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ু পরিত্যাগ করিবে। এই প্রকারে ভূতশুদ্ধি করিতে হয়॥ ৫০

অথ প্রাণায়ামঃ।

নিবন্ধে।—আদাবন্তে চ যত্নেন প্রাণায়ামং সমাচরেৎ।

কর্ম্মস্বপি সমস্তেষু শুভেষ্বপ্যশুভেষু চ॥ ৫১

এক্ষণে প্রাণায়াম কথিত হইতেছে।—নিবন্ধে লিখিত আছে যে,—কি শুভ কি অশুভ সমস্ত কার্য্যের আদিতে ও অন্তে প্রাণায়াম করিতে হয়॥ ৫১

কালিকাহৃদয়ে।—প্রাণায়ামত্রয়ং কুর্য্যান্মূলেন প্রণবেন্ম বা।

অথবা মন্ত্রবীজেন যথোক্তবিধিনা সুধীঃ॥ ৫২

কালিকাহৃদয়ে কথিত আছে যে,—মূলমন্ত্র অথবা ওঙ্কার দ্বারা বারত্রয় প্রাণায়াম করিতে হয়॥ ৫২

তস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন বায়ুং কুম্ভয়েৎ
তস্য দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন বায়ুং রেচয়েৎ।
পুনর্দক্ষিণেনাপূর্য্য উভাভ্যাং কুম্ভয়িত্বা বামেন রেচয়েৎ।
পুনর্ব্বামেনাপূর্য্য উভাভ্যাং কুম্ভয়িত্বা দক্ষিণেন রেচয়েৎ॥ ৫৩

অনন্তর চতুঃষষ্টিবার জপ দ্বারা কুম্ভক করিয়া দ্বাত্রিংশদ্বার জপ দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ু পরিত্যাগ করিবে। পুনরায় দক্ষিণ নাসাপুটে ষোড়শ-বার জপদ্বারা বায়ু পূর্ণ করত চতুঃষষ্টিবার জপদ্বারা কুম্ভক করত দ্বাত্রিংশ-দ্বার জপ দ্বারা বাম নাসিকায় পরিত্যাগ করিবে। পরে আবার ষোড়শ-বার জপদ্বারা বাম নাসাপুটে বায়ু গ্রহণ ও চতুঃষষ্টিবার জপ দ্বারা কুম্ভক করতঃ দ্বাত্রিংশদ্বার জপ করত দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ু রেচন করিবে। এই প্রকারে প্রাণায়াম সাধন করিতে হয়॥ ৫৩

অথ পীঠন্যাসঃ।

ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ এবং প্রকৃত্যৈ, কূর্ম্মায়, অনন্তায়, পৃথিব্যৈ, ক্ষীরসমুদ্রায়, শ্বেতদ্বীপায়, মণিমণ্ডপায়, কল্পবৃক্ষায়, মণিবেদিকায়ৈ, রত্নসিংহাসনায়। এতৎ সর্ব্বং হৃদি।

ততো দক্ষিণস্কন্ধে ধর্ম্মায়, বামস্কন্ধে জ্ঞানায়, বামোরৌ বৈরাগ্যায়, দক্ষিণোরৌ ঐশ্বর্য্যায়, মুখে অধর্ম্মায়, বামপার্শ্বে অজ্ঞানায়, নাভৌ অবৈরাগ্যায়, বামপার্শ্বে অনৈশ্বর্য্যায়, সর্ব্বত্র প্রণবাদি-নমোঽন্তেন ন্যসেৎ।

পুনশ্চ হৃদি।—ওঁ অনন্তায় নমঃ এবং পদ্মায় নমঃ, অং সূর্য্য-মণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ,

মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, সং সত্ত্বায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আত্মনে, অং অন্তরাত্মনে, পং পরমাত্মনে, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে, ইত্যন্তং বিন্যস্য হৃৎপদ্মস্থ পূর্ব্বাদিকেশরেষু পীঠশক্তিমধ্যে পীঠমনুঞ্চ ন্যসেৎ।

যথা সারদায়াং।—অংসোরুযুখয়োর্বিদ্বান্ প্রাদক্ষিণ্যেন সাধকঃ।

ধর্ম্মং জ্ঞানঞ্চ বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং ক্রমশঃ সুধীঃ॥
মুখপার্শ্বে নাভিপার্শ্বেষ্বধর্ম্মাদীন্ প্রকল্পয়েৎ।
অনন্তং হৃদয়ে পদ্মং তস্মিন্ সূর্য্যেন্দুপাবকান্॥
এষু স্বস্বকলাং ন্যস্য নামাদ্যক্ষরপূর্ব্বতঃ।
সত্ত্বাদীন্ ত্রিগুণান্ ন্যস্য তথৈবাত্র গুরূত্তমঃ॥
আত্মানমন্তরাত্মানং পরমাত্মানমেব চ।
জ্ঞানাত্মানং প্রবিন্যস্য ন্যসেৎ পীঠমনুং ততঃ॥ ৫৪

অতঃপর পীঠন্যাস কথিত হইতেছে।—ন্যাসের মন্ত্রাদি মূলেই স্পষ্ট লিখিত আছে, তদ্দৃষ্টে অনায়াসে বোধগম্য হইবে, পুনরায় তাহা লিখিবার প্রয়োজন নাই॥ ৫৪

অথ ঋষ্যাদিন্যাসঃ।

মহেশ্বরমুখাজ্‌জ্ঞাত্বা যঃ সাক্ষাত্তপসা মনুং।
সংসাধয়তি শুদ্ধাত্মা স তস্য ঋষিরীরিতঃ।
গুরুত্বান্মস্তকে চাস্য ন্যাসস্তু পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৫৫

এক্ষণে ঋষ্যাদিন্যাস কথিত হইতেছে।—প্রথমতঃ যিনি মহেশ্বর প্রমুখাৎ মন্ত্র শুনিয়া তাহা দ্বারা মন্ত্র সিদ্ধি করিয়াছেন, তিনিই সেই মন্ত্রের ঋষি বলিয়া অভিহিত। ঋষি মন্ত্রের আদি গুরু, এইজন্য মস্তকে তাঁহার ন্যাস করিবে॥ ৫৫

সর্ব্বেষাং মন্ত্রতত্ত্বানাং ছাদনাচ্ছন্দ উচ্যতে।
অক্ষরত্বাৎ পদত্বাচ্চ মুখে ছন্দঃ সমীরিতং ॥ ৫৬

যাবতীয় মন্ত্রকে আচ্ছাদন করে, এই হেতু ইহার নাম ছন্দ, যাবতীয় ছন্দপদও বর্ণঘটিত, সুতরাং মুখে ছন্দের ন্যাস করিবে ॥ ৫৬

সর্ব্বেষামেব জন্তূনাং ভাষণাৎ প্রেরণাত্তথা।
হৃদয়াম্ভোজমধ্যস্থা দেবতা তত্র তাং ন্যসেৎ ॥ ৫৭

সকল কর্ম্মে যাবতীয় জীবগণকে প্রেরণ করেন বলিয়া দেবতা নাম হইয়াছে; সুতরাং হৃদয়পদ্মে দেবতার ন্যাস করিবে ॥ ৫৭

ঋষিচ্ছন্দোঽপরিজ্ঞানান্ন মন্ত্রফলভাগ্ ভবেৎ।
দৌর্ব্বল্যং যাতি মন্ত্রাণাং বিনিয়োগমজানতাম্ ॥ ৫৮

ঋষি ও ছন্দাদি পরিজ্ঞাত না হইয়া কার্য্য করিলে তাহা নিষ্ফল হইয়া থাকে। বিনিয়োগ পরিজ্ঞাত না হইলে মন্ত্র হীনবল হইয়া পড়ে ॥ ৫৮

তন্ত্রান্তরে।—ঋষিং ন্যসেন্মূর্দ্ধ্নি দেশে ছন্দস্তু মুখপঙ্কজে।
দেবতাং হৃদয়ে চৈব বীজন্তু গুহ্যদেশকে।
শক্তিঞ্চ পাদয়োশ্চৈব সর্ব্বাঙ্গে কীলকং ন্যসেৎ ॥ ৫৯

তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে,—মস্তকে ঋষি, মুখে ছন্দ, হৃদয়ে দেবতা, গুহ্যে বীজ, পদযুগলে শক্তি এবং সর্ব্বাঙ্গে কীলকের ন্যাস করিতে হয়। এইরূপ করিয়া তৎপরে তত্তন্মন্ত্রোক্ত ন্যাসাদি করিতে হয় ॥ ৫৯

অঙ্গন্যাসে অঙ্গুলিনিয়মস্তু।
ত্রিদ্ব্যেকদশকত্রিদ্বিসংখ্যয়া শৈলসম্ভবে ॥ ৬০

অঙ্গন্যাসের অঙ্গুলি নিয়ম এই যে, তিন দুই, এক, দশ, তিন ও দুই অঙ্গুলি দ্বারা হৃদয়াদি ষড়ঙ্গে ন্যাস করিবে ॥ ৬০

অথ মাতৃকান্যাসঃ।—তত্র মাতৃকায়া ঋষ্যাদিন্যাসঃ। অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্ম ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো মাতৃকা সরস্বতী দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ো মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ।

শিরসি ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি ওঁ মাতৃকাসরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে ওঁ ব্যঞ্জনেভ্যো বীজেভ্যো নমঃ, পাদয়োঃ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ।

তথাচ জ্ঞানার্ণবে।—মাতৃকাং শৃণু দেবেশি ন্যসেৎ পাপনিকৃন্তনীম্।
ঋষির্ব্রহ্মাস্য মন্ত্রস্য গায়ত্রীচ্ছন্দ উচ্যতে॥
দেবতা মাতৃকা দেবী বীজং ব্যঞ্জনমুচ্যতে।
শক্তয়স্তু স্বরা দেবি ষড়ঙ্গন্যাসমাচরেৎ॥

ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ।

অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

ইং চং ছং জং ঝং ঞং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা।

উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঈং মধ্যমাভ্যাং বষট্।

এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুং।

ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্।

অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্।

এবং হৃদয়াদিষু অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি॥ ৬১

মাতৃকান্যাস যেরূপ করিতে হয়, তাহা মূলে স্পষ্ট লিখিত আছে, তদ্দৃষ্টে সহজেই উপলব্ধি হইবে। জ্ঞানার্ণবে মহাদেব স্বয়ং পার্ব্বতীকে

বলিয়াছেন, হে দেবি! মাতৃকান্যাস দ্বারা যাবতীয় পাপ বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৬১

অথ বাহ্যমাতৃকান্যাসঃ।

মাতৃকা-ধ্যানং যথা—পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখদোঃ পন্মধ্যবক্ষস্থলাং।
ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীং ॥
মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈ-
র্বিভ্রাণাং বিষদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্‌দেবতামাশ্রয়ে।
এবং ধ্যাত্বা ন্যসেৎ ॥ ৬২

অনন্তর বাহ্য মাতৃকান্যাস কথিত হইতেছে।—প্রথমতঃ মাতৃকাদেবীর ধ্যান করিয়া এই ন্যাস করিতে হয়। মাতৃকাদেবী অকারাদি পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী তাঁহার ললাটদেশে সমুজ্জ্বল শশিকলা বিরাজমান, তাঁহার পয়োধর পীনোন্নত, হস্ত চতুষ্টয়ে মুদ্রা, জপমালা, অমৃতপূর্ণ কলস ও বিদ্যা। ঈদৃশী নির্ম্মলপ্রভা ত্রিলোচন বাক্‌দেবতাকে আশ্রয় করি। এইরূপ ধ্যান করিয়া পরে ন্যাস করিবে, যেরূপ ন্যাস করিতে হয়, তাহা মূল দেখিলেই বুঝা যাইবে ॥ ৬২

গৌতমীয়ে।—অং নমো ললাটে, আং নমো মুখবৃত্তে, ইং ঈং চক্ষুষোঃ উং ঊং কর্ণয়োঃ, ঋং ৠং নসোঃ, ঌং ৡং গণ্ডয়োঃ, এং ওষ্ঠে, ঐং অধরে, ওং ঊর্দ্ধদন্তে, ঔং অধোদন্তে, অং ব্রহ্মরন্ধ্রে, অঃ, মুখে। কং দক্ষবাহুমূলে, খং কূর্পরে, গং মণিবন্ধে, ঘং অঙ্গুলিমূলে, ঙং অঙ্গুল্যগ্রে, চং ছং জং ঝং ঞং বামবাহুমূলসন্ধ্যগ্রেষু, টং ঠং ডং ঢং ণং দক্ষপাদমূলসন্ধ্যগ্রেষু, তং থং দং ধং নং বামপাদমূলসন্ধ্যগ্রেষু, পং দক্ষপার্শ্বে, ফং বামপার্শ্বে, বং পৃষ্ঠে, ভং নাভৌ, মং উদরে, যং হৃদি, রং বামবাহুমূলে, শং হৃদাদিদক্ষকরে, ষং হৃদাদিবামকরে, সং

হ্সাদিদক্ষপাদে, হং হ্সাদিবামপাদে, লং হ্সাদ্যুদরে, ক্ষং হ্সাদি-মুখে। সর্ব্বত্র নমোঽন্তেন ন্যসেৎ।

সামান্যন্যাসে অঙ্গুলিনিয়মস্তু।

গৌতমীয়ে।—মনসা বিন্যসেন্ন্যাসান্ পুষ্পৈর্বাথ বা মুনে।
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং বা চান্যথা বিফলং ভবেৎ॥ ৬৩

গৌতমীয় তন্ত্রে সামান্যন্যাসে অঙ্গুলিনিয়ম এইরূপ লিখিত আছে যে, মনে মনে, পুষ্পদ্বারা অঙ্গুষ্ঠ ও অনামাদ্বারা ন্যাস করিবে, নতুবা সমস্ত বিফল হয়॥ ৬৩

জামলে।—ভূতশুদ্ধিলিপিন্যাসৌ বিনা যস্তু প্রপূজয়েৎ।
বিপরীতফলং দদ্যাদভক্ত্যা পূজনং যথা॥ ৬৪

ইতি শ্রীবৃহত্তন্ত্রকোষে দীক্ষাদি-প্রকরণং নাম
তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

যামলে লিখিত আছে যে,—ভূতশুদ্ধি ও মাতৃকান্যাস ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি দেবার্চ্চনা করে, ভক্তিশূন্য পূজার ন্যায় তাহার পূজা নিষ্ফল হইয়া যায়॥ ৬৪

ইতি শ্রীবৃহত্তন্ত্রকোষে দীক্ষাদি-প্রকরণ নামক
তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ।

——ঃ-(✻✻)-ঃ——

তন্ত্রানুসারে-ধ্যানাদি-নির্ণয়ঃ।

মন্ত্রধ্যানাদিকং বক্ষ্যে যথা তন্ত্রানুসারতঃ।
যেন মন্ত্রপ্রয়োগেণ পূজা চ সফলা ভবেৎ॥ ১

অতঃপর তন্ত্রকথিত নিয়মানুসারে দেবতাগণের মন্ত্র, ধ্যান প্রভৃতি কথিত হইতেছে। এই সকল মন্ত্র ও ধ্যানাদি দ্বারা পূজা করিলে সিদ্ধিলাভ হয় সন্দেহ নাই॥ ১

আদৌ শ্যামাপ্রকরণমুচ্যতে।

ভৈরবীতন্ত্রে।—অথ বক্ষ্যে মহাবিদ্যাঃ কালিকায়াঃ সুতুর্লভাঃ।
যাসাং বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ॥ ২

প্রথমতঃ শ্যামাপ্রকরণ বর্ণিত হইতেছে। ভৈরবীতন্ত্রে লিখিত আছে যে,—কালিকাদেবীর মহামন্ত্র বর্ণন করিতেছি। এই মন্ত্র অতি সুতুর্লভ, ইহা পরিজ্ঞাত হইলে মানবগণ অনায়াসে জীবন্মুক্ত হইতে পারে॥ ২

নাত্র চিন্তাবিশুদ্ধিঃ স্যান্ন বা মিত্রাদিদূষণং।
ন বা প্রয়াসবাহুল্যং সময়াসময়াদিকং।
ন বিত্তব্যয়বাহুল্যং কায়ক্লেশকরং ন চ॥ ৩

এই মন্ত্র গ্রহণে মন্ত্রশোধন বা অরিমিত্রাদি দোষ বিচার করিবার আবশ্যক নাই। এই মন্ত্রের আরাধনায় প্রয়াসবাহুল্য বা সময়াসময় বিচারের প্রয়োজন করে না; অধিক ধনব্যয় বা তাদৃশ শরীরক্লেশও করিতে হয় না॥ ৩

য এনাং চিন্তয়েন্মন্ত্রী সর্ব্বকামসমৃদ্ধিদাং।
তস্য হস্তে সদৈবাস্তি সর্ব্বসিদ্ধির্ন সংশয়ঃ।
গদ্য-পদ্যময়ী বাণী সভায়াং তস্য জায়তে॥ ৪

যে ব্যক্তি সর্ব্বকামসমৃদ্ধিদায়িনী কালিকাদেবীকে ভাবনা করে, সতত তাহার হস্তে সর্ব্বসিদ্ধি বিদ্যমান রহিয়াছে সন্দেহ নাই। সেই ব্যক্তির মুখ হইতে সভামধ্যে গদ্যপদ্যময়ী বাণী সমুচ্চারিত হইয়া থাকে॥ ৪

তস্য দর্শনমাত্রেণ বাদিনো নিষ্প্রভাং গতাঃ।
রাজানোঽপি চ দাসত্বং ভজন্তে কিং পরে জনাঃ॥ ৫

তাহাকে দর্শন মাত্র বিপক্ষকুল নিস্তেজ হইয়া যায় এবং নরপতিও তৎ-সকাশে দাসবৎ বশীভূত থাকেন॥ ৫

দিবারাত্রিব্যত্যয়ঞ্চ বশীকর্ত্তুং ক্ষমো ভবেৎ।
অন্তে চ লভতে দেব্যা গণত্বং দুর্লভং নরঃ॥ ৬

সেই সাধক দিবাকে রাত্রি এবং রাত্রিকে দিন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন; ত্রিভুবন তাঁহার নিকট বশীভূত থাকে, এবং তিনি মরণান্তে সুদুর্লভ দেবীগণত্ব প্রাপ্ত হন॥ ৬

কালীতন্ত্রে।—কামত্রয়ং বহ্নিসংস্থং রতিবিন্দুবিভূষিতং।
কূর্চ্চযুগ্মং তথা লজ্জাযুগলং তদনন্তরং॥
দক্ষিণে কালিকে চেতি পূর্ব্ববীজানি চোচ্চরেৎ।
অন্তে বহ্নিবধূং দদ্যাদ্ বিদ্যারাজ্ঞী প্রকীর্ত্তিতা॥ ৭

কালীতন্ত্রে লিখিত আছে যে,—ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ দক্ষিণে কালিকে ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা, এই মন্ত্রে দক্ষিণাকালিকার পূজা করিতে হয়, এই মন্ত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এই মন্ত্রদ্বারা যথাবিধানে অর্চ্চনা করিলে সিদ্ধিলাভ করা যায়॥ ৭

মন্ত্রার্থমাহ যামলে।—ককারাজ্জলরূপত্বাৎ কেবলং মোক্ষদায়িনী।

জ্বলনার্থসমাযোগাৎ সর্ব্বতেজোময়ী শুভা।

মায়াত্রয়েণ দেবেশি সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী॥ ৮

জামলতন্ত্রে মন্ত্রগত বর্ণের অর্থ এইরূপ বর্ণিত আছে যে,—ককার জলরূপী, উহা মোক্ষপ্রদ; রেফ অগ্নিরূপী, উহা সর্ব্বতেজোময়ী। ক্রীঁ এই বীজত্রয় সৃষ্টি-স্থিতি সংহার করিয়া থাকে॥ ৮

বিন্দূনাং নিষ্কলত্বাচ্চ কৈবল্যফলদায়িনী।

বীজত্রয়া শাম্ভবী সা কেবলং জ্ঞানচিৎকলা॥

শব্দবীজদ্বয়েনৈব শব্দরাশিপ্রবোধিনী।

লজ্জাবীজদ্বয়েনৈব সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী॥

সম্বোধনপদেনৈব সদা সন্নিধিকারিণী।

স্বাহয়া জগতাং মাতা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী॥ ৯

বিন্দুসমূহ মুক্তি প্রদান করে; হূঁ এই দুইটী বীজ শব্দজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকে, হ্রীঁ এই বীজদ্বয় সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী, দক্ষিণে কালিকে এই সম্বোধন পদে দেবীর সান্নিধ্য হইয়া থাকে এবং স্বাহা এই শব্দ জগতের জননীস্বরূপ নিখিল-পাপবিনাশক॥ ৯

শ্যামাধ্যানং।

কালীতন্ত্রে।—করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং।

কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং॥

সদ্যশ্ছিন্নশিরঃখড়্গবামাধোর্দ্ধকরাম্বুজাং।

অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণাধোর্দ্ধপাণিকাং॥

মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীং।

কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালীগলদ্রুধিরচর্চ্চিতাং॥

কর্ণাবতং সতানীতশবযুগ্মভয়ানকাং।
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাং ॥
শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসম্মুখীং।
সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারাবিস্ফুরিতাননাং ॥
ঘোররারাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীং।
বালার্কমণ্ডলাকারলোচনত্রিতয়ান্বিতাং ॥
দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপিমুক্তালম্বিকচোচ্চয়াং।
শবরূপমহাদেবহৃদয়োপরি সংস্থিতাং ॥
শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাং।
মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাং ॥
সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাং।
এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং সর্ব্ব কামসমৃদ্ধিদাং ॥ ১০

দক্ষিণকালিকাকে যেরূপে ধ্যান করিতে হইবে, তাহা কালীতন্ত্রে লিখিত আছে।—দেবী করালবদনা, ঘোররূপিণী, মুক্তকেশী ও চতুর্ভুজা; তাঁহার গলদেশে মুণ্ডমালা বিরাজিত এবং বামপার্শ্বের অধোহস্তে সদ্যশ্ছিন্ন মুণ্ড ও ঊর্দ্ধকরে অসি এবং দক্ষিণ পার্শ্বের অধোহস্তে অভয় ও ঊর্দ্ধহস্তে বরমুদ্রা বিদ্যমান। দেবী নিবিড় জলদ-বৎ নীলবর্ণ ও দিগম্বরী; তাঁহার গলদেশস্থ মুণ্ডমালা হইতে শোণিতধারা বিগলিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত করিতেছে; দুইটি শবশিশু তাঁহার কর্ণভূষণরূপে শোভমান, তাহাতে তাঁহার আকৃতি অতীব ভীতিপ্রদ; তদীয় দন্তপংক্তি ভয়াবহ, স্তনদ্বয় পীনোন্নত এবং কটি-প্রদেশে শবকরবিনির্ম্মিত কাঞ্চী শোভমান রহিয়াছে। দেবী সর্ব্বদা হাস্যবদনা, তাঁহার ওষ্ঠের প্রান্তদেশ হইতে রুধিরধারা বিগলিত হওয়াতে মুখমণ্ডল সমুদ্ভাসিত হইতেছে; দেবীর শব্দ অতীব গভীর; ইনি নিরন্তর শ্মশানে অবস্থান করেন; ইহাঁর নেত্রদ্বয় তরুণ অরুণের ন্যায় সমুজ্জ্বল,

দশনপংক্তি উন্নত ও বহির্গত এবং কেশপাশ আলুলায়িত ও দক্ষিণব্যাপী, দেবী শবরূপী শিবের উপর অবস্থিতা; চারিদিকে শিবাগণ ভীষণ চীৎকার করিতেছে, দেবী মহাকালের সহিত বিপরীতভাবে রতাসক্তা আছেন, কালিকার বদনকমল প্রফুল্ল ও সদা হাস্যে সুশোভিত। দেবীকে এই রূপে ধ্যান করিলে সর্ব্বসমৃদ্ধি লাভ করা যায়। এই প্রকারে ধ্যান করিয়া যথাবিধানে উপচার দ্বারা পূজা করিবে ॥ ১০

অথ ভদ্রকালীমন্ত্রাঃ।

ভদ্রকাল্যাদয়ো বিদ্যাঃ কথ্যন্তে শৃণু পার্ব্বতি।
কামবীজাদিকং বীজং সর্ব্বং পূর্ব্বাপরে যজেৎ ॥
ভদ্রকালীং তথা ঙেহন্তাং বীজমধ্যে নিযোজয়েৎ।
স্বাহান্তা কথিতা বিদ্যা বিংশদ্বর্ণাত্মিকা পরা।
চতুর্ব্বর্গপ্রদা বিদ্যা ভদ্রকালী শুভাবহা ॥ ১১

অতঃপর ভদ্রকালীমন্ত্র কথিত হইতেছে।—মহেশ্বর বলিয়াছেন যে,—ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং ভদ্রকাল্যৈ ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা, এই বিংশতিবর্ণময়ী মন্ত্রে ভদ্রকালীর পূজা করিবে। এই মন্ত্র শুভাবহ ও চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদ। ইহাঁর পূজাবিধান দক্ষিণাকালিকার ন্যায় জানিবে ॥ ১১

অথ শ্মশানকালিকামন্ত্রাঃ।

কালীতন্ত্রে।—বাণী মায়াং ততোলক্ষ্মীং কামবীজমতঃ পরং।
কালিকে সংপুটত্বেন চতুষ্কং বীজমালিখেৎ।
একাদশার্ণা দেবেশি চতুর্ব্বর্গ-প্রদায়িনী ॥ ১২

শ্মশানকালীর মন্ত্রঃ।—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ কালিকে ক্লীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ঐঁ এই একাদশাক্ষর মন্ত্রে শ্মশানকালীর উপাসনা করিলে দেবী সাধককে চতুর্ব্বর্গ প্রদান করেন ॥ ১২

ধ্যানং।—অঞ্জনাদ্রিনিভাং দেবীং শ্মশানালয়বাসিনীং।
রক্তনেত্রাং মুক্তকেশীং শুষ্কমাংসাতিভৈরবাং॥
পিঙ্গাক্ষীং বামহস্তেন মদ্যপূর্ণং সমাংসকং।
সদ্যঃকৃত্তশিরো দক্ষহস্তেন দধতীং শিবাং॥
স্মিতবক্ত্রাং সদা চামমাংসচর্ব্বণতৎপরাং।
নানালঙ্কার ভূষাঙ্গীং নগ্নাং মত্তাং সদাসবৈঃ॥ ১৩

শ্মশানকালী দেবীর ধ্যান এইরূপ।—শ্মশানকালী দেবী গাঢ় অঞ্জনের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা, ইনি সর্ব্বদা শ্মশানে বাস করেন। ইহার নেত্র রক্তপিঙ্গলবর্ণ, কেশ সকল আলুলায়িত, দেহ শুষ্ক ও ভয়ঙ্কর। বামহস্তে মাংসযুক্ত মদ্যপূর্ণ পানপাত্র, দক্ষিণ হস্তে সদ্যশ্ছিন্ন নরমুণ্ড। দেবী সর্ব্বদা হাস্যবদনা ও আমমাংস চর্ব্বণ করিতেছেন। ইনি বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিতা, নগ্না ও আসবপানে প্রমত্তা। এই প্রকারে দেবীর ধ্যান করিয়া শ্মশানস্থলে পূজা করিবে॥ ১৩

প্রকারান্তরং।—সপ্তবীজং সমুদ্ধৃত্য শ্মশানকালি চেত্তথা।
পুনর্ব্বীজং ক্রমেণৈব স্বাহান্তা সর্ব্বসিদ্ধিদা।
বিংশত্যেকাধিকা বিদ্যা শ্মশানকালিকা মতা॥ ১৪

প্রকারান্তর শ্মশানকালীর মন্ত্র বলিতেছি।—ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং শ্মশানকাল্যৈ ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা, এই একবিংশাক্ষর মন্ত্রে দক্ষিণাকালিকার বিধানানুসারে শ্মশানকালীর পূজা করিবে॥ ১৪

অথ মহাকালীমন্ত্রাঃ।

বীজানি চোচ্চরেৎ পূর্ব্বং মহাকালিপদং ততঃ।
তদন্তে সপ্তবীজানি স্বাহান্তা সর্ব্বসিদ্ধিদা।
বিংশত্যর্ণা মহাবিদ্যা মহাকাল্যাঃ প্রকীর্ত্তিতা॥ ১৫

অতঃপর মহাকালীর মন্ত্র বলিতেছি।—ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং মহাকালি ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা, এই বিশত্যক্ষর মন্ত্রে মহাকালীর পূজা করিবে॥ ১৫

মহাকালী-ধ্যানং।

দশবক্ত্রা দশভুজা দশপাদাঞ্জনপ্রভা।
বিশালয়া রাজমানা ত্রিংশল্লোচনমালয়া॥
স্ফুরদ্দশন-দংষ্ট্রাভা ভীমরূপা ভয়ঙ্করী।
খড়্গ-শূলগদাবাণ-শঙ্খচক্র-ভুষণ্ডিভৃৎ॥
পরিঘং কার্ম্মুকং শীর্ষং নিশ্চোতদ্রুধিরং দধৌ।
মধুকৈটভয়ো র্যুদ্ধে ধ্যেয়া সা তামসী শিবা॥ ১৬

মহাকালীর ধ্যান এইরূপ।—মহাকালী দেবীর দশটী মুখ, দশখানা হাত এবং দশখানা পা, কজ্জলের ন্যায় বর্ণ, বিস্তৃত ত্রিশটী লোচন দ্বারা বিরাজমানা, বিকশিত দশন সমূহের আভায় ভীমরূপা অতএব ভয়ঙ্করী; খড়্গ, শূল গদা, বাণ, শঙ্খ, চক্র, ভুষণ্ডী পরিঘ, কার্ম্মুক এবং সদ্যশ্ছিন্ন মুণ্ড ধারণ করিয়াছেন। এই দেবী মধু কৈটভের যুদ্ধে পূজিতা হইয়াছিলেন॥ ১৬

মহাকালী মন্ত্রঃ।

প্রকারান্তরং।—ওঁ ফ্রেং ফ্রেং ক্রোং ক্রোং পশূন্ গৃহাণ হুং ফট্ স্বাহা॥ ১৭

ওঁ ফ্রেং ফ্রেং ক্রোং ক্রোং পশূন্ গৃহাণ হুং ফট্ স্বাহা এই মন্ত্রে মহাকালীর পূজা করিবে॥ ১৭

ধ্যানং যথা—পঞ্চবক্ত্রাং মহারৌদ্রীং প্রতিবক্ত্রং ত্রিলোচনাং।
শক্তিশূল-ধনুর্ব্বাণ-খড়্গখেটবরাভয়ান্।
দক্ষাদক্ষ ভুজৈর্দ্দেবীং বিভ্রাণাং ভূরি ভূষণাং॥ ১৮

এই দেবী পঞ্চবদনা, মহারুদ্ররূপিণী, পঞ্চদশলোচনা, শক্তি শূল ধনুঃ বাণ খড়্গ খেট বর ও অভয়মুদ্রাধারিণী, সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা মহাকালীকে ধ্যান করিয়া পূজা করিলে সাধক সর্ব্ব কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে॥ ১৮

অথ গুহ্যকালী-মন্ত্রাঃ।

বিশ্বসারে।—অথ বক্ষ্যে মহেশানি বিদ্যাং সর্ব্বফলপ্রদাং।
চতুর্ব্বর্গপ্রদাং সাক্ষান্মহাপাতকনাশিনীং॥
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাং নিত্যাং ভুক্তিমুক্তি-প্রদায়িনীং।
গুহ্যকালীং মহাবিদ্যাং ত্রৈলোক্যে চাতিদুর্লভাম্॥ ১৯

সর্ব্বফলপ্রদা চতুর্ব্বর্গপ্রদায়িনী মহাপাতকবিনাশিনী, সর্ব্বসিদ্ধিদাত্রী সনাতনী ভুক্তিমুক্তিদায়িনী মহাবিদ্যা গুহ্যকালীর মন্ত্রাদি বিবৃত হইতেছে। এই মহাবিদ্যা ত্রিভুবনে অতি দুর্লভা॥ ১৯

ইন্দ্রাদিরূঢ়ং বর্গাদ্যং রতিবিন্দুসমন্বিতং।
ত্রিগুণঞ্চ ততঃ কৃত্বা ঈশানঞ্চ সমুদ্ধরেৎ॥
ষষ্ঠস্বরসমাযুক্তং নাদবিন্দুকলান্বিতং।
দ্বিগুণঞ্চ ততঃ কৃত্বা ঈশানদ্বয়মুদ্ধরেৎ॥
বামাক্ষি বহ্নিসংযুক্তং নাদবিন্দুকলাযুতং।
তদ্‌গুহ্যে কালিকে প্রোক্ত্বা চাথবা দক্ষিণে বদেৎ॥
সপ্তবীজং ততঃ পূর্ব্বক্রমেণ যোজয়েত্ততঃ।
বহ্নিজায়াবধিঃ প্রোক্তা বিদ্যা ত্রৈলোক্যমোহিনী।

অথবেতি গুহ্যে কালিকে বীজদ্বয়ং দক্ষিণে কালিকে বা মন্ত্র॥ ২০

গুহ্যকালিকা দেবীর মন্ত্র এই যথাঃ—ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং গুহ্যে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা অথবা ক্রীং ক্রীং

ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা॥ ২০

প্রকারান্তরং।

বিশ্বসারে।—কামবীজং সমুদ্ধৃত্য সম্বুদ্ধ্যন্তপদদ্বয়ং।
পুনঃ কামং তদন্তে চ দন্ত্যাদ্বহ্নেশ্চ সুন্দরীং।
এষা নবাক্ষরী বিদ্যা গুহ্যকাল্যাঃ সমীরিতা॥ ২১

প্রকারান্তর গুহ্যকালীর মন্ত্র কথিত হইতেছে।—বিশ্বসারে কথিত আছে যে,—ক্রীঁ গুহ্যে কালিকে ক্রীঁ স্বাহা, এই নবাক্ষরমন্ত্রে গুহ্যকালীর অর্চ্চনা করিতে হয়। দক্ষিণকালিকার ন্যায় বিধানানুসারে ইহাঁর পূজা করিবে॥ ২১

ধ্যানং।—মহামেঘপ্রভাং দেবীং কৃষ্ণবস্ত্রপিধায়িনীং।
ললজ্জিহ্বাং ঘোরদংষ্ট্রাং কোটরাক্ষীং হসন্মুখীং॥
নাগহারলতোপেতাং চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরাং।
দ্যাং লিখন্তীং জটামেকাং লেলিহানাসবাং স্বয়ং॥
নাগযজ্ঞোপবীতাঙ্গীং নাগশয্যানিষেদুষীং।
পঞ্চাশন্মুণ্ডসংযুক্তবনমালাং মহোদরীং॥
সহস্রফণসংযুক্তমনন্তং শিরসোপরি।
চতুর্দ্দিক্ষু নাগফণাবেষ্টিতাং গুহ্যকালিকাং॥
তক্ষকসর্পরাজেন বামকঙ্কণভূষিতাং।
অনন্তনাগরাজেন কৃতদক্ষিণকঙ্কণাং॥
নাগেন রসনাহারকল্পিতাং রত্ননূপুরাং।
বামে শিবস্বরূপন্তৎ কল্পিতং বৎসরূপকং।
দ্বিভুজাং চিন্তয়েদ্দেবীং নাগযজ্ঞোপবীতীনীং॥

নরদেহসমাবদ্ধকুণ্ডলশ্রুতিমণ্ডিতাং।
প্রসন্নবদনাং সৌম্যাং নবরত্নবিভূষিতাং॥
নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাং শিবমোহিনীং।
অট্টহাসাং মহাভীমাং সাধকাভীষ্টদায়িনীং॥ ২২

গুহ্যকালীর ধ্যান এইরূপ—গুহ্যকালী দেবী প্রগাঢ় মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণা, তাঁহার পরিধান কৃষ্ণ বসন, জিহ্বা লোল, দশন অতি বৃহৎ, নেত্র কোটরস্থ, মুখমণ্ডল হাস্যে পরিপূর্ণ, গলে নাগহার শোভমান, ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র এবং শিরোপরি উর্দ্ধগামিনী জটা বিরাজিতা; দেবী নিরন্তর আসবপানে নিরতা থাকিয়া নাগযজ্ঞোপবীত ধারণ পূর্ব্বক নাগশয্যায় সমাসীনা রহিয়াছেন, ইহাঁর গলে পঞ্চাশন্মুণ্ডমালা সমন্বিত বনমালা বিরাজমান, উদর অতীব বৃহৎ এবং শিরোপরি সহস্রফণাশালী অনন্ত বিরাজিত। দেবীর চারিদিক নাগফণা-পরিবেষ্টিত, তক্ষকদ্বারা তাঁহার বামকঙ্কণ, অনন্ত দ্বারা দক্ষিণ কঙ্কণ এবং কাঞ্চীও নাগদ্বারা বিনির্ম্মিত হইয়াছে, তাঁহার চরণকমলে রত্ননূপুর বিরাজমান; দেবীর বামপার্শ্বে শিবস্বরূপ কল্পিত বৎস বিদ্যমান আছে; দেবী দ্বিভুজা, ইহার কর্ণযুগল নরদেহসমন্বিত কুণ্ডলে সুশোভিত, বদন প্রফুল্ল এবং আকার সৌম্য। নারদাদি ঋষিগণ এই নবরত্নমণ্ডিতা শিবসীমন্তিনীকে সেবা করিতেছেন। এই অট্টহাসা দেবীকে আরাধনা করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

এইরূপ ধ্যানে গুহ্যকালী, ভদ্রকালী, শ্মশান-কালী ও মহাকালীর পূজা করিবে॥ ২২

অথ তারাপ্রকরণং।

অথ মন্ত্রান্ প্রবক্ষ্যামি তারিণ্যাঃ সর্ব্বসিদ্ধিদান্।
যেষাং বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তস্তু সাধকঃ।
কবিতাং লভতে শুদ্ধামনর্গলবিজৃম্ভিনীং॥

পাণ্ডিত্যং সর্ব্বশাস্ত্রেষু ধনৈর্ধনপতির্ভবেৎ ॥

রাজদ্বারে সভায়াঞ্চ বিবাদে ব্যবহারকে।

সর্ব্বত্র জয়মাপ্নোতি বৃহস্পতিরিবাপরঃ ॥ ২৩

অতঃপর তারাপ্রকরণ কথিত হইতেছে। ইহাঁর মন্ত্র পরিজ্ঞাত হইলে সাধক জীবন্মুক্ত হইতে পারে, বিশুদ্ধ কবিত্বশক্তি ও পাণ্ডিত্য লাভ হয়, এবং সাধক কুবেরতুল্য ধনপতি এবং রাজদ্বারে, সভামধ্যে, বিবাদে, বাণিজ্য প্রভৃতি সকল কর্ম্মে জয়ী ও সুরগুরু বৃহস্পতির সদৃশ হইতে পারে ॥ ২৩

মায়াবীজং সমুদ্ধৃত্য তকারং বহ্নিসংযুতং।

মায়াবিন্দীশ্বরযুতং দ্বিতীয়ং বীজমুদ্ধৃতং ॥

কূর্চ্চবীজং তৃতীয়ং স্যাৎ ফট্কারস্তদনন্তরং।

সংপূর্ণসিদ্ধমন্ত্রস্তু রশ্মিপঞ্চকসংযুতঃ ॥ ২৪

হ্রীং ত্রীং হূং ফট্ এই পঞ্চাক্ষরমন্ত্রে তারাদেবীর পূজা করিবে। এই মন্ত্র সিদ্ধিবিধান করিয়া থাকে ॥ ২৪

লীলয়া বাক্প্রদা চেতি তেন নীলসরস্বতী।

তারকত্বাৎ সদা তারা সুখমোক্ষপ্রদায়িনী।

উগ্রাপত্তারিণী যস্মাদুগ্রতারা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ২৫

তারাদেবী অবলীলাক্রমে বাক্শক্তি প্রদান করেন বলিয়া নীলসরস্বতী, পরিত্রাণ ও মুক্তি প্রদান করেন বলিয়া তারা এবং উগ্রবিপদ হইতে উদ্ধার করেন বলিয়া উগ্রতারা নামে অভিহিতা হন ॥ ২৫

নীলতন্ত্রে।—তারাদ্যা পঞ্চবর্ণেয়ং তথা নীলসরস্বতী।

সর্ব্বভাষাময়ী শুদ্ধা সর্ব্বাম্নায়ৈর্নমস্কৃতা ॥ ২৬

নীলতন্ত্রে লিখিত আছে যে,—ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট, এই বিশুদ্ধ পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে নীল সরস্বতীর পূজা করিবে, ইহার পূজা করিলে নিখিল শাস্ত্রে ও বেদে অধিকার জন্মে ॥ ২৬

বিতারৈকজটা চৈষা মহামুক্তিকরী সতাং।
তারাস্ত্ররহিতা ত্র্যর্ণা মহানীলসরস্বতী।
কুল্লুকেয়ং সমাখ্যাতা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা॥ ২৭

হ্রীং স্ত্রীং হূং এই ত্র্যক্ষর মন্ত্রে মহানীল-সরস্বতীর পূজা করিবে। এই ত্র্যক্ষর মন্ত্রকে তারাদেবীর কুল্লুকা কহে, ইহা পরম গোপনীয় বলিয়া তন্ত্রে কথিত আছে॥ ২৭

উজ্জটে পর্ব্বতে বাপি নির্জ্জনে বা চতুষ্পথে।
দেবাগারে চ শূন্যে চ নির্জ্জনৈকান্তবেশ্মনি॥ ২৮

উজ্জট পর্ব্বত, নির্জ্জন প্রদেশ, চতুষ্পথ, শূন্য দেবমন্দির ও শূন্যগৃহ এই সকল স্থানে তারাদেবীর আরাধনা করিবে॥ ২৮

তারাধ্যানং।—প্রত্যালীঢ়পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং।
খর্ব্বাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতাং কটৌ॥
নবযৌবনসম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাং।
চতুর্ভুজাং ললজ্জিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাং।
খড়গকর্ত্তৃসমাযুক্তসব্যেতরভুজদ্বয়াং॥
কপালোৎপলসংযুক্তসব্যপাণিযুগান্বিতাং।
পিঙ্গোগ্রৈকজটাং ধ্যায়েন্মৌলাবক্ষোভ্যভূষিতাং।
বালার্কমণ্ডলাকারলোচনত্রয়ভূষিতাং
জ্বলচ্চিতামধ্যগতাং ঘোরদংষ্ট্রাং করালিনীং।
স্বাবেশস্মেরবদনাং স্ত্র্যলঙ্কারবিভূষিতাং।
বিশ্বব্যাপকতোয়ান্তঃশ্বেতপদ্মোপরিস্থিতাং॥ ২৯

এক্ষণে তারাদেবীর ধ্যান কথিত হইতেছে।—দেবী প্রত্যালীঢ়পদা, ভীষণাকৃতি, খর্ব্বা ও লম্বোদরী। গলে নরমুণ্ডমালা ও কটিদেশে ব্যাঘ্রচর্ম্ম

পাণ্ডিত্যং সর্ব্বশাস্ত্রেষু ধনৈর্ধনপতির্ভবেৎ ॥
রাজদ্বারে সভায়াঞ্চ বিবাদে ব্যবহারকে।
সর্ব্বত্র জয়মাপ্নোতি বৃহস্পতিরিবাপরঃ ॥ ২৩

অতঃপর তারাপ্রকরণ কথিত হইতেছে। ইহাঁর মন্ত্র পরিজ্ঞাত হইলে সাধক জীবন্মুক্ত হইতে পারে, বিশুদ্ধ কবিত্বশক্তি ও পাণ্ডিত্য লাভ হয়, এবং সাধক কুবেরতুল্য ধনপতি এবং রাজদ্বারে, সভামধ্যে, বিবাদে, বাণিজ্য প্রভৃতি সকল কর্ম্মে জয়ী ও সুরগুরু বৃহস্পতির সদৃশ হইতে পারে ॥ ২৩

মায়াবীজং সমুদ্ধৃত্য তকারং বহ্নিসংযুতং।
মায়াবিন্দীশ্বরযুতং দ্বিতীয়ং বীজমুদ্ধৃতং ॥
কূর্চ্চবীজং তৃতীয়ং স্যাৎ ফট্‌কারস্তদনন্তরং।
সংপূর্ণসিদ্ধমন্ত্রস্তু রশ্মিপঞ্চকসংযুতঃ ॥ ২৪

হ্রীং ত্রীং হূং ফট্ এই পঞ্চাক্ষরমন্ত্রে তারাদেবীর পূজা করিবে। এই মন্ত্র সিদ্ধিবিধান করিয়া থাকে ॥ ২৪

লীলয়া বাক্‌প্রদা চেতি তেন নীলসরস্বতী।
তারকত্বাৎ সদা তারা সুখমোক্ষপ্রদায়িনী।
উগ্রাপত্তারিণী যস্মাদুগ্রতারা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ২৫

তারাদেবী অবলীলাক্রমে বাক্‌শক্তি প্রদান করেন বলিয়া নীলসরস্বতী, পরিত্রাণ ও মুক্তি প্রদান করেন বলিয়া তারা এবং উগ্রবিপদ হইতে উদ্ধার করেন বলিয়া উগ্রতারা নামে অভিহিতা হন ॥ ২৫

নীলতন্ত্রে।—তারাদ্যা পঞ্চবর্ণেয়ং তথা নীলসরস্বতী।
সর্ব্বভাষাময়ী শুদ্ধা সর্ব্বাম্নায়ৈর্নমস্কৃতা ॥ ২৬

নীলতন্ত্রে লিখিত আছে যে,—ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট, এই বিশুদ্ধ পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে নীল সরস্বতীর পূজা করিবে, ইহার পূজা করিলে নিখিল শাস্ত্রে ও বেদে অধিকার জন্মে ॥ ২৬

বিতারৈকজটা চৈষা মহামুক্তিকরী সতাং।
তারাস্ত্ররহিতা ত্র্যর্ণা মহানীলসরস্বতী।
কুল্লুকেয়ং সমাখ্যাতা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা ॥ ২৭

হ্রীং স্ত্রীং হূং এই ত্র্যক্ষর মন্ত্রে মহানীল-সরস্বতীর পূজা করিবে। এই ত্র্যক্ষর মন্ত্রকে তারাদেবীর কুল্লুকা কহে, ইহা পরম গোপনীয় বলিয়া তন্ত্রে কথিত আছে ॥ ২৭

উজ্জটে পর্ব্বতে বাপি নির্জ্জনে বা চতুষ্পথে।
দেবাগারে চ শূন্যে চ নির্জ্জনৈকান্তবেশ্মনি ॥ ২৮

উজ্জট পর্ব্বত, নির্জ্জন প্রদেশ, চতুষ্পথ, শূন্য দেবমন্দির ও শূন্যগৃহ এই সকল স্থানে তারাদেবীর আরাধনা করিবে ॥ ২৮

তারাধ্যানং।—প্রত্যালীঢ়পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং।
খর্ব্বাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতাং কটৌ ॥
নবযৌবনসম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাং।
চতুর্ভুজাং ললজ্জিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাং।
খড়্গকর্ত্তৃসমাযুক্তসব্যেতরভুজদ্বয়াং ॥
কপালোৎপলসংযুক্তসব্যপাণিযুগান্বিতাং।
পিঙ্গোগ্রৈকজটাং ধ্যায়েন্মৌলাবক্ষোভ্যভূষিতাং।
বালার্কমণ্ডলাকারলোচনত্রয়ভূষিতাং
জ্বলচ্চিতামধ্যগতাং ঘোরদংষ্ট্রাং করালিনীং।
স্বাবেশস্মেরবদনাং স্ত্র্যলঙ্কারবিভূষিতাং।
বিশ্বব্যাপকতোয়ান্তঃশ্বেতপদ্মোপরিস্থিতাং ॥ ২৯

এক্ষণে তারাদেবীর ধ্যান কথিত হইতেছে।—দেবী প্রত্যালীঢ়পদা, ভীষণাকৃতি, খর্ব্বা ও লম্বোদরী। গলে নরমুণ্ডমালা ও কটিদেশে ব্যাঘ্রচর্ম্ম

শোভমান, দেবী চতুর্ভুর্জা, নবযৌবনা,পঞ্চমুদ্রায় ভূষিতা, লোলরসনা, ভীষণ-রূপিণী ও বরদানশীলা। তাঁহার দক্ষকরদ্বয়ে অসি ও কর্ত্তরী এবং বামকর-দ্বয়ে নরশির ও কমল বিরাজিত। ইহার শিরে উগ্র পিঙ্গলবর্ণ জটা শোভা পাইতেছে, ললাটে নাগরূপী অক্ষোভ্য ঋষি বিদ্যমান, ইহার দেহকান্তি নবোদিত শশধরের ন্যায় এবং নেত্রদ্বয় অলঙ্কাররূপে বিরাজমান রহিয়াছে। দেবী জ্বলন্ত চিতার অভ্যন্তরে অবস্থিতা। ইহার দশনপংক্তি অতি ভয়াবহ এবং ইনি স্বয়ং আপনার আবেশেই হাস্যমুখী। নারীগণোচিত যাবতীয় অলঙ্কার ইহার অঙ্কে শোভা পাইতেছে, ইনি বিশ্বব্যাপক বারিমধ্যগত শ্বেতকমলোপরি অবস্থিত। এইরূপ ধ্যান করিয়া পূজা করিবে ॥ ২৯

অথ ষোড়শীমন্ত্রাঃ।

তথা সর্ব্বপ্রযত্নেন সর্ব্বোপাস্যা চ ষোড়শী।
লক্ষ্মীবীজাদিকা সৈব সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদায়িনী ॥
লজ্জাদ্যা স্বর্গভূনাগযোষিদাকর্ষিণী পরা।
কূর্চ্চাদ্যা সর্ব্বজন্তূনাং মহাপাতকনাশিনী ॥ ৩০

অতঃপর ষোড়শীমন্ত্র কথিত হইতেছে।—যত্নসহকারে ষোড়শী দেবীর সেবা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। শ্রীং হ্রীং হুং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হুঁ হুঁ ফট্ স্বাহা, এই মন্ত্রে ষোড়শীর পূজা করিলে সর্ব্বৈশ্বর্য্য লাভ হয়। হ্রীঁ শ্রীঁ হুঁ ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হুং হুং ফট্ স্বাহা, এইমন্ত্রে ষোড়শীর আরাধনা করিলে আকর্ষণকার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। হুং শ্রীং হ্রীং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হুং হুং ফট্ স্বাহা এই মন্ত্রে ষোড়শী দেবীর পূজা করিলে যাবতীয় পাপ দূরীভূত হইয়া থাকে ॥ ৩০

অথ মহাষোড়শীমন্ত্রাঃ।

আদ্যবীজদ্বয়ং ভদ্রে বিপরীতক্রমেণ হি।
বিলিখ্য পরমেশানি ততোঽষ্টানি সমুদ্ধরেৎ ॥

অন্তর্মুখী বরারোহে কুমারী ত্রিপুরেশ্বরী।
এভিস্তু পঞ্চসংখ্যাকৈর্বীজৈঃ সম্পুটিতাং যজেৎ ॥
ষট্‌কূটাং পরমেশানি বিদ্যেয়ং ষোড়শাক্ষরী।
ত্রিকূটাঃ সকলা ভদ্রে ষোড়শার্ণা ভবন্তি হি ॥ ৩১

এক্ষণে মহাষোড়শীর মন্ত্র কথিত হইতেছে।—হ্রীং শ্রীং এই দুই বীজকে বিপরীতভাবে লিখিয়া অর্থাৎ শ্রীং হ্রীং এইরূপে লিখিয়া বালাবীজ (ঐং ক্লীং সৌঃ) ইহার মধ্যবীজকে আদিতে লিখিলে ক্লীং ঐং সৌঃ হইবে; এই বালাবীজ পূর্ব্বোক্ত বীজদ্বয়ের পরে যোগ করিলেই শ্রীং হ্রীং ক্লীং ঐং সৌঃ এই পঞ্চবীজ হইবে। এই পঞ্চবীজ দ্বারা অনুলোমবিলোম-ক্রমে ষট্‌কূটমন্ত্র পুটিত করিলে যে ষোড়শাক্ষর মন্ত্র হইবে, সেই ইহাঁর পূজা করিতে হয় ॥ ৩১

অথ ভুবনেশ্বরীমন্ত্রাঃ।

অথ বক্ষ্যে জগদ্ধাত্রীমধুনা ভুবনেশ্বরীং।
ব্রহ্মাদয়োঽপি যাং জ্ঞাত্বা লেভিরে পরমাং শ্রিয়ং ॥ ৩২

অনন্তর জগদ্ধাত্রী ভুবনেশ্বরীর মন্ত্র কথিত হইতেছে—যাঁহাকে জ্ঞাত হইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণও বিপুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৩২

নকুলীশোঽগ্নিমারূঢ়ো বামনেত্রার্দ্ধচন্দ্রবান্।
বীজং তস্যাঃ সমাখ্যাতং সেবিতং সিদ্ধিকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ৩৩

নকুলীশ শব্দে হ, অগ্নিশব্দে র, বামনেত্রশব্দে ঈ এবং চন্দ্র শব্দে অনুস্বার। এই চারিটী মিলিত হইয়া হ্রীং এই বীজ হয়। এই মন্ত্র দ্বারাই সিদ্ধিকামী ব্যক্তিগণ ভুবনেশ্বরীর আরাধনা করেন ॥ ৩৩

দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতায়াম্।

ব্যোমবীজে মহেশানি কৈলাসাদি প্রতিষ্ঠিতং।
বহ্নিবীজাৎ সুবর্ণাদি নিষ্পন্নং বহুধা প্রিয়ে ॥

তেনায়ং বর্ত্ততে লোকোভূমিমণ্ডলসংস্থিতঃ।
তূর্য্যস্বরেণ পাতালে শেষরূপেণ ধার্য্যতে ॥
মহাভূমণ্ডলং তস্মাৎ পাতালস্যাপি নায়িকা।
অতএব মহেশানি ভুবনাধীশ্বরী প্রিয়ে।
বাগ্‌ভবং শম্ভুবনিতা রমাবীজত্রয়াত্মকং।
মন্ত্রং সমুদ্ধরেন্মন্ত্রী ত্রিবর্গফলসাধনং ॥ ৩৪

দক্ষিণামূর্ত্তি-সংহিতায় লিখিত আছে যে, এই মন্ত্রের অভ্যন্তরস্থ হকারে কৈলাসাদি প্রতিষ্ঠিত আছে, রেফে অবনীস্থ স্বর্ণাদি নিষ্পন্ন হয় এবং ঈকারে অনন্তরূপে পাতাল ধারণ করিতেছে, অতএব ত্রিভুবনেরই উপকারিতা দেখা যাইতেছে। ঐং হ্রীং শ্রীং এই মন্ত্র দ্বারাও ভুবনেশ্বরীর আরাধনা হইয়া থাকে। এই মন্ত্র ত্রিবর্গসাধক ॥ ৩৪

ধ্যানং যথা—

উদ্যদ্দিনকরদ্যুতিমিন্দুকিরীটাং তুঙ্গকুচাং নয়নত্রয়সংযুক্তাং।
স্মেরমুখীং বরাঙ্কুশপাশাভীতিকরাং প্রভজেদ্ভুবনেশীম্ ॥ ৩৫

প্রথমোক্ত মন্ত্রে আরাধনা করিলে দেবীকে এইরূপে ধ্যান করিবে,— দেবীর দেহকান্তি সমুদিত সূর্য্যের ন্যায়, শিরোদেশে শশিকলা, মস্তকে কিরীট, ইহাঁর স্তনদ্বয় পীনোন্নত, ইনি ত্রিনয়না ও সদা হাস্যমুখী। ইহাঁর চারি হস্ত, তাহাতে বর, অঙ্কুশ, পাশ ও অভয় মুদ্রা বিরাজিত। এইরূপে ধ্যান করিয়া পূজা করিবে ॥ ৩৫

প্রকারান্তরধ্যানং যথা—

সিন্দূরারুণবিগ্রহাং ত্রিনয়নাং মাণিক্যমৌলিস্ফুর-
ত্তারানায়কশেখরাং স্মিতমুখীমাপীনবক্ষোরুহাম্।
পাণিভ্যাং মণিপূর্ণরত্নচষকং রক্তোৎপলং বিভ্রতীং ॥
সৌম্যাং রত্নঘটস্থসব্যচরণাং ধ্যায়েৎ পরামম্বিকাং ॥ ৩৬

শেষোক্ত মন্ত্রে পূজা করিতে হইলে এইরূপে ধ্যান করিবে,—দেবীর সিন্দূরের ন্যায় বর্ণ এবং কপালে মাণিক্য ও চন্দ্র বিরাজমান। ইনি ত্রিনয়না এবং সদা হাস্যমুখী। ইহাঁর স্তনদ্বয় অতি স্থূল, ইনি দ্বিভুজা, এক হস্তে মণিপরিপূর্ণ রত্নময় পানপাত্র ও অন্য হস্তে রক্তপদ্ম। ইনি শান্তমূর্ত্তি, ইহার দক্ষিণ চরণ রত্নময় ঘটের উপরে বিরাজমান, এইরূপে ধ্যান করিয়া যথাবিধি পূজা করিবে॥ ৩৬

অথ ষোড়শীমাহাত্ম্যং।

ভূয়ঃ শৃণু মুনিশ্রেষ্ঠ রহস্যং পরমাদ্ভুতং।
যেন কালী মহামায়া সুন্দরীত্বমুপাগতা॥ ৩৭

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! পুনরায় পরম অদ্ভুত রহস্য বলিতেছি শ্রবণ করুন। যেরূপে মহামায়া কালী সুন্দরী নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥ ৩৭

কৈলাশশিখরে রম্যে বসমানে চ শঙ্করে।
ইন্দ্রশ্চ প্রেষয়ামাস সর্ব্বাশ্চাপ্সরসো মুদা।
আগতাস্তা মহাদেবং তুষ্টুবুস্তং মহেশ্বরং॥ ৩৮

কোন সময়ে অপ্সরাগণ দেবরাজের আদেশে সুরম্য কৈলাশশিখরে দেবদেব মহাদেবের সন্নিধানে উপনীত হইয়া নানাবিধ বাক্যে তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন॥ ৩৮

ব্রহ্মোবাচ।—ইত্যেবং বচনং শ্রুত্বা তাসাং স বৃষভধ্বজঃ।
আভাষ্য শ্লক্ষ্ণয়া বাচা করুণামৃতয়া ততঃ॥ ৩৯

ব্রহ্মা বলিলেন,—বৃষভধ্বজ মহাদেব অপ্সরাগণের স্তব শ্রবণ করিয়া করুণামৃত মধুর বচনে বলিয়াছিলেন॥ ৩৯

ঈশ্বর-উবাচ।—পুরুষস্যাতিথির্জ্ঞেয়ঃ পুরুষো নাত্র সংশয়ঃ।
স্ত্রীণাং স্ত্রী চাতিথির্জ্ঞেয়া তস্মাদ্ গচ্ছত কালিকাং॥

ইত্যুক্ত্বা তৎপুরং রম্যং বিবেশ পরমেশ্বরঃ।
উবাচ কালীং ভগবানীশ্বরীং পরমেশ্বরীং।
তা অপ্যবাপুঃ পরমাং প্রীতিং পরমতুল্ল ভাং॥ ৪০

শূলপাণি কহিলেন, পুরুষে পুরুষের এবং স্ত্রীজনে রমণী জাতির আতিথ্যবিধানে বিশেষ অভিজ্ঞ, অতএব তোমরা কালীর সমীপে গমন কর। এই বলিয়া মহেশ্বর অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক দেবীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কালি! ইহাদিগের যথাবিধি আতিথ্য বিধান কর। তখন দেবী তাহাদিগের অভ্যর্থনাদি করিলে তাহারা পরম প্রীতি লাভ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিল॥ ৪

ততো দেবী মহাকালী চিন্তয়িত্বা মুহুর্মুহুঃ।
এতদ্রূপমপোহায় শুদ্ধগৌরী ভবাম্যহং॥
যস্মাৎ কালীতি কালীতি মহাদেবঃ সমাহ্বয়েৎ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা অন্তর্দ্ধানং গতা পরা॥ ৪১

অনন্তর কালী মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, মহেশ্ব সর্ব্বদাই আমাকে “কালি কালি” বলিয়া সম্বোধন করেন, অতএব আমি গৌরীরূপ ধারণ করিবে। মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া দেবী তিরোহিতা হইলেন॥ ৪১

মহাদেবোঽপি কালেন গতো হ্যন্তঃপুরং শিবঃ।
নাপশ্যচ্চ তদা কালীং তস্থৌ তস্মিন্ পুরে হরঃ॥ ৪২

পরে মহাদেব অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া কালী কালী বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুত্রাপি তাঁহাকে না দেখিয়া যারপর নাই বিষণ্ণভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন॥ ৪২

অথ কালে কদাচিত্তু আগতস্তত্র নারদঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং মহাদেবং মহেশ্বরং॥

কৃতাঞ্জলিপুটস্তস্থৌ ততো দেবাগ্রতো মুনিঃ।
মহাদেবোঽপি বামেন পাণিনা মুনিসত্তমং।
উপস্পৃশ্য সমাশ্বাস্য চক্রে পুণ্যবতীং কথাং॥ ৪৩

কিয়দ্দিন পরে দেবর্ষি নারদ তথায় উপনীত হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলে মহেশ্বর সাদরে বামপাণি দ্বারা তাঁহার গাত্রস্পর্শ করিয়া নানাবিধ পুণ্যবতী কথা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন॥ ৪৩

কালেন কিয়তা তত্র কথান্তে মুনিসত্তম।
উবাচ সাদরং বাক্যং প্রণম্য জগদীশ্বরং॥

নারদ উবাচ।—ক্ব গতা ত্বাং পরিত্যজ্য কালী কালবিনাশিনী।

প্রত্যুবাচ মহাদেবস্তং মুনিং নারদং ততঃ।
অন্তর্দ্ধানং গতা দেবী মাং হিত্বা মুনিসত্তম॥ ৪৪

কিয়ৎক্ষণ পরে নারদ দেবীকে না দেখিয়া তাঁহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করাতে শিব কহিলেন, হে ঋষে! দেবী আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন বলিতে পারি না॥ ৪৪

ব্রহ্মোবাচ।—ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য নারদো হর্ষমাগতঃ।
বিবাদসময়শ্চায়ং মহাকাল্যাশ্চ শূলিনঃ॥ ৪৫

ব্রহ্মা বলিলেন,—তচ্ছ্রবণে নারদ সন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে এই স্থির করিলেন যে, এই উপযুক্ত সময় উপস্থিত, এই সময়ে অনায়াসে শিব ও কালী উভয়ের পরস্পর বিবাদ ঘটান যাইবে॥ ৪৫

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা ধ্যানমাশ্রিত্য নারদঃ।
দদর্শ তাং মহাকালীং জ্ঞানচক্ষুঃ সমাশ্রিতঃ॥
সুমেরোরুত্তরে পার্শ্বে স্থিতা সা পরমেশ্বরী।
প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা উপতস্থে জগন্ময়ীং।

নারদস্তুত্যনন্তরং দেব্যুবাচ।

বিদূরেণ মদীয়েন কিং করোতি মহেশ্বরঃ।
তস্যৈব কুশলং সর্ব্বং কথয়স্ব মুনীশ্বর ॥ ৪৬

এই ভাবিয়া ধ্যানযোগে দেখিলেন যে, দেবী সুমেরুর উত্তরে অবস্থান করিতেছেন। অমনি শিবের নিকট বিদায় লইয়া তথায় গমনপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া বিবিধরূপে জগন্ময়ীর স্তব করিলেন। তখন দেবী সাদরসম্ভাষণে জিজ্ঞাসা করিলেন, নারদ! এখন মহেশ্বর আমাবিহনে কিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন এবং তাঁহার সর্ব্বপ্রকার কুশল বল ॥ ৪৬

নারদ উবাচ।—উদ্‌যোগং পরমং চক্রে বিবাহার্থং মহেশ্বরঃ।
দেবদেবো গিরিসুতে তৎ নিবারয় সুব্রতে ॥ ৪৭

নারদ কহিলেন,—জননী। গিরিসুতে! মহাদেব পুনরায় বিবাহার্থ উদ্যোগ করিতেছেন, অতএব এই সময়ে তাঁহাকে নিবারণ করা তোমার উচিত ॥ ৪৭

ব্রহ্মোবাচ।—ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য সক্রোধা পরমেশ্বরী।
জাজ্বল্যমানা রক্তাক্ষী রূপমন্যদ্দধৌ পরা ॥
যন্নাস্তি ত্রিষু লোকেষু সৌন্দর্য্যমপি কুত্রচিৎ।
দধৌ তদ্রূপমতুলং সর্ব্বেষামধিকং পরং।
যত্রাস্তে ভগবান্ দেবো দেবদেবো মহেশ্বরঃ।
সমাগতা ক্ষণেনৈব ততঃ সা পরমেশ্বরী ॥ ৪৮

ব্রহ্মা কহিলেন দেবী ইহা শুনিয়া রোষকষায়িত লোচনে অনুপম ত্রিভুবনমোহন রূপধারণ পূর্ব্বক ক্ষণকালমধ্যে শিবসমীপে উপনীত হইলেন ॥ ৪৮

দদর্শ হৃদয়ে শম্ভোঃ স্বচ্ছায়া পরমেশ্বরী।
উবাচ সা মহাদেবং ক্রোধেন মহতা বৃতা ॥

কৃতঘ্নস্ত্বং মহাদেব ময়া যঃ সময়ঃ কৃতঃ।
তত্ত্বং লঙ্ঘিতবান্ দেব কিমর্থং পরমেশ্বর ॥
কৃত্বা বিবাহং হৃদয়ে স্থানং দত্তং ত্বয়া শিব ॥ ৪৯

শম্ভুর হৃদয়ে সর্ব্বদাই কালীর ছায়া বিরাজমান রহিয়াছে, দেবী তদ্দর্শনে পরনারী বিবেচনায় রোষপরায়ণা হইয়া কহিলেন, শঙ্কর! আপনি আমার সহিত যেরূপ নিয়মে আবদ্ধ ছিলেন, তাহা লঙ্ঘন করিয়াছেন, আপনার ন্যায় কৃতঘ্ন আর নাই, আপনি বিবাহ করিয়া অন্য নারীকে হৃদয়ে স্থানদান করিয়াছেন ॥ ৪৯

এতৎ শ্রুত্বা বচস্তস্যাঃ প্রহস্য পরমেশ্বরঃ।
উবাচ স প্রিয়াং সাধ্বীং প্রেমগদ্‌গদয়া গিরা ॥
ঈশ্বর উবাচ।—নাহং কৃতঘ্নঃ কল্যাণি নাহং সময়লঙ্ঘকঃ।
হৃদয়ে মে ত্বয়া দৃষ্টা স্বচ্ছায়া নাত্র সংশয়ঃ ॥
ধ্যানং কুরু মহাভাগে পশ্য ত্বং জ্ঞানচক্ষুষা ॥ ৫০

শঙ্কর প্রিয়তমার এই বাক্য শুনিয়া সহাস্যবদনে গদ্‌গদ বচনে কহিলেন, হে দেবি! আমি কৃতঘ্ন নহি, এবং প্রতিজ্ঞাও লঙ্ঘন করি নাই। আমার হৃদয়ে তুমি তোমারই ছায়া দর্শন করিয়াছ। তুমি জ্ঞানচক্ষে দেখিলে সকলই বুঝিতে পারিবে ॥ ৫০

স্বচ্ছায়া সৈব দেবেশি ততঃ সুস্থাভবৎ পরা।
উবাচ পরমেশানং দেবদেবং মহেশ্বরং ॥
পরেণ প্রেমভাবেন জগদীশং জগন্ময়ং।
কা ছায়া হৃদি দৃষ্টা সা তন্মে ব্রুহি জগৎপতে ॥ ৫১

তখন দেবী দিব্য চক্ষে নিজছায়া দেখিয়া স্বাস্থ্য অবলম্বন পূর্ব্বক কহিলেন, দেব! তোমার হৃদয়ে আমার কীদৃশী ছায়া দেখিলাম তাহা কীর্ত্তন কর ॥ ৫১

ব্রহ্মোবাচ।—ইতি শ্রুত্বা মহাদেবঃ কালিকাবচনং পরং
উবাচ প্রেমভাবেন দেবদেবঃ সনাতনঃ॥

ঈশ্বর উবাচ।—যস্মাত্রিভুবনে রূপং শ্রেষ্ঠং কৃতবতী শিবে।
তস্মাৎ স্বর্গে চ মর্ত্ত্যে চ পাতালেঽপ্যত্র পার্ব্বতি॥
সুন্দরী পঞ্চমী শ্রীশ্চ খ্যাতা ত্রিপুরসুন্দরী।
সদা ষোড়শবর্ষীয়া বিখ্যাতা ষোড়শী ততঃ॥ ৫২

ব্রহ্মা কহিলেন,—তখন ঈশ্বর প্রেমগদ্গদ বচনে কহিলেন, তুমি যে অনুপম রূপধারণ করিয়াছ, ঈদৃশ রূপ স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ত্রিভুবনে লক্ষিত হয় না; অতএব এইরূপে তুমি ত্রিপুরসুন্দরী নামে বিখ্যাত হইবে। তুমি সদা ষোড়শবর্ষীয়া, অতএব তোমাকে ষোড়শীনামে সকলে আরাধনা করিবে॥ ৫২

যাং ছায়াং হৃদয়ে মেঽস্থ দৃষ্ট্বা ভীতা সুরেশ্বরি।
তস্মাৎ ত্বং ত্রিষু লোকেষু খ্যাতা ত্রিপুরভৈরবী॥ ৫৩

আমার হৃদয়ে যে নিজছায়া দর্শনে তুমি ভীত হইয়াছ, সুতরাং তুমি ত্রিপুরভৈরবী নামে প্রসিদ্ধ হইবে॥ ৫৩

যাবস্থা ভগবত্যাশ্চ সুস্থচিত্তা কৃপাময়ী।
ততস্ত্বাং ভুবনেশানীং রাজরাজেশ্বরীং বিদুঃ॥ ৫৪

তুমি জ্ঞানচক্ষে নিজছায়া দর্শন পূর্ব্বক সুস্থভাব ধারণ করিয়াছ, এই জন্য তুমি রাজ-রাজেশ্বরী ভুবনেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে॥ ৫৪

যা চোগ্রতারিণী প্রোক্তা যা চ দিক্করবাসিনী।
যৈষা ললিতকান্তাখ্যা খ্যাতা মঙ্গলচণ্ডিকা॥
কৌশিকী দেবদূতী চ যাশ্চান্যা মূর্ত্তয়ঃ স্মৃতাঃ।
যা খ্যাতা ভুবনেশানী তস্যা ভেদা হ্যনেকধা॥ ৫৫

উগ্রতারা, দিক্করবাসিনী, ললিতকান্তা, মঙ্গলচণ্ডী, কৌশিকী, দেবদূতী প্রভৃতি যে সকল মূর্ত্তি আছে, সকলই ভুবনেশ্বরীর ভেদমাত্র ॥ ৫৫

ত্রিপুটা জয়দুর্গা চ বনদুর্গা ত্রিকণ্টকী।
কাত্যায়নী মহিষঘ্নী দুর্গা চ বনদেবতা ॥
শ্রীরামদেবতা বজ্রপ্রস্তারিণী চ শূলিনী।
গৃহদেবী গৃহারূঢ়া মেধা রাধা চ কালিকা ॥
কথিতাশ্চ সমাসেন তাসাং ভেদাশ্চ নারদ।
বিস্তারেণ তু কেনৈব শক্যতে গদিতুং মুনে ॥ ৫৬

ত্রিপুটা, জয়দুর্গা, বনদুর্গা, ত্রিকণ্টকী, কাত্যায়নী, মহিষঘ্নী, দুর্গা, বনদেবতা, শ্রীরামদেবতা, বজ্রপ্রস্তারিণী, শূলিনী, গৃহদেবী, গৃহারূঢ়া, মেধা, রাধা, কালিকা ইত্যাদি বহুপ্রকার ভুবনেশ্বরীর ভেদ আছে, আমি অতি সঙ্ক্ষেপে তোমাকে বলিলাম। হে মুনে! ইহার বিস্তারিত বর্ণনা করিতে কেহই সমর্থ হয় না ॥ ৫৬

অথ ভৈরবীমন্ত্রাঃ।

আদৌ ত্রিপুরভৈরবীমন্ত্রঃ।

সারদায়াম্।—বিয়দ্‌ভৃগুহুতাশস্থো ভৌতিকো বিন্দুশেখরঃ।
বিয়ত্তদাদিকেন্দ্রাগ্নিস্থিতং বামাক্ষিবিন্দুমৎ ॥
আকাশভৃগুবহ্নিস্থো মনুঃ সর্গেন্দুখণ্ডবান্।
পঞ্চকূটাত্মিকা বিদ্যা বেদ্যা ত্রিপুরভৈরবী ॥
প্রথমং বাগ্‌ভবং কূটং দ্বিতীয়ং কামরাজকং।
তৃতীয়ং শক্তিকূটঞ্চ ত্রিভির্বীজৈরুদাহৃতং ॥
অস্যার্থঃ।—শিবচন্দ্রবহ্নিবাগ্‌ভবং।

শিবচন্দ্রকামপৃথ্বীবহ্নিচতুর্থস্বরবিন্দুমান্
শিবচন্দ্র-রেকযুক্ত-চতুর্দ্দশ-স্বরবিন্দুবিসর্গঃ ॥

অস্য পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদিপ্রাণায়ামান্তং বিধায় পীঠন্যাসং কুর্য্যাৎ।

তত্র বিশেষঃ। পূর্ব্বোক্তক্রমেণ আধারশক্ত্যাদি হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে নমঃ ইত্যন্তং বিন্যস্য হৃৎপদ্মস্য পূর্ব্বাদিকেশরেষু ওঁ ইচ্ছায়ৈ নমঃ এবং জ্ঞানায়ৈ ক্রিয়ায়ৈ কামিন্যৈ কামদায়িন্যৈ রত্যৈ রতিপ্রিয়ায়ৈ নন্দায়ৈ ; মধ্যে মনোন্মন্যৈ, তদুপরি ঐঁ পরায়ৈ অপরায়ৈ পরাপরায়ৈ হ্‌সৌঃ সদাশিবমহাপ্রেতপদ্মাসনায় নমঃ। ইতি পীঠশক্তীঃ পীঠমনুঞ্চ বিন্যস্য ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা—শিরসি দক্ষিণামূর্ত্তয়ে ঋষয়ে নমঃ, মুখে পংক্তিচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি ত্রিপুরভৈরব্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে বাগ্‌ভবায় বীজায় নমঃ, পাদয়োঃ তার্ত্তীয়শক্তয়ে নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে কামবীজায় কীলকায় নমঃ।

দক্ষিণামূর্ত্তি-সংহিতায়াং।

ঋষিস্তু দক্ষিণামূর্ত্তিরহং শিরসি বিন্যসেৎ।
ছন্দঃ পঙ্‌ক্তিস্তু বিজ্ঞেয়ং মুখে বিন্যস্য দেবতাং ॥
হৃদয়ে ত্রিপুরেশানীং বাগ্‌ভবং বীজমুচ্যতে।
শক্তিবীজং শক্তিরেব কামবীজঞ্চ কীলকং ॥

ততো নাভ্যাদিচরণপর্য্যন্তং হসরৈং নমঃ, হৃদয়ান্নাভিপর্য্যন্তং হসকলরীং নমঃ, শিরসো হৃদয়ান্তং হসরৌঁঃ নমঃ, এবং আদ্যবীজং দক্ষিণকরে, দ্বিতীয়ং বামকরে, তৃতীয়মুভয়করে।

ততো মূর্দ্ধ্নি মূলাধারে হৃদি যথাসংখ্যেন ত্রীণি বীজানি ন্যসেৎ।

তথা চ নিবন্ধে।—নাভেরাচরণং ন্যস্যেদ্বাগ্‌ভবং মন্ত্রবিত্তমঃ।
হৃদয়ান্নাভিপর্য্যন্তং কামবীজং প্রবিন্যসেৎ॥
শিরসো হৃৎপ্রদেশান্তং তার্ত্তীয়ং বিন্যসেত্ততঃ।
আদ্যং দ্বিতীয়ং করয়োস্তার্ত্তীয়মুভয়োর্ন্যসেৎ।
মূর্দ্ধাধারে হৃদি ন্যস্যেৎ ভূয়ো বীজত্রয়ং ক্রমাৎ॥

ততোনবযোনিন্যাসঃ।

আদ্যবীজং দক্ষকর্ণে, দ্বিতীয়বীজং বামকর্ণে, তৃতীয়বীজং চিবুকে। এবং গণ্ডয়োর্ব্বদনে নেত্রয়োর্নসি অংসয়োর্জঠরে কূর্পরয়োঃ কুক্ষৌ জানুনোর্লিঙ্গে পাদয়োর্গুহ্যে পার্শ্বয়োর্হৃদয়াম্বুজে স্তনয়োঃ কণ্ঠে।

তথাচ নিবন্ধে।—নবযোন্যাত্মকং ন্যাসং কুর্য্যাদ্বীজৈস্ত্রিভিঃ ক্রমাৎ।
কর্ণয়োশ্চিবুকে ভূয়ো গণ্ডয়োর্ব্বদনে পুনঃ॥
নেত্রয়োর্নসি বিন্যস্য অংসয়োর্জঠরে পুনঃ।
ততঃ কূর্পরয়োঃ কুক্ষৌ জানুনোর্ধ্বজমূর্দ্ধনি॥
পাদয়োর্গুহ্যদেশে চ পার্শ্বয়োর্হৃদয়াম্বুজে।
স্তনদ্বয়ে কণ্ঠদেশে ত্রীণি বীজানি বিন্যসেৎ॥

ততোরত্যাদিন্যাসঃ।

মূলাধারে ঐঁ রত্যৈ নমঃ, হৃদি ক্লীং প্রীত্যৈ নমঃ, ভ্রূমধ্যে সৌঃ মনোভবায়ৈ নমঃ, পুনর্ভ্রূমধ্যে সৌঃ অমৃতেশ্যৈ নমঃ, হৃদি ক্লীং যোগেশ্যৈ নমঃ মূলাধারে ঐঁ বিশ্বযোন্যৈ নমঃ।

তথাচ নিবন্ধে।—মূলে রতিং হৃদি প্রীতিং ভ্রুবোর্ম্মধ্যে মনোভবাম্।
বালাবীজৈস্ত্রিভির্ন্যস্যেৎ স্থানেষ্বেষু বিলোমতঃ॥

অমৃতেশীঞ্চ যোগেশীং বিশ্বয়োনিং ক্রমাদিমাঃ।
বিলোমবীজৈর্ব্বিন্যস্য মূর্ত্তিন্যাসমথাচরেৎ॥

অথ মূর্ত্তিন্যাসঃ।

মূর্দ্ধ্নি হসরৈং ঈশানমনোভবায় নমঃ, বক্ত্রে হসরেং তৎ-পুরুষমকরধ্বজায় নমঃ, হৃদি হসরুং অঘোরকুমারকন্দর্পায় নমঃ, গুহ্যে হসরিং বামদেবমন্মথায় নমঃ, পাদয়োঃ হসরং সদ্যোজাতকামদেবায় নমঃ।

এবমূর্দ্ধপ্রাগ্যাম্যোত্তরপশ্চিমেষু ঈশানমনোভবাদি-পঞ্চমূর্ত্তীস্তত্তদ্বীজপূর্ব্বিকা ন্যসেৎ।

তথা চ নিবন্ধে।—স্বস্ববীজাদিকং পূর্ব্বং মূর্দ্ধ্নীশানমনোভবং।
ন্যসেদ্বক্ত্রে তৎপুরুষমকরধ্বজমাত্মবিৎ॥
হৃদ্যঘোরকুমারাখ্যং কন্দর্পং তদনন্তরং।
গুহ্যদেশে প্রবিন্যস্যেদ্বামদেবাদি-মন্মথং॥
সদ্যোজাতং কামদেবং পাদয়োর্ব্বিন্যসেত্ততঃ।
ঊর্দ্ধপ্রাগ্দক্ষিণোদীচ্যপশ্চিমেষু মুখেষু তান্॥
প্রবিন্যস্যেদ্ যথা পূর্ব্বং ভৃগুব্যোমাগ্নিসংস্থিতান্।
সত্যাদি-পঞ্চহ্রস্বাঢ্যং বীজমেষাং প্রকীর্ত্তিতং॥

ততোবাণন্যাসঃ।

দ্রাং দ্রাবিণ্যৈ নমঃ অঙ্গুষ্ঠয়োঃ। দ্রীঁ ক্ষোভিণ্যৈ নমঃ তর্জ্জন্যোঃ॥ ক্লীঁ বশীকরণ্যৈ নমঃ মধ্যময়োঃ। ব্লূঁ আকর্ষিণ্যৈ নমঃ অনামিকয়োঃ। সঃ সম্মোহিন্যৈ নমঃ কনিষ্ঠয়োঃ॥

তথাচ জ্ঞানার্ণবে।—পঞ্চবাণান্ ক্রমেণৈব করাঙ্গুলীষু বিন্যসেৎ॥

অঙ্গুষ্ঠাদিকনিষ্ঠান্তং ক্রমেণ পরমেশ্বরি।
ততস্তেষু স্থানেষু যথাক্রমং কামন্যাসং কুর্য্যাৎ॥

যথা।—হ্রীঁ কামায় নমঃ, ক্লীং মন্মথায় নমঃ, ঐং কন্দর্পায় নমঃ, ব্লূং মকরধ্বজায় নমঃ, স্ত্রীং মীনকেতনায় নমঃ। ততো মূর্দ্ধ্নি পাদে বক্ত্রে গুহ্যে পূর্ব্বোক্তবাণান্ কামাংশ্চ ন্যসেৎ॥

তথা চ জ্ঞানার্ণবে—থান্তদ্বয়ং সমুদ্ধৃত্য বহ্নিসংস্থং ক্রমেণ হি।

মুখবৃত্তেন নেত্রেণ বামেন পরিমণ্ডিতং॥
বাণদ্বয়মিদং প্রোক্তং মাদনং ভূমিসংস্থিতং।
চতুর্থস্বরবিন্দ্বাঢ্যং নাদরূপং বরাননে॥
ফান্তং শক্রসমারূঢ়ং বামকর্ণবিভূষিতং।
বিন্দুনাদসমাযুক্তং সর্গবাংশ্চন্দ্রমাঃ প্রিয়ে॥
পঞ্চবাণান্ মহেশানি নামানি শৃণু পার্ব্বতি।
দ্রাবণক্ষোভণৌ বশ্যস্তথাকর্ষণসংজ্ঞকঃ॥
তথোন্মাদঃ ক্রমেণৈব নামানি পরমেশ্বরি।
ন্যাসে তু সর্ব্বত্র স্ত্রীলিঙ্গেন প্রয়োগঃ॥

তথা চ নিবন্ধে।—দ্রামাদ্যাং দ্রাবিণী মূর্দ্ধ্নি দ্রীমাদ্যাং ক্ষোভিণীং পদে।

ক্লীং বশীকরণীং বক্ত্রে গুহ্যে ব্লূং বীজপূর্ব্বিকাম্॥
আকর্ষিণীং হৃদি পুনঃ সর্গান্তর্ভৃগুসংযুতাম্,
সম্মোহনীং ক্রমাদেব বাণন্যাসোঽয়মীরিতঃ॥
তত্রোন্মাদসম্মোহনয়োরেকপর্য্যায়ত্বং।
কামাস্তত্রৈব বিজ্ঞেয়স্তেষাং বীজানি সংশৃণু॥

পরাবীজং মধ্যবাণং বাগ্ভবং পরমেশ্বরি।
তূর্য্যবাণং ততশ্চৈব স্ত্রীবীজঞ্চ ক্রমাৎ প্রিয়ে॥
পঞ্চকামা ইমে দেবি নামানি শৃণু বল্লভে।
কামমন্মথকন্দর্পমকরধ্বজসংজ্ঞকাঃ॥
মীনকেতুর্ম্মহেশানি পঞ্চমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
পঞ্চকামাংস্ততোদেবি বাণস্থানেষু বিন্যসেৎ॥

ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ।—হসরাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হসরীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। হসরূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। হসরৈং অনামিকাভ্যাং হুঁ। হসরৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। হসরঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাংফট্। এবং হৃদয়াদিষু। ষড়্দীর্ঘযুক্তেনাদ্যেন বীজেনাঙ্গক্রিয়া মনোঃ॥

ততঃ সুভগাদিন্যাসঃ।

ভালে ঐং ক্লীং ব্লূং স্ত্রীং সঃ সুভগায়ৈ নমঃ।
ভ্রূমধ্যে ঐং ক্লীং ব্লূং স্ত্রীং সঃ ভগায়ৈ নমঃ॥
বদনে ঐং ক্লীং ব্লূং স্ত্রীং সঃ ভগসর্পিণ্যৈ নমঃ।
কর্ণিকায়াং ঐং ক্লীং ব্লূং স্ত্রীং সঃ ভগমালিন্যৈ নমঃ॥
কণ্ঠে ঐং ক্লীং ব্লূং স্ত্রীং সঃ অনঙ্গায়ৈ নমঃ।
হৃদি ঐং ক্লীং ব্লূং স্ত্রীং সঃ অনঙ্গকুসুমায়ৈ নমঃ॥
নাভৌ ঐং ক্লীং ব্লূং স্ত্রীং সঃ অনঙ্গমেখলায়ৈ নমঃ।
লিঙ্গমূলে ঐং ক্লীং ব্লূং স্ত্রীং সঃ অনঙ্গমদনায়ৈ নমঃ॥

তথাচ নিবন্ধে।—ভাল-ভ্রূমধ্যে-বদনকর্ণিকাকণ্ঠহৃৎসু চ।
নাভ্যধিষ্ঠানয়োঃ পঞ্চ তারাদ্যাঃ সুভগাদিকাঃ॥
ন্যস্তব্যা বিধিনা দেব্যো মন্ত্রিণা সুভগা ভগা॥

ভগসর্পিণ্যথ পরা ভগমালিন্যতঃপরং।
অনঙ্গানঙ্গকুসুমা ভূয়শ্চানঙ্গমেখলা।
অনঙ্গমদনা সর্ব্বা মদবিভ্রমবিহ্বলা।
বাক্‌কামবীজং ব্লুং স্ত্রীং সস্তারাঃ পঞ্চোদিতা স্তমী॥

তেতা ভূষণন্যাসঃ।

তদ্‌যথা—শিরসি অং নমঃ। ভালে আং নমঃ। ভ্রুবোঃ ইং ঈং। কর্ণয়োঃ উং ঊং। নেত্রয়োঃ ঋং ৠং। নসি ঌং। গণ্ডয়োঃ ৡং এং। ওষ্ঠয়োঃ ঐং ওং। অধোদন্তে ঔং। ঊর্দ্ধদন্তে অং। মুখে অঃ। চিবুকে কং। গলে খং। কণ্ঠে গং। পার্শ্বয়োঃ ঘং ঙং। স্তনদ্বন্দ্বে চং ছং। দোর্ম্মূলয়োঃ জং ঝং। কূর্পরয়োঃ ঞং টং। পাণ্যোঃ ঠং ডং। করপৃষ্ঠয়োঃ ঢং ণং। নাভৌ তং। গুহ্যে থং। উর্ব্বোঃ দং ধং। জানুনোঃ নং পং। জঙ্ঘয়োঃ ফং বং। স্ফিচোঃ ভং মং। পত্তনয়োঃ যং। চরণাঙ্গুষ্ঠয়োঃ রং। কাঞ্চ্যাং বং। গ্রীবায়াং লং। কটকে লং। হৃদি শং। গুহ্যে ক্ষং। কর্ণয়োঃ ষং। গণ্ডয়োঃ সং। মৌলৌ হং। সর্ব্বত্র নমোঽন্তেন ন্যসেৎ।

তথা চ তন্ত্রান্তরে।—ন্যসেচ্ছিরসি ভালভ্রূকর্ণাক্ষিযুগলে নসি।
গণ্ডয়োরোষ্ঠয়োর্দ্দন্তপঙ্‌ক্ত্যোরাস্যে ন্যসেৎ স্বরান্।
চিবুকে চ গলে কণ্ঠে পার্শ্বয়োস্তনযুগ্মকে॥
দোর্ম্মূলয়ো কূর্পরয়োঃ পাণ্যোস্তৎপৃষ্ঠদেশতঃ।
নাভৌ গুহ্যে পুনশ্চোর্ব্বোর্জ্জানুনোর্জ্জঙ্ঘয়োস্ততঃ॥
স্ফিচোঃ পত্তনয়োঃ পশ্চাচ্চরণাঙ্গুষ্ঠয়োর্দ্বয়োঃ।
কাদিবান্তান্ ন্যসেদ্বর্ণান্ স্থানেষ্বেব সমাহিতঃ॥

কাঞ্চ্যাং গ্রৈবেয়কে পশ্চাৎ কটকে হৃদি গুহ্যকে।
কর্ণয়োর্গণ্ডয়োর্ম্মৌলৌ বললান্ শক্ষষান্ সহৌ।
অষ্টাবিমান্ প্রবিন্যস্যেদেবং দেশিকসত্তমঃ॥
ততস্ত্রিখণ্ডাং মুদ্রাং বদ্ধা ধ্যায়েৎ॥ ৫৭

ভৈরবী বহুবিধ, তন্মধ্যে অগ্রে ত্রিপুরভৈরবীর মন্ত্র কথিত হইতেছে। সারদাতন্ত্রে লিখিত আছে যে, হসরৈং হসকলরীং হসরৌঁঃ এই মন্ত্রে ত্রিপুরা ভৈরবীর পূজাদি করিবে। পূজাক্রম যথা—প্রথমে সামান্য পূজা-পদ্ধতি ক্রমে প্রাতঃকৃত্যাদি প্রাণায়ামান্ত সকল কার্য্য করিয়া মূলের লিখিত মন্ত্রে পীঠন্যাস, পীঠশক্তিন্যাস, পীঠমন্ত্রন্যাস, ঋষ্যাদিন্যাস, নবযোনিন্যাস, রত্যাদিন্যাস, মূর্ত্তিন্যাস, বাণন্যাস, কামন্যাস পঞ্চবাণন্যাস করাঙ্গন্যাস সুভগাদিন্যাস ও ভূষণন্যাস করিয়া ত্রিখণ্ড মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া ধ্যান করিবে॥ ৫৭

ধ্যানং যথা।—উদ্যদ্‌ভানুসহস্রকান্তিমরুণক্ষৌমাং শিরোমালিকাং।
রক্তালিপ্তপয়োধরাং জপবটীং বিদ্যামভীতিং বরং॥
হস্তাব্জৈর্দধতীং ত্রিনেত্রবিলসদ্রক্তারবিন্দশ্রিয়ং।
দেবীং বদ্ধহিমাংশুরত্নমুকুটাং বন্দে সমন্দস্মিতাং॥ ৫৮

ত্রিপুরা ভৈরবীর ধ্যান যথা—ত্রিপুরা ভৈরবীর দেহকান্তি সমুদিত সহস্র সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল, পরিধান রক্তবর্ণ ক্ষৌমবসন, স্তনযুগল শোণিতে আর্দ্র, এবং গলে মুণ্ডমালা বিরাজিত। ইহার ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র এবং চারি হস্তে জপমালা, পুস্তক, অভয়মুদ্রা ও বরমুদ্রা। ইহাঁর নয়নত্রয় রক্ত কমলের ন্যায় শোভাবিশিষ্ট, শিরোদেশে রত্নমুকুট এবং বদনে সর্ব্বদা ঈষৎ হাস্য বিরাজমান। ইহাঁর পূজাপদ্ধতি ও ন্যাসাদি মূলে বিশদরূপে লিখিত আছে॥ ৫৮

অথ সম্পৎপ্রদাভৈরবীমন্ত্রাঃ।

জ্ঞানার্ণবে।—যথেয়ং ত্রিপুরা বালা তথা ত্রিপুরভৈরবী।
সম্পৎপ্রদা নাম তস্যাঃ শৃণু নির্ম্মলমানসে॥
শিবচন্দ্রৌ বহ্নিসংস্থৌ বাগ্ভবং তদনন্তরং।
কামবীজং তথা দেবি শিবচন্দ্রান্বিতং ততঃ॥
পৃথ্বীবীজান্তবহ্ন্যাঢ্যং তার্ত্তীয়ং শৃণু বল্লভে।
শক্তিবীজে মহেশানি শিববহ্নী নিয়োজয়েৎ॥
কুমার্য্যাঃ পরমেশানি হিত্বা সর্গন্তু বৈন্দবং।
ত্রিপুরাভৈরবী দেবী মহাসম্পৎপ্রদা মতা॥

অস্যার্থঃ ত্রিপুরাভৈরবীবিসর্গরহিতা চেৎ সম্পদ্প্রদা ভবতি।

তন্ত্রান্তরে।—সম্পদ্প্রদা ভৈরবী যা তত্র তার্ত্তীয়বীজকে।
সর্গং হিত্বা ততো বিন্দুং নিক্ষিপেৎসুরসুন্দরি॥ ৫৯

অনন্তর সম্পৎপ্রদাভৈরবীর মন্ত্র কথিত হইতেছে। জ্ঞানার্ণবে লিখিত আছে যে, সম্পৎপ্রদা ভৈরবীকেও ত্রিপুরা ভৈরবীর ন্যায় জানিবে। হসরৈং হসকলরীং হসরৌং, এই মন্ত্রে ইহাঁর পূজা করিবে॥ ৫৯

অস্যা ধ্যানং।—আতাম্রার্কসহস্রাভাং স্ফুরচ্চন্দ্রকলাজটাম্।
কিরীটরত্নবিলসচ্চিত্রচিত্রিতমৌক্তিকাম্॥
স্রবদ্রুধিরপঙ্কাঢ্যমুণ্ডমালাবিরাজিতাম্।
নয়নত্রয়শোভাঢ্যাং পূর্ণেন্দুবদনান্বিতাম্॥
মুক্তাহারলতারাজৎপীনোন্নতঘটস্তনীম্।
রক্তাম্বরপরীধানাং যৌবনোন্মত্তরূপিণীম্॥
পুস্তকঞ্চাভয়ং বামে দক্ষিণে চাক্ষমালিকাম্।
বরদানপ্রদাং নিত্যং মহাসম্পৎপ্রদাং স্মরেৎ॥ ৬০

ইহাঁর ধ্যান এইরূপ, ইনি সহস্র দিবাকরের ন্যায় সমুজ্জ্বল তাম্রবর্ণ, শিরোদেশে জটা ও ললাটে শশিকলা বিরাজমান। বিবিধ রত্নসমন্বিত মুক্তাময় মুকুটে ইহাঁর মস্তক অলঙ্কৃত এবং গলদেশে রুধিরাক্ত মুণ্ডমালা শোভা পাইতেছে। ইনি ত্রিনয়না এবং ইহাঁর মুখমণ্ডল পূর্ণ শশধরের ন্যায়। ইহাঁর ঘটের ন্যায় সমুন্নত স্থূল স্তনোপরি মুক্তাহার লম্বমান রহিয়াছে। ইহাঁর পরিধান রক্তবস্ত্র, বামকরে পুস্তক ও অভয়মুদ্রা এবং দক্ষিণ হস্তে বরমুদ্রা ও জপমালা বিদ্যমান; ইনি যৌবনে উন্মত্তরূপিণী, ইনি সাধককে সম্পত্তি প্রদান করিয়া থাকেন। এইরূপে ধ্যান করিয়া ত্রিপুরা ভৈরবীর ন্যায় পূজাদি করিবে॥ ৬০

অথ কৌলেশভৈরবী মন্ত্রঃ।

জ্ঞানার্ণবে।—সম্পৎপ্রদাভৈরবীবদ্বিদ্ধি কৌলেশভৈরবীং।
হসাদ্যা সৈব দেবেশি ত্রিষু বীজেষু পার্ব্বতি॥
ইয়ন্তু সহরাদ্যা স্যাদ্ ধ্যানপূজাদিকং তথা॥ ৬১

অতঃপর কৌলেশভৈরবীর মন্ত্র বলিতেছি। জ্ঞানার্ণবে কথিত আছে যে, সহরৈং সহকলরীং সহরৌং এই মন্ত্রে ইহাঁর পূজা করিবে। ইহাঁর ধ্যানাদি সম্পৎপ্রদা ভৈরবীর ন্যায় জানিবে॥ ৬১

অথ সকলসিদ্ধিদাভৈরবীমন্ত্রঃ।

জ্ঞানার্ণবে।—এতস্যা এব বিদ্যায়া আদ্যন্তে রেফবর্জ্জিতে।
তদেব পরমেশানি নাম্না সকলসিদ্ধিদা।
সম্পৎপ্রদা ভৈরবীবদ্ধ্যানপূজাদিকং প্রিয়ে॥ ৬২

এইক্ষণ সকলসিদ্ধিদা ভৈরবীর মন্ত্র বর্ণিত হইতেছে। জ্ঞানার্ণবে লিখিত আছে যে, সহৈং সহকলরীং সহৌং এই মন্ত্রে ইহাঁর পূজা করিবে, ইহাঁর ধ্যানাদিও সম্পৎপ্রদা ভৈরবীর ন্যায়॥ ৬২

অথ ভয়বিধ্বংসিনীভৈরবীমন্ত্রঃ।

সম্পৎপ্রদাভৈরবী আদ্যন্তে রেফরহিতা চেৎ
তদা ভয়বিধ্বংসিনী ভৈরবী ভবতি।
দক্ষিণামূর্ত্তৌ তথাদর্শনাৎ পূজাদিকন্তু সম্প্রৎপ্রদাবৎ॥ ৬৩

অতঃপর ভয়বিধ্বংসিনী ভৈরবীর মন্ত্র বলিতেছি। হসৈং হসকলরীং হসৌং এই মন্ত্রে ইহাঁর - পূজা করিবে। ইহাঁর ধ্যানাদি সম্পৎপ্রদা ভৈরবীবৎ জানিবে॥ ৬৩

অথ চৈতন্যভৈরবীমন্ত্রঃ।

জ্ঞানার্ণবে।—বাগ্‌ভবং বীজমুচ্চার্য্য জীবপ্রাণসমন্বিতং।
সকলাভুবনেশানীং দ্বিতীয়ং বীজমুদ্ধরেৎ॥
জীবং প্রাণং বহ্নিসংস্থং শক্রস্বরবিভূষিতং।
বিসর্গাঢ্যং মহেশানি বিদ্যা ত্রৈলোক্যমাতৃকা॥ ৬৪

অনন্তর চৈতন্যভৈরবীর মন্ত্র বর্ণিত হইতেছে। জ্ঞানার্ণবে কথিত আছে যে, সহৈং সকলহ্রীং সহরৌং এই মন্ত্রে ইহাঁর অর্চ্চনাদি করিবে॥ ৬৪

ধ্যানং যথা—উদ্যদ্‌ভানুসহস্রাভাং নানালঙ্কারভূষিতাম্।
মুকুটাগ্রলসচ্চন্দ্ররেখাং রক্তাম্বরান্বিতাম্॥
পাশাঙ্কুশধরাং নিত্যাং বামহস্তে কপালিনীম্।
বরদাভয়শোভাঢ্যাং পীনোন্নতঘনস্তনীম্॥ ৬৫

ইহাঁর ধ্যান এইরূপ, ইহাঁর দেহকান্তি সমুদিত সহস্র সূর্য্যের ন্যায়, ইনি বিবিধ বিভূষণে বিভুষিতা। ইনি চতুর্ভুজা, পরিধানে রক্তবস্ত্র, মস্তকে মুকুট ও ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজমান। ইহার দক্ষিণ করদ্বয়ে বর ও অভয় মুদ্রা এবং বামকরদ্বয়ে পাশ ও অঙ্কুশ বিদ্যমান। ইহার স্তনদ্বয় পীনোন্নত এবং ইনি পরম শোভাশালিনী। এইরূপে ধ্যান করিয়া পূজা করিবে॥ ৬৫

অথ কামেশ্বরীভৈরবীমন্ত্রঃ।

জ্ঞানার্ণবে।—কামেশ্বরী চ রুদ্রার্ণা পূর্ব্বসিংহাসনে স্থিতা।
এতস্যা এব বিদ্যায়া বীজদ্বয়মুদাহৃতম্।
তদন্তে পরমেশানি নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে॥
এতস্যা এব তার্ত্তীয়ং রুদ্রার্ণা পরমেশ্বরী।
পূজাধ্যানাদিকং সর্ব্বং চৈতন্যা ইব পূর্ব্ববৎ॥ ৬৬

এইক্ষণ কামেশ্বরী ভৈরবীর মন্ত্র বলিতেছি। জ্ঞানার্ণবে কথিত আছে যে,—কামেশ্বরী ভৈরবী সিংহাসনে সমাসীনা। সহৈং সকলহ্রীং নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে সহরৌং এই মন্ত্রে ইহঁার পূজা করিতে হয়। ইহঁার ধ্যানাদি চৈতন্য ভৈরবীবৎ জানিবে॥ ৬৬

অথ ষট্কূটাভৈরবীমন্ত্রঃ।

জ্ঞানার্ণবে।—ডাকিনীরাকিনীবীজে লাকিনী কাকিনীযুগম্।
শাকিনীহাকিনীবীজে আহৃত্য সুরসুন্দরি॥
আদ্যমৈকারসংযুক্তমন্যদীকারমণ্ডিতম্।
শক্রস্বরান্বিতং দেবি তার্ত্তীয়ং বীজমালিখেৎ॥
বিন্দুনাদকলাযুক্তং ত্রিতয়ং শৈলসম্ভবে॥ ৬৭

অতঃপর ষট্কূটা ভৈরবীর মন্ত্র কথিত হইতেছে।—জ্ঞানার্ণবে লিখিত আছে যে, "ডরলকসহৈং ডরলকসহীং ডরলকসহৌং" এই মন্ত্রে ইহঁার পূজাদি করিতে হয়॥ ৬৭

ধ্যানং যথা।—বালসূর্য্যপ্রভাং দেবীং জবাকুসুমসন্নিভাম্।
মুণ্ডমালাবলীরম্যাং বালসূর্য্যসমাংশুকাম্॥
সুবর্ণকলসাকারপীনোন্নতপয়োধরাম্।
পাশাঙ্কুশৌ পুস্তকঞ্চ তথা চ জপমালিকাম্॥ ৬৮

ইহাঁর ধ্যান যথা।—ইহার দেহকান্তি তরুণ সূর্য্যের ন্যায় এবং বর্ণ জবাকুসুমসন্নিভ, পরিধান বালসূর্য্যবৎ অরুণবর্ণ বসন এবং গলে মুণ্ডমালা শোভমান। ইহাঁর স্তনদ্বয় স্বর্ণকুম্ভের ন্যায় উন্নত ও স্থূল। ইঁহার হস্তে পাশ অঙ্কুশ, পুস্তক ও জপমালা শোভা পাইতেছে। এইরূপে ধ্যান করিয়া পূজা করিবে॥ ৬৮

নিত্যাভৈরবীমন্ত্রঃ।

জ্ঞানার্ণবে।—এতস্যা এব বিদ্যায়াঃ ষড়্বর্ণান্ ক্রমশঃ স্থিতান্।
বিপরীতান্ বদ প্রৌঢ়ে বিদ্যেয়ং ভোগমোক্ষদা।
ন্যাসপূজাদিকং সর্ব্বমস্যাঃ পূর্ব্ববদাচরেৎ॥ ৬৯

অনন্তর নিত্যাভৈরবীর মন্ত্র বর্ণিত হইতেছে। জ্ঞানার্ণবে কথিত আছে যে,—"হ্স্ক্ল্র্ডৈং হস্ক্ল্র্ডীং হসকলর ডৌং" এই মন্ত্রে ইহাঁর পূজাদি করিবে। ইহাঁর ধ্যানাদি ষট্কূটা ভৈরবীর ন্যায়॥ ৬৯

অথ রুদ্রভৈরবীমন্ত্রঃ।

জ্ঞানার্ণবে।—শিবচন্দ্রৌ মাদনান্তং পান্তং বহ্নিসমন্বিতম্।
শক্তিভিন্নং বিন্দুনাদকলাঢ্যং বাগ্ভবং প্রিয়ে॥
সম্পৎপ্রদায়া ভৈরব্যাঃ কামরাজং তদেব হি।
সদাশিবস্য বীজন্তু মহাসিংহাসনস্য চ।
এষা বিদ্যা মহেশানি বর্ণিতুং নৈব শক্যতে॥

অস্যার্থঃ।—শিবচন্দ্রকান্তপান্তবহ্নিযুক্তং একাদশস্বরবিশিষ্টং বিন্দুনাদকলান্বিতং বাগ্ভবং বীজং। শিবচন্দ্রকামপৃথ্বীবহ্নিচতুর্থস্বর-বিশিষ্টং নাদবিন্দুকলান্বিতং কামরাজবীজং প্রেতবীজং শক্তিকূটং তৃতীয়ম্॥ ৭০

এক্ষণে রুদ্রভৈরবীর মন্ত্র বলা যাইতেছে।—"হ্স্খ্ফ্রেং হ্স্ক্ল্রীং হ্সৌঃ" এই মন্ত্রে ইহাঁর অর্চ্চনাদি করিবে ॥ ৭০

অস্যাঃ পূজাযন্ত্রং।—ত্রিকোণঞ্চৈব বৃত্তঞ্চ বৃত্তাষ্টদলপঙ্কজং। বৃত্তভূমণ্ডলঞ্চেত্যাদি ॥ ৭১

রুদ্রভৈরবীর পূজা যন্ত্র এইরূপ।—প্রথমে ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া তদ্বাহে বৃত্তদ্বয় ও অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করতঃ তদ্বাহে বৃত্ত ও চতুর্দ্বার এবং চতুরস্র অঙ্কিত করিবে। এইরূপ যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া পূজা করিতে হইবে ॥ ৭১

অস্যা পূজা।—প্রাতঃকৃত্যাদিপ্রাণায়ামান্তং বিধায় চৈতন্য-ভৈরবীবৎ পীঠন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা—আধারশক্ত্যাদি হ্রীং জ্ঞানা-ত্মানে নমঃ ইত্যন্তং বিন্যস্য পূর্ব্বাদিক্রমেণ ওঁ বামায়ৈ নমঃ এবং জ্যেষ্ঠায়ৈ রৌদ্র্যৈ কাল্যৈ কলবিকরিণ্যৈ বলপ্রমথিন্যৈ সর্ব্বভূতদমন্যৈ, মধ্যে ওঁ মনোন্মন্যৈ ইতি পীঠশক্তীর্ব্বিন্যস্য পীঠমনুং ন্যসেৎ।

অত্র পীঠমন্ত্রস্তু।—অঘোরে ঐঁ, ঘোরে হ্রীঁ, সর্ব্বতঃ সর্ব্ব-সর্ব্বেভ্যো ঘোরো ঘোরতরে শ্রীং নমোঽস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ ঐং হ্রীং শ্রীং।

তথাচ জ্ঞানার্ণবে।—অঘোরে বাগ্ভবং পশ্চাদ্ঘোরে তু ভুবনেশ্বরী।
সর্ব্বতঃ সর্ব্ব সর্ব্বেভ্যে ঘোরে ঘোরতরে রমাম্॥
নমোঽস্তু রুদ্ররূপেভ্যো দেব্যা বীজত্রয়ং লিখেৎ।
ত্রিংশদ্ভিশ্চ ত্রিভির্ব্বর্ণৈর্ব্বিদ্ধ্যেয়ং কথিতা প্রিয়ে॥

তত ঋষ্যাদিন্যাস।—শিরসি দক্ষিণামূর্ত্তয়ে ঋষয়ে নমঃ। মুখে পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি রুদ্রভৈরব্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ।

ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ প্রথমং বীজমুচ্চার্য্য অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। দ্বিতীয়ং বীজমুচ্চার্য্য তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। তৃতীয়ং বীজমুচ্চার্য্য মধ্যমাভ্যাং বষট্। পুনঃ প্রথমং বীজমুচ্চার্য্য অনামিকাভ্যাং হুং। দ্বিতীয়ং বীজমুচ্চার্য্য কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। তৃতীয়ং বীজমুচ্চার্য্য করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু॥ ৭২

পূজা প্রয়োগ যথা।—প্রথমে সামান্য পূজা পদ্ধতি অনুসারে প্রাতঃকৃত্যাদি প্রাণায়ামান্ত সমস্ত কর্ম্ম করিয়া মূলের লিখিত মন্ত্রে পীঠশক্তি ও পীঠমনুর ন্যাস এবং ঋষ্যাদির ন্যাস করিয়া করাঙ্গন্যাস করিবে। হসখফ্রেং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হসকলরীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, হসৌং মধ্যমাভ্যাং বষট্। হস খফ্রেং অনামিকাভ্যাং হুং,হসকলরীং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, হসৌং করতল পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ হসখফ্রেং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি॥ ৭২

ততো ধ্যানং।—উদ্যদ্ভানুসহস্রাভাং চন্দ্রচূড়াং ত্রিলোচনাম্।
নানালঙ্কারসুভগাং সর্ব্ববৈরীনিকৃন্তনীম্॥
বমদ্রুধিরমুণ্ডালীকলিতাং রক্তবাসসীম্।
ত্রিশূলং ডমরুং খড়গং তথা খেটকমেব চ॥
পিনাকঞ্চ শরান্ দেবীং পাশাঙ্কুশযুগং ক্রমাৎ।
পুস্তকঞ্চাক্ষমালাঞ্চ শিবসিংহাসনস্থিতাম্॥ ৭৩

ইহাঁর ধ্যান যথা—ইঁহার দেহকান্তি সমুদিত সহস্র দিবাকরের ন্যায় সমুজ্জ্বল, ইনি ত্রিনয়না, বিবিধ ভূষণে ভূষিতা এবং ইনি সর্ব্ব শত্রুবিনাশিনী; ইহাঁর ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজিত; ইহাঁর গলদেশে যে মুণ্ডমালা শোভমান আছে, তাহা হইতে অবিরল রুধিরধারা বিগলিত হইতেছে, ইহাঁর পরিধান রক্ত বসন এবং করে ত্রিশূল, ডমরু, অসি, গদা, ধনুঃ, শর, পাশ, অঙ্কুশ, পুস্তক ও অক্ষমালা বিদ্যমান। ইনি দশভুজা, ত্রিশূল হইতে

অঙ্কুশ পর্য্যন্ত অস্ত্ররাজি এক এক হস্তে দুই দুইটী এবং অন্য দুই করে পুস্তক ও জপমালা। ইনি শিবসিংহাসনে সমাসীনা রহিয়াছেন॥ ৭৩

এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য পূর্ব্ববৎ শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ। তত-শ্চৈতন্যভৈরব্যুক্তপীঠপূজাং বিধায় এতন্মন্ত্রোক্তপীঠমন্ত্রেণ পীঠং সংপূজ্য পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায় আবরণ-পূজামারভেৎ।

যথা—অগ্নিকোণে প্রথমং বীজমুচ্চার্য্য হৃদয়ায় নমঃ॥
ঈশানে দ্বিতীয়ং বীজমুচ্চার্য্য শিরসে স্বাহা।
নৈর্ঋতে তৃতীয়ং বীজমুচ্চার্য্য শিখায়ৈ বষট্॥
বায়ৌ পুনঃ প্রথমং বীজমুচ্চার্য্য কবচায় হুং।
মধ্যে পুনর্দ্বিতীয়ং বীজমুচ্চার্য্য নেত্রত্রয়ায় বৌষট্।
চতুর্দ্দিক্ষু পুন স্তৃতীয়ং বীজমুচ্চার্য্য অস্ত্রায় ফট্॥

ততস্ত্রিকোণে রত্যাদিকমভ্যর্চ্চ্য পত্রমূলে অনঙ্গকুসুমাদিকাঃ পূজয়েৎ। পত্রেষু পূর্ব্বাদি অসিতাঙ্গব্রহ্মাভ্যাং নমঃ ইত্যাদীন্ পূজয়েৎ। ভূগৃহে ইন্দ্রাদিলোকপালান্ বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ। ততো ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ।

অস্য পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। তথা চ—লক্ষং সংজপ্য মন্ত্রজ্ঞো মন্ত্রং মন্ত্রবিদাংবরঃ। ইতি বচনাৎ॥ ৭৪

এইরূপে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা, শঙ্খস্থাপন চৈতন্য ভৈরবী-বৎ পীঠ দেবতার পূজা পুনরপি ধ্যান ও আবাহনাদি পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া আবরণ-পূজা করিবে।

আবরণ-পূজা যথা।—অগ্নি কোণে হসখফ্রেং হৃদয়ায় নমঃ, ঈশান কোণে হসকলরীং শিরসে স্বাহা, নৈর্ঋত কোণে হসৌং শিখায়ৈ-বষট্, বায়ু

কোণে হসখফ্রেং কবচায় হুং, মধ্যে হসকলরীং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, চতুর্দ্দিকে হসৌং অস্ত্রায় ফট্ এইরূপে ষড়ঙ্গপূজা করিয়া কোণত্রয়ে রত্যাদি এবং পত্রমূলে অনঙ্গকুসুমাদির পূজা করিবে। তৎপরে পত্রে ওঁ অসিতাঙ্গ-ব্রাহ্মীভ্যাং নমঃ, এই প্রকার রুরু-মাহেশ্বরীভ্যাং নমঃ, চণ্ডভৈরবীভ্যাং, ক্রোধ-ভৈরবীভ্যাং, উন্মত্তবরাহীভ্যাং, কপালীন্দ্রাণীভ্যাং, ভীষণচামুণ্ডাভ্যাং ও সংহারলক্ষ্মীভ্যাং নমঃ, এই অষ্টভৈরব ও অষ্টমাতৃকার পূজা করিবে। পরে ভূগৃহে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদির পূজা করিয়া ধূপাদি বিসর্জ্জনান্ত কর্ম্ম সমাপ্ত করিবে। একলক্ষ জপদ্বারা এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ করিবে, ইহার প্রমাণ মূলে লিখিত হইল॥ ৭৪

অথ ভুবনেশ্বরীভৈরবীমন্ত্রঃ।

জ্ঞানার্ণবে।—হসাদ্যং বাগ্‌ভবঞ্চান্তে হসকান্তে সুরেশ্বরি।
ভূবীজং ভুবনেশানীং দ্বিতীয়ং বীজমুদ্ধৃতম্॥
শিবচন্দ্রৌ মহেশানি ভুবনেশী চ ভৈরবী।

তথাচ ত্রিপুরার্ণবে।

হংসাস্ত্রয়োদন্ত্য সকাররূঢ়া বস্বহ্নিপংক্তিস্বরসংবিভিন্না।
আদ্যৌ সবিন্দু পরতো বিসর্গী মধ্যে বিরিঞ্চীন্দ্রহরাগ্নিযুক্তঃ॥

অস্যার্থঃ—শিবচন্দ্র বাগ্‌ভবমিতি প্রথমং বীজং।
শিবচন্দ্রকামপৃথিবী মহামায়া ইতি দ্বিতীয়ং বীজং।
শিবচন্দ্রচতুর্দ্দশস্বরঃ সবিসর্গ ইতি তৃতীয়ং বীজং॥

অস্যাঃ পূজাযন্ত্রং চৈতন্যভৈরবীবদ্বোধ্যং।

পূজনন্তু।—প্রাতঃকৃত্যাদিপ্রাণায়ামান্তং বিধায়, চৈতন্যভৈরব্যুক্ত পীঠন্যাসং কৃত্বা ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ।

যথা।—শিরসি দক্ষিণামূর্ত্তয়ে ঋষয়ে নমঃ। মুখে পংক্তি চ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি ভুবনেশ্বরীভৈরব্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ।

ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ।

তথা চ। জ্ঞানার্ণবে।—ষড়্দীর্ঘভাজা মধ্যেন কুর্য্যাদঙ্গক্রিয়াং মনোঃ।

তেন ষড়্দীর্ঘযুক্তেন মধ্যবীজেন করাঙ্গন্যাসঃ॥

যথা—হসকলহ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। এবং হসকলহ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদিনা ন্যসেৎ। এবং হৃদয়াদিষু॥ ৭৫

অনন্তর ভুবনেশ্বরী ভৈরবীর মন্ত্র বলা যাইতেছে। জ্ঞানার্ণবে লিখিত আছে যে,—হসৈং হ্সকলহ্রীং হসৌঃ এই মন্ত্রে ইহাঁর অর্চ্চনাদি করিতে হয়।

এই দেবতার পূজামন্ত্র চৈতন্য ভৈরবী মন্ত্রের ন্যায়। পূজাপ্রয়োগ যথা— সামান্য পূজা-পদ্ধতি অনুসারে প্রাতঃকৃত্যাদি প্রাণায়ামান্ত করিয়া চৈতন্য ভৈরবীর পূজাপদ্ধতির লিখিত পীঠন্যাসান্ত সমস্ত কর্ম্ম, মূলের লিখিত নিয়মে ঋষ্যাদিন্যাস ও করাঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে॥ ৭৫

ততো ধ্যানং।—জবাকুসুমসঙ্কাশাং দাড়িমীকুসুমোপমাম্।
চন্দ্ররেখাং জটাজুটাং ত্রিনেত্রাং রক্তবাসসীম্॥
নানালঙ্কারসুভগাং পীনোন্নতঘনস্তনীম্।
পাশাঙ্কুশবরাভীতির্ধারয়ন্তীং শিবাং শ্রয়ে॥
অন্যৎ সর্ব্বং চৈতন্যভৈরবীবৎ করণীয়ম্॥ ৭৬

ধ্যান যথা—ভুবনেশ্বরী ভৈরবী জবাপুষ্প ও দারিম্বপুষ্পবৎ রক্তবর্ণা। ইহার ললাটে শশিকলা ও মস্তকে জটাভার। ইনি ত্রিনেত্রা, রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধানা ও নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা। ইহাঁর স্তনদ্বয় স্থূল উন্নত ও ঘন। করে পাশ অঙ্কুশ, বর ও অভয় মুদ্রা বিদ্যমান। এইরূপে ধ্যান করত চৈতন্য-ভৈরবীর পূজাপদ্ধতি অনুসারে সমস্ত কার্য্য করিবে॥ ৭৬

ভুবনেশ্বরী-ভেদান্তরং।

ভুবনেশ্ব্যাশ্চ ভৈরব্যা ভেদান্তরমথোচ্যতে।
সহাস্থা সৈব দেবেশী তদা সা সকলেশ্বরী॥
ধ্যানপূজাদিকং সর্ব্বমেতস্যা এব পূর্ব্ববৎ।
ইয়ং সহাস্থা চেৎ সকলেশ্বরী।
ধ্যানপূজাদিকন্তু পূর্ব্ববৎ॥ ৭৭

ভুবনেশ্বরীর ভেদান্তর।—সহৈং সহকলহ্রীং সহৌঃ এই মন্ত্রেও পূজাদি করিতে পারে। ইহার প্রণালী ভুবনেশ্বরী ভৈরবীর পূজা-পদ্ধতি অনুসারে করিতে হইবে। ভুবনেশ্বরী ভৈরবী সহাস্থা হইলে তাঁহাকে সকলেশ্বরী ভৈরবী কহে॥ ৭৭

অথ শ্মশানভৈরবীমন্ত্রাঃ।

শ্মশানভৈরবি নররুধিরাস্থিবসাভক্ষিণি সিদ্ধিং মে দেহি মম মনোরথান্ পূরয় হুং ফট্ স্বাহা।

শ্মশানভৈরবীমন্ত্রেণ যাবৎ ক্রূরকর্ম্মণি প্রয়োগঃ কর্ত্তব্যঃ। প্রয়োগস্তু।—ওঁ নমো হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি।

অভুক্ত্বা নিয়তং চৈব জপেন্মন্ত্রং জপাজ্জয়ী।
জপেদষ্টসহস্রন্তু ত্রয়োবিংশতিবাসরান্॥
প্রত্যহং সাধনং সিদ্ধিং দদাতি চ ন সংশয়ঃ।
স্মৃতিমাত্রেণ বৈ মন্ত্রী রিপূন্ সর্ব্বান্ বিনাশয়েৎ॥

প্রয়োগান্তরং যথা তন্ত্রান্তরে।—ওঁ হং হাং হিং হীং হুং হূং হেং হৈং হোং হৌং হঃ অমুকং গৃহ্ণ গৃহ্ণ হূং হূং হং হঃ। অনেন মন্ত্রেণ নরাস্থিময়ং কীলকং ষড়ঙ্গুলপরিমিতং অযুতেনাভিমন্ত্রিতং

যস্য গেহে নিখনেৎ যস্য নাম্না শ্মশানে বা নিখনেৎ স স্তম্ভিতো ভবতি। ওঁ ঝং ঝাং ঝিং ঝীং ঝুং ঝূং ঝেং ঝৈং ঝোং ঝৌং ঝং ঝঃ অমুকং গৃহ্ণ গৃহ্ণ ঝং ঝূং ঝং ঝঃ অনেন মন্ত্রেণ গৃধাস্থিময়ং কীলকং পঞ্চাঙ্গুলং অষ্টোত্তরসহস্রেণাভিমন্ত্রিতং যস্য গেহে নিখনেৎ যস্য নাম্না শ্মশানে বা নিখনেৎ স বশীভূত্বা সাধকায় রত্নানি দদাতি।

নদীকূলে শ্মশানে চ নির্জ্জনে পর্ব্বতে বনে।
একাগ্রচিত্তমাস্থায় সাধয়েৎ সাধনং মহৎ॥
দিবারাত্রৌ জপং কুর্য্যাদ্ যাবৎ সন্দর্শনং ভবেৎ।
সুদৃঢ়ং সাধকং মত্বা নিশীথে সা মহাদেবী॥
সুপ্রসন্না ততো ভূত্বা আয়াতি সাধকাগ্রতঃ।
যথেপ্সিতং বরং দত্ত্বা সাধকায় মহাত্মনে॥
বরং প্রাপ্য সাধকেন্দ্রো বিহরেদাত্মনঃ সুখং।
এতদ্ধি সাধনং পুণ্যং দেবানামপি দুর্ল্লভং॥ ৭৮

অনন্তর শ্মশান ভৈরবীর মন্ত্র কথিত হইতেছে।—ওঁ শ্মশানভৈরবি নর-রুধিরাস্থিবসাভক্ষিণি সিদ্ধিং মে দেহি মম মনোরথান্ পূরয় হুং ফট্ স্বাহা এই মন্ত্রে ইহাঁর পূজাদি করিবে। পূজা-প্রণালী মূলে লিখিত রহিল। নদীতীরে, শ্মশানে, নির্জ্জনে, পর্ব্বতে বা বনে একাগ্রচিত্তে দিবানিশি সাধনা করিলে নিশীথসময়ে দেবী আগমন পূর্ব্বক সাধককে বর প্রদান করেন। এই সাধন দেবতাদিগেরও দুর্ল্লভ॥ ৭৮

অথ ত্রিপুরাবালামন্ত্রাঃ।

সারদায়াম্।—অধরো বিন্দুমানাঢ্যং ব্রহ্মেন্দ্রস্থঃ শশীযুতঃ।
দ্বিতীয়ং ভৃগুসর্গাঢ্যো মনুস্তার্তীয় ঈরিতঃ॥

এষা বালেতি বিখ্যাতা ত্রৈলোক্যবশকারিণী।
ধ্যানাদিকং ত্রিপুরা ভৈরবীবৎ॥ ৭৯

অতঃপর ত্রিপুরাবালামন্ত্র কথিত হইতেছে।—সারদাতন্ত্রে লিখিত আছে যে—ঐং ক্লীং সৌঃ এই মন্ত্রে ত্রিপুরাবালা দেবীর পূজা করিবে। ইহাঁর ধ্যানাদি ত্রিপুরাভৈরবীর ন্যায় জানিবে॥ ৭৯

অথ নবকূটাবালামন্ত্রাঃ।

শ্রীক্রমে।—বালাবীজত্রয়ং দেবি কূটত্রয়ং নবাক্ষরী।
বিয়ৎকূটত্রয়ং দেবি ভৈরব্যা নবকূটকং।
ধ্যানাদিকং ত্রিপুরভৈরবীবৎ॥ ৮০

অতঃপর নবকূটাবালার মন্ত্র বলা যাইতেছে।—শ্রীক্রমে লিখিত আছে যে, ঐং ক্লীং সৌঃ হসৈং হ্‌স্‌ক্‌ল্‌ রীং হ্‌সৌঃ হসরৈং হসকল রীং হসরৌং ইহাকেই নবকূটাবালামন্ত্র কহে, অর্থাৎ ইহাই ভৈরবীর নবকূটামন্ত্র। ইহাঁর ধ্যানাদি ত্রিপুরাভৈরবীর ন্যায় জানিবে॥ ৮০

অথ অন্নপূর্ণেশ্বরীভৈরবীমন্ত্রাঃ।

তারন্তু ভুবনেশানীং শ্রীবীজং কামবীজকং।
হৃদন্তে ভগবত্যন্তে মাহেশ্বরিপদং ততঃ।
অন্নপূর্ণেঠযুগলং বিদ্যেয়ং বিংশদক্ষরী॥ ৮১

অনন্তর অন্নপূর্ণেশ্বরীভৈরবীর মন্ত্র কথিত হইতেছে। ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা, এই বিংশতিবর্ণাত্মক মন্ত্রে অন্নপূর্ণেশ্বরী ভৈরবীর পূজা করিতে হয়। যথাবিধানে ধ্যানপূর্ব্বকবিহিত উপচারে ভক্তি সহকারে পূজা করিবে॥ ৮১

ধ্যান যথা।—তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং বালেন্দুকৃতশেখরাম্।
নবরত্নপ্রভাদীপ্তমুকুটাং কুঙ্কুমারুণাম্॥

চিত্রবস্ত্রপরীধানাং সফরাক্ষীং ত্রিলোচনাম্।
সুবর্ণকলসাকারপীনোন্নতপয়োধরাম্॥
গোক্ষীরধামধবলং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্।
প্রসন্নবদনং শম্ভুং নীলকণ্ঠবিরাজিতম্॥
কপর্দ্দিনং স্ফুরৎসর্পভূষণং কুন্দসন্নিভং।
নৃত্যন্তমনিশং হৃষ্টং দৃষ্ট্বানন্দময়ীং পরাম্॥
সানন্দমুখলোলাক্ষীং মেখলাঢ্যনিতম্বিনীম্।
অন্নদানরতাং নিত্যাং ভূমিশ্রীভ্যামলঙ্কৃতাম্॥ ৮২

ধ্যান যথা—অন্নপূর্ণেশ্বরী ভৈরবীর দেহকান্তি প্রতপ্ত সুবর্ণের ন্যায়, মস্তকে বালোদিত চন্দ্র, নবরত্ন প্রভায় মুকুট প্রদীপ্ত হইতেছে, দেহ কুঙ্কুমের তুল্য, অরুণ বর্ণ বিচিত্র বসন পরিধান, এবং ত্রিনয়ন, ইহাঁর সুবর্ণ কলসাকার স্থূল ও উন্নত স্তনযুগল। এই দেবী দুগ্ধ ফেনের ন্যায় শ্বেতবর্ণ পঞ্চমুখ, ত্রিনেত্রসম্পন্ন, প্রসন্নমুখ, নীলকণ্ঠ, সর্পভূষিতাঙ্গ, কুন্দপুষ্প সদৃশ দেহকান্তি শম্ভুনাথকে সম্মুখে নৃত্য-পরায়ণ দেখিয়া আনন্দে পরিপূর্ণা হইয়াছেন। ইহাঁর আনন্দ-পূর্ণমুখে চঞ্চল নেত্র শোভা পাইতেছে, ইঁহার কটি দেশে মেখলা বিরাজিত আছে, দেবীর নিতম্ব অতি বৃহৎ। দেবী সর্ব্বদা অন্ন-প্রদানে নিযুক্তা আছেন এবং ইনি লক্ষ্মী ও পৃথিবী কর্ত্তৃক বিভূষিতা॥ ৮২

অথ ছিন্নমস্তামন্ত্রাঃ।

ছিন্নমস্তাপ্রসাদেন সদাশিবো ভবেন্নরঃ।
অপুত্ত্রো লভতে পুত্ত্রং অধনো ধনবান্ ভবেৎ।
কবিত্বঞ্চ সুপাণ্ডিত্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৮৩

অনন্তর ছিন্নমস্তাদেবীর মন্ত্র কথিত হইতেছে।—ছিন্নমস্তার প্রসাদে মানব সদাশিব সদৃশ হইতে পারে, অপুত্ত্রের পুত্ত্র ও নিধনের ধনলাভ হয় এবং কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য লাভ হয় ইহাতে সন্দেহ নাই॥ ৮৩

বিশ্বসারে যামলে চ।

লক্ষ্মীং লজ্জাং ততো মায়াং মাত্রাং দ্বাদশিকামপি।
বজ্রবৈরোচনীয়ে দ্বে মায়ে ফট্ স্বাহয়া যুতঃ॥
লক্ষ্মীবীজং যদাদ্যং স্যাত্তদা শ্রীঃ সর্ব্বতোমুখী।
লজ্জাবীজেন চাদ্যেন বশ্যতাং যান্তি যোষিতঃ॥
মায়াবীজেন চাদ্যেন মহাপাতকনাশনম্।
মাত্রাং দ্বাদশিকাং বীজমাদ্যং স্যান্মুক্তিদায়কম্॥ ৮৪

বিশ্বসারতন্ত্রে ও জামলে যেরূপ প্রমাণ আছে, তাহাতে জানা যায় যে, শ্রীং ক্লীং হ্রীং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হুং হুং ফট্ স্বাহা ছিন্নমস্তার ষোড়শাক্ষর মন্ত্র সকলবিষয়ে শুভফল প্রদান করে। ক্লীং শ্রীং হ্রীং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হুং হুং ফট্ স্বাহা, ছিন্নমস্তা দেবীর এই মন্ত্রদ্বারা নারীগণকে বশীভূত করা যায়। হ্রীং শ্রীং ক্লীং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হুং হুং ফট্ স্বাহা, এ [illegible] ছিন্নমস্তার পূজাদি করিলে মহাপাপ দূরীভূত হইয়া থাকে এবং ঐং শ্রীং ক্লীং হ্রীং বজ্রবৈরোচনীয়ে হুং হুং ফট্ স্বাহা, এই মন্ত্রে আরাধনাদি করিলে সাধকের মুক্তিলাভ হয়॥ ৮৪

ধ্যানং যথা—স্বনাভৌ নীরজং ধ্যায়েচ্ছুদ্ধং বিকসিতং সিতং।
তৎপদ্মকোষমধ্যে তু মণ্ডলং চণ্ডরোচিষঃ॥
জবাকুসুমসঙ্কাশং রক্তবন্ধুকসন্নিভম্।
রজঃসত্ত্বতমোরেখাযোনিমণ্ডলমণ্ডিতং॥
মধ্যে তু তাং মহাদেবীং সূর্য্যকোটীসমপ্রভাম্।
ছিন্নমস্তাং করে বামে ধারয়ন্তীং স্বমস্তকম্॥
প্রসারিতমুখীং ভীমাং লেলিহানাগ্রজিহ্বিকাম্।
পিবন্তীং রৌধিরীং ধারাং নিজকণ্ঠবিনির্গতাম্॥

বিকীর্ণকেশপাশাঞ্চ নানাপুষ্পসমন্বিতাম্ ।
দক্ষিণে চ করে কর্ত্রী মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্ ॥
দিগম্বরীং মহাঘোরাং প্রত্যালীঢ়পদস্থিতাম্ ।
অস্থিমালাধরাং দেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্ ॥
রতিকামোপবিষ্টাঞ্চ সদা ধ্যায়ন্তি মন্ত্রিণঃ ।
সদা ষোড়শবর্ষীয়াং পীনোন্নতপয়োধরাং ॥
বিপরীতরতাশক্তৌ ধ্যায়েদ্রতিমনে ।
ডাকিনীবর্ণিনীযুক্তাং বামদক্ষিণযোগতঃ ।
দেবীগলোচ্ছলদ্রক্তধারাপানং প্রকুর্ব্বতীম্ ॥
বর্ণিনীং লোহিতাং সৌম্যাং মুক্তকেশীং দিগম্বরীম্ ।
কপালকর্ত্তৃকাহস্তাং বামদক্ষিণ-যোগতঃ ॥
নাগযজ্ঞোপবীতাঢ্যাং জ্বলত্তেজোময়ীমিব ।
প্রত্যালীঢ়পদাং দিব্যাং নানালঙ্কারভূষিতাম্ ॥
সদা ষোড়শবর্ষীয়ামস্থিমালাবিভূষিতাম্ ।
ডাকিনীং বামপার্শ্বস্থাং কল্পসূর্য্যানলোপ
বিদ্যুজ্জটাং ত্রিনয়নাং দন্তপংক্তিবলাকিনীম্ ।
দংষ্ট্রাকরালবদনাং পীনোন্নতপয়োধরাম্ ॥
মহাদেবীং মহাঘোরাং ক্তকেশীং দিগম্বরীম্ ।
লেলিহানমহাজিহ্বাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্ ॥
কপাল-কর্ত্তৃকাহস্তাং বামদক্ষিণযোগতঃ ।
দেবীগলোচ্ছলদ্রক্তধারাপানং প্রকুর্ব্বতীম্ ॥
করস্থিতকপালেন ভীষণেনাতিভীষণাম্ ।
আভ্যাং নিষেব্যমানাং তাং ধ্যায়েদ্দেবীং বিচক্ষণঃ ॥ ৮৫

ছিন্নমস্তার ধ্যান যথা।—স্বীয় নাভিতে শুদ্ধ বিকসিত শ্বেতপদ্ম ধ্যান করিবে। সেই পদ্মের কোষমধ্যে সূর্য্যমণ্ডল, ঐ মণ্ডল জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ ও রজঃ সত্ত্ব তমঃ সংজ্ঞক রেখাত্রয়ে মণ্ডিত। সেই মণ্ডলমধ্যে কোটী সূর্য্যের ন্যায় আভাশালিনী মহাদেবী ছিন্নমস্তা বিরাজমান আছেন। তিনি স্বীয় বামকরে নিজের ছিন্নমস্তক ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার মুখ বিস্তৃত ও ভয়ঙ্কর এবং জিহ্বা লোলা। দেবী নিজ কণ্ঠ হইতে বিনির্গত রুধির-ধারা পান করিতেছেন; তাঁহার কেশ আলু-লায়িত ও নানাবিধ পুষ্পে বিভূষিত, দেবীর দক্ষিণ হস্তে কর্ত্তৃকা ও গলে মুণ্ডমালা। ইনি দিগম্বরী ও মহাভয়ঙ্করাকৃতি। ইঁহার দক্ষিণপদ অগ্রভাবে এবং বামপদ কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত আছে। দেবী অস্থিময় মালা ও সর্পময় যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া বিপরীত রতাসক্ত রতি কামোপরি উপবিষ্টা আছেন। তিনি সর্ব্বদা ষোড়শবর্ষীয়া ও তাঁহার স্তনদ্বয় স্থূল ও উন্নত। দেবীর বামেও দক্ষিণে ডাকিনী ও বর্ণিনী নামে দুইটী নায়িকা আছেন। তাঁহারাও দেবীর গলদেশ গলিত রক্তধারা পান করিতেছেন।

ঐ বর্ণিনী সৌম্যাকৃতি রক্তবর্ণা মুক্তকেশী ও নগ্না। তাঁহার বাম-হস্তে নরমুণ্ড ও দক্ষিণ-হস্তে কর্ত্তৃকা এবং গলদেশে সর্প নির্ম্মিত যজ্ঞোপ-বীত বিদ্যমান। ইনি জাজ্জ্বল্যমান তেজঃস্বরূপা। ইঁহার দক্ষিণ পদ অগ্রভাগে এবং বামপদ কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত। এই নায়িকা বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিতা, ষোড়শবর্ষীয়াকৃতি এবং অস্থি নির্ম্মিত মালা দ্বারা বিভূষিতা। দেবীর বামভাগে যে নায়িকা আছেন তাঁহার কল্পান্ত কালীন সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল দেহকান্তি ও জটাজূট বিদ্যুতের ন্যায় বিদ্যমান। এই ডাকিনী ত্রিনয়না এবং অতি শুভ্রদন্তবিশিষ্টা, ইঁহার করাল দন্ত দ্বারা বদন অতি ভয়ঙ্কর, স্তনদ্বয় অতি স্থূল ও উন্নত। ডাকিনী অতি ভয়ঙ্করাকৃতি, আলুলায়িত কেশা ও নগ্না। দেবীর

লোলজিহ্বা অতি বৃহৎ, ইনি মুণ্ডনির্ম্মিত মালায় বিভূষিতা, ইঁহার বামহস্তে নরমুণ্ড ও দক্ষিণ হস্তে কর্ত্তৃকা। ইনি ও দেবীর গলদেশ হইতে বিনির্গত রক্তধারা পান করিতেছেন, এবং হস্তে ভীষণাকার নরমুণ্ড ধারণ করিয়াছেন। অতএব ইঁহার অকৃতি অতি ভয়ঙ্কর। উক্ত ডাকিনী ও বর্ণিনী ছিন্নমস্তাদেবীকে সেবা করিতেছেন। সাধক উক্তরূপে দেবীর রূপ চিন্তা করিয়া ধ্যান করিবে।

ভৈরব তন্ত্রে "ললজ্জিহ্বং মহাভীমং ধৃতং বাম ভুজে তথা"। এইরূপ পাঠ আছে।

তন্ত্রে লিখিত আছে যে,—অবশ্য ছিন্নমস্তা দেবীর ধ্যান করিবে, যে ব্যক্তি ধ্যান না করিয়া ছিন্নমস্তার পূজা করে, দেবী তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া রক্তপান করিয়া থাকেন॥ ৮৫

অথ ধূমাবতীমন্ত্রাঃ

দান্তাবর্বীশবিন্দ্বন্তৌ বীজং ধূমাবতী দ্বিঠঃ।
ধূমাবতীমনুঃ প্রোক্তো বৈরিনিগ্রহকারকঃ॥ ৮৬

এইক্ষণে ধূমাবতীমন্ত্র বলা যাইতেছে।—ধূঁ ধূঁ ধূমাবতী স্বাহা, এই মন্ত্রে ধূমাবতীর পূজা করিতে হয়। এই মন্ত্রপ্রসাদে অরিকুলদমন হইয়া থাকে॥ ৮৬

ধ্যানং যথা।—বিবর্ণা চঞ্চলা রুষ্টা দীর্ঘা চ মলিনাম্বরা।
বিবর্ণকুন্তলা রূক্ষা বিধবা বিরলদ্বিজা॥
কাকধ্বজরথারূঢ়া বিলম্বিতপয়োধরা।
শূর্পহস্তাতিরূক্ষাক্ষী ধৃতহস্তা বরান্বিতা॥
প্রবৃদ্ধঘোণা তু ভৃশং কুটিলা কুটিলেক্ষণা।
ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতা নিত্যং ভয়দা কলহপ্রিয়া॥ ৮৭

ধূমাবতীর ধ্যান এইরূপ যথা—ধূমাবতীদেবী বিবর্ণা, চঞ্চলা, রুষ্টা ও দীর্ঘাঙ্গী। ইঁহার পরিহিত বস্ত্র মলিন, কেশকলাপ বিবর্ণ ও রূক্ষ; দন্ত সকল বিরল ও স্তনযুগল লম্বিত। ইনি বিধবারূপধারিণী এবং কাক-ধ্বজরথে উপবিষ্টা আছেন। দেবীর নয়নযুগল রূক্ষ। ইঁহার এক হস্তে শূর্প ও অপর হস্তে বরমুদ্রা। ইঁহার নাসিকা বৃহৎ, দেহ ও নয়ন কুটিল। ইনি ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতরা। অতি ভয়ঙ্করাকৃতি ও কলহতৎপরা। এই-রূপে ধ্যান করিয়া পূজা করিবে॥ ৮৭

অথ বগলামুখীমন্ত্রাঃ।

তন্ত্রে।—ব্রহ্মাস্ত্রং সংপ্রবক্ষ্যামি সদ্যপ্রত্যয়কারকং।
সাধকানাং হিতার্থায় স্তম্ভনায় চ বৈরিণাম্।
যস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ পবনোঽপি স্থিরায়তে॥ ৮৮

অনন্তর বগলামুখী দেবীর মন্ত্র কথিত হইতেছে।—এই দেবীর মন্ত্র ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ, ইহার প্রসাদে সাধকবর্গের হিতসাধন ও শত্রুগণের স্তম্ভন হইয়া থাকে, ইহা স্মরণমাত্র বায়ুও রুদ্ধগতি হইয়া পড়েন॥ ৮৮

প্রণবং স্থিরমায়াঞ্চ ততশ্চ বগলামুখি।
তদন্তে সর্ব্বদুষ্টানাং ততো বাচং মুখং পদম্॥
স্তম্ভয়েতি ততো জিহ্বাং কীলয়েতি পদদ্বয়ম্।
বুদ্ধিং নাশয় পশ্চাত্তু স্থিরমায়াং সমালিখেৎ॥
লিখেচ্চ পুনরোঙ্কারং স্বাহেতি পদমন্ততঃ।
ষট্ত্রিংশদক্ষরা বিদ্যা সর্ব্বসম্পৎপ্রদায়িনী॥ ৮৯

ওঁ হ্লীং বগলামুখি সর্ব্বদুষ্টানাং বাচং মুখং স্তম্ভয় জিহ্বাং কীলয় কীলয় বুদ্ধিং নাশয় হ্লীং ওঁ স্বাহা, এই ষট্‌ ত্রিংশদক্ষরাত্মক মন্ত্রে বগলামুখীর পূজাদি করিবে; এই মন্ত্রের প্রসাদে সাধক সর্ব্বসম্পত্তি প্রাপ্ত হয়॥ ৮৯

ধ্যানং যথা।—মধ্যে সুধাব্ধিমণিমণ্ডপরত্নবেদী-
সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্॥
পীতাম্বরাভরণমাল্যবিভূষিতাঙ্গীম্।
দেবীং স্মরামি ধৃতমুদ্গরবৈরিজিহ্বাম্॥
জিহ্বাগ্রমাদায় করেণ দেবীং
বামেন শত্রূন্ পরিপীড়য়ন্তীম্॥
গদাভিঘাতেন চ দক্ষিণেন
পীতাম্বরাঢ্যাং দ্বিভুজাং নমামি॥ ৯০

ধ্যান যথা—সুধাসাগর-মধ্যে মণিময়মণ্ডপ, তন্মধ্যে রত্ন নির্ম্মিত বেদীর উপর সিংহাসন অবস্থিত। দেবী বগলামুখী সেই সিংহাসনে উপবিষ্টা। ইনি পীতবর্ণা এবং পীতবর্ণ বস্ত্র, পীতবর্ণ আভরণ ও পীতবর্ণ মাল্য দ্বারা বিভূষিতা। ইঁহার এক হস্তে মুদ্গর ও অপর হস্তে বৈরিজিহ্বা। ইনি বাম-হস্তে শত্রুর জিহ্বাগ্র ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে গদাঘাতে শত্রুকে পরিপীড়ন করিতেছেন। বগলামুখী দেবী পীতবস্ত্রে আবৃত ও দ্বিভুজা॥ ৯০

অথ মাতঙ্গীমন্ত্রাঃ।

কামেশ্বরতন্ত্রে।—অথ বক্ষ্যে মহাদেবীং মাতঙ্গীং সর্ব্বসিদ্ধিদাম্।
অস্যোপাসনমাত্রেণ বাক্‌সিদ্ধিং লভতেঽচিরাৎ॥
প্রণবঞ্চ ততো মায়াং কামবীজঞ্চ কূর্চ্চকং।
মাতঙ্গী ঙেযুতা চাস্ত্রং বহ্নিজায়াবধির্ম্মনুঃ॥ ৯১

অতঃপর মাতঙ্গীদেবীর মন্ত্র বর্ণিত হইতেছে।—কামেশ্বরতন্ত্রের প্রমাণে জানা যায় যে, ওঁ হ্রীং ক্লীং হুং মাতঙ্গ্যৈ ফট্ স্বাহা, এই মন্ত্রে মাতঙ্গী দেবীর পূজা করিতে হয়। মাতঙ্গী দেবী সর্ব্ববিধ সিদ্ধি প্রদান করেন। উক্ত মন্ত্রে মাতঙ্গীর পূজাদি করিলে সাধক অবিলম্বে বাক্‌সিদ্ধি লাভ করিতে পারে॥ ৯১

ধ্যানং যথা।—শ্যামাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রত্নসিংহাসনস্থিতাম্।
বেদৈর্ব্বাহুদণ্ডৈরসিখেটকপাশাঙ্কুশধরাম্ ॥ ৯২

মাতঙ্গী দেবীর ধ্যান এইরূপ যথা।—ইনি শ্যামবর্ণা, অর্দ্ধচন্দ্রধারিণী এবং ত্রিনয়নবিশিষ্টা, ইনি বাহু চতুষ্টয় দ্বারা খড়্গ, খেটক, পাশ ও অঙ্কুশ এই অস্ত্র চতুষ্টয় ধারণ করিয়া রত্ননির্ম্মিত সিংহাসনে উপবিষ্টা আছেন ॥ ৯২

অথ কমলামন্ত্রাঃ।

অথ বক্ষ্যে শ্রিয়ো মন্ত্রান্ শ্রীসৌভাগ্যফলপ্রদান্।
যস্যাঃ কটাক্ষমাত্রেণ ত্রৈলোক্যমপি বর্দ্ধতে॥
বান্তং বহ্নিসমারূঢং বামনেত্রস্থসংযুতম্।
বীজমেতৎ শ্রিয়ঃ প্রোক্তং সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৯৩

অনন্তর লক্ষ্মীদেবীর মন্ত্র কথিত হইতেছে। লক্ষ্মীদেবীর মহামন্ত্র সম্পদ ও সৌভাগ্য প্রদান করে, এই দেবীর কৃপাকটাক্ষে ত্রিলোক পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। শ্রীং এই একাক্ষর মন্ত্রেই লক্ষ্মীর পূজাদি করিবে, এই বীজ সকল কামনা পরিপূর্ণ করিয়া থাকে ॥ ৯৩

ধ্যানং যথা।—কান্ত্যা কাঞ্চনসন্নিভাং হিমগিরিপ্রখ্যৈশ্চতুর্ভির্গজৈ-
র্হস্তোৎক্ষিপ্তহিরন্ময়ামৃতঘটৈরাসিচ্যমানাং শ্রিয়ম্ ॥
বিভ্রাণাং বরমব্জযুগ্মমভয়ং হস্তৈঃ কিরীটোজ্জ্বলাম্।
ক্ষৌমাবদ্ধনিতম্ববিম্বললিতাং বন্দেঽরবিন্দস্থিতাম্ ॥ ৯৪

এই দেবীকে এইরূপে ধ্যান করিবে যে, দেবীর শরীরকান্তি সুবর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল, হিমগিরিসন্নিভ চারিটী বৃহৎ গজ সুধাপূর্ণ কাঞ্চনঘট দ্বারা ইঁহার মস্তক অভিষিঞ্চন করিতেছে। ইনি চতুর্ভুজা, বর ও অভয়-মুদ্রা এবং দুইটী পদ্ম ইঁহার হস্তসমূহে শোভা পাইতেছে। ইঁহার শিরে

রত্নমুকুট, পরিধান পট্টবসন এবং ইনি কমলোপরি সমাসীনা রহিয়াছেন। এইরূপে ধ্যান করিয়া যথাবিধানে পূজা করিবে॥ ৯৪

অথ মহালক্ষ্মীমন্ত্রাঃ।

ভাগ্‌ভবঃ শম্ভুবনিতা রমা মকরকেতনঃ।
তার্তীয়শ্চ জগৎপার্শ্বো বহ্নিবীজসমুজ্জ্বলঃ॥
অর্ঘীশাঢ্যো ভৃগুস্ত্যেহৃন্মন্ত্রোঽয়ং দ্বাদশাক্ষরঃ।
মহালক্ষ্ম্যাঃ সমুদ্দিষ্টস্তারাদ্যঃ সর্ব্বসিদ্ধিদঃ॥ ৯৫

অনন্তর মহালক্ষ্মীর মন্ত্র বলা যাইতেছে।—ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং হসৌঃ জগৎ প্রসূত্যৈ নমঃ এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে মহালক্ষ্মীদেবীর পূজাদি করিবে। প্রণবাদ্য এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ॥ ৯৫

ধ্যানং যথা।—বালার্কদ্যুতিমিন্দুখণ্ডবিলসৎকোটীরহারোজ্জ্বলাম্।
রত্নাকল্পবিভূষিতাং কুচলতাং শালেঃ করৈর্ম্মঞ্জরীম্॥
পদ্মং কৌস্তুভরত্নমপ্যবিরতং সংবিভ্রতীং সস্মিতম্।
ফুল্লাম্ভোজবিলোচনত্রয়যুতাং ধ্যায়েৎ পরামম্বিকাম্॥ ৯৬

ধ্যান যথা—এই দেবীর দেহপ্রভা প্রভাত কালীন সূর্য্যের ন্যায়, কপালে অর্দ্ধচন্দ্র এবং গলদেশে উজ্জ্বল হার, ইঁহার বক্ষস্থল রত্ন ভূষণে বিভূষিত, দেবীর হস্তে ধান্যমঞ্জুরী, পদ্ম, কস্তুভ ও রত্নবিরাজিত; ইনি হাস্যবদনা, ইঁহার নেত্রত্রয় প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায়। এইরূপে জগদম্বিকার ধ্যান করিবে॥ ৯৬

অথ অন্নপূর্ণামন্ত্রাঃ।

মায়া হৃদ্‌ভগবত্যন্তে মাহেশ্বরি পদং ততঃ।
অন্নপূর্ণে ঠযুগলং মনুঃ সপ্ত দশাক্ষরঃ॥ ৯৭

অনন্তর অন্নপূর্ণামন্ত্র কথিত হইতেছে।—হ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি

অন্নপূর্ণে স্বাহা, এই সপ্তদশাক্ষরাত্মক মন্ত্রে অন্নপূর্ণার পূজা করিতে

ধ্যানং যথা।—রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়া-
মন্নপ্রদাননিরতাং স্তনভারনম্রাম্।
নৃত্যন্তবিন্দুসকলাভরণং বিলোক্য
হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবদুঃখহন্ত্রীম্॥ ৯৮

ধ্যান যথা—এই দেবীর শরীর রক্তবর্ণ, বিচিত্র বস্ত্র পরিধান এবং কপালে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজমান, ইনি সর্ব্বদা অন্নপ্রদানে নিরতা, ইঁহার দেহ-যষ্টি স্তনভারে অবগত হইয়া পড়িয়াছে। ইনি অর্দ্ধচন্দ্রাভরণ নর্ত্তনশীল শিবকে দর্শন করিয়া হৃষ্টা হইয়া থাকেন। ইঁহাকে দর্শন করিলেই বোধ হইবে যে ইনি জগতের দুঃখ বিনাশে নিযুক্ত আছেন। এইরূপে দেবীর ধ্যান করিবে॥ ৯৮

অথ ত্রিপুটামন্ত্রাঃ।

শ্রীমায়ামদনৈঃ প্রোক্তো মন্ত্রো বীজত্রয়াত্মকঃ॥ ৯৯

অতঃপর ত্রিপুটামন্ত্র বর্ণিত হইতেছে।—শ্রীং হ্রীং ক্লীং এই মন্ত্রে ত্রিপু-টার পূজাদি করিতে হয়॥ ৯৯

ধ্যানং যথা।—পারিজাতবনে রম্যে মণ্ডপে মণিকুট্টিমে।
রত্নসিংহাসনে রম্যে পদ্মে ষট্‌কোণশোভিতে॥
অধস্তাৎ কল্পবৃক্ষস্য নিষণ্ণাং দেবতাং স্মরেৎ।
চাপং পাশাম্বুজসরসিজান্যঙ্কুশং পুষ্পবাণান্।
সংবিভ্রাণাং করসরসিজৈ রত্নমৌলীং ত্রিনেত্রাম্॥
হেমাব্জাভ্যাং কুচভরণতাং রত্নমঞ্জীরকাঞ্চীম্।
গ্রৈবেয়াদ্যৈর্বিলসিততনুং ভাবয়েচ্ছক্তিমাদ্যাম্॥

চামরাদর্শতাম্বূলকরণ্ডকসমুদ্গকান্।
বহন্তীভিঃ কুচার্ত্তাভির্দূতীভিঃ পরিবারিতাম্।
করুণামৃতবর্ষিণ্যা পশ্যন্তীং সাধকং দৃশা॥ ১০০

ত্রিপুটা দেবীর ধ্যান এইরূপ—মনোহর পারিজাত বনমধ্যে মণিনির্ম্মিত মণ্ডপে রত্নসিংহাসনোপরি ষট্‌কোণচক্রে পরিশোভিত পদ্মে কল্পবৃক্ষের নিম্নদেশে দেবী উপবিষ্টা আছেন। ইঁহার করপদ্মে ধনু, পাশ, পদ্ম, অঙ্কুশ ও পুষ্পবাণ বিরাজমান রহিয়াছে, ইঁহার মস্তকে রত্ননির্ম্মিত মুকুট, ইনি ত্রিনয়না; ইঁহার দেহপ্রভা স্বর্ণপদ্মের ন্যায়। ইনি স্তনভারে অবনত হইয়া পড়িয়াছেন এবং রত্নময় নূপুর ও চন্দ্রহার ধারণ করিয়াছেন। কণ্ঠভূষণাদি অলঙ্কার দ্বারা ইঁহার দেহ শোভিত হইয়াছে, ইঁহার চতুর্দ্দিকে চামর, দর্পণ, তাম্বুল, করণ্ডক এবং সমুদ্গকধারিণী কুচভারাবনতা দূতীগণ পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, ইঁনি করুণামৃতবর্ষিণী দৃষ্টি দ্বারা সাধকগণকে অবলোকন করিতেছেন, এতাদৃশী আদ্যাশক্তিকে চিন্তা করিবে॥ ১০০

অথ ত্বরিতামন্ত্রাঃ।

অথাভিধাস্যে ত্বরিতাং ত্বরিতফলদায়িনীম্।
তারো মায়া বর্ম্মবীজং ঋদ্ধিরীশস্বরান্বিতা॥
কূর্ম্মস্তদন্তো ভগবান্ ক্ষস্ত্রীদীর্ঘতনুচ্ছদম্।
সম্বর্ত্তো ভগবান্ মায়া ফড়ন্তো দ্বাদশাক্ষরঃ॥

ধ্যানং যথা।—শ্যামাং বর্হিকলাপশেখরযুতামাবদ্ধপর্ণাংশুকাম্।
গুঞ্জাহারলসৎপয়োধরনতামষ্টাহিপান্ বিভ্রতীম্॥
তাড়কাঙ্গদমেখলাগুণরণন্মঞ্জীরতাং প্রাপিতান্।
কৈরাতীং বরদাভয়োদ্যতকরাং দেবীং ত্রিনেত্রাং ভজে॥ ১০১

অনন্তর ত্বরিতামন্ত্র কথিত হইতেছে।—ত্বরিতা দেবীর আরাধনা করিলে অবিলম্বে ফলসিদ্ধি হইয়া থাকে। ওঁ হ্রীং হুং খেচছে ক্ষস্ত্রী হুং ক্ষে হ্রীং ফট্ এই দ্বাদশাক্ষরাত্মক মন্ত্রে ত্বরিতাদেবীর অর্চ্চনাদি করিবে। এই দেবীর ধ্যান মূলে বিন্যস্ত রহিল ॥ ১০১

অথ নিত্যামন্ত্রাঃ।

বাগ্‌ভবং কামবীজঞ্চ নিত্যক্লিন্নেমদো পুনঃ।
দ্রবে বহ্নিবধূর্ম্মন্ত্রো দ্বাদশার্ণোঽয়মীরিতঃ ॥ ১০২

অতঃপর নিত্যামন্ত্র বলিতেছি। ঐং ক্লীং নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে স্বাহা, এই দ্বাদশাক্ষরাত্মক মন্ত্রে নিত্যাদেবীর অর্চ্চনাদি করিতে হয় ॥ ১০২

ধ্যানং যথা।—অর্দ্ধেন্দুমৌলিমরুণামমরাভিবন্দ্যা-
মম্ভোজপাশসৃণিপূর্ণকপালহস্তাম্।
রক্তাঙ্গরাগবসনাভরণাং ত্রিনেত্রাং
ধ্যায়েচ্ছিবস্য বনিতাং মদবিহ্বলাঙ্গীম্ ॥ ১০৩

নিত্যাদেবীর কপালে অর্দ্ধচন্দ্র, ইনি রক্তবর্ণা, দেবগণ ইঁহার বন্দনা করিয়া থাকেন। ইঁহার হস্ত চতুষ্টয়ে পদ্ম, পাশ, বজ্র ও নরমুণ্ড আছে। ইঁহার অঙ্গরাগ দ্রব্য, বস্ত্র ও আভরণ রক্তবর্ণ, ইনি ত্রিনয়-নান্বিতা এবং মদবিহ্বলাঙ্গী। এইরূপ ধ্যান করিয়া যথানিয়মে পূজা করিবে ॥ ১০৩

অথ বজ্রপ্রস্তারিণীমন্ত্রাঃ।

বাগ্মায়ানন্তরং ভূয়ো নিত্যক্লিন্নে মতদ্রবে।
স্বাহান্তো রবিসংখ্যার্ণো মন্ত্রো বশ্যপ্রদায়কঃ ॥ ১০৪

অনন্তর বজ্রপ্রস্তারিণীমন্ত্র কথিত হইতেছে।—ঐং হ্রীং নিত্যক্লিন্নে মদ-দ্রবে স্বাহা, এই দ্বাদশাক্ষরাত্মক মন্ত্রে এই দেবীর পূজাদি করিতে হয়। এই মন্ত্রে উপাসনা করিলে বশ্যকার্য্য সাধনা করা যায় ॥ ১০৪

ধ্যানং যথা।—রক্তাব্ধৌ রক্তপোতে রবিদলকমলাভ্যন্তরে সন্নিষণ্ণাম্।
রক্তাক্ষীং রক্তমৌলিস্ফুরিতশশিকলাং স্মেরবক্ত্রাং ত্রিনেত্রাম্।
বীজাপূরেষুপাশাঙ্কুশমদনধনুঃ সৎকপাল্যানি হস্তে-
র্বিভ্রাণামানতাঙ্গীং স্তনভরনমিতামম্বিকামাশ্রয়ামঃ॥ ১০৫

এই বজ্রপ্রস্তারিণী দেবী রক্তসাগরে কৃষ্ণবর্ণ পোতোপরি দ্বাদশ দল রক্তপদ্মোপরি উপবিষ্টা, কপালে অর্দ্ধচন্দ্র, ইনি ত্রিনয়না, হাস্য-বদনা। ইঁহার হস্তে দাড়িম্বপুষ্প, বাণ, পাশ, অঙ্কুশ, মদনধনু ও সুধা-পূর্ণ পাত্র আছে। এই দেবতার মূর্ত্তি স্তনভারে কিঞ্চিৎ নম্র। এইরূপ ধ্যান করিয়া পূজা করিবে॥ ১০৫

অথ দুর্গামন্ত্রাঃ।

অথ দুর্গামনুং বক্ষ্যে দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদাম্।
মায়াদ্রিকর্ণবিন্দ্বাঢ্যো ভূয়োঽসৌ সর্গবান্ ভবেৎ॥
পঞ্চান্তকঃ প্রতিষ্ঠাবান্ মারুতো ভৌতিকাসনঃ।
তারাদি হৃদয়ান্তোঽয়ং মন্ত্রো বস্বক্ষরাত্মকঃ॥
ততো মায়া স্ববীজঞ্চ দুর্গায়ৈ হৃদয়ং ততঃ॥ ১০৬

অনন্তর দুর্গাদেবীর মন্ত্র কথিত হইতেছে।—দুর্গামন্ত্রের প্রসাদে দৃষ্টাদৃষ্ট সকল ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ নমঃ, এই অষ্টাক্ষরাত্মক মহামন্ত্রে দুর্গাদেবীর পূজা করিবে॥ ১০৬

ধ্যানং যথা।—সিংহস্থা শশিশেখরা মরকতপ্রেক্ষা চতুর্ভির্ভুজৈঃ॥
শঙ্খং চক্রং ধনুঃ শরাংশ্চদধতী নেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা।
আমুক্তাঙ্গদহারকঙ্কণরণৎকাঞ্চীক্বণন্নূপুরা॥
দুর্গা দুর্গতিহারিণী ভবতু বো রত্নোল্লসৎকুণ্ডলাঃ॥১০৭

দুর্গা দেবীর ধ্যান এইরূপ যথা।—দুর্গাদেবী সিংহাসনোপরি উপবিষ্টা, কপালে অর্দ্ধচন্দ্র, মরকত মণির ন্যায় দেহকান্তি এবং চারি হস্ত; ঐসকল

হস্তে শঙ্খ, চক্র, ধনু ও বাণ আছে; দেবী নয়নত্রয়ে শোভিতা, মুক্তাহার, বলয়, কঙ্কণ, কাঞ্চী, গুণ ও নূপুরাদি অলঙ্কারে শোভিতা; ইনি সাধকের দুর্গতি হরণ করেন; ইঁহার কর্ণে রত্ননির্ম্মিত কুণ্ডল আছে। এইরূপে ধ্যান করিয়া পূজা করিবে॥ ১০৭

অথ মহিষমর্দ্দিনীমন্ত্রাঃ।

সারদায়াং।—ভান্তং বিয়ৎ সনয়নং শ্বেতো মর্দ্দিনি ঠদ্বয়ম্।
অষ্টাক্ষরী সমাখ্যাতা বিদ্যা মহিষমর্দ্দিনী॥ ১০৮

অনন্তর মহিষমর্দ্দিনী দেবীর মন্ত্র ও পূজা কথিত হইতেছে। সারদাতন্ত্রে লিখিত আছে যে,—মহিষমর্দ্দিনী স্বাহা, এই অষ্টাক্ষরাত্মক মন্ত্রের আদিতে ওঁ হ্রীঁং ক্লীং ঐঁ স্ত্রীং ও হুং এই সকল বীজের কোন একটী বীজ যুক্ত করিলে যে নবাক্ষর মন্ত্র হইবে সেই মন্ত্রে অর্চ্চনাদি করিতে হয়॥ ১০৮

ধ্যানং যথা।—গারুড়োৎপলসন্নিভাং মণিময়কুণ্ডলমণ্ডিতাম্।
নৌমি ভালবিলোচনাং মহিষোত্তমাঙ্গনিষেদুষীম্॥
শঙ্খচক্রকৃপাণখেটকবাণকার্ম্মুকশূলকান্।
তর্জ্জনীমপি বিভ্রতীং নিজবাহুভিঃ শশিশেখরাম্॥ ১০৯

ধ্যান এইরূপ যথা—এই মহিষমর্দ্দিনী দেবীর দেহকান্তি উৎপলের ন্যায়, ইনি মণিময় কুণ্ডল দ্বারা শোভমানা, ত্রিনয়না এবং মহিষের মস্তকে উপবিষ্টা, ইনি অষ্টভুজা, ইঁহার হস্তে শঙ্খ, চক্র, খড়্গ, খেটক, বাণ, ধনু, শূল ও তর্জ্জনী মুদ্রা এবং কপালে অর্দ্ধচন্দ্র আছে। এইরূপ ধ্যান করিয়া পূজা করিবে॥ ১০৯

অথ জয়দুর্গামন্ত্রাঃ।

তারো দুর্গে যুগং রক্তমন্ত্যো ঢান্তং সলোচনং।
দ্বিঠান্তো জয়দুর্গেয়ং বিদ্যা বেদ্যা দশাক্ষরী॥ ১১০

অতঃপর জয়দুর্গামন্ত্র বলা যাইতেছে।—ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা, এই দশাক্ষরাত্মক মন্ত্রে জয়দুর্গার অর্চ্চনাদি করিবে॥ ১১০

ধ্যানং যথা।—কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাম্
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্॥
সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীম্।
ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ॥১১১

জয় দুর্গার ধ্যান যথা।—এই দেবীর দেহ-প্রভা নীলবর্ণমেঘের ন্যায়, ইনি কটাক্ষ দ্বারা অরিকুলের ভয় উৎপাদন করেন। ইঁহার কপালে অর্দ্ধচন্দ্র নিবদ্ধ আছে, চারি ভুজে শঙ্খ, চক্র, খড়্গ এবং ত্রিশূল ধারণ করিয়াছেন, ইনি ত্রিনয়না এবং সিংহের স্কন্ধোপরি উপবিষ্টা। ইঁহার তেজে ত্রিভুবন পরিপূর্ণ রহিয়াছে। ইনি দেবগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিতা এবং সিদ্ধিকামী ব্যক্তিগণ দ্বারা পরিসেবিতা। এইরূপে ধ্যান করিয়া পূজা করিবে॥ ১১১

অথ শূলিনীমন্ত্রাঃ।

জ্বল জ্বল পদস্যান্তে শূলিনীতি পদং ততঃ।
দুষ্টগ্রহহুমস্ত্রান্তে বহ্নিজায়াবধির্ম্মনুঃ॥
ভূতেন্দ্রিয়াক্ষরৈঃ প্রোক্তো গ্রহক্ষুদ্রবিনাশকৃৎ॥ ১১২

অনন্তর শূলিনীমন্ত্র কথিত হইতেছে।—জ্বল জ্বল শূলিনি দুষ্টগ্রহ হুং ফট্ স্বাহা, এই পঞ্চদশাক্ষর মন্ত্রে শূলিনীদেবীর পূজাদি করিবে। ইঁহাকে যে-রূপে ধ্যান করিতে হইবে, তাহা মূলে লিখিত রহিল॥ ১১২

ধ্যানং যথা —অধ্যারূঢ়াং মৃগেন্দ্রং সজলজলধরশ্যামলাং হস্তপদ্মৈঃ।
শূলং বাণং কৃপাণন্তরিজলজগদাচাপপাশান্ বহন্তীং॥
চন্দ্রোত্তংশাং ত্রিনেত্রাং চতসৃভিরসিমৎখেটকং বিভ্রতীভিঃ।
কন্যাভিঃ সেব্যমানাং প্রতিভয়ভয়দাং শূলিনীং ভাবয়ামি॥১১৩

শূলিনীর ধ্যান এইরূপ।—শূলিনী দেবী সিংহবাহিনী, জলপূর্ণ মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণা এবং অষ্টভুজা। ইঁহার হস্তে, শূল, বাণ, খড়্গ, চক্র, গদা, পদ্ম, ধনু ও পাশ আছে, কপালে অর্দ্ধচন্দ্র, ইনি ত্রিনয়না, খড়্গ ও খেটকধারিণী, কন্যাচতুষ্টয় কর্ত্তৃক সেব্যমানা এবং যোদ্ধগণের ভয়দাত্রী। এইরূপ ধ্যান করিয়া পূজা করিবে ॥ ১১৩

অথ বাগীশ্বরীমন্ত্রাঃ।

অথ বর্ণতনুং বক্ষ্যে বিশ্ববোধপ্রবোধিনীম্।
যস্যামনুপপন্নায়াং সর্ব্বমেতজ্জগজ্জড়ম্ ॥
নিবন্ধে—অদ্রির্ব্বরুণসংরুদ্ধোদবাগ্ বাদিনি ঠদ্বয়ং।
সরস্বত্যা দশার্ণোঽয়ং বাগৈশ্বর্য্যপ্রদায়কঃ ॥
ভুবনেশীসংপুটোঽয়ং মহাসারস্বতপ্রদঃ ॥ ১১৪

অনন্তর বাগীশ্বরীমন্ত্র কথিত হইতেছে। বাগীশ্বরীদেবী বিশ্বপ্রবোধ-কারিণী, ইহাঁর অপ্রসন্নতা জন্মিলে সংসার জড়ীভূতপ্রায় হইয়া পড়ে। "বদ বদ বাগ্বাদিনি স্বাহা" এই দশাক্ষর মন্ত্রে এই দেবীর অর্চ্চনাদি করিবে, অথবা এই মন্ত্রকে হ্রীং বীজদ্বারা পুটিত করিয়াও পূজাদি করিতে পারে, হ্রীং বীজদ্বারা পুটিত করিলে মহাসারস্বত মন্ত্র বলা যায়। মূলের লিখিত ধ্যান-দ্বারা এই মন্ত্রে যথাবিধি পূজা করিবে ॥ ১১৪

ধ্যানং যথা।—তরুণশকলমিন্দোর্ব্বিভ্রতীশুভ্রকান্তিঃ,
কুচভরনমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে।
নিজকরকমলোদ্যল্লেখনীপুস্তকশ্রীঃ
সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্দেবতা নঃ ॥ ১১৫

বাগীশ্বরী দেবীর ধ্যান এইরূপ।—বাগীশ্বরী দেবীর কপালে তরুণ শশিকলা বিরাজিত আছে, ইনি শুভ্রবর্ণা, কুচভারে শরীর অবনত

হইয়াছে, ইনি শ্বেতপদ্মে উপবিষ্টা, হস্তদ্বয়ে লেখনী ও পুস্তক ধারণ করিয়াছেন। এইরূপে দেবীর আকৃতি চিন্তা করিয়া পূজা করিবে॥ ১১৫

অথ পারিজাতসরস্বতীমন্ত্রাঃ।

মন্ত্রদেবপ্রকাশিকায়াম্।—স চ প্রণবহৃল্লেখাপুটিত-হকার
সকারৌকারবিন্দুযুক্তঃ সরস্বতী।
ঙেন্তা নতিশ্চ॥ ১১৬

অতঃপর পারিজাতসরস্বতীর মন্ত্র বলা যাইতেছে।—মন্ত্রদেব প্রকাশিনীতে লিখিত আছে যে, ওঁ হ্রীং হ্‌সৌং ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ এই মন্ত্রে পারিজাত সরস্বতীর অর্চ্চনাদি করিতে হয়। ধ্যান মূলে লিখিত রহিল॥ ১১৬

ধ্যানং যথা।—হংসারূঢ়া হরহসিতহারেন্দুকুন্দাবদাতা,
বাণী মন্দস্মিততরমুখী মৌলিবদ্ধেন্দুলেখা।
বিদ্যাবীণামৃতময়ঘটাক্ষস্রজাদীপ্তহস্তা,
শ্বেতাব্জস্থা ভবদভিমতপ্রাপ্তয়ে ভারতী স্যাৎ॥ ১১৭

পারিজাত সরস্বতীর ধ্যান এইরূপ।—ইনি হংসোপরি উপবিষ্টা, শ্বেতবর্ণা, হাস্যবদনা, কপালে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজমান, ইহার হস্তে পুস্তক, বীণা, অমৃতপূর্ণ কুম্ভ এবং জপমালা আছে। ইনি শ্বেতপদ্মোপরি সমাসীনা এবং ইনি সাধকের অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া থাকেন। এইরূপ ধ্যান করিয়া পূজা করিব॥ ১১৭

অথ গণেশমন্ত্রাঃ।

অথ বক্ষ্যে গণপতের্ম্মন্ত্রান্ সর্ব্বার্থসিদ্ধিদান্।
যজ্‌জ্ঞাত্বা মানবা নিত্যং সাধয়ন্তি মনোরথান্।
পঞ্চান্তকং শশিযুতং বীজং গণপতের্ব্বিদুঃ॥ ১১৮

এক্ষণ গণেশমন্ত্র বলিতেছি। এই গণেশমন্ত্র জ্ঞানমাত্র মানবের সর্ব্বসিদ্ধি সাধন হয়, ইহাঁর প্রসাদে মানবগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়া থাকে। গং এই বীজ মন্ত্রে গণেশের অর্চ্চনাদি করিবে; ধ্যান মূলে দৃষ্ট হইবে॥ ১১৮

ধ্যানং যথা।—সিন্দূরাভং ত্রিনেত্রং পৃথুতরজঠরং হস্তপদ্মৈর্দ্দধানং,
দন্তং পাশাঙ্কুশেষ্টান্যুরুকরবিলসদ্বীজপূরাভিরামম্।
বালেন্দুদ্যোতমৌলিং করিপতিবদনং দানপূরার্দ্রগণ্ডং,
ভোগীন্দ্রাবদ্ধভূষং ভজত গণপতিং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগম্॥ ১১৯

গণেশের ধ্যান এইরূপ—গণেশদেব সিন্দুরেব ন্যায় রক্তবর্ণ, ত্রিনয়ন এবং স্থূলোদর ইনি হস্তচতুষ্টয়ে দন্ত, পাশ, অঙ্কুশ এবং ইষ্টধারণ করিয়াছেন। বালচন্দ্র দ্বারা ইঁহার কপালদেশ উজ্জ্বল, ইঁহার মুখ হস্তীর ন্যায় এবং মদবারিদ্বারা গণ্ডস্থল আর্দ্র রহিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গে সর্পভূষণ এবং রক্তবস্ত্র পরিধান। এইরূপে ধ্যান করিয়া পূজা করিবে॥ ১১৯

অথ মহাগণেশমন্ত্রাঃ।

নিবন্ধে।—শ্রীশক্তিস্মরভূবিঘ্নবীজানি প্রথমং লিখেৎ।
ঙেহন্তং গণপতিং পশ্চাদ্বরান্তে বরদং পদম্॥
উক্ত্বা সর্ব্বজনং মেন্তে বশমানয় ঠদ্বয়ং।
অষ্টাবিংশত্যক্ষরোঽয়ং তারাদ্যো মনুরীরিতঃ॥ ১২০

অনন্তর মহাগণেশমন্ত্র কথিত হইতেছে। নিবন্ধে লিখিত আছে যে, ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীংগ্লৌং গং গণপতয়ে বর বরদ সর্ব্বজনং মে বশমানয় স্বাহা, এই অষ্টাবিংশত্যক্ষরাত্মক মন্ত্রে মহাগণেশকে পূজা করিবে। ধ্যান মূলে দৃষ্ট হইবে॥ ১২০

ধ্যানং যথা।—নবরত্নময়ং দ্বীপং স্মরেদিক্ষুরসাম্বুধৌ।
তদ্বীচিধৌতপর্য্যন্তং মন্দমারুতসেবিতম্॥

মন্দারপারিজাতাদিকল্পবৃক্ষলতাকুলম্।
উদ্ভূতরত্নচ্ছায়াভিররুণীকৃতভূতলং॥
উদ্যদ্দিনকরেন্দুভ্যামুদ্ভাসিতদিগন্তরম্।
তস্য মধ্যে পারিজাতং নবরত্নময়ং স্মরেৎ॥
ঋতুভিঃ সেবিতং ষড়্ভিরনিশং প্রীতিবর্দ্ধনৈঃ।
তস্যাধস্তান্মহাপীঠে রচিতে মাতৃকাম্বুজে॥
ষট্‌কোণান্তস্ত্রিকোণস্থং মহাগণপতিং স্মরেৎ।
হস্তীন্দ্রাননমিন্দুচূড়মরুণচ্ছায়ং ত্রিনেত্রং রসা-
দাশ্লিষ্টং প্রিয়য়া সপদ্মকরয়া সাঙ্গস্থয়া সঙ্গতম্।
বীজাপূরগদাধনুস্ত্রিশিখযুক্চক্রাব্জপাশোৎপলম্॥
ব্রীহ্যগ্রস্ববিষাণরত্নকলসান্ হস্তৈর্ব্বহন্তং ভজে।
গণ্ডপালীগলদ্দানপূরলালসমানসান্॥
দ্বিরেফান্ কর্ণতালাভ্যাং বারয়ন্তং মুহুর্ম্মুহুঃ।
করাগ্রধৃতমাণিক্যকুম্ভবক্ত্রবিনিঃসৃতৈঃ॥
রত্নবর্ষৈঃ প্রীণয়ন্তং সাধকান্ মদবিহ্বলং।
মাণিক্যমুকুটোপেতং রত্নাভরণভূষিতং॥ ১২১

মহাগণেশের ধ্যান এইরূপ।—ইক্ষুরসময় সাগরে নবরত্নময় দ্বীপ, ঐ সাগরের বেলাভূমি মন্দ মন্দ সমীরণে পরিসেবিত এবং মন্দার, পারিজাত ও কল্পবৃক্ষাদি দ্বারা পরিপূর্ণ, উদ্ভূত রত্নধারা দ্বারা দিঙ্মণ্ডল অরুণীকৃত এবং উদিত চন্দ্র ও সূর্য্যদ্বারা দিগন্ত আলোকিত হইয়াছে, এইরূপ স্থানে রত্নময় নব পারিজাত বৃক্ষ আছে, তথায় মনের প্রীতিবর্দ্ধন ছয়ঋতু নিরন্তর সেবা করিতেছে, ঐ পারিজাত বৃক্ষের নিম্নে ষট্‌কোণ মধ্যস্থিত ত্রিকোণা-ত্মক ঊনপঞ্চাশন্মাতৃকাবর্ণর-চিত মহাপীঠে উপবিষ্ট গণপতিদেবকে চিন্তা

করিবে। ইনি গজেন্দ্রানন ইঁহার কপালে অর্দ্ধচন্দ্র বিদ্যমান, দেহকান্তি অরুণবর্ণ, ইনি ত্রিনেত্র, বামাঙ্কস্থিত পদ্মহস্তা নিজপ্রিয়া কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত, ইনি হস্তে দাড়িম্ব, গদা, ধনুঃ, ত্রিশূলদ্বয়, চক্র পদ্ম, পাশ, উৎপল, ব্রীহিগুচ্ছ, স্বীয় দন্ত ও রত্নকলস ধারণ করিয়াছেন। গণ্ডস্থল হইতে যে মদবারি গলিত হইতেছে, তাহা পানের লালসায় ভ্রমর সকল অবিরত ভ্রমণ করিতেছে। ইনি কর্ণসঞ্চালন দ্বারা ঐ ভ্রমরদিগকে নিবারণ করিতেছেন। ইনি সদা করধৃত মাণিক্যকুম্ভ বিনিঃসৃত রত্নবর্ষণ দ্বারা সাধকদিগকে পরিতৃপ্ত করিতেছেন। ইঁহার মস্তকে মাণিক্য নির্ম্মিত মুকুট এবং সর্ব্বাঙ্গ রত্নভূষণে বিভূষিত। এইরূপে দেবতার আকার চিন্তা করিয়া যথাবিধানে পূজা করিবে॥ ১২১

অথ হেরম্বমন্ত্রাঃ।

নিবন্ধে।—পঞ্চান্তকো বিন্দুযুক্তো বামকর্ণবিভূষিতঃ।
তারাদিহৃদয়ান্তোঽয়ং হেরম্বমনুরীরিতঃ॥
চতুর্ব্বর্গাত্মকো নৃণাং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদঃ॥ ১২২

অতঃপর হেরম্বমন্ত্র কথিত হইতেছে। ওঁ গূং নমঃ, এই চতুরক্ষর মন্ত্রে হেরম্বের অর্চ্চনাদি করিবে। ধ্যান মূলে লিখিত আছে॥ ১২২

ধ্যানং যথা।—মুক্তাকাঞ্চননীলকুন্দঘুসৃণচ্ছায়ৈস্ত্রিনেত্রান্বিতৈ-
র্নাগাস্যৈর্হরিবাহনং শশিধরং হেরম্বমর্কপ্রভং।
দৃপ্তং দানমভীতিমোদকরদান্ টঙ্কং শিরোঽক্ষাত্মিকাম্।
মালাং মুদ্গরমঙ্কুশং ত্রিশিখরং দোর্ভির্দ্দধানং ভজে॥ ১২৩

হেরম্বদেবের ধ্যান এইরূপ।—হেরম্বদেবের দেহকান্তি মুক্তা ও কাঞ্চনের ন্যায়। ইনি ত্রিনয়ন, সিংহবাহন, হস্তীর ন্যায় ইঁহার বদন, ইঁহার কপালে চন্দ্র আছে। ইনি সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, মদগর্ব্বে প্রমত্ত। ইনি হস্তে বর

ও অভয়মুদ্রা এবং মোদক দন্ত, টঙ্ক, মালা, মুদ্গর, অঙ্কুশ ও ত্রিশূল ধারণ করিয়াছেন। এইরূপ ধ্যান করিয়া যথাবিধানে পূজা করিবে॥ ১২৩

অথ হরিদ্রাগণেশমন্ত্রাঃ।

পঞ্চান্তকো ধরাসংস্থো বিন্দুভূষিত-মস্তকঃ।
একাক্ষরো মহামন্ত্রঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ॥

অস্য বশিষ্ঠ ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো হরিদ্রা গণপতি র্দ্দেবতা গকারো বীজং লকারঃ শক্তিঃ। বীজেনৈব ষড়ঙ্গকং॥ ১২৪

অতঃপর হরিদ্রাগণেশের মন্ত্রাদি বলিতেছি। গ্লং এই মন্ত্রে ইঁহার পূজাদি করিতে হয়। এই একাক্ষর মন্ত্র সর্ব্বকাম প্রদায়ক। এইমন্ত্রের ঋষি বশিষ্ঠ, ছন্দ গায়ত্রী, দেবতা হরিদ্রাগণেশ, গকার বীজ এবং লকার শক্তি॥ ১২৪

ধ্যানং যথা।—হরিদ্রাভং চতুর্ব্বাহুং হারিদ্রবসনং বিভুং।
পাশাঙ্কুশধরং দেবং মোদকং দন্তমেব চ॥ ১২৫

হরিদ্রাগণেশের ধ্যান এইরূপ যথা।—ইঁহার শরীর হরিদ্রাবর্ণ, ইনি চতুর্ব্বাহু এবং হরিদ্রাক্ত বস্ত্র ইঁহার পরিধান, ইঁহার হস্তে পাশ, অঙ্কুশ, মোদক এবং দন্ত আছে। এইরূপে ধ্যান করিয়া যথাবিধানে পূজা করিবে॥ ১২৫

অথ সূর্য্যমন্ত্রাঃ।

তারো ঘৃণির্ভৃগুঃ পশ্চাদ্দামকর্ণবিভূষিতঃ।
বহ্ন্যাসনো মরুচ্ছেষঃ সনেত্রোঽহদ্রিস্ত্যপশ্চিমঃ।
অষ্টাক্ষরোঃ মনুঃ প্রোক্তো ভানোরভিমতঃ পরঃ॥ ১২৬

এক্ষণ সূর্য্যমন্ত্র কথিত হইতেছে।—ওঁ ঘৃণি সূর্য্য আদিত্য এই অষ্টাক্ষরাত্মক মন্ত্রে ভাস্করদেবের অর্চ্চনাদি করিতে হয়। ধ্যান মূলে লিখিত রহিল॥ ১২৬

ধ্যানং যথা।—রক্তাব্জযুগ্মাভয়দানহস্তং।
কেয়ূরহারাঙ্গদকুণ্ডলাঢ্যং॥
মাণিক্যমৌলিং দিননাথ মীড়ে।
বন্ধুককান্তিং বিলসত্রিনেত্রম্॥ ১২৭

সূর্য্যদেবের ধ্যান এইরূপ যথা—সূর্য্যদেবের হস্তে দুইটী রক্তপদ্ম এবং অভয়মুদ্রা ও বরমুদ্রা আছে। ইনি কেয়ূর, হার, বলয় ও কুণ্ডলাদি ভূষণে অলঙ্কৃত, ইহার মস্তকে মাণিক্য এবং বন্ধুক পুষ্পের ন্যায় ইঁহার দেহকান্তি, ইনি ত্রিনেত্র। এইরূপ ধ্যান করিয়া যথাবিধানে পূজা করিবে॥ ১২৭

অথ অজপামন্ত্রাঃ।

বিয়দর্দ্ধেন্দুললিতং তদাদিঃ সর্গসংযুতঃ।
অজপাখ্যো মনুঃ প্রোক্তো দ্ব্যক্ষরঃ সুরপাদপঃ॥ ১২৮

অনন্তর অজপামন্ত্র বলিতেছি। হংসঃ, ইহাই অজপামন্ত্র ; ইহা কল্পতরু-সদৃশ। ইহার ধ্যান মূলে লিখিত আছে॥ ১২৮

ধ্যানং যথা।—উদ্যদ্ভানুস্ফুরিততড়িদাকারমর্দ্ধাম্বিকেশং।
পাশাভীতিং বরদপরশুং সন্দধানং করাব্জৈঃ॥
দিব্যাকল্পৈর্নবমণিময়ৈঃ শোভিতং বিশ্বমূলং।
সৌম্যাগ্নেয়ং বপুরবতু বশ্চন্দ্রচূড়ং ত্রিনেত্রম্॥ ১২৯

অজপামন্ত্রের ধ্যান এইরূপ যথা—উদয়শীল সূর্য্য ও স্ফূরিত বিদ্যুতের ন্যায় এই দেবের দেহকান্তি, অর্দ্ধাঙ্গ অম্বিকা ও অর্দ্ধাঙ্গ মহাদেব। হস্তে পাশ, অভয়মুদ্রা, বরমুদ্রা ও পরশু। এই দেবতার অর্দ্ধাঙ্গ নরকপাল ও অর্দ্ধাঙ্গ মণিময় ভূষণে অলঙ্কৃত, ইনি জগতের কারণ স্বরূপ, প্রশান্ত অগ্নির ন্যায় এবং ত্রিনয়ন, ইঁহার কপালে অর্দ্ধচন্দ্র আছে। এইরূপে ধ্যান করিয়া যথাবিধানে পূজা করিবে॥ ১২৯

অথ বিষ্ণুমন্ত্রাঃ।

অথ বক্ষ্যে মহামন্ত্রান্ বিষ্ণোঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিদান্।
যস্য সংস্মরণাৎ সন্তো ভবাব্ধেঃ পারমাশ্রিতাঃ॥

তারং নমঃ পদং ব্রুয়ান্নরৌ দীর্ঘসমন্বিতৌ।
পাবনোনামমন্ত্রোঽয়ং প্রোক্তো বস্বক্ষরঃ পরঃ॥ ১৩০

অনন্তর বিষ্ণুর মন্ত্রাদি বর্ণিত হইতেছে।—বিষ্ণুমন্ত্র স্মরণ করিবামাত্র সাধুগণ ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। ওঁ নমো নারায়ণায়, এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রে বিষ্ণুর পূজাদি করিবে। ইহাঁর ধ্যান মূলে লিখিত আছে॥ ১৩০

ধ্যানং যথা।—উদ্যৎ কোটি দিবাকরাভমনিশং শঙ্খং গদাং পঙ্কজং।
চক্রং বিভ্রতমিন্দিরাবসুমতী সংশোভিপার্শ্বদ্বয়ম্॥
কোটীরাঙ্গদহারকুণ্ডলধরংপীতাম্বরং কৌস্তুভো-
দ্দীপ্তং বিশ্বধরং স্ববক্ষসি লসৎ-শ্রীবৎস-চিহ্নং ভজে॥ ১৩১

বিষ্ণুর ধ্যান এইরূপ যথা।—বিষ্ণুর উদয়শীল কোটিদিবাকরের ন্যায় দেহকান্তি, ইনি শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও চক্রধারী, লক্ষ্মী ও বসুমতী ইঁহার পার্শ্বদ্বয়ে শোভমানা, ইনি ইন্দ্রনীলমণি, অঙ্গদ, হার ও কুণ্ডলধারী, পীতবস্ত্র পরিধান, কৌস্তুভমণি দ্বারা উদ্দীপ্ত এবং বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন। এইরূপে ধ্যান করিয়া যথাবিধানে পূজা করিবে॥ ১৩১

অথ শ্রীরামমন্ত্রাঃ।

অনন্তোঽগ্ন্যাসনঃ সেন্দুর্বীজং রামায় হৃন্মনুঃ।
ষড়ক্ষরোঽয়মাদিষ্টো ভজতাং কামদো মণিঃ॥ ১৩২

এক্ষণ শ্রীরামমন্ত্র কথিত হইতেছে।—রাং রামায় নমঃ এই মন্ত্রে শ্রীরামের অর্চ্চনাদি করিতে হয়, এই মন্ত্রের প্রসাদে সাধকের কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে। ইহাঁর ধ্যান মূলেই স্পষ্টীকৃত আছে॥ ১৩২

ধ্যানং যথা।—কালাম্ভোধরকান্তিকান্তমনিশং বীরাসনাধ্যাসীনং।
মুদ্রাং জ্ঞানময়ীং দধানমপরং হস্তাম্বুজং জানুনি॥

সীতাং পার্শ্বগতাং সরোরুহকরাং বিদ্যুন্নিভাং রাঘবং।
পশ্যন্তং মুকুটাঙ্গদাদিবিবিধা কল্পোজ্জ্বলাঙ্গং ভজে॥ ১৩৩

শ্রীরামের ধ্যান এইরূপ যথা।—শ্রীরামের দেহকান্তি মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, ইনি অতি কোমলাঙ্গ ও বীরাসনে উপবিষ্ট। ইহার এক হস্তে জ্ঞানমুদ্রা ও অপর হস্ত জানুর উপর নিন্যস্ত। পার্শ্বদেশে পদ্মহস্তা সৌদামিনী-বর্ণা সীতাদেবী উপবিষ্টা আছেন। রামচন্দ্র সীতাদেবীকে দৃষ্টি করিতে-ছেন, তাঁহার মস্তকে রত্ন-মুকুট এবং অঙ্গদাদি বিবিধ রত্নভূষণে দেহ উজ্জ্বল। এই প্রকার রাঘবকে ভজনা করিবে। এইরূপ ধ্যান করিয়া যথাবিধানে পূজা করিবে॥ ১৩৩

অথ শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রাঃ।

গোপীজনপদস্যান্তে বল্লভায় দ্বিঠাবধি।
অয়ং দশাক্ষরো মন্ত্রো দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদঃ॥
অয়ং মন্ত্রঃ কামবীজাদিঃ॥ ১৩৪

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্র বলা যাইতেছে। গোপীজনবল্লভায় স্বাহা, শ্রীকৃষ্ণের এই দশাক্ষর মন্ত্রের প্রসাদে যাবতীয় শুভফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই মন্ত্রের প্রথমে কামবীজ যোগ করিলেই ক্লীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা, এই মন্ত্র হইবে, ইহাদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের পূজাদি করিতে হয়। কৃষ্ণের ধ্যান মূলে লিখিত আছে॥ ১৩৪

ধ্যানং যথা।—স্মরেদ্বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্তমনারতম্।
গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ॥
আত্মনো বদনাম্ভোজে প্রেরিতাক্ষিমধুব্রতাঃ।
পীড়িতাঃ কামবাণেন চিরমাশ্লেষণোৎসুকাঃ॥
মুক্তাহারলসৎপীনতুঙ্গস্তনভরানতাঃ॥

স্রস্তধম্মিল্যবসনা মদস্খলিতভাষণাঃ।
দন্তপংক্তিপ্রভোদ্ভাসিস্পন্দমানা ধরাঞ্চিতাঃ।
বিলোভয়ন্তীর্ব্বিবিধৈর্ব্বিভ্রামৈর্ভাবগর্ব্বিতৈঃ ॥
ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতং সপ্রিয়ং।
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরং ॥
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গোগোপসংঘাবৃতং।
গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে ॥ ১৩৫

শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান এইরূপ যথা—রমণীয় বৃন্দাবনধামে পুণ্ডরীকাক্ষ গোবিন্দ সহস্র সহস্র গোপকন্যাকে মোহিত করিতেছেন। ঐ সকল গোপবালারা শ্রীকৃষ্ণের বদন কমলে স্বীয় নয়ন স্বরূপ ভ্রমরগণকে প্রেরণ করিতেছে এবং তাহারা কামবাণে পীড়িত ও শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনের নিমিত্ত সাতিশয় সমুৎসুক। তাঁহাদের স্থূল ও উচ্চতর স্তনোপরি মুক্তাহার লম্বিত আছে এবং স্তনভারে গোপিকাগণ কিঞ্চিৎ নম্রভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাদের পরিধেয় বসন ও কবরীবন্ধন বিগলিত হইতেছে এবং মদভরে বাক্য স্খলিত হইতেছে। দন্তপংক্তিপ্রভা অধরে পতিত হইয়া অধরের শোভা বর্দ্ধিত করিতেছে। গোপীগণ বিলাস পূর্ণ বিবিধ ভাবভঙ্গী দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রলোভন দেখাইতেছেন। প্রফুল্ল ইন্দীবরের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের দেহকান্তি, চন্দ্রের ন্যায় শোভা বিশিষ্ট বদন, শিরোদেশ ময়ুরপুচ্ছ ভূষণে বিভূষিত, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন, কণ্ঠে কৌস্তুভ মণি, পরিধান পীতবস্ত্র। গোপীদিগের নয়নোৎপল দ্বারা সকল শরীর অর্চ্চিত এবং গো এবং গোপগণে পরিবৃত। ইনি করে বেণু ধারণ করিয়া সেই বেণুবাদনে তৎপর হইয়া রহিয়াছেন। ইঁহার সর্ব্বশরীর দিব্য অলঙ্কারে বিভূষিত। এইরূপে ধ্যান করিয়া যথাবিধানে গোবিন্দের পূজা করিবে ॥ ১৩৫

অথ বালগোপালমন্ত্রাঃ।

নিবন্ধে।—চক্রীবসুস্বরযুতঃ সর্গ্যেকার্ণো মনুর্ম্মতঃ।
কৃষ্ণেতি দ্ব্যক্ষরঃ কামপূর্ব্বস্ত্র্যর্ণঃ স এব চ॥
স এব চতুরর্ণঃ স্যাৎ ঙেঽন্তোঽন্যশ্চতুরক্ষরঃ।
বক্ষ্যতে পঞ্চবর্ণঃ স্যাৎ কৃষ্ণায় নম ইত্যপি॥
স এব কামপূর্ব্বশ্চেৎ ষড়ক্ষরমনুর্ম্মতঃ।
কৃষ্ণায়েতি স্মরদ্বন্দ্বমধ্যে পঞ্চক্ষারেঽপরঃ॥
গোপালায়াগ্নিজায়ান্তঃ ষড়ক্ষরমনুর্ম্মতঃ।
কৃষ্ণায় কামবীজাদ্যো বহ্নিজায়ান্তিকোঽপরঃ॥
কৃষ্ণগোবিন্দকৌ ঙেঽন্তৌ সপ্তার্ণো মনুরুত্তমঃ।
কৃষ্ণগোবিন্দকৌ ঙেঽন্তৌ কামাদ্যশ্চাষ্টবর্ণকঃ॥
আদ্যন্তকামবীজঞ্চ নবাক্ষর উদাহৃতঃ।
দধিভক্ষণায় বহ্নিবল্লভান্তোঽষ্টবর্ণকঃ॥
সুপ্রসন্নাত্মনে প্রোক্তো নম ইত্যপরোঽষ্টকঃ।
কামবীজং ধরাবীজং পুনঃ কামং সমুদ্ধরেৎ॥
শ্যামলাঙ্গপদং ঙেঽন্তং নমোঽন্তোঽয়ং দশাক্ষরঃ।
শিরোঽন্তো বালবপুষে কৃষ্ণায়াদ্যোমনুর্ম্মতঃ॥
শ্রীশক্তিকামকৃষ্ণায় মারঃ সপ্তাক্ষরো মনুঃ।
শিরোঽন্তো বালবপুষে ক্লীং কৃষ্ণায় স্মৃতো বুধৈঃ॥ ১৩৬

অনন্তর বালগোপালমন্ত্র কথিত হইতেছে।—কৃঃ (১) কৃষ্ণঃ (২) ক্লীং কৃষ্ণঃ (৩) ক্লীং কৃষ্ণায় (৪) কৃষ্ণায় নমঃ (৫) ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ (৬) কৃষ্ণায় গোবিন্দায় (৭) ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় (৮) ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় ক্লীং (৯) দধিভক্ষণায় স্বাহা ও (১০) সুপ্রসন্নাত্মনে নমঃ

(১১) এই দুইটী অষ্টাক্ষর। ক্লীং গ্লৌং ক্লীং শ্যামলাঙ্গায় নমঃ (১২) এবং বালবপুষে কৃষ্ণায় স্বাহা (১৩) এই দুইটী দশাক্ষর। শ্রীং হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় ক্লীং এই সপ্তাক্ষর, বালবপুষে ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা (১৫) ক্লীং কৃষ্ণায় ক্লীং (১৬) গোপালায় স্বাহা (১৭) এবং ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা (১৮)। বালগোপালের মন্ত্রসমূহের মধ্যে এই অষ্টাদশবিধ মন্ত্রই প্রধান। ইহার মধ্যে যে কোন মন্ত্রে হউক, ইহাঁর পূজাদি করিতে পারে। ইহাঁর ধ্যান মূলে লিখিত আছে। ১৩৬

ধ্যানং যথা।—অব্যাদ্ব্যাকোষনীলাম্বুজরুচিররুণাম্ভোজনেত্রোঽম্বুজস্থো-
বালো জঙ্ঘাকটীরস্থলকলিতরণৎকিঙ্কিণীকো মুকুন্দঃ॥
দোর্ভ্যাং হৈয়ঙ্গবীনং দধদতিবিমলং পায়সং বিশ্ববন্দ্যো-
গোগোপীগোপবীতোরুনখবিলসৎকণ্ঠভূষশ্চিরং বঃ॥ ১৩৭

বালগোপালের ধ্যান এইরূপ।—বালগোপালের দেহকান্তি বিকসিত নীলপদ্মের ন্যায়, নেত্র রক্তপদ্মের তুল্য এবং ইনি পদ্মোপরি অবস্থিত। ইঁহার পদে ও কটিদেশে শব্দায়মান কিঙ্কিণী এক হস্তে নবনীত ও অন্য হস্তে পায়স বিদ্যমান। জগৎপূজ্য বালকরূপী গোপাল গো গোপ ও গোপীগণে পরিবেষ্টিত। ইঁহার কণ্ঠদেশ ব্যাঘ্রনখালঙ্কারে অলঙ্কৃত, ইনি সাধকগণকে রক্ষা করুন। এইরূপ ধ্যান করিয়া যথাবিধানে পূজা করিবে॥ ১৩৭

অথ বাসুদেবমন্ত্রাঃ।

প্রণবো হৃদ্ভগবতে বাসুদেবায় কীর্ত্তিতঃ।
প্রধানে বৈষ্ণবে তন্ত্রে মন্ত্রোঽয়ং সুরপাদপঃ॥ ১৩৮

অতঃপর বাসুদেবমন্ত্র কথিত হইতেছে।—ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় এই মন্ত্রে বাসুদেবের পূজাদি করিবে; মূলে ইহাঁর ধ্যান দৃষ্ট হইবে॥ ১৩৮

ধ্যানং যথা।—বিষ্ণুং শারদচন্দ্রকোটিসদৃশং শঙ্খং রথাঙ্গং গদা-
মম্ভোজং দধতং সিতাব্জনিলয়ং কান্ত্যা জগন্মোহনম্॥
আবদ্ধাঙ্গদহারকুণ্ডলমহামৌলিং স্ফুরৎ কঙ্কণং,
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং বন্দে মুনীন্দ্রৈঃ স্তুতম্॥ ১৩৯

বাসুদেবের ধ্যান এইরূপ যথা।—বাসুদেবের শরীর শরৎকালীন কোটিচন্দ্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল। ইনি শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী, চতুর্ভুজ এবং শ্বেতপদ্মে সমাসীন, নিজ দেহকান্তিতে ইনি জগৎ মোহিত করিতেছেন। ইনি অঙ্গদ, হার, কুণ্ডল, কিরীট ও কঙ্কণাদি বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। ইঁহার বক্ষঃ প্রদেশে শ্রীবৎসচিহ্ন ও কণ্ঠে কৌস্তুভ-মণি বিরাজিত। মুনীন্দ্রগণ ইঁহার স্তব করিতেছেন। এইরূপ ধ্যান করিয়া যথাবিধানে পূজা করিবে॥ ১৩৯

অথ লক্ষ্মীনারায়ণমন্ত্রাঃ।

মায়াদ্বয়ং রমাদ্বয়ং লক্ষ্মীবাসুদেবায় নমঃ। প্রণবাদিরয়ং মন্ত্রঃ।

তথাচ নিবন্ধে।—হৃল্লেখাবীজযুগলং রমাবীজযুগং পুনঃ।
লক্ষ্যন্তে বাসুদেবায় হৃদন্তঃ প্রণবাদিকঃ।
চতুর্দ্দশাক্ষরঃ প্রোক্তো মন্ত্রোঽয়ং সুরপাদপঃ॥ ১৪০

এইক্ষণ লক্ষ্মীনারায়ণের মন্ত্র কথিত হইতেছে।—ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীং শ্রীং লক্ষ্মীবাসুদেবায় নমঃ, এই মন্ত্রে লক্ষ্মীনারায়ণের অর্চ্চনাদি করিবে॥ ১৪০

ধ্যানং যথা।—বিদ্যুচ্চন্দ্রনিভং বপুঃ কমলজাবৈকুণ্ঠয়োরেকতাম্।
প্রাপ্তং স্নেহরসেন রত্নবিলসদ্ভূষাভরালঙ্কৃতম॥
বিদ্যাপঙ্কজদর্পণান্ মণিময়ং কুম্ভং সরোজং গদাম্।
শঙ্খং চক্রমমূনি বিভ্রদমিতাং দিশ্যাচ্ছ্রিয়ং বঃ সদা॥ ১৪১

লক্ষ্মী নারায়ণের ধ্যান এইরূপ যথা।—সৌদামিনী সদৃশী লক্ষ্মী ও চন্দ্রপ্রভ বাসুদেব এই দুইজনই স্নেহরসে যেন একতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বাসুদেব নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। লক্ষ্মীদেবীর হস্তে বিল্বা, পদ্ম, দর্পণ, ও মণিময় কুম্ভ, এবং বাসুদেবের করে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম বিদ্যমান। এই লক্ষ্মীনারায়ণ তোমাদিগকে অতুল শ্রী প্রদান করুণ। এইরূপ ধ্যান করিয়া যথাবিধানে পূজা করিবে॥ ১৪১

অথ দধিবামনমন্ত্রাঃ।

ওঁ নমো বিষ্ণবে সুরপতয়ে মহাবলায় ঠদ্বয়ং।

তথাচ নিবন্ধে।—তারোহৃদ্বিষ্ণবে পশ্চাৎ ঙেহন্তঃ সুরপতির্ভবেৎ।
মহাবলায় ঠদ্বন্দ্বং মনুরষ্টাদশাক্ষরঃ ॥ ১৪২

অতঃপরদধিবামনের মন্ত্র বলা যাইতেছে।—ওঁ নমো বিষ্ণবে সুরপতয়ে মহাবলায় স্বাহা, এই মন্ত্রে মূলের লিখিত ধ্যান দ্বারা দধিবামনের পূজাদি করিবে॥ ১৪২

ধ্যানং যথা।—মুক্তাগৌরং নবমণিলসদ্ভূষণং চন্দ্রসংস্থং।
ভৃঙ্গাকারৈরলকনিবহৈঃ শোভিবক্ত্রারবিন্দম্॥
হস্তাব্জাভ্যাং কনককলসং শুদ্ধতোয়াভিপূর্ণং।
দধ্যন্নাঢ্যং কনকচষকং ধারয়ন্তং ভজামঃ ॥ ১৪৩

দধিবামনের ধ্যান এইরূপ যথা।—দধিবামন দেবের শরীর-কান্তি মুক্তার ন্যায় গৌরবর্ণ, অঙ্গ নব মণিময় অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, ইনি শশাঙ্ক মণ্ডলস্থ। ভ্রমরাকার অলকাপুঞ্জ দ্বারা বদন-কমল অত্যন্ত শোভা পাইতেছে। ইঁহার এক হস্তে শুদ্ধ জলপূর্ণ স্বর্ণকুম্ভ, অন্য হস্তে দধ্যন্নপূর্ণ স্বর্ণময় পানপাত্র। এইরূপ দধিবামনদেবের ভজনা করি। এইরূপ ধ্যান করিয়া যথাবিধানে পূজা করিবে॥ ১৪৩

অথ হয়গ্রীবমন্ত্রাঃ।

ওঁ উদ্গিরৎপ্রণবোদ্গীথ সর্ব্ববাগীশ্বরেশ্বর।
সর্ব্ববেদময়াচিন্ত্য সর্ব্বং বোধয় বোধয়॥

তথাচ নিবন্ধে।—উদ্গিরৎপদমাভাষ্য প্রণবোদ্গীথ শব্দতঃ।
সর্ব্ববাগীশ্বরেত্যন্তে প্রবদেদীশ্বরেত্যথ॥
সর্ব্ববেদময়াচিন্ত্য শব্দান্তে সর্ব্বমুচ্চরেৎ।
বোধয় দ্বিতয়ান্তোঽয়ং মন্ত্রস্তারাদিরীরিতঃ॥ ১৪৪

অনন্তর হয়গ্রীবমন্ত্র বলা যাইতেছে।—ওঁ উদিগ্‌রৎ প্রণবোদ্গীথ সর্ব্ববাগীশ্বরেশ্বর সর্ব্ববেদময়াচিন্ত্য সর্ব্বং বোধয়, বোধয়, এই মন্ত্রদ্বারা মূলের লিখিত ধ্যানে হয়গ্রীবের পূজা করিবে। ১৪৪

ধ্যানং যথা।—শরচ্ছশাঙ্কপ্রভমশ্ববক্ত্রং মুক্তাময়ৈরাভরণৈঃ প্রদীপ্তং।
রথাঙ্গশঙ্খার্চ্চিতবাহুযুগ্মং জানুদ্বয়ন্যস্তকরং ভজামঃ॥ ১৪৫

হয়গ্রীবের ধ্যান এইরূপ।—ইঁহার শরীর-কান্তি শারদীয় চন্দ্রমার ন্যায়, মুখ অশ্বের ন্যায় এবং সর্ব্বাঙ্গ মুক্তাময় ভূষণে ভূষিত, ইঁহার এক হস্তে চক্র ও অন্য হস্তে শঙ্খ আছে, অন্য করদ্বয় জানু যুগলের উপরি বিন্যস্ত এইরূপ আকৃতি বিশিষ্ট হয়গ্রীব দেবের ধ্যান করি॥ ১৪৫

অথ নৃসিংহমন্ত্রাঃ।

নিবন্ধে।—উগ্রং বীরং বদেৎ পূর্ব্বং মহাবিষ্ণুমতঃপরং।
জ্বলন্তং পদমাভাষ্য সর্ব্বতোমুখমীরয়েৎ॥
নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং বদেত্ততঃ।
নমাম্যহমিতি প্রোক্তো মন্ত্ররাজঃ সুরদ্রুমঃ॥
অয়ং মন্ত্রো মায়াপুটিতো ভবতি তদা সর্ব্বকামফলপ্রদঃ॥ ১৪৬

এইক্ষণ নৃসিংহমন্ত্র বর্ণিত হইতেছে।—উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখং নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহং, এই মন্ত্রদ্বারা যথাবিধি মূলের লিখিত ধ্যান অনুসারে নৃসিংহদেবের অর্চ্চনাদি করিবে। এই মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে "হ্রীং" এই শব্দ যোগ করিয়া জপাদি করিলে সর্ব্বপ্রকার কামনাপূর্ণ হইয়া থাকে, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ১৪৬

ধ্যানং যথা।—মাণিক্যাদ্রিসমপ্রভং নিজরুচা সংত্রস্তরক্ষোগণম্।
জানুন্যস্তকরাম্বুজং ত্রিনয়নং রত্নোল্লসদ্ভূষণং ॥
বাহুভ্যাং ধৃতশঙ্খচক্রমনিশং দংষ্ট্রোগ্রবক্ত্রোল্লস-
জ্জ্বালাজিহ্বমুদারকেশরচয়ং বন্দে নৃসিংহং বিভুম্ ॥ ১৪৭

নৃসিংহদেবের ধ্যান এইরূপ। মাণিক্যময় গিরির তুল্য নৃসিংহ-দেবের দেহকান্তি, স্বীয় দেহ প্রভায় রাক্ষসগণ ভীত হইতেছে, কর-যুগল জানুদ্বয়ের উপর বিন্যস্ত, ইনি ত্রিনেত্র এবং রত্নময় অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। কর যুগলে শঙ্খ ও চক্র বিদ্যমান, দন্তদ্বারা বিকট মুখ হইতে অগ্নিশিখার ন্যায় জিহ্বা বহির্গত হইয়াছে, ইহাঁর দীর্ঘ কেশরচয় বিদ্যমান আছে এবং ইনি নৃসিংহাকার, এইরূপ বিভুকে ধ্যান করি ॥ ১৪৭

অথ হরিহরমন্ত্রাঃ।

মন্ত্রদেবপ্রকাশিন্যাম্।—তারো মায়া প্রাসাদং শঙ্করনারায়ণায় নমঃ প্রাসাদং মায়া তারঃ ॥ ১৪৮

অতঃপর হরিহরমন্ত্র কথিত হইতেছে।—ওঁ হ্রীং হৌং শঙ্কর-নারায়ণায় নমঃ হৌং হ্রীং ওঁ, ইহাই হরিহরের পূজাদির মন্ত্র। ইঁহার ধ্যান মূলে লিখিত আছে। ১৪৮

ধ্যানং যথা।—শূলং চক্রং পাঞ্চজন্যমভীতিং দধতং করৈঃ।
স্বস্বভূষাচ্ছলীলার্দ্ধদেহং হরিহরং ভজে ॥ ১৪৯

হরিহরের ধ্যান এইরূপ।—ইনি শূল, চক্র, পাঞ্চজন্য, শঙ্খ ও অভয়মুদ্রা হস্তে ধারণ করিতেছেন, ইহাঁর অর্দ্ধদেহ হর ও অর্দ্ধদেহ হরি এবং স্বস্ব বিভূষণে বিভূষিত, ইহাঁকে ভজনা করি। এইরূপ ধ্যান করিয়া যথাবিধানে পূজা করিবে ॥ ১৪৯

অথ বরাহমন্ত্রাঃ।

নিবন্ধে। —তারো নমো ভগবতে বরাহপদমীরয়েৎ।
রূপায় ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্যাৎ পতয়ে তদনন্তরং ॥
ভূপতিত্বং মে পদান্তে দেহ্যন্তে চ দদাপয়।
বহ্নিজায়াবধির্ম্মন্ত্রঃ স্যাত্রয়স্ত্রিংশদক্ষরঃ ॥ ১৫০

অনন্তর বরাহমন্ত্র বলা যাইতেছে।—ওঁ নমো ভগবতে বরাহরূপায় ভূর্ভুবঃস্বঃপতয়ে ভূপতিত্বং মে দেহি দদাপয় স্বাহা। এই মন্ত্রে মূলের লিখিত ধ্যানদ্বারা বরাহদেবের অর্চ্চনাদি করিবে ॥ ১৫০

ধ্যানং যথা।—আপাদং জানুদেশাদ্বর-কনকনিভং, নাভিদেশা-দধস্তা-ন্মুক্তাভং কণ্ঠদেশাত্তরুণরবিনিভং মস্তকান্নীলভাষম্। ঈড়ে হস্তৈর্দ্দধানং রথচরণদরৌ খড়্গখেটৌ গদাখ্যং শক্তিং দানাভয়ে চ ক্ষিতিধরণলসদ্দংষ্ট্রমাদ্যং বরাহম্ ॥ ১৫১

বরাহদেবের ধ্যান এইরূপ যথা—ইহাঁর জানুদেশ হইতে পাদ পর্য্যন্ত কাঞ্চন বর্ণ, নাভিদেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত মুক্তাভ, কণ্ঠদেশ হইতে নাভিদেশ পর্য্যন্ত তরুণ সূর্য্য সদৃশ এবং শিরঃপ্রদেশ হইতে কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত নীলবর্ণ। ইনি কর দ্বারা চক্র, শঙ্খ, খড়্গ, খেটক, গদা, শক্তি, বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা ধারণ করিয়াছেন, দন্তদ্বারা পৃথিবী ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। এইরূপ ধ্যান করিয়া যথাবিধানে পূজা করিবে ॥ ১৫১

অথ শিবমন্ত্রাঃ।

উদ্দিশ্য যং কৃতবতী গিরিজা তপস্যাম্।
যৎ পাদ-পঙ্কজরজো বিবুধা লসন্তি ॥

আশাম্বরং ভুজগরাজবিভূষিতাঙ্গং।
তং চন্দ্রমৌলীমমলং মনসা স্মরামি ॥ ১৫২

গিরিনন্দিনী যাঁহার প্রাপ্তি অভিলাষে তপস্যাচরণ করিয়াছিলেন, সুরগণ যাঁহার পাদপদ্ম-ধূলি প্রাপ্তি কামনায় ইচ্ছুক, যিনি দিগম্বর, ভুজগেন্দ্রভূষণ এবং শশাঙ্কমৌলি, সেই শিবকে আমি মনে মনে স্মরণ করি ॥ ১৫২

অথ বক্ষ্যে মহেশস্য মন্ত্রান্ সর্ব্বসমৃদ্ধিদান্।
যৈঃ পূর্ব্বমৃষয়ঃ প্রাপ্তা শিবসাযুজ্যমঞ্জসা ॥ ১৫৩

অতঃপর শিবপূজার মন্ত্রাদি বর্ণিত হইতেছে।—শিবমন্ত্র পরিজ্ঞাত হইলে সর্ব্বসমৃদ্ধি লাভ করা যায়। পূর্ব্বকালে ঋষিগণ এই মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াই শিব-সাযুজ্য লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১৫৩

সান্তমৌকারসংযুক্তং বিন্দু-ভূষিতমস্তকম্।
প্রাসাদাখ্যো মনুঃ প্রোক্তো ভজতাং কামদোমণিঃ ॥ ১৫৪

হৌং এই একাক্ষর মন্ত্রে শিবের অর্চ্চনাদি করিবে। এই বীজকে প্রাসাদবীজ কহে, এই বীজের প্রসাদে সর্ব্বকামনা পরিপূর্ণ হয় ॥ ১৫৪

ধ্যানং যথা।—মুক্তাপীতপয়োদমৌক্তিকজবাবর্ণৈর্মুখৈঃ পঞ্চভি-
স্ত্র্যক্ষৈরঞ্জিতমীশমিন্দুমুকুটং পূর্ণেন্দুকোটিপ্রভম্ ॥
শূলং টঙ্ককৃপাণবজ্রদহনান্নাগেন্দ্রঘণ্টাঙ্কুশান্।
পাশং ভীতিহরং দধানমমিতকল্পোজ্বলাঙ্গং ভজে ॥ ১৫৫

শিবের ধ্যান এইরূপ যথা—মহাদেব মুক্তাবর্ণ, পীতবর্ণ, মেঘবর্ণ, শুক্লবর্ণ, ও জবাকুসুম বর্ণ সম্পন্ন পঞ্চমুখবিশিষ্ট এবং প্রতিমুখে ত্রিনেত্র, ইঁহার ললাটে অর্দ্ধশশী এবং কোটী পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শরীর কান্তি, করে শূল টঙ্ক (পাষাণ বিদারক অস্ত্র বিশেষ) খড়্গ, বজ্র, অগ্নি, সর্প, ঘণ্টা, অঙ্কুশ,

পাশ ও অভয়মুদ্রা, বিদ্যমান। ইঁহার অঙ্গ নানাবিধ বেশভূষা দ্বারা উজ্জ্বল, এইরূপ মহাদেবকে ভজনা করি ॥ ১৫৫

মন্ত্রান্তরং যথা।—ভুবনেশী প্রণবং নমঃ শিবায় ভুবনেশী পুনরষ্টাক্ষরো মনুঃ ॥ ১৫৬

হ্রীং ওঁ নমঃ শিবায় হ্রীং এই অষ্টাক্ষরমন্ত্রেও শিবের অর্চ্চনাদি করিতে পারে। প্রথমোক্ত প্রাসাদবীজে পূজা করিলে মুক্তাপীত ইত্যাদি মূলের লিখিত ধ্যানে অর্চ্চনা করিবে, শেষোক্ত মন্ত্রে আরাধনা করিতে হইলে বন্ধুকাভং ইত্যাদি মন্ত্রে পূজাদি করিবে। এই ধ্যানও মূলে যথাস্থানে লিখিত হইল ॥ ১৫৬

ধ্যানং যথা।—বন্ধুকাভং ত্রিনেত্রং শশিশকলধরং স্মেরবক্ত্রং বহন্তং,
হস্তৈঃ শূলং কপালং বরদমভয়দং চারুহাসং নমামি ॥
বামোরুস্তস্তগায়াঃ করতলবিলসচ্চারুরক্তোৎপলায়া ;
হস্তেনাশ্লিষ্টদেহং মণিময়বিলসদ্‌ভূষণায়াঃ প্রিয়ায়াঃ ॥ ১৫৭

অষ্টাক্ষর মন্ত্রের ধ্যান এইরূপ যথা—ইঁহার দেহকান্তি বন্ধুক পুষ্পের ন্যায়, ইনি ত্রিনেত্র, হাস্য বদন, ইঁহার ললাটে শশীকলা বিরাজিত, করে শূল, কপাল, বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা এবং কণ্ঠদেশ মনোহর, ইঁহার বামোরুতে নিজপ্রিয়া সমাসীন আছেন, ইঁহার এক করে রক্তোৎপল এবং সকল শরীরে মণিময় বিভূষণ, অন্য কর দ্বারা শিবকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন। এইরূপ ধ্যান করিয়া যথাবিধানে পূজা করিবে ॥ ১৫৭

অথ ক্ষেত্রপালমন্ত্রাঃ।

মন্ত্রদেবপ্রকাশিন্যাম্।—ক্ষৌমিতি বীজাদি ক্ষেত্রপালায়ইত্যুপেতনমোঽন্তঃ। অয়ং প্রণবাদির্ব্বা মন্ত্র ॥ ১৫৮

অতঃপর ক্ষেত্রপালের মন্ত্র কথিত হইতেছে।—মন্ত্রদেবপ্রকাশিনীতে লিখিত আছে যে, ক্ষৌং ক্ষেত্রপালায় নমঃ, ইহাই ক্ষেত্রপালের পূজাদির মন্ত্র। এই মন্ত্রে মূলের লিখিত ধ্যানদ্বারা ইহাঁর অর্চ্চনাদি করিবে॥ ১৫৮

ধ্যানং যথা।—ভ্রাজচ্চণ্ডজটাধরং ত্রিনয়নং নীলাঞ্জনাদ্রিপ্রভম্।
দোর্দ্দণ্ডাত্তগদাকপালমরুণস্রগ্ গন্ধবস্ত্রোজ্জ্বলম্॥
ঘণ্টামেখলঘর্ঘরধ্বনিমিলজ্ঝঙ্কারভীমং বিভুং।
বন্দেঽহং সিতসর্পকুণ্ডলধরং শ্রীক্ষেত্রপালং সদা॥ ১৫৯

ক্ষেত্রপালের ধ্যান এইরূপ যথা—ক্ষেত্রপালের শিরোদেশে দীপ্তমান প্রচণ্ড জটাভার, ইঁহার তিননেত্র, দেহপ্রভা নীলাদ্রির ন্যায়, করে গদা ও নরকপাল বিদ্যমান। রক্তমাল্য রক্তগন্ধদ্রব্য ও রক্তবস্ত্রে দেহ সমুজ্জ্বল হইয়াছে। ইনি মেখলাস্থ ঘণ্টাদির ঘর্ঘর ধ্বনির সহিত মিলিত ঝঙ্কারে অতি ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছেন এবং ইঁহার কর্ণে শ্বেতসর্প-নির্ম্মিত কুণ্ডল বিদ্যমান। এইরূপ ধ্যান করিয়া যথাবিধানে পূজাদি করিবে॥ ১৫৯

অথ বটুকভৈরবমন্ত্রাঃ।

নিবন্ধে।—উদ্ধরেদ্বটুকং ঙেঽন্তং আপদুদ্ধরণং তথা।
কুরুদ্বয়ং পুনর্ঙেঽন্তং বটুকান্তং সমুদ্ধরেৎ।
একবিংশত্যক্ষরাত্মা শক্তিরুদ্ধো মহামনুঃ॥ ১৬০

অনন্তর বটুকভৈরবের মন্ত্রাদি বলা যাইতেছে —হ্রীং বটুকায় আপদুদ্ধ-রণায় কুরু কুরু বটুকায় হ্রীং এই একবিংশত্যক্ষর মন্ত্রে বটুকভৈরবের পূজাদি করিতে হয়॥ ১৬০

ধ্যানং।—অস্য ধ্যানং ত্রিধা প্রোক্তং সাত্ত্বিকাদি-প্রভেদতঃ॥ ১৬১

সাত্ত্বিক, রাজস ও তামসভেদে বটুকভৈরবের ধ্যান ত্রিবিধ॥ ১৬১

সাত্ত্বিকধ্যানং যথা।—বন্দে বালং স্ফটিকসদৃশং কুণ্ডলোদ্ভাসিবক্ত্রং

দিব্যাকল্পৈর্নবমণিময়ৈঃ কিঙ্কিণীনূপুরাদ্যৈঃ॥

দীপ্তাকারং বিশদবসনং সুপ্রসন্নং ত্রিনেত্রং।

হস্তাব্জাভ্যাং বটুকমনিশং শূলদণ্ডৌ দধানম্॥ ১৬২

সাত্ত্বিকধ্যান এইরূপ,—বটুকভৈরব বালকসদৃশ, তাঁহার বর্ণ স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র, কর্ণযুগলে কুণ্ডল দোদুল্যমান থাকাতে তাঁহার বদনকমল পরম শোভা ধারণ করিতেছে, তিনি দিব্য মণিময় কিঙ্কিণী নূপুর প্রভৃতি ভূষণে বিভূষিত, তাঁহার আকৃতি সমুজ্জ্বল, পরিধান শুভ্র বসন, ইনি ত্রিনেত্র, সুপ্রসন্ন এবং করকমলে শূল ও দণ্ড ধারণ করিতেছেন॥ ১৬২

রাজসধ্যানং যথা।—উদ্যদ্ভাস্করসন্নিভং ত্রিনয়নং রক্তাঙ্গরাগস্রজম্।

স্মেরাস্যং বরদং কপালমভয়ং শূলং দধানং করৈঃ॥

নীলগ্রীবমুদারভূষণশতং শীতাংশুচূড়োজ্জ্বলং।

বন্ধূকারুণবাসসং ভয়হরং দেবং সদা ভাবয়ে॥ ১৬৩

রাজসধ্যান এইরূপে করিতে হইবে,—বটুকদেব সমুদিত দিবাকরের ন্যায়, তাঁহার বদন হাস্যে পরিপূর্ণ এবং অঙ্গে গন্ধাদি অনুলেপন ও মাল্য শোভমান রহিয়াছে; ইনি ত্রিনয়ন এবং করসমূহে বর, কপাল, অভয় ও শূল ধারণ করিতেছেন; ইঁহার শিরোদেশে শশিকলা বিরাজমান, পরিধান বন্ধুকপুষ্প সন্নিভ অরুণ বসন, কণ্ঠ নীলবর্ণ এবং অঙ্গ বিবিধভূষণে বিভূষিত; আমি ঈদৃশ ভয়বিনাশন বটুকদেবকে ধ্যান করি॥ ১৬৩

তামসধ্যানং যথা—

ধ্যায়েন্নীলাদ্রিকান্তিং শশিশকলধরং মুণ্ডমালং মহেশম্,

দিগ্বস্ত্রং পিঙ্গলাক্ষং ডমরুমথস্থণিং খড়গশূলাভয়ানি।

নাগং ঘণ্টাং কপালং করসরসিরুহৈর্বিভ্রতং ভীমদংষ্ট্রম্।

সর্পাকল্পং ত্রিনেত্রং মণিময়বিলসৎকিঙ্কিণীনূপুরাঢ্যম্॥ ১৬৪

তামসধ্যান এইরূপে করিবে,—বটুকদেবের দেহকান্তি নীলাদ্রিসন্নিভ, তাঁহার শিরে শশিকলা, গলে মুণ্ডমালা এবং করকমলে ডমরু, স্থণি, খড়্গা, শূল, অভয়, নাগ, ঘণ্টা ও কপাল বিরাজমান ; ইনি দিগম্বর এবং পিঙ্গল-লোচন, ইঁহার দশনরাজি ভীমদর্শন এবং ইনি মণিময় কিঙ্কিণীনূপুরাদিতে অতীব শোভা পাইতেছেন ॥ ১৬৪

সাত্ত্বিকং ধ্যানমাখ্যাতমপমৃত্যুবিনাশনম্।
আয়ুরারোগ্যজননমপবর্গফলপ্রদম্ ॥
রাজসং ধ্যানমাখ্যাতং ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধিদম্।
তামসং শত্রুশমনং কৃত্যাভূতগদাপহম্ ॥ ১৬৫

ইতি শ্রীবৃহত্তন্ত্রকোষে মন্ত্র-ধ্যানাদি নির্ণয়োনাম
চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ।

সাত্ত্বিক ধ্যানে অপমৃত্যু দূরীভূত হয় এবং দীর্ঘায়ু, আরোগ্য ও মুক্তি-লাভ হইয়া থাকে। রাজস ধ্যানদ্বারা ধর্ম্মবৃদ্ধি, মনোরথসিদ্ধি ও ধনলাভ হয় এবং তামস ধ্যানদ্বারা শত্রুকৃত্য বিনাশ পায় ও ভূতাবেশোৎপন্ন পীড়া দূরীভূত হইয়া থাকে ॥ ১৬৫

ইতি শ্রীবৃহত্তন্ত্রকোষে মন্ত্র ধ্যানাদি নির্ণয় নামক
চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অথ শবাদিসাধনম্।

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি সাধনং পরমাদ্ভুতম্।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ নরঃ সিদ্ধিং সমশ্নুতে ॥ ১

এক্ষণ পরমাদ্ভূত সাধন সকল কীর্ত্তন করিতেছি, ইহা পরিজ্ঞাত হইলে মানব অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে ॥ ১

শবানাং সাধনং শ্রেষ্ঠং যোগিনী সাধনং তথা।
ভূতিন্যাদিসিদ্ধিশ্চৈব বক্ষ্যে তন্ত্রানুসারতঃ ॥ ২

শবসাধন, যোগিনীসাধন, (পরীসাধন) ভূতসাধন ও বেতালসাধন প্রভৃতি যথাক্রমে তন্ত্রোক্ত বিধানে কীর্ত্তন করিতেছি ॥ ২

অথ শবসাধনং।

তত্র স্থাননিয়মমাহ ভাবচূড়ামণৌ।

শূন্যাগারে নদীতীরে পর্ব্বতে নির্জ্জনেঽপি বা।
বিল্বমূলে শ্মশানে বা তৎসমীপে বনস্থলে ॥ ৩

প্রথমে শবসাধন কথিত হইতেছে।—শবসাধন করিতে হইলে প্রথমে স্থাননির্ণয় করাই কর্ত্তব্য। ভাবচূড়ামণিতে কথিত আছে যে, শূন্যাগার, নদীতীর, গিরি, নির্জ্জনস্থান, বিল্বমূল, শ্মশান কিম্বা শ্মশানের নিকটবর্ত্তী বনভাগ এই সকল স্থানই শব-সাধন কার্য্যে প্রশস্ত ॥ ৩

অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি।
ভৌমবারে তমিস্রায়াং সাধয়েৎ সিদ্ধিমুত্তমাম্॥ ৪

কৃষ্ণপক্ষীয়া বা শুক্লপক্ষীয়া চতুর্দ্দশী ও অষ্টমীতে এই কার্য্য করিলে অনায়াসে সিদ্ধিলাভ হয়। কুজবারে অমাবস্যা হইলে সেই দিনে শবসাধন-দ্বারা বিশেষ ফলভাগী হওয়া যায়॥ ৪

মাষভক্তঞ্চ বল্যর্থং ধূপদীপাদিকন্তথা।
তিলাঃ কুশাঃ সর্ষপাশ্চ স্থাপনীয়াঃ প্রযত্নতঃ॥ ৫

শবসাধন করিতে হইলে মাষভক্ত বলির জন্য তিল, কুশ, সিদ্ধার্থ ও ধূপ-দীপাদি পূজার উপকরণ সকল সংগ্রহ করা সাধকের কর্ত্তব্য॥ ৫

ততঃ পূর্ব্বোক্তান্যতমস্থানং গত্বা সামান্যার্ঘ্যং বিধায় পূর্ব্বমুখো মূলান্তে ফট্‌কারং দত্ত্বা যাগভূমিং সংপ্রোক্ষ্য গুরুং গণেশং বটুকং যোগিনীঞ্চ চতুর্দ্দিক্ষু পূর্ব্বাদিতঃ সম্পূজ্য পূর্ব্বোক্তবীরার্দ্দনমন্ত্রং ভূমৌ বিলিখ্য যে চাত্রেত্যাদি পূর্ব্বোক্তক্রমেণ পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা প্রণম্য শ্মশানাধিপতিভ্যঃ পূর্ব্বোক্তক্রমেণ পূর্ব্ববদ্বলিং দত্ত্বা অঘোর-মন্ত্রেণ শিখাবন্ধনং বিধায় সুদর্শনমন্ত্রান্তে আত্মানং রক্ষরক্ষেতি হৃদি হস্তং দত্ত্বা আত্মরক্ষাং কুর্য্যাৎ॥ ৬

অনন্তর পূর্ব্ব কথিত স্থান সমূহের মধ্যে যে কোন বিহিত স্থানে গমন-পূর্ব্বক পূর্ব্বমুখে বসিয়া সামান্যার্ঘ্য স্থাপন পূর্ব্বক মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তদন্তে ফট্ এই মন্ত্র পাঠ করত সেই কার্য্যস্থল প্রোক্ষণ করিতে হইবে। পরে যথাক্রমে পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরে গুরু, গণেশ, বটুক ও যোগিনীর অর্চ্চনা করিয়া ভূতলে বীরার্দ্দনমন্ত্র লিখিয়া যে চাত্র ইত্যাদি মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি ত্রয় প্রদান করতঃ প্রণাম করিবে। অনন্তর যথানিয়মে শ্মশানাধিপতি দেবতাদিগকে বলিপ্রদান পূর্ব্বক অঘোরমন্ত্রে শিখাবন্ধন করিয়া আপনার

হৃদয়ে করস্থাপন করতঃ সুদর্শনমন্ত্র পাঠান্তে আত্মানং রক্ষ রক্ষা বলিয়া আত্মরক্ষা করিবে॥ ৬

অঘোরসুদর্শনমন্ত্রৌ তু।—ওঁ হ্রীং স্ফুর স্ফুর প্রস্ফুর প্রস্ফুর ঘোর ঘোরতর তনুরূপং চট চট প্রচট প্রচট কহ কহ বম বম বন্ধ বন্ধ ঘাতয় ঘাতয় হুঁ ফট্ সহস্রারে হুঁ ফট্।

ততঃ পূর্ব্বোক্তক্রমেণ ভূতশুদ্ধিং ন্যাসজালঞ্চ বিধায় জয়দুর্গা মন্ত্রেণ দিক্ষু সর্যপান্ বিকীর্য্য তিলোঽসীতি মন্ত্রেণ তিলাংশ্চ বিকীর্য্য বিহিতশবসমীপং গচ্ছেৎ॥ ৭

অঘোরমন্ত্র ও সুদর্শনমন্ত্র মূলে দৃষ্ট হইবে। পরে যথাবিধি ভূতশুদ্ধি ও ন্যাস সমাপনান্তে জয়দুর্গামন্ত্রে চারিদিকে সর্ষপ নিক্ষেপ করিয়া তিলোঽসি ইত্যাদি মন্ত্রে তিলবিকিরণ করতঃ শবসমীপে যাইবে॥ ৭

অথ বিহিত-শবঃ।

ভাবচূড়ামণৌ।—যষ্টিবিদ্ধং শূলবিদ্ধং খড়্গবিদ্ধং জলে মৃতং।
বজ্রবিদ্ধং সর্পদষ্টং চাণ্ডালঞ্চাভিভূতকং॥
তরুণং সুন্দরং শূরং রণে নষ্টং সমুজ্জ্বলং।
পলায়নবিশূন্যন্তু সম্মুখে রণবর্ত্তিনাম্॥ ৮

ভাবচূড়ামণিতে লিখিত আছে।—যে চণ্ডাল যষ্টি, শূল ও খড়্গাঘাতে অথবা জলে, বজ্রাঘাতে ও সর্পদংশনে মৃত, তাহার দেহই এই কার্য্যে প্রশস্ত। শব তরুণবয়স্ক ও সুরূপ হওয়া আবশ্যক। যে সমরে বিমুখ না হইয়া মরিয়াছে, তাহার মৃতদেহেও এই কার্য্য হয়॥ ৮

ভৈরবতন্ত্রেঽপি।—যষ্টিপ্রভৃতিবিদ্ধং বা চাভিভূতং জলে মৃতং।
শবমানীয় কর্ত্তব্যং নাহরেৎ স্বেচ্ছয়া মৃতং।
স্ত্রীবশ্যং পতিতাস্পৃশ্যং নয়বর্জ্জং হি তুবরং॥

অব্যক্তলিঙ্গং কুষ্ঠীং বা বৃদ্ধভিন্নং শবং হরেৎ।
ন দুর্ভিক্ষমৃতঞ্চাপি ন পর্য্যুষিতমেব বা।
স্ত্রীজনঞ্চেদৃশং রূপং সর্ব্বথা পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ৯

ভৈরবতন্ত্রে কথিত আছে যে, স্ত্রীর বশীভূত, পতিত, অস্পৃশ্য, দুর্নীতি-পরায়ণ, শ্মশ্রুশূন্য, নপুংসক, কুষ্ঠগ্রস্ত ও বৃদ্ধ ইহাদিগের শবে সাধনকার্য্য হয় না, যে দুর্ভিক্ষে মরিয়াছে, তাহার দেহও বর্জ্জনীয়। যষ্টি প্রভৃতির আঘাতে মৃত ও সদ্যোমৃত শব সাধনের উপযুক্ত কিন্তু পর্য্যুষিত মৃতদেহে কার্য্য সফল হয় না। স্ত্রীর মৃতদেহও এই কার্য্যে অগ্রাহ্য॥ ৯

কালীতন্ত্রেঽপি।—ব্রাহ্মণং গোময়ং ত্যক্ত্বা সাধয়েদ্বীরসাধনং।
মহা (সদ্যঃ) শবাঃ প্রশস্তাঃ স্যুঃ প্রধানে বীরসাধনে॥
ক্ষুদ্রপ্রয়োগ-কর্ত্তৃণাং প্রশস্তাঃ সর্ব্বসিদ্ধয়ে॥ ১০

কালীতন্ত্রে এইরূপ প্রমাণ আছে যে, ব্রাহ্মণ ও গোময় পরিহার পূর্ব্বক শব সাধন করিবে, সদ্যোমৃত দেহই গ্রাহ্য। ঐহিক কর্ম্মসিদ্ধির জন্য শবসাধন কার্য্যই যুক্তিসিদ্ধ॥ ১০

এবমুক্তং শবং গৃহীত্বা মূলমন্ত্রেণ পূজাস্থানমানয়েৎ। তৎসমীপং গত্বা ফট্ ইতি শবমভ্যুক্ষ্য ওঁ হূঁ মৃতকায় নমঃ ফড়িতি পুষ্পাঞ্জলি-ত্রয়ং দত্ত্বা শবং স্পৃষ্ট্বা প্রণমেৎ॥ ১১

অনন্তর শব গ্রহণপূর্ব্বক পূজাস্থলে গিয়া শবসন্নিধানে সমাসীন হওত ওঁ ফট্ এই মন্ত্রে শব অভ্যুক্ষণ করিয়া ওঁ হূঁ মৃতকায় নমঃ ফট্ এই মন্ত্রে তিন-বার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া শব স্পর্শ করত প্রণাম করিবে। প্রণামমন্ত্র মূলে লিখিত আছে॥ ১১

তদুক্তং ভাবচূড়ামণৌ।—প্রণবাদ্যস্ত্রমন্ত্রেণ শবস্য প্রোক্ষণঞ্চরেৎ।
প্রণবং কূর্জ্জবীজঞ্চ মৃতকায় নমশ্চ ফট্।
পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা প্রণমেৎ স্পর্শপূর্ব্বকং॥ ১২

ভাবচূড়ামণিতে লিখিত আছে।—অনন্তর শব সমীপে বসিয়া হূং ফট্ এই মন্ত্রে শবোপরি অভ্যুক্ষণ করিবে। পরে হূং মৃতকায় নমঃ ফট্ এই মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া শব স্পর্শ করতঃ প্রণাম করিবে॥ ১২

প্রণামমন্ত্রস্তু।—বীরেশ পরমানন্দ শিবানন্দ কুলেশ্বর।
আনন্দভৈরবাকার দেবীপর্য্যঙ্কশঙ্কর॥
বীরো (শিবো) ঽহং ত্বাং প্রপদ্যামি উত্তিষ্ঠ চণ্ডিকার্চ্চনে।
অনেন শবমন্ত্রেণ প্রণম্য ক্ষালয়েৎ শবম্॥ ১৩

ওঁ বীরেশ পরমানন্দ ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিয়া শবকে প্রক্ষালন করিবে॥ ১৩

ওঁ হূঁ মৃতকায় নমঃ অনেন ক্ষালয়িত্বা সুগন্ধিজলেন স্নাপয়িত্বা বাসসা জলমুত্তোল্য ধূপৈর্ধূপয়িত্বা চন্দনাদিনা শবং প্রলিপ্য শবস্য কটিদেশং ধৃত্বা পূজাস্থানং সমানয়েৎ।

তদুক্তং কালীতন্ত্রে।—তারশব্দং মৃতকায় নমোঽন্তং মন্ত্রমুচ্চরেৎ।
শবস্য স্নানমন্ত্রোঽয়মিত্যাদি॥ ১৪

পরে ওঁ হূং মৃতকায় নমঃ এই মন্ত্রে শব ধৌত করিয়া সুবাসিত জলে স্নান করাইবে এবং বস্ত্রদ্বারা দেহমার্জ্জন, ধূপ দ্বারা শোষণ ও গন্ধাদিদ্বারা বিলেপন করিবে। পরে শবের কটিধারণ পূর্ব্বক পূজাস্থলে আনিতে হইবে॥ ১৪

ভাবচূড়ামণৌ।—ধূপেন ধূপিতং কৃত্বা গন্ধাদিনা বিলিপ্য চ।
রক্তাঙ্গো যদি দেবেশি ভক্ষয়েৎ কুলসাধকম্॥ ১৫

ভাবচূড়ামণিতে কথিত আছে যে, ধূপদ্বারা ধূপিত করিয়া গন্ধাদি লেপন করত শবকে লইয়া কার্য্যারম্ভ করিতে হয়। শব শোণিতবর্ণ হইলে সাধক তাহার কবলে পতিত হয়॥ ১৫

ততঃ কুশশয্যাং কৃত্বা পূর্ব্বশিরসং শবং স্থাপয়েৎ।

তদুক্তং তত্রৈব—

কুশশয্যাং পরিষ্কৃত্য তত্র সংস্থাপয়েচ্ছবং॥

ততঃ এলালবঙ্গ-কর্পূর জাতীখদিরাদ্যার্দ্রকং।

তাম্বুলং তন্মুখে দত্ত্বা শবং অধোমুখং কুর্য্যাৎ॥

তথাচ।—এলালবঙ্গ-কর্পূর-জাতী-খদিরমার্দ্রকং।

তাম্বূলং তন্মুখে দত্ত্বা শবং কুর্য্যাদধোমুখং॥ ১৬

অনন্তর শবকে পূর্ব্বশিরা করিয়া কুশশয্যোপরি সংস্থাপিত করিবে এবং তাহার মুখে জাতিফল, খদির ও তাম্বুলাদি দিয়া তাহাকে অধোবদন করিয়া রাখিবে॥ ১৬

তৎপৃষ্ঠং চন্দনেনাপি বিলিপ্য প্রয়তঃ সুধীঃ।

বাহুমূলাদি কট্যন্তং চতুরস্রং বিধায় চ॥

মধ্যে পদ্মং চতুর্দ্বারং দলাষ্টকসমন্বিতং।

পীঠমন্ত্রং লিখেন্মধ্যে তত্তৎ কল্পবিধানতঃ॥

ওঁ হ্রীঁ ফড়িতিমন্ত্রেণ তত্তৎকল্পোক্তপীঠমন্ত্রং লিখেৎ।

তদুপরি কম্বলাদ্যাসনং ন্যসেৎ॥ ১৭

পরে শবের পৃষ্ঠে গন্ধাদিলেপন পূর্ব্বক তাহার বাহুমূল হইতে কটিপর্য্যন্ত চতুরস্র মণ্ডল করিবে। সেই মণ্ডল মধ্যে অষ্টদলবিশিষ্ট পদ্ম ও চারিটি দ্বার অঙ্কন পূর্ব্বক পদ্মের অভ্যন্তরে ওঁ হ্রীং ফট্ এই মন্ত্রসহ পীঠমন্ত্র লিখিবে। পরে তদুপরি কম্বলাদি আসন বিস্তৃত করিতে হইবে॥ ১৭

গত্বা শবস্য সান্নিধ্যং ধারয়েৎ কটিদেশতঃ।

যদ্যুপদ্রাবয়েত্তস্য দদ্যান্নিষ্ঠীবনং শবে॥

পুনঃ প্রক্ষালনং কৃত্বা জপস্থানে সমানয়েৎ॥ ১৮

পরে শবের কটিদেশ ধরিবে, যদি সে কোনরূপ দৌরাত্ম্য করে, তাহা হইলে তাহার দেহে নিষ্ঠীবন ফেলিয়া পুনরায় ধৌত করতঃ জপস্থলে আনিবে॥ ১৮

ততো দ্বাদশাঙ্গুলযজ্ঞকাষ্ঠানি দশদিক্ষু পূর্ব্ববৎ সংস্থাপ্য ইন্দ্রাদি-দশদেবতাঃ সম্পূজ্য সামিষান্নেন বলিং দদ্যাৎ।

তদুক্তং তন্ত্রান্তরে।

দ্বাদশাঙ্গুলমানানি যজ্ঞকাষ্ঠানি দিক্ষু চ।
সংস্থাপ্য পূজয়েত্তত্র ক্রমাদিন্দ্রাদিদেবতাঃ॥ ১৯

পরে জপস্থলের দশদিকে দ্বাদশাঙ্গুল অশ্বত্থবৃক্ষের নির্ম্মিত যজ্ঞকাষ্ঠ প্রোথিত করতঃ পূর্ব্বাদিক্রমে তাহাতে দিক্‌পালগণের অর্চ্চনা করিবে। যেরূপে পূজাদি করিতে হইবে, মূলে তাহা স্পষ্ট লিখিত আছে। পরে দিক্‌পালগণকে মূলের লিখিত মন্ত্রে সামিষান্ন বলি প্রদান করিবে॥ ১৯

তত্রায়ং ক্রমঃ।

ওঁ লাং ইন্দ্রায় সুরাধিপতয়ে ঐরাবতবাহনায় বজ্রহস্তায় সশক্তি-পারিষদায় সপরিবারায় নমঃ। ইতি পাদ্যাদিভিঃ সম্পূজ্য বলিং দদ্যাৎ।

বীজমিন্দ্রায় সংলিখ্য সুরাধিপতয়ে ততঃ।
ইমং বলিং গৃহ্ণ যুগ্মং গৃহ্ণাপয়-যুগং ততঃ॥
বিঘ্ননিবারণং কৃত্বা সিদ্ধিং প্রযচ্ছ ঠদ্বয়ং।
অনেন মনুনা পূর্ব্বে বলিং দদ্যাচ্চ সামিষম্।
স্বস্বনামাদিকং কৃত্বা পূর্ব্ববদ্বলিমাহরেৎ।
সর্ব্বেষাং লোকপালানাং ততঃ সাধকসত্তমঃ॥

ওঁ লাং ইন্দ্রায় সুরাধিপতয়ে ইমং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ গৃহ্ণাপয় গৃহ্ণাপয় বিঘ্ননিবারণং কৃত্বা মম সিদ্ধিং প্রযচ্ছ স্বাহা। এষ মাষ-ভক্তবলিঃ ওঁ লাং ইন্দ্রায় স্বাহা।

ওঁ বাং অগ্নয়ে তেজোঽধিপতয়ে মেষবাহনায় সপরিবারায় শক্তি-হস্তায় সায়ুধায় নমঃ।

ইতি সম্পূজ্য ওঁ বাং অগ্নয়ে তেজোঽধিপতয়ে ইত্যাদিনা বলিং দদ্যাৎ।

ওঁ মাং যমায় প্রেতাধিপতয়ে দণ্ডহস্তায় মহিষবাহনায় সায়ুধায়ে-ত্যাদিনা সংপূজ্য মাং যমায় প্রেতাধিপতয়ে ইত্যাদিনা বলিং দদ্যাৎ।

ওঁ ক্ষাং নির্ঋতয়ে রক্ষোঽধিপতয়ে অসিহস্তায়াশ্ববাহনায় সপরি-বারায় ইত্যাদিনা সংপূজ্য ক্ষং নির্ঋতয়ে রক্ষোঽধিপতয়ে ইত্যাদিনা বলিং দদ্যাৎ।

ওঁ বাং বরুণায় জলাধিপতয়ে পাশহস্তায় মকরবাহনায় সায়ুধায় ইত্যাদিনা বরুণং সম্পূজ্য ওঁ বাং বরুণায় জলাধিপতয়ে ইত্যাদিনা বলিং দদ্যাৎ।

ওঁ যাং বায়বে প্রাণাধিপতয়ে হরিণবাহনায়াঙ্কুশহস্তায় ইত্যাদিনা সম্পূজ্য ওঁ যাং বায়বে প্রাণাধিপতয়ে ইত্যাদিনা বলিং দদ্যাৎ।

ওঁ কুবেরায় যক্ষাধিপতয়ে গদাহস্তায় নরবাহনায় সপরিবারায় ইত্যাদিনা সম্পূজ্য ওঁ কুবেরায় যক্ষাধিপতয়ে ইত্যাদিনা বলিং দদ্যাৎ।

ওঁ হাং ঈশানায় ভূতাধিপতয়ে শূলহস্তায় বৃষবাহনায় সপরি-বারায় ইত্যাদিনা পূর্ব্ববৎ সংপূজ্য ওঁ হাং ঈশানায় ভূতাধিপতয়ে ইত্যাদিনা বলিং দদ্যাৎ।

ইন্দ্রেশানয়োর্ম্মধ্যে আং ব্রহ্মণে প্রজাধিপতয়ে হংসবাহনায় পদ্ম-হস্তায় সপরিবারায় ইত্যাদিনা সম্পূজ্য ওঁ আং ব্রহ্মণে প্রজাধিপতয়ে ইত্যাদিনা বলিং দদ্যাৎ।

নৈঋ তবরুণয়োর্ম্মধ্যে ওঁ হ্রীঁ অনন্তায় নাগাধিপতয়ে চক্রহস্তায় রথবাহনায় সপরিবারায় ইত্যাদিনা সম্পূজ্য ওঁ হ্রীং অনন্তায় নাগাধি-পতয়ে সায়ুধায় ইত্যাদিনা বলিং দদ্যাৎ।

ততঃ সর্ব্বভূতবলিং দদ্যাৎ, সর্ব্বত্র সাম্নিধান্নেন।
ততঃ অধিষ্ঠাতৃদেবতাভ্যো বলিঞ্চ স্মারয়েত্ততঃ।
চতুঃষষ্টিযোগিনীভ্যো ডাকিনীভ্যোঽপি সংদিশেৎ॥ ২০

অনন্তর সর্ব্বভূতবলি প্রদান করিতে হয়। সকল দেবতাকেই সান্নিধান্ন বলি দিবে। পরে অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, চতুঃষষ্টি যোগিনী ও ডাকিনীগণকে বলি প্রদান করিবে॥ ২০

অথ পূজাসামগ্রীং সমীপে, দূরে চোত্তরসাধকং সংস্থাপ্য মূলান্তে হ্রীঁ ফট্ শবাসনায় নমঃ ইতি শবং সম্পূজ্য হ্রীং ফড়ন্তমূলমুচ্চার্য্য অশ্বারোহণক্রমেণ শবোপর্য্যুপবিশ্য স্বপদতলে কুশান্ দত্ত্বা শবকেশান্ প্রসার্য্য ঝুটিকাং বদ্ধা গুরুং গণপতিং দেবীঞ্চ নমস্কৃত্য প্রাণায়াম-ষড়ঙ্গন্যাসৌ কৃত্বা পূর্ব্ববৎ বীরার্দ্দনমন্ত্রেণ দশদিক্ষু লোষ্ট্রান্ নিক্ষিপ্য সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ।

অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা অমুকদেবতায়াঃ সন্দর্শনকামঃ অমুকমন্ত্রস্যামুকসংখ্যকজপমহং করিষ্যে ইতি সঙ্কল্প্য হ্রীঁ আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ ইত্যাসনং সম্পূজ্য স্ববামতঃ শবসমীপে অর্ঘ্যপাত্রাদিকং সংস্থাপ্য শবঝুটিকায়াং পীঠপূজাং কৃত্বা ষোড়শোপ-চারৈর্দ্দশোপচারৈঃ পঞ্চোপচারৈর্ব্বা দেবীং সংপূজ্য শবমুখে দেবীং গন্ধাদিনা সন্তর্পয়েৎ॥ ২১

সাধকের নিকটে পূজোপকরণ থাকিবে এবং উত্তরসাধক কিছু দূরে অবস্থিতি করিবেন। মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক 'হ্রীং ফট্ শবাসনায় নমঃ' এই বলিয়া শবের পূজা করিবে। পরে মূলমন্ত্রপাঠান্তে 'হ্রীং ফট্' এই বলিয়া অশ্বারোহণ করিবার ন্যায় শবের পৃষ্ঠে উঠিয়া আপনার চরণতলে কয়েকগাছি কুশ৷ দিবে এবং শবের কেশ ধরিয়া তাহা প্রসারণ করত ঝুটিকা বান্ধিয়া দিবে। অনন্তর গুরু, গণেশ ও দেবীকে প্রণাম করিয়া প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গন্যাস সমাধানান্তে বীরার্দ্দনমন্ত্র দ্বারা দশদিকে লোষ্ট্রক্ষেপ করিতে হইবে। পরে মূলের লিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিয়া 'হ্রীং আধারশক্তি কমলাসনায় নমঃ' এই মন্ত্রে আসনের পূজা করিবে। অনন্তর আপনার বামপার্শ্বে শবসন্নিধানে অর্ঘ্য সংস্থাপনপূর্ব্বক তাহার ঝুটিকাতে পীঠপূজা করিতে হইবে। পরে স্বীয় শক্তি অনুসারে ইষ্টদেবতাকে ষোড়শোপচারে, দশোপচারে বা পঞ্চোপচারে পূজা করিবে এবং শবের মুখে সুবাসিত জলদ্বারা দেবীর তর্পণ করিবে॥ ২১

ততঃ শবাদুত্থায় সম্মুখে গত্বা মন্ত্রং পঠেৎ।

ওঁ বশো মে ভব দেবেশ মম বীরসিদ্ধিং দেহি দেহি মহাভাগ কৃতাশ্রয়পরায়ণ।

ততঃ শবচরণৌ পট্টসূত্রেণ বদ্ধা মূলেন দৃঢ়ং বন্ধয়েৎ॥ ২২

পরে গাত্রোত্থান করিয়া শবসম্মুখে দাঁড়াইয়া মূলের লিখিত বশো মে ভব দেবেশ ইত্যাদি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক পট্টসূত্রদ্বারা তাহার পদদ্বয় বান্ধিয়া তাহার দেহ মূলমন্ত্রে দৃঢ়ভাবে বান্ধিবে॥ ২২

ওঁ মদ্বশো ভব দেবেশ বীরসিদ্ধিকৃতাস্পদ।
ভীমভীরুভয়াভাব ভবমোচনভাবুক।
ত্রাহি মাং দেবদেবেশ শূরাণামধিপাধিপ।
ইত্যনেন শবস্য পাদমূলে ত্রিকোণং যন্ত্রং লিখেৎ।

ততঃ শবোপর্য্যুপবিশ্য হস্তদ্বয়ং পার্শ্বয়োঃ প্রসার্য্য তদুপরি কুশান্ দত্ত্বা তত্র স্বপাদৌ নিধায় পুনঃ প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা, শিরসি গুরুং বিভাব্য হৃদয়ে দেবীং ধ্যাত্বা ওষ্ঠৌ সংপুটৌ কৃত্বা বিহিত-মালয়া মৌনী ভূত্বা বিগতভীর্জ্জপেৎ।

অত্র শ্মশানসাধনক্রমেণ জপঃ কার্য্যঃ॥ ২৩

অনন্তর মূলের লিখিত বাক্যে শবের চরণমূলে ত্রিকোণযন্ত্র অঙ্কিত করিয়া শবের উপর সমাসীন হওত শবের করদ্বয় উভয়দিকে প্রসারণপূর্ব্বক তাহার উপর কুশা বিস্তৃত করিবে। পরে সাধক সেই কুশার উপর আপনার চরণদ্বয় সংস্থাপনপূর্ব্বক পুনরায় তিনবার প্রাণায়াম করত শিরস্থ কমলে গুরুকে এবং দেবীকে আপনার হৃদয়ে চিন্তা করিতে করিতে ওষ্ঠদ্বয় সংপুটবৎ করিবে। পরে নির্ভীকহৃদয়ে মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক জপ করিতে প্রবৃত্ত হইবে। এই সময় শ্মশান-সাধন ক্রমানুসারে জপ করিতে হয়॥ ২৩

যদর্দ্ধরাত্রপর্য্যন্তং কিঞ্চিন্ন লক্ষ্যতে তদা পূর্ব্ববৎ সর্ষপতিল-বিকিরণং সপ্তপদগমনঞ্চ কৃত্বা জপং কুর্য্যাৎ॥ ২৪

অর্দ্ধনিশি পর্য্যন্ত এই প্রকারে জপ করিয়াও যদি কিছু দৃষ্টিগোচর না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ববৎ সর্ষপ ও তিল বিকিরণ করিয়া সেই স্থান হইতে সপ্তপদ গমনপূর্ব্বক পুনরায় জপে প্রবৃত্ত হইবে॥ ২৪

ভয়ে জাতে সতি এবং পঠেৎ।
চলচ্ছবাস্তুয়ং নাস্তি ভয়ে জাতে বদেত্ততঃ॥
যৎপ্রার্থয় বলিস্তেন দাতব্যং কুঞ্জরাদিকং।
দিনান্তরে চ দাস্যামি স্বনাম কথয়স্ব মে।
ইত্যুক্ত্বা সংস্কৃতেনৈব নির্ভয়শ্চ পুনর্জ্জপেৎ॥ ২৫

জপকালে কোন রূপ ভয় উপস্থিত হইলে অর্থাৎ যদি কেহ অদৃশ্যভাবে থাকিয়া বলি প্রার্থনা করে তাহা হইলে তাহাকে এইরূপ বলিতে হইবে যে,

আমি অন্যদিনে তোমাকে হস্তি প্রভৃতি বলি অর্পণ করিব, তোমার নাম কি ? তুমি কে ? স্পষ্ট করিয়া বল। এই বলিয়া পুনরায় জপে প্রবৃত্ত হইবে ॥ ২৫

তত শ্চেন্মধুরং বক্তি বক্তব্যং মধুরং ততঃ।
ততঃ সত্যং কারয়িত্বা বরঞ্চ প্রার্থয়েত্ততঃ ॥ ২৬

অনন্তর যদি মিষ্টবাক্যে আপনার পরিচয় দেয়, তাহা হইলে পুনরায় সাধক বলিবে, তুমি অগ্রে শপথ কর যে আমাকে বর দিবে। এই প্রকারে সাধক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া বর যাচ্ঞা করিবে ॥ ২৬

যদি সত্যং ন কুরুতে বরং বা ন প্রযচ্ছতি।
তদা পুনর্জ্জপেদ্ধীমানেকাগ্রমানসস্তথা ॥ ২৭

যদি প্রতিজ্ঞা না করে এবং বর না দেয় তাহা হইলে পুনরায় একমনে জপ করিবে ॥ ২৭

অস্যার্থঃ। যদি জপকালে আকাশগত্যা কুঞ্জরাদিকং প্রার্থয়তে তদা দিনান্তরে দাস্যামি মম স্থানে স্বনাম কথয় ইত্যুক্ত্বা পুনর্জ্জপেৎ। যদি স্বনাম মধুরং কথয়তি তদা ত্বং অমুক ইতি সত্যং কুরু। কৃতে সত্যে বরং প্রার্থয়েৎ ॥ ২৮

যদি জপের সময় শূন্য হইতে কেহ কুঞ্জরাদি বলি প্রার্থনা করে তবে অন্যদিন তোমাকে গজাদি বলি প্রদান করিব। আমার নিকট তোমার নাম বল, ইহা বলিয়া পুনরায় জপে প্রবৃত্ত হইবে। যদি মধুর বচনে নিজ নাম বলে, তবে আপনি অমুক এইরূপ প্রতিজ্ঞা করুন এবং প্রতিজ্ঞা করিলে পরে বর প্রার্থনা করিবে ॥ ২৮

যদি কদাচিদপি সত্যং ন করোতি বরং বা ন প্রযচ্ছতি তদা পুনর্জ্জপেৎ ॥ ২৯

যদি প্রতিজ্ঞা-পাশে বদ্ধ না হয় ও বর প্রদান না করে তবে একাগ্রমনে পুনরায় জপ আরম্ভ করিবে ॥ ২৯

তথা চ।—সত্যে কৃতে বরং লব্ধ্বা সন্ত্যজেচ্চ জপাদিকম্।
ফলং জাতমিতি জ্ঞাত্বা ঝুটিকাং মোচয়েত্ততঃ।
শবং প্রক্ষাল্য সংস্থাপ্য মোচয়েৎ পাদবন্ধনং।
পাদচক্রং মোচয়িত্বা পূজাদ্রব্যং জলে ক্ষিপেৎ।
শবং জলে তু গর্ত্তে বা নিক্ষিপ্য স্নানমাচরেৎ॥ ৩০

যদি সত্য করিয়া বর দিতে স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে জপ পরিত্যাগ করিবে। অনন্তর মনোনীত বর লইয়া "আমার কর্ম্ম সফল হইল" বিবেচনা-পূর্ব্বক শবের ঝুটিকা মোচন করিবে এবং শবকে ধৌত করত স্থানান্তরে রাখিয়া তাহার চরণবন্ধন খুলিয়া দিবে। পরে পূজোপকরণ সকল সলিলে ফেলিয়া শবকে জলে অথবা মৃত্তিকামধ্যে নিক্ষেপপূর্ব্বক স্নান করিবে॥ ৩০

ততস্তু স্বগৃহং গত্বা বলিং দদ্যাদ্দিনান্তরে॥ ৩১

অনন্তর গৃহে গিয়া প্রতিশ্রুত মূলের লিখিত হস্ত্যাদি বলি নিম্ন লিখিত মন্ত্রে প্রদান করিবে॥ ৩১

বলিমন্ত্রস্তু।—অগ্রিমরাত্রৌ যেষাং যজমানোঽহং তে গৃহ্ণন্ত্বিমং বলিং।
অথ বৈর্যাচিতানশ্বান্ নরকুঞ্জরশূকরান্।
দত্বা পিষ্টময়ানন্তে কর্ত্তব্যং সমুপোষণম্॥ ৩২

যদি দেবতা হস্তি, ঘোটক, মনুষ্য অথবা শূকর বলি প্রার্থনা করে, তাহা হইলে প্রার্থনানুসারে পিষ্টকনির্ম্মিত আপন আপন মনোনীত বলি অর্পণপূর্ব্বক সাধক উপবাস করিয়া থাকিবে॥ ৩২

ততঃ পরেঽহ্নি নিত্যক্রিয়াং কৃত্বা পঞ্চগব্যং পিবেৎ।
পঞ্চবিংশতিসংখ্যকানপি ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ॥ ৩৩

পর দিন সাধক নিত্যক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়া পঞ্চগব্য পান করিবে ও পঞ্চবিংশতিসংখ্যক ব্রাহ্মণভোজন করাইবে॥ ৩৩

সপ্তপঞ্চবিহীনান্ বা ক্রমেণৈব দশাবধি ॥ ৩৪

অসমর্থ হইলে পঞ্চবিংশতির সপ্ত বা পঞ্চ বিহীন করিয়া আপন ক্ষমতা অনুসারে দশপর্য্যন্ত বিপ্রসংখ্যা হইলেও দোষ হয় না ॥ ৩৪

ততঃ স্নাত্বা ভুক্ত্বা চ নিবসেদুত্তমং স্থলং ॥ ৩৫

অনন্তর স্নানভোজনান্তে উৎকৃষ্ট স্থানে থাকিবে ॥ ৩৫

যদি ন স্যাদ্বিপ্রভোজ্যং তদা নির্ধনতাং ব্রজেৎ।
তেন চেন্নির্ধনত্বং স্যাত্তদা দেবী প্রকুপ্যতি ॥ ৩৬

ব্রাহ্মণভোজন না করাইলে ধনহীন হইতে হয় এবং ধনহীন হইলে দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া থাকেন ॥ ৩৬

ত্রিরাত্রং বাথ ষড়্রাত্রং নবরাত্রন্তু গোপয়েৎ।
স্ত্রীশয্যাং যদি গচ্ছেত্তু তদা ব্যাধিং বিনির্দ্দেশেৎ
গীতং শ্রুত্বা চ বধিরো নিশ্চক্ষুর্নৃত্যদর্শনাৎ ॥
যদি বক্তি দিনে বাক্যং তদস্য মূকতা ভবেৎ ॥ ৩৭

এই প্রকারে মন্ত্র সিদ্ধি হইলে তিন রাত্রি অথবা নয় রাত্রি পর্য্যন্ত গোপনভাবে রাখিবে। কাহারও নিকট মন্ত্রসিদ্ধির বিষয় প্রকাশ করিবে না। মন্ত্রসিদ্ধির পর পঞ্চদশদিন মধ্যে স্ত্রীসহবাস করিলে ব্যাধিগ্রস্ত, গীত শ্রবণ করিলে বধির, নৃত্য দর্শন করিলে অন্ধ এবং দিবসে কাহার সহিত কথা কহিলে মূক অর্থাৎ বোবা হইতে হয় ॥ ৩৭

পঞ্চদশদিনং যাবদ্দেহে দেবস্য সংস্থিতিঃ।
ন স্বীকার্য্যে গন্ধপুষ্পে বহির্যাতি যদা তদা।
তদা বস্ত্রং পরিত্যজ্য গৃহ্লীয়াদ্বসনান্তরম্ ॥ ৩৮

ইহার কারণ এই যে পঞ্চদশ দিন পর্য্যন্ত সাধকের দেহে দেবী অধিষ্ঠিত থাকেন। ঐ কয় দিন কোনরূপ গন্ধ আঘ্রাণ করিতে নাই। আর বাহিরে

যাইবার সময় বস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য বস্ত্র পরিধান করিয়া যাইতে হইবে॥ ৩৮

গোব্রাহ্মণ বিনিন্দাঞ্চ ন কুর্য্যাচ্চ কদাচন।
দুর্জ্জনং পতিতং ক্লীবং ন স্পৃশেচ্চ কদাচন।
দেবগোব্রাহ্মণাদীংশ্চ প্রত্যহং সংস্পৃশেচ্ছুচিঃ॥ ৩৯

বিপ্র বা গোনিন্দা করিবে না, দুর্জ্জন, পতিত ও নপুংসককে স্পর্শ করিবে না, প্রত্যহ পবিত্রদেহে দেব, গো, বিপ্র ইত্যাদি স্পর্শ করিবে॥ ৩৯

প্রাতর্নিত্যক্রিয়ান্তে চ বিল্বপত্রোদকং পিবেৎ।
ততঃ স্নাত্বা তু গঙ্গায়াং প্রাপ্তে ষোড়শবাসরে।
স্বাহান্তং মন্ত্রমুচ্চার্য্য তর্পণান্তে নমঃ পদং॥ ৪০

প্রভাতে নিত্যকর্ম্ম সমাপনান্তে বিল্বপত্র-জল পান করিবে, এই প্রকারে পঞ্চদশ দিন অতীত হইলে ষোড়শ দিনে জাহ্নবীজলে স্নানপূর্ব্বক মূলমন্ত্রের অন্তে স্বাহা শব্দ উচ্চারণ করিয়া 'অমুকদেবতাং তর্পয়ামি নমঃ' এই বলিয়া দেবীর তর্পণ করিতে হইবে॥ ৪০

এবং শতত্রয়াদূর্দ্ধং দেবান্ সন্তর্পয়েজ্জলৈঃ।
স্নানতর্পণশূন্যস্য ন স্যাদ্দেবস্য তর্পণম্॥ ৪১

এই প্রকারে তিন শতাধিক তর্পণ করত সলিলদ্বারা দেবতর্পণ করিবে। স্নান ও দেবীর তর্পণ না করিয়া দেবতর্পণ করিতে নাই॥ ৪১

ইত্যনেন বিধানেন সিদ্ধিং প্রাপ্নোতি সাধকঃ।
ইহ ভুক্ত্বা বরান্ ভোগানন্তে যাতি হরেঃ পদং।
ততো দক্ষিণাং,দত্ত্বাচ্ছিদ্রাবধারণং কুর্য্যাৎ॥ ৪২

এই প্রকারে সিদ্ধিলাভ করিলে সাধক ইহলোকে বিবিধ ভোগ উপ-

ভোগ করত অন্তে হরিপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনন্তর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে ॥ ৪২

অথ যোগিনী-সাধনম্।

ভূতডামরে।—অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি যোগিনীসাধনোত্তমম্।
সর্ব্বার্থসাধনং নাম দেহিনাং সর্ব্বসিদ্ধিদম্।
অতিগুহ্যা মহাবিদ্যা দেবানামপি দুর্ল্লভা ॥ ১

অনন্তর যোগিনীসাধন বর্ণিত হইতেছে।—এই মহাবিদ্যা পরম গোপনীয় এবং ইহা দেবতাদিগের ও দুর্ল্লভ জানিবে ॥ ১

তত্রাদৌ—

সুরসুন্দরী-সাধনম্।

যাসামভ্যর্চ্চনং কৃত্বা যক্ষেশোহভূদ্ধনাধিপঃ।
তাসামাদ্যাং প্রবক্ষ্যামি সুরাণাং সুন্দরীং প্রিয়ে।
অস্যা অভ্যর্চ্চনেনৈব রাজত্বং লভতে নরঃ ॥ ২

যে সকল যোগিনীর অর্চ্চনা করিয়া কুবের ধনাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই যোগিনীদিগের মধ্যে সুরসুন্দরীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, ইঁহার পূজা করিলে মানব রাজত্ব পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইতে পারে ॥ ২

অথ প্রাতঃ সমুত্থায় কৃত্বা স্নানাদিকং শুভম্।
প্রাসাদঞ্চ সমাসাদ্য কুর্য্যাদাচমনং ততঃ ॥
প্রণবান্তে সহস্রার হুঁ ফট্ দিগ্বন্ধনঞ্চরেৎ।
প্রাণায়ামং ততঃ কুর্য্যান্মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ ॥
ষড়ঙ্গং মায়য়া কুর্য্যাৎ পদ্মমষ্টদলং লিখেৎ।
তস্মিন্ পদ্মে মহামন্ত্রং জীবন্যাসং সমাচরেৎ।
পীঠদেবীঃ সমাবাহ্য ধ্যায়েদ্দেবীং জগৎপ্রিয়াম্ ॥ ৩

প্রভাতে গাত্রোত্থান করত নিত্যকর্ম্ম সমাধানান্তে 'হ্রৌং' মন্ত্রে আচমন-পূর্ব্বক 'ওঁ হুং ফট্' এই মন্ত্রে দিগ্বন্ধন করিবে; পরে মূলমন্ত্রে প্রাণায়াম করতঃ করাঙ্গন্যাস করিতে হইবে। হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদিরূপে ন্যাস করিতে হয়। অনন্তর অষ্টদলবিশিষ্ট পদ্ম অঙ্কনপূর্ব্বক তাহাতে দেবীর জীবন্যাস করিবে এবং পীঠদেবতার আবাহনপূর্ব্বক মূলের লিখিতানুসারে সুরসুন্দরীর ধ্যান করিবে॥ ৩

ধ্যানং যথা।—পূর্ণচন্দ্রনিভাং গৌরীং বিচিত্রাম্বরধারিণীম্।
পীনোত্তুঙ্গকুচাং বামাং সর্ব্বেষামভয়প্রদাম্॥ ৪

সুরসুন্দরীর ধ্যান।—দেবীর আকৃতি এইরূপ,—এই জগৎপ্রিয়া দেবীর বদন পূর্ণচন্দ্র সদৃশ, দেহ গৌরবর্ণ, পরিধানে বিচিত্র-বসন, স্তনদ্বয় উচ্চ ও স্থূল এবং ইনি সকলকে অভয়প্রদান করিয়া থাকেন॥ ৪

ইতি ধ্যাত্বা চ মূলেন দদ্যাৎ পাদ্যাদিকং শুভম্।
পুনর্ধূপং নিবেদ্যৈব নৈবেদ্যং মূলমন্ত্রতঃ।
গন্ধচন্দনতাম্বূলং সকর্পূরং সুশোভনম্॥ ৫

এইরূপে ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্রে দেবীর পূজা করিতে হয়। মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পাদ্যাদি দিয়া ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, গন্ধ, চন্দন ও সকর্পূর তাম্বূল নিবেদন করিবে॥ ৫

প্রণবান্তে ভুবনেশীমাগচ্ছ সুরসুন্দরি।
বহ্নে র্ভার্য্যা জপেন্মন্ত্রং ত্রিসন্ধ্যঞ্চ দিনে দিনে।
সহস্রৈকপ্রমাণেন ধ্যাত্বা দেবীং সদা বুধঃ॥ ৬

'হ্রীং আগচ্ছ সুরসুন্দরি স্বাহা' এইমন্ত্রে অর্চ্চনা করিবে। প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা ধ্যানপূর্ব্বক এক এক সহস্র জপ করিতে হয়॥ ৬

মাসান্তে ব্যাপ্য দিবসং বলিপূজাং সুশোভনাম্।
কৃত্বা চ প্রজপেন্মন্ত্রং নিশীথে যাতি সুন্দরী।
সুদৃঢ়ং সাধকং মত্বা যাতি সা সাধকালয়ে॥ ৭

একমাস জপ সমাপন হইলে মাসান্তদিনে বলি প্রভৃতিদ্বারা দেবীর অর্চ্চনা করিবে। পূজাশেষে পুনরায় জপ করিতে হয়; জপ করিতে করিতে অর্দ্ধনিশিসময়ে দেবী সাধককে সুদৃঢ় মনে করিয়া তৎসন্নিধানে উপস্থিত হন॥ ৭

সুপ্রসন্না সাধকাগ্রে সদা স্মেরমুখী ততঃ।
দৃষ্ট্বা দেবীং সাধকেন্দ্রো দদ্যাৎ পাদ্যাদিকং শুভম্॥
সুচন্দনং সুমনসো দত্ত্বাভিলসিতং বদেৎ॥ ৮

তিনি সাধকের নিকট প্রসন্নভাবে ও হাস্যমুখে উপস্থিত হইলে সাধক তাঁহাকে পাদ্যাদি সুচন্দন এবং উত্তম পুষ্প প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিয়া বর যাচ্ঞা করিবে॥ ৮

মাতরং ভগিনীং বাপি ভার্য্যাং বা ভক্তিভাবতঃ।
যদি মাতা তদা দেবী দ্রব্যঞ্চ সুমনোহরম্।
ভূপতিত্বং প্রার্থিতং যত্তদ্দদাতি দিনে দিনে।
পুত্রবৎ পালিতং লোকে সত্যং সত্যং সুনিশ্চিতম্॥ ৯

সাধক দেবীকে জননী, ভগিনী কিম্বা, পত্নী বলিয়া সম্বোধন করিবে। জননীভাবে পূজা করিলে বিবিধ দ্রব্য ও রাজ্য লাভ হয় এবং দেবী সুতনির্ব্বিশেষে সাধককে রক্ষা করেন॥ ৯

স্বসা দদাতি দ্রব্যঞ্চ দিব্যবস্ত্রং তথৈব চ।
দিব্যাং কন্যাং সমাদায় নাগকন্যাং দিনে দিনে॥ ১০

ভগিনীভাবে উপাসনা করিলে বিবিধ দ্রব্য, বসন, দিব্যকন্যা ও নাগকন্যা পর্য্যন্ত উপভোগার্থ আনিয়া দিয়া থাকেন ॥ ১০

যদ্ যদ্ ভবতি ভূতঞ্চ ভবিষ্যতীতি যৎ পুনঃ।
তৎসর্ব্বং সাধকেন্দ্রায় নিবেদয়তি নিশ্চিতম্ ॥
যদ্ যৎ প্রার্থয়তে সর্ব্বং সা দদাতি দিনে দিনে।
ভ্রাতৃবৎ পালিতং লোকে কামনাভির্ম্মনোগতৈঃ ॥ ১১

দেবী সাধককে ত্রিকালের ঘটনা বলিয়া দেন এবং সাধককে ভ্রাতৃভাবে রক্ষা ও তাহার যাবতীয় মনোরথ পূর্ণ করিয়া থাকেন ॥ ১১

ভার্য্যা স্যাদ্যদি সা দেবী সাধকস্য মনোহরা।
রাজেন্দ্রঃ সর্ব্বরাজানাং সংসারে সাধকোত্তমঃ ॥
স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে গতিঃ সর্ব্বত্র নিশ্চিতম্।
যদ্যদ্দদাতি সা দেবী কথিতুং নৈব শক্যতে।
তয়া সার্দ্ধঞ্চ সম্ভোগং করোতি সাধকোত্তমঃ।
অন্যস্ত্রীগমনং ত্যক্ত্বা অন্যথা নশ্যতি ধ্রুবম্ ॥ ১২

তাঁহাকে পত্নীভাবে উপাসনা করিলে সাধক জগতে সকল রাজার শ্রেষ্ঠ হন এবং ত্রিভুবনে তাঁহার গতি অপ্রতিহত হয়, আর দেবী তাঁহাকে অদৃষ্টপূর্ব্ব দ্রব্য সকল প্রদান করেন। পত্নীরূপে উপাসনা করিলে সাধক আর অন্য নারীতে রত হইতে পারিবে না; অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হইলে দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া তাহাকে সংহার করেন ॥ ১২

মনোহরা-সাধনম্।

ততোঽন্যৎ সাধনং বক্ষ্যে নির্ম্মিতং ব্রহ্মণা পুরা।
নদী-তীরং সমাসাদ্য কুর্য্যাৎ স্নানাদিকং ততঃ ॥

পূর্ব্ববৎ সকলং কার্য্যং চন্দনৈর্ম্মণ্ডলং লিখেৎ।
স্বমন্ত্রং তত্র সংলিখ্যাবাহ্য ধ্যায়েন্মনোহরাম্॥ ১

অতঃপর মনোহরা দেবীর সাধন বর্ণিত হইতেছে।—সাধক নদীতটে গমনপূর্ব্বক নিত্যকর্ম্ম সমাধানান্তে পূর্ব্ববৎ ন্যাসাদির অনুষ্ঠান করিবে। অনন্তর চন্দনদ্বারা মণ্ডলনির্ম্মাণপূর্ব্বক সেই মণ্ডলের অভ্যন্তরে দেবীর মন্ত্র বিন্যস্ত করতঃ মনোহরার ধ্যান করিবে॥ ১

ধ্যানং যথা—

কুরঙ্গনেত্রাং শরদিন্দুবক্ত্রাং বিম্বাধরাং চন্দনগন্ধলিপ্তাম্।
চীনাংশুকাং পীনকুচাং মনোজ্ঞাং শ্যামাং সদা কামদুঘাং বিচিত্রাম্॥ ২

মনোহরা দেবীর ধ্যান।—দেবীর আকৃতি এইরূপ।—মনোহরা দেবীর নেত্র মৃগনেত্রের ন্যায় সুদৃশ্য, বদন শরৎকালীন শশধরের ন্যায় সুশোভন, অধর বিম্বফলের ন্যায় অরুণবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গ সুগন্ধ চন্দনে অনুলিপ্ত, পরিধেয় চীনবস্ত্র এবং স্তনদ্বয় অতিশয় স্থূল, ইনি শ্যামবর্ণা, কামধেনুর ন্যায় সাধকের সকল কামনা পূর্ণ করেন এবং বিচিত্রবর্ণা॥ ২

এবং ধ্যাত্বা জপেদ্দেবীমগুরুধূপদীপকৈঃ।
গন্ধং পুষ্পরসঞ্চৈব তাম্বুলাদীংশ্চ মূলতঃ॥ ৩

ধ্যানান্তে যথাবিধি পূজা করিয়া জপ করিতে আরম্ভ করিবে। মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক অগুরু, ধূপ, দীপ, গন্ধ, পুষ্প, মধু ও তাম্বুল প্রভৃতি দ্বারা অর্চ্চনা করিতে হয়॥ ৩

তারং মায়া গচ্ছ মনোহরে পাবকবল্লভা।
কৃত্বাযুতং প্রতিদিনং জপেন্মন্ত্রং প্রসন্নধীঃ॥ ৪

'ওঁ হ্রীং মনোহরে আগচ্ছ স্বাহা,' এই মন্ত্র জপ করিবে। প্রত্যহ দশসহস্রসংখ্যা জপ করা বিধেয়॥ ৪

মাসান্তে ব্যাপ্য দিবসং কুর্য্যাচ্চ জপমুত্তমম্।
আনিশীথং জপেন্মন্ত্রং জ্ঞাত্বা চ সাধকং দৃঢ়ম্॥

গত্বা চ সাধকাভ্যাসে সুপ্রসন্না মনোহরা।
বরং বরয় শীঘ্রং ত্বং যত্তে মনসি বর্ত্ততে॥ ৫

এইপ্রকারে একমাস পরিপূর্ণ হইলে তৎপর দিন প্রভাতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত দিবস জপ করিবে। অর্দ্ধরাত্রি সময়ে দেবী প্রীতা হইয়া সাধকের সমীপে আগমন পূর্ব্বক তাহাকে অভিলষিত বর লইতে অনুমতি করেন। ৫

সাধকেন্দ্রোঽপি তাং ধ্যাত্বা পাদ্যাদ্যৈরর্চ্চয়েন্মুদা।
প্রাণায়ামং ষড়ঙ্গঞ্চ মায়য়া চ সমাচরেৎ॥ ৬

তখন সাধক পুনরায় ধ্যান করিয়া যথোপচারে অর্চ্চনা করিবে। মনোহরা দেবীর আরাধনাতে হ্রীং মন্ত্রে প্রাণায়াম এবং হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি রূপে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে॥ ৬

সদ্যোমাংসং বলিং দত্বা পূজয়েচ্চ সমাহিতঃ।
চন্দনোদকপুষ্পেণ ফলেন চ মনোহরাম্॥ ৭

অনন্তর সাধক সংযতচিত্তে সদ্যোমাংসে বলি প্রদান করিয়া চন্দন জল ও বিবিধ কুসুমদ্বারা মনোহরার অর্চ্চনা করিবে। ৭

ততোঽর্চ্চিতা প্রসন্না সা পুষ্যাতি প্রার্থিতঞ্চ যৎ।
স্বর্ণং শতং সাধকায় দদাতি সা দিনে দিনে॥ ৮

এইপ্রকারে অর্চ্চনা করিলে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া সাধকের মনোরথ পরিপূর্ণ করেন এবং প্রত্যহ সাধককে একশত স্বর্ণমুদ্রা অর্পণ করিয়া থাকেন॥ ৮

সবিশেষং ব্যয়ং কুর্য্যাৎ স্থিতে তত্তু ন দাস্যতি॥ ৯

সাধক প্রত্যহ সেই সকল অর্থ ব্যয় করিবে, নতুবা দেবী ক্রুদ্ধা হন, এবং তৎপরদিন হইতে আর কপর্দ্দকও প্রদান করেন না॥ ৯

অন্যস্ত্রী গমনন্তস্য ন ভবেৎ সত্যমীরিতম্।
অব্যাহতগতিস্তস্য ভবতীতি ন সংশয়ঃ।
ইয়ং তে কথিতা বিদ্যা সুগোপ্যা যা সুরাসুরৈঃ।
তব স্নেহেন ভক্ত্যা চ বক্ষ্যেহহং পরমেশ্বরি ॥ ১০

মনোহরার সাধন করিলে সাধককে অন্য নারীর সহবাস পরিহার করিতে হইবে। মনোহরার প্রসাদে সর্ব্বত্রই সাধকের গতি অপ্রতিহত হয়। এই সাধন অতীব গোপনীয়, তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ এবং তোমার ভক্তিতে প্রীত হইয়া ইহা প্রকাশ করিলাম ॥ ১০

কনকবতীসাধনম্।

ততোহন্যৎসাধনং বক্ষ্যে শৃণুষ্বৈকমনাঃ প্রিয়ে ॥
গত্বা বটতলং দেবীং পূজয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ১

এক্ষণ কনকবতীসাধন কথিত হইতেছে।—মহাদেব গৌরীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, প্রিয়তমে! অধুনা অন্যপ্রকার সাধন বলিতেছি, অবহিতমনে শ্রবণ কর। কনকবতীকে আরাধনা করিতে হইলে বটতরুর মূলে ইঁহার পূজা করিতে হয় ॥ ১

প্রাণায়ামং ষড়ঙ্গঞ্চ মায়য়াথ সমাচরেৎ।
সদ্যোমাংসং বলিং দত্ত্বা পূজয়েত্তাং সমাহিতঃ ॥
অর্ঘ্যমুচ্ছিষ্টরক্তেন দদ্যাত্তস্যৈ দিনে দিনে ॥ ২

'হ্রীং' এই বীজদ্বারা প্রাণায়াম এবং হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি রূপে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে। সাধক সংযতচিত্তে সদ্যোমাংস দ্বারা বলি অর্পণ পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবে। উচ্ছিষ্ট শোণিতদ্বারা অর্ঘ্যার্পণ করত প্রত্যহ অর্চ্চনা করাই বিধেয় ॥ ২

ধ্যানং যথা।—প্রচণ্ডবদনাং দেবীং পক্কবিম্বাধরাং প্রিয়ে।
রক্তাম্বরধরাং বালাং সর্ব্বকামপ্রদাং শুভাম্ ॥

ইঁহাকে এইরূপে ধ্যান করিবে,—ইনি করালবদনা, ইঁহার অধর সুপক্ক বিম্বফলের ন্যায় রক্তবর্ণ, পরিধান রক্তবসন, ইনি বালিকারূপিণী এবং সাধকের সকল কামনা পরিপূর্ণ করেন। ৩

এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রমযুতং সাধকোত্তমঃ।
সপ্তদিনং সমভ্যর্চ্চ্য চাষ্টমে বিধিবচ্চরেৎ ॥ ৪

এইপ্রকারে ধ্যান করত প্রত্যহ দশসহস্র সংখ্যায় জপ করিবে। সপ্তাহ এইরূপ পূজা ও মন্ত্রজপ করিয়া অষ্টম দিবসে বিধানানুসারে পূজা করিবে ॥ ৪

কায়েন মনসা বাচা পূজয়েচ্চ দিনে দিনে।
তারং মায়া তথা কূর্চ্চং রক্ষ কর্ম্মণি তদ্বহিঃ ॥
আগচ্ছ কনকান্তে তু বতি স্বাহা মহামনুঃ ॥ ৫

একচিত্তে ভক্তিসহকারে প্রত্যহ এইরূপে পূজা করিতে হয়। "ওঁ হ্রীং হুং রক্ষ কর্ম্মণি আগচ্ছ কনকবতি স্বাহা" ইহাই পূজার মন্ত্র এবং এই মন্ত্রই জপ করিতে হইবে ॥ ৫

আনিশীথং জপেন্মন্ত্রং বলিং দত্বা মনোহরম্।
সাধকেন্দ্রং দৃঢ়ং মত্বা আয়াতি সাধকালয়ে ॥ ৬

সাধক দেবীকে উত্তম বলি প্রদানপূর্ব্বক অর্দ্ধরাত্রিপর্য্যন্ত জপ করিবে। অনন্তর সাধককে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দেখিয়া কনকবতী প্রসন্নমনে তাহার আলয়ে উপনীত হইবেন ॥ ৬

সাধকেন্দ্রোঽপি তাং দৃষ্ট্বা দদ্যাদর্ঘ্যাদিকং ততঃ ॥ ৭

সাধকও অমনি তাঁহাকে দেখিয়া অর্ঘ্যাদি সহকারে তাঁহার অর্চ্চনা করিবে ॥ ৭

ততঃ সপরিবারেণ ভার্য্যা স্যাৎ কামভোজনৈঃ।
বস্ত্রভূষাদিকং ত্যক্ত্বা যাতি সা নিজমন্দিরম্ ॥ ৮

দেবী তুষ্ট হইয়া অনুচারিণীগণের সহিত সাধকের পত্নী হইয়া তাহাকে অভীপ্সিত ভক্ষ্যাদি অর্পণ করিবেন এবং আপনার অলঙ্কারাদি পর্য্যন্ত পরিহারপূর্ব্বক নিজালয়ে গমন করেন ॥ ৮

এবং ভার্য্যা ভবেন্নিত্যং সাধকাজ্ঞানুরূপতঃ।
আত্মভার্য্যাং পরিত্যজ্য ভজেত্তাঞ্চ বিচক্ষণঃ ॥ ৯

এই প্রকারে কনকবতীকে লাভ করিয়া সাধক আপন পত্নীকে ছাড়িয়া তাহাতেই রত থাকিবে ॥ ৯

কামেশ্বরী-সাধনম্।

ততঃ কামেশ্বরীং বক্ষ্যে সর্ব্বকামফলপ্রদাম্।
প্রণবং ভুবনেশানীং চাগচ্ছ কামেশ্বরি ততঃ।
বহ্নের্ভার্য্যা মহামন্ত্রঃ সাধকানাং সুখাবহঃ ॥ ১

অনন্তর কামেশ্বরীসাধন কথিত হইতেছে।—'ওঁ হ্রীং আগচ্ছ কামেশ্বরি স্বাহা,' এই মন্ত্রদ্বারা ইহাঁর সাধনা করিতে হয়, উক্ত মন্ত্র পরম সুখপ্রদ ॥ ১

পূর্ব্ববৎ সকলং কৃত্বা ভূর্জ্জপত্রে সুশোভনে।
গোরোচনাভিঃ প্রতিমাং বিনির্ম্মায় স্বলঙ্কৃতাম্ ॥ ২

সাধক পূর্ব্বোক্ত সাধনের নিয়মানুসারে অর্চ্চনাদি করিয়া পরিষ্কৃত ভূর্জ্জপত্র আনয়ন পূর্ব্বক তাহাতে গোরোচনাদ্বারা দেবীর প্রতিরূপ অঙ্কিত করিবে ॥ ২

শয্যামারুহ্য প্রজপেন্মন্ত্রমেকমনাস্ততঃ।
সহস্রৈকপ্রমাণেন মাসমেকং জপেদ্বুধঃ।
ঘৃতেন মধুনা দীপং দত্বাচ্চ সুসমাহিতঃ ॥ ৩

তৎপর শয্যায় সমাসীন হইয়া একমনে উল্লিখিত মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে। প্রত্যহ একসহস্র সংখ্যায় একমাস যাবৎ জপ করিতে হইবে। যৎকালে পূজা কিম্বা জপ করিবে, তখন ঘৃত ও মধুদ্বারা গৃহে প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিবে ॥ ৩

ধ্যানং যথা।—কামেশ্বরীং শশাঙ্কাস্যাং চলৎখঞ্জনলোচনাম্।
সদা লোলগতিং কান্তাং কুসুমাস্ত্রশিলীমুখীম্ ॥ ৪

কামেশ্বরী দেবীকে এইরূপে ধ্যান করিতে হইবে;—দেবীর বদন পূর্ণশশধরের ন্যায়, নয়ন খঞ্জনবৎ চঞ্চল, করে পুষ্প ও বাণ এবং ইঁহার গতি চঞ্চল ॥ ৪

এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং নিশীথে যাতি সা তদা।
দৃষ্ট্বা তু সাধকশ্রেষ্ঠমাজ্ঞাং দেহীতি তং বদেৎ ॥ ৫

এই প্রকার ধ্যানে অর্চ্চনা করিয়া জপ করিলে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া সাধকের গৃহে আগমন পূর্ব্বক বলেন যে, "তোমার কি আদেশ পালন করিতে হইবে বল?" ৫

স্ত্রীভাবেন তদা তস্যৈ দদ্যাৎ পাদ্যাদিকং ততঃ।
সুপ্রসন্না মুদা দেবী সাধকং তোষয়েৎ সদা।
অন্নাদ্যৈরতিভোগেন পতিবৎ পালয়েৎ সদা ॥ ৬

তাহা শুনিয়া সাধক দেবীকে পত্নীভাবে পাদ্যাদিদ্বারা অর্চ্চনা করিবে। পরে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া সাধকের প্রীতিসম্পাদন করেন এবং নানাবিধ ভক্ষ্যভোজ্য দ্বারা তাহাকে স্বামীবৎ রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ৬

নীত্বা রাত্রৌ সুখৈশ্বর্য্যং দত্ত্বা চ বিপুলং ধনম্।
বস্ত্রালঙ্কারদ্রব্যাদীন্ প্রভাতে যাতি নিশ্চিতম্।
এবং প্রতিদিনং তস্য সিদ্ধিঃ স্যাৎ কামরূপতঃ ॥ ৭

দেবী তুষ্ট হইয়া অনুচারিণীগণের সহিত সাধকের পত্নী হইয়া তাহাকে অভীপ্সিত ভক্ষ্যাদি অর্পণ করিবেন এবং আপনার অলঙ্কারাদি পর্য্যন্ত পরিহারপূর্ব্বক নিজালয়ে গমন করেন ॥ ৮

এবং ভার্য্যা ভবেন্নিত্যং সাধকাজ্ঞানুরূপতঃ।
আত্মভার্য্যাং পরিত্যজ্য ভজেত্তাঞ্চ বিচক্ষণঃ ॥ ৯

এই প্রকারে কনকবতীকে লাভ করিয়া সাধক আপন পত্নীকে ছাড়িয়া তাহাতেই রত থাকিবে ॥ ৯

কামেশ্বরী-সাধনম্।

ততঃ কামেশ্বরীং বক্ষ্যে সর্ব্বকামফলপ্রদাম্।
প্রণবং ভুবনেশানীং চাগচ্ছ কামেশ্বরি ততঃ।
বহ্নের্ভার্য্যা মহামন্ত্রঃ সাধকানাং সুখাবহঃ ॥ ১

অনন্তর কামেশ্বরীসাধন কথিত হইতেছে।—'ওঁ হ্রীং আগচ্ছ কামেশ্বরি স্বাহা,' এই মন্ত্রদ্বারা ইহাঁর সাধনা করিতে হয়, উক্ত মন্ত্র পরম সুখপ্রদ ॥ ১

পূর্ব্ববৎ সকলং কৃত্বা ভূর্জ্জপত্রে সুশোভনে।
গোরোচনাভিঃ প্রতিমাং বিনির্ম্মায় স্বলঙ্কৃতাম্ ॥ ২

সাধক পূর্ব্বোক্ত সাধনের নিয়মানুসারে অর্চ্চনাদি করিয়া পরিষ্কৃত ভূর্জ্জপত্র আনয়ন পূর্ব্বক তাহাতে গোরোচনাদ্বারা দেবীর প্রতিরূপ অঙ্কিত করিবে ॥ ২

শয্যামারুহ্য প্রজপেন্মন্ত্রমেকমনাস্ততঃ।
সহস্রৈকপ্রমাণেন মাসমেকং জপেদ্বুধঃ।
ঘৃতেন মধুনা দীপং দদ্যাচ্চ সুসমাহিতঃ ॥ ৩

তৎপর শয্যায় সমাসীন হইয়া একমনে উল্লিখিত মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে। প্রত্যহ একসহস্র সংখ্যায় একমাস যাবৎ জপ করিতে হইবে। যৎকালে পূজা কিম্বা জপ করিবে, তখন ঘৃত ও মধুদ্বারা গৃহে প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিবে ॥ ৩

ধ্যানং যথা।—কামেশ্বরীং শশাঙ্কাস্যাং চলৎখঞ্জনলোচনাম্।

সদা লোলগতিং কান্তাং কুসুমাস্ত্রশিলীমুখীম্ ॥ ৪

কামেশ্বরী দেবীকে এইরূপে ধ্যান করিতে হইবে ;—দেবীর বদন পূর্ণশশধরের ন্যায়, নয়ন খঞ্জনবৎ চঞ্চল, করে পুষ্প ও বাণ এবং ইঁহার গতি চঞ্চল ॥ ৪

এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং নিশীথে যাতি সা তদা।

দৃষ্ট্বা তু সাধকশ্রেষ্ঠমাজ্ঞাং দেহীতি তং বদেৎ ॥ ৫

এই প্রকার ধ্যানে অর্চ্চনা করিয়া জপ করিলে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া সাধকের গৃহে আগমন পূর্ব্বক বলেন যে, "তোমার কি আদেশ পালন করিতে হইবে বল ?" ৫

স্ত্রীভাবেন তদা তস্যৈ দদ্যাৎ পাদ্যাদিকং ততঃ।

সুপ্রসন্না মুদা দেবী সাধকং তোষয়েৎ সদা।

অন্নাদ্যৈরতিভোগেন পতিবৎ পালয়েৎ সদা ॥ ৬

তাহা শুনিয়া সাধক দেবীকে পত্নীভাবে পাদ্যাদিদ্বারা অর্চ্চনা করিবে। পরে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া সাধকের প্রীতিসম্পাদন করেন এবং নানাবিধ ভক্ষ্যভোজ্য দ্বারা তাহাকে স্বামীবৎ রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ৬

নীত্বা রাত্রৌ সুখৈশ্বর্য্যং দত্ত্বা চ বিপুলং ধনম্।

বস্ত্রালঙ্কারদ্রব্যাদীন্ প্রভাতে যাতি নিশ্চিতম্।

এবং প্রতিদিনং তস্য সিদ্ধিঃ স্যাৎ কামরূপতঃ ॥ ৭

তিনি প্রত্যহ সাধকের সহিত নিশাবাস করিয়া নানাবিধ ধন এবং বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি প্রদানপূর্ব্বক প্রত্যুষে স্বস্থানে প্রস্থান করেন। প্রত্যহই এই প্রকারে সাধকের মনোরথ পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন॥ ৭

রতিসুন্দরী-সাধনম্।

ততঃ পটে বিনির্ম্মায় পুত্তলীং ধ্যানরূপতঃ॥ ১

অনন্তর রতিসুন্দরী সাধনপ্রণালী কথিত হইতেছে।—ইঁহার ধ্যানের অনুরূপ পটে প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া পূজা করিতে হয়॥ ১

ধ্যানং যথা।—সুবর্ণবর্ণাং গৌরাঙ্গীং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাং।
নূপুরাঙ্গদহারাঢ্যাং রম্যাঞ্চ পুষ্করেক্ষণাম্॥ ২

ইহাঁর আকৃতি এইরূপ,—দেবী কাঞ্চনবর্ণা, গৌরাঙ্গী এবং বিবিধ বিভূষণে সুশোভিতা। ইহাঁর অঙ্গে নূপুর, হার, অঙ্গদ প্রভৃতি অলঙ্কার শোভা পাইতেছে; ইঁহার নয়নদ্বয় প্রফুল্ল কমলের ন্যায় মনোহর॥ ২

এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং দত্ত্বা চ পাদ্যমুত্তমম্।
সচন্দনেন পুষ্পেণ জাতীপুষ্পেণ সাধকঃ॥
গুগ্গুলুধূপদীপৌ চ দদ্যান্মুলেন সাধকঃ॥ ৩

এই প্রকার ধ্যানকরিয়া পাদ্য, সচন্দন, পুষ্পও জাতিপুষ্প প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য দ্বারা পূজা ও জপ করিবে, মূলমন্ত্রদ্বারা গুগ্গুল, ধূপ, দীপ অর্পণ করিতে হয়॥ ৩

মন্ত্রস্তু।—তারং মায়া তথাগচ্ছ রতিসুন্দরি পদং ততঃ।
বহ্নিজায়াষ্টসাহস্রাং জপেন্মন্ত্রং দিনে দিনে॥ ৪

ওঁ হ্রীং আগচ্ছ রতিসুন্দরি স্বাহা, ইহাই জপের মন্ত্র। এই মন্ত্র প্রত্যহ আটহাজার করিয়া জপ করিবে॥ ৪

মাসান্তে দিবসং বাপ্য কুর্য্যাৎ পূজাদিকং শুভম্।
ঘৃতদীপং তথা গন্ধং পুষ্পতাম্বুলমেব চ।
তাবন্মন্ত্রং জপেদ্বিদ্বান্ যাবদায়াতি সুন্দরী ॥ ৫

এই প্রকারে একমাস জপ করা হইলে তৎপরদিন পুনরায় অর্চ্চনা করিবে। যাবৎ দেবী আবির্ভূতা না হন, তাবৎ ঘৃতপ্রদীপ, গন্ধ, কুসুম ও তাম্বুলাদি নিবেদনপূর্ব্বক জপ করিতে থাকিবে ॥ ৫

জ্ঞাত্বা দৃঢ়ং সাধকেন্দ্রং নিশীথে যাতি নিশ্চিতং।
ততস্তামর্চ্চয়েদ্ভক্ত্যা জাতীকুসুমমালয়া ॥ ৬

দেবী সাধককে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জানিয়া অর্দ্ধরাত্রিকালে আগমন করিবেন। অমনি সাধক জাতিকুসুমের মালাদ্বারা ভক্তি সহকারে তাঁহার অর্চ্চনা করিবে ॥ ৬

সুসন্তুষ্টা সাধকেন্দ্রং তোষয়েদ্রতিভোজনৈঃ।
ভূত্বা ভার্য্যা চ সা তস্মৈ দদাতি বাঞ্ছিতং বরম্।
ভূষাদিকং পরিত্যজ্য প্রভাতে যাতি সা ধ্রুবম্ ॥ ৭

তখন দেবী প্রসন্না হইয়া বিবিধ ভোজ্য ও রতিদানপূর্ব্বক সাধকের তৃপ্তিসাধন করেন এবং পত্নী হইয়া সাধককে মনোনীত বর দান করিয়া থাকেন। দেবী সাধকের সহিত নিশাযাপন করিয়া যাবতীয় অলঙ্কারাদি প্রদানপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করেন এবং প্রতিদিনই সাধকের আজ্ঞাক্রমে আগমন করিয়া থাকেন। রতিসুন্দরী সিদ্ধি হইলে সাধক তাঁহাতেই আসক্ত থাকিবে, অন্য স্ত্রী সহবাস করিলে দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া তাহাকে সংহার করেন। প্রান্তরে বা বিরল প্রদেশে এই সাধন করিতে হয় ॥ ৭

পদ্মিনী-সাধনম্।

ততোহন্যৎসাধনং বক্ষ্যে স্বগৃহে শিবসন্নিধৌ।
বেদাদ্যং ভুবনেশীঞ্চাগচ্ছ পদ্মিনী বল্লভা ॥ ১

অনন্তর পদ্মিনীসাধন বলা যাইতেছে।—আপন গৃহে কিম্বা শিবমন্দিরে ইঁহার সাধনা করিতে হয়। ওঁ হ্রীং আগচ্ছ পদ্মিনি স্বাহা, এই মন্ত্রে আরাধনা করিবে ॥ ১

পাবকস্য মহামন্ত্রং পূর্ব্ববৎ সকলং ততঃ।
মণ্ডলং চন্দনৈঃ কৃত্বা মূলমন্ত্রং লিখেত্ততঃ ॥ ২

পূর্ব্বলিখিতরূপে [illegible] দ করিয়া চন্দনদ্বারা একটী মণ্ডল অঙ্কিত করিতে হইবে, পরে সেই মণ্ডলে মূলমন্ত্র বিন্যস্ত করিয়া তাহাতেই পূজা করিতে হয় ॥ ২

ধ্যানং যথা।—পদ্মাননাং শ্যামবর্ণাং পীনোত্তুঙ্গপয়োধরাম্।
কোমলাঙ্গীং স্মেরমুখীং রক্তোৎপলদলেক্ষণাম্ ॥ ৩

দেবীর ধ্যান এইরূপ,—দেবী কমলবদনা ও শ্যামাঙ্গী, ইঁহার কুচযুগল পীনোন্নত, শরীর সুকুমার, লোচন রক্তপদ্মবৎ এবং ইঁহার মুখ নিরন্তর সুমধুর হাস্যে পরিপূর্ণ ॥ ৩

এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং সহস্রঞ্চ দিনে দিনে।
মাসান্তে পূর্ণিমাং প্রাপ্য বিধিবৎ পূজয়েৎ সদা ॥
আনিশীথং জপেন্মন্ত্রং দৃঢ়াভ্যাসেন সাধকঃ ॥ ৪

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া যথাবিধি অর্চ্চনা করতঃ প্রত্যহ একসহস্র সংখ্যায় মন্ত্র জপ করিবে। একমাস পরে তৎপরদিন পৌর্ণমাসীতে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত জপ করিতে থাকিবে ॥ ৪

সর্ব্বত্র কুশলং জ্ঞাত্বা যাতি সা সাধকালয়ম্।
ভূত্বা ভার্য্যা সাধকং হি সাধয়েদ্বিবিধৈরপি॥

ভোজ্যৈর্দ্দিব্যৈর্ভূষণাদ্যৈঃ পদ্মিনী সা দিনে দিনে।
পতিবৎ পালিতং লোকে নিত্যং স্বর্গে চ সর্ব্বদা।
ত্যক্ত্বা ভার্য্যাং ভজেত্তাঞ্চ সাধকেন্দ্রঃ সদা প্রিয়ে॥ ৫

পরে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া তাহার গৃহে আবির্ভূতা হইয়া সাধকের পত্নী-রূপে তাহাকে বিবিধ ভোজ্য ও বিভূষণাদি অর্পণ করিবেন এবং পতির ন্যায় তাহাকে প্রত্যহ শুশ্রূষা করিতে থাকিবেন। তদবধি সাধককে অন্য রমণী পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র পদ্মিনীতেই আসক্ত থাকিতে হইবে॥ ৫

নটিনী-সাধনম্।

ততো বক্ষ্যে মহাবিদ্যাং বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা।
জ্ঞাত্বা যাং সাধিতা বিদ্যা বলা চাতিবলা প্রিয়ে॥ ১

অতঃপর নটিনীসাধন বলা যাইতেছে।—মহামতি বিশ্বামিত্রঋষি ইঁহাকে সাধন করিয়াছিলেন। ইঁহারই প্রসাদে ঋষিবর বলা ও অতিবলা বিদ্যা প্রাপ্ত হন॥ ১

মন্ত্রস্তু।—প্রণবান্তে মহামায়া নটিনি পাবকপ্রিয়া।
মহাবিদ্যেতি কথিতা গোপনীয়া প্রযত্নতঃ॥ ২

ওঁ হ্রীং নটিনি স্বাহা, এই মন্ত্রে ইঁহার আরাধনা করিতে হয়, ইহা পরম গোপনীয়॥ ২

অশোকস্য তটং গত্বা স্নানং পূর্ব্ববদাচরেৎ।
মূলমন্ত্রেণ সকলং কুর্য্যাচ্চ সুসমাহিতঃ॥ ৩

এই মন্ত্রের সাধনা করিতে হইলে অশোকতরুর মূলদেশে গিয়া পূর্ব্ববৎ স্নানপূর্ব্বক মূলমন্ত্রে অর্চ্চনা করিতে হয়॥ ৩

ধ্যানং যথা।—ত্রৈলোক্যমোহিনীং গৌরীং বিচিত্রাম্বরধারিণীম্।
বিচিত্রালঙ্কৃতাং রম্যাং নর্ত্তকীবেশধারিণীম্॥ ৪

দেবীকে এইরূপে ধ্যান করিবে,—দেবী গৌরাঙ্গী, বিবিধ ভূষণে বিভূষণা, বিচিত্রবসনা, এবং নর্ত্তকীবেশধারিণী ; ইঁহার রূপলাবণ্যে ত্রিলোক বিমোহিত হইয়া থাকে ॥ ৪

এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং সহস্রঞ্চ দিনে দিনে।
মাংসোপহারৈঃ সম্পূজ্য ধূপং দীপং নিবেদয়েৎ ॥
গন্ধচন্দনতাম্বূলং দদ্যাত্তস্যৈ সদা বুধঃ ॥ ৫

এই প্রকার ধ্যানদ্বারা যথাবিধি পূজা করত প্রত্যহ সহস্র সংখ্যায় জপ করিবে। অর্চ্চনাকালে মাংস ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, গন্ধ, পুষ্প, তাম্বুল প্রভৃতি উপহার প্রদান করিতে হয় ॥ ৫

মাসমেকন্তু তাং ভক্ত্যা পূজয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥
মাসান্তে দিবসং প্রাপ্য কুর্য্যাচ্চ পূজনং মহৎ ॥ ৬

এই প্রকারে একমাস যথানিয়মে পূজা ও জপ করিয়া মাস পরিপূর্ণ হইবার পরদিন পুনরায় বিধানানুসারে মহাপূজা করিবে ॥ ৬

অর্দ্ধরাত্রৌ ভয়ং দত্বা কিঞ্চিৎ সাধকসত্তমে।
সুদৃঢ়ং সাধকং মত্বা যাতি সা সাধকালয়ম্ ॥
বিদ্যাভিঃ সকলাভিশ্চ কিঞ্চিৎ স্মেরমুখী ততঃ।
বরং বরয় শীঘ্রং ত্বং যত্তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ৭

সেই দিন নিশীথসময়ে দেবী আগমনপূর্ব্বক বিভীষিকা প্রদর্শন করেন, কিন্তু তাহাতে ভয় না পাইয়া মন্ত্রজপ করাই সাধকের কর্ত্তব্য। তখন দেবী সন্তুষ্টা হইয়া সাধকের নিকট আগমন পূর্ব্বক তাহাকে বর লইতে অনুমতি করেন ॥ ৭

তৎশ্রুত্বা সাধকশ্রেষ্ঠো ভাবয়েন্মনসা ধিয়া।
মাতরং ভগিনীং বাপি ভার্য্যাং বা প্রীতিভাবতঃ।
কৃত্বা সন্তোষয়েত্তক্ত্যা নটিনী তৎ করোত্যলং ॥ ৮

তখন সাধকও স্বীয় অভিলাষানুসারে দেবীকে জননী, ভগিনী কিম্বা পত্নী বলিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক ভক্তি প্রদর্শন করতঃ তাঁহার প্রীতিসাধন করিবে। ইহাতে নটিনী প্রসন্না হইয়া সাধকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন ॥ ৮

মাতা স্যাদ্‌যদি সা দেবী পুত্রবৎ পালিতং মুদা।
স্বর্ণশতং সিদ্ধিদ্রব্যং দদাতি সা দিনে দিনে ॥ ৯

দেবীকে জননীভাবে আরাধনা করিলে দেবীও সাধককে সুতনির্ব্বিশেষে রক্ষা করেন এবং প্রত্যহ এক শত স্বর্ণমুদ্রা ও বাঞ্ছিত বস্তু সমর্পণ করিয়া থাকেন ॥ ৯

ভগিনী যদি সা কন্যাং দেবস্য নাগকন্যকাম্।
রাজকন্যাং সমানীয় দদাতি সা দিনে দিনে।
অতীতানাগতাং বার্ত্তাং সর্ব্বাং জানাতি সাধকঃ ॥ ১০

ভগিনীভাবে দেবীকে ভজনা করিলে দেবী প্রত্যহ নাগকন্যা ও রাজনন্দিনী আনিয়া সাধককে প্রদান করেন এবং সাধক ভূত ভবিষ্যৎ যাবতীয় ঘটনা বলিতে পারে ॥ ১০

ভার্য্যা স্যাদ্ যদি সা দেবী দদাতি বিপুলং ধনম্।
অন্নাদ্যৈরুপচারৈস্তু দদাতি কামভোজনম্।
স্বর্ণশতং সদা তস্মৈ দদাতি সা ধ্রুবং প্রিয়ে ॥ ১১

দেবীকে পত্নীভাবে আরাধনা করিলে দেবী প্রত্যহ প্রচুর সম্পত্তি, বিবিধ ভোজ্য ও একশত স্বর্ণমুদ্রা অর্পণ করিয়া থাকেন ॥ ১১

অথ ভূতিনীসিদ্ধিঃ।

ভূতিনীসাধনং বক্ষ্যে ক্রোধরাজেন ভাষিতম্।
দরিদ্রাণাং হিতার্থায় সংসারার্ণবতারকম্ ॥ ১

অনন্তর ভূতিনীসাধন কথিত হইতেছে।—অধুনা দরিদ্রগণের হিতসাধনার্থ ক্রোধরাজের বর্ণিত ভূতিনীসাধন বলা যাইতেছে। এই সাধন ভবসাগরের উদ্ধারকারক ॥ ১

সা ভূতিনী কুণ্ডলধারিণী চ সিন্দুরিণী চাপ্যথ হারিণী চ।
নটী তথা চাতিনটী চ চেটিকা কামেশ্বরী চাপি কুমারিকা চ॥
ভার্য্যাভ্রাতৃভগিন্যশ্চ স্বেচ্ছয়ৈব ভবন্তি হি ॥ ২

ভূতিনী কুণ্ডলধারিণী, সিন্দুরিণী, নটী, অতিনটী, চেটিকা, কামেশ্বরী এবং কুমারিকা প্রভৃতি নানাবিধ আকার ধারণপূর্ব্বক সাধকের অভিলাষানুসারে পত্নী, জননী কিম্বা ভগিনীরূপে আবির্ভূতা হইয়া মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন ॥ ২

ওঁ হ্রৌং ক্রূং ক্রূং ক্রূং কটু কটু।
ওঁ অমুকং ক্রূং ক্রূং ক্রূং ওঁ অঃ॥
চম্পাবৃক্ষতলে রাত্রৌ জপেদষ্টসহস্রকম্।
দিনানি ত্রীণি জপান্তে উদয়ার্চ্চনমাচরেৎ ॥ ৩

নিশাযোগে চম্পকতরুর মূলে সমাসীন হইয়া মূলের লিখিত মন্ত্র আট সহস্র জপ করিতে হইবে। তিন দিন যথানিয়মে জপ করিয়া পরদিন মহাপূজা করিতে হইবে॥ ৩

ধূপঞ্চ গুগ্‌গুলুং দত্বা পুনারাত্রৌ জপেন্মনুম্।
অর্দ্ধরাত্রিগতে দেবী সমাগচ্ছতি ভূতিনী ॥ ৪

অনন্তর গুগ্‌গুলদ্বারা ধূপ দিয়া পুনরায় মন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিবে। নিশার অর্দ্ধাংশ সমতীত হইলে ভূতিনী সমাগতা হইবেন ॥ ৪

দত্ত্বাদগন্ধোদকেনার্ঘ্যং তুষ্টা মাত্রাদিকা ভবেৎ।
মাতেত্যষ্টশতানাঞ্চ বস্ত্রালঙ্কার-ভোজনম্ ॥ ৫

তখন সাধক চন্দনজলদ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিবে। পরে ভূতিনী সাধকের অভিলাষানুসারে জননী, ভগিনী ও পত্নী হইয়া থাকেন। জননী হইলে বিবিধ বসন, ভূষণ ও ভোজন প্রদান করেন ॥ ৫

ভগিনী চেত্তদা নারীং দূরাদাকৃষ্য সুন্দরীম্।
রসং রসাঞ্জনং দিব্যং বিধানঞ্চ প্রযচ্ছতি ॥ ৬

ভগিনী হইলে দূরস্থান হইতে রূপবতী রমণী আনিয়া দেন এবং বিবিধ রসায়ন ভক্ষ্যদ্রব্য অর্পণ করেন ॥ ৬

ভার্য্যা চ পৃষ্ঠমারোপ্য স্বর্গং নয়তি কামিতা।
দীনারাণাং সহস্রাণি নিত্যং রসরসায়নম্।
ভোজনং কামিকং দেবী সাধকায় প্রযচ্ছতি ॥ ৭

আর পত্নী হইলে সাধককে পৃষ্ঠোপরি আরূঢ় করাইয়া সুরধামে লইয়া যান এবং প্রত্যহ সহস্রসংখ্যক কাঞ্চনমুদ্রা ও বিবিধ রসসমন্বিত বাঞ্ছিত ভক্ষদ্রব্য অর্পণ করিয়া থাকেন ॥ ৭

——

অথ বেতালসিদ্ধিঃ।

তদুক্তং কুলচূড়ামণৌ।

ভৈরব উবাচ।—বেতালাদিমহাসিদ্ধিঃ কথং ভবতি চণ্ডিকে।
তন্মে কথয় দেবেশি যদি স্নেহোঽস্তি মাং প্রতি ॥ ১

অতঃপর বেতালাদিসিদ্ধি কথিত হইতেছে।—ভৈরব চণ্ডিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে চণ্ডিকে! যদি আমার প্রতি তোমার স্নেহদৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে কি প্রকারে বেতালাদি সিদ্ধি করিতে হয়, তাহা বল ॥ ১

দেব্যুবাচ।—নিম্ববৃক্ষোদ্ভবং কাষ্ঠং শ্মশানে সাধকোত্তমঃ।
ভৌমবারে মধ্যরাত্রৌ গতা কুলযুগান্বিতঃ ॥

খনিত্বা চাষ্টলক্ষং বৈ জপেন্মহিষমর্দ্দিনীম্।
তৎসহস্রং হুনেত্তদ্বত্তত্রৈব পিতৃকাননে॥ ২

ভৈরবের জিজ্ঞাসানুসারে চণ্ডিকা কহিলেন, কুলতিথি ও কুলনক্ষত্রে কুজবারে নিশীথসময়ে সাধক শ্মশানে নিম্বকাষ্ঠ প্রোথিত করিয়া তথায় সমাসীন হইয়া এক লক্ষ অষ্টবার মহিষমর্দ্দিনীমন্ত্র জপ করিবে। পরে তথায়ই সহস্রসংখ্যক হোম করিতে হইবে॥ ২

কাষ্ঠমুদ্ধৃত্য তস্মিন্ বৈ দণ্ডপাদুকচিহ্নিতম্।
কৃত্বা দুর্গাষ্টমীরাত্রৌ শ্মশানে নিক্ষিপেত্ততঃ।
তস্যোপরি শবং কৃত্বা পূজয়িত্বা যথাবিধি॥ ৩

পরে সেই প্রোথিত নিম্বকাষ্ঠ সমুত্তোলনপূর্ব্বক তাহাতে দণ্ড ও পাদুকা অঙ্কন করিবে। অনন্তর দুর্গাষ্টমী দিবসে নিশাভাগে সেই কাষ্ঠ শ্মশানে ফেলিয়া তদুপরি শবস্থাপনপূর্ব্বক বিধানানুসারে অর্চ্চনা করিবে॥ ৩

শবাসনগতো বীরো জপেদষ্টসহস্রকম্।
ততো মাতৃবলিং দত্ত্বা কাষ্ঠমামন্ত্রয়েত্ততঃ॥ ৪

পরে সেই শবাসনে বসিয়া একসহস্র অষ্টবার মন্ত্র জপ করতঃ মাতৃগণকে বলি প্রদানপূর্ব্বক কাষ্ঠকে আমন্ত্রণ করিতে হইবে॥ ৪

স্ফেং স্ফেং দণ্ড মহাভাগ যোগিনী-হৃদয়প্রিয়ঃ।
মম হস্তস্থিতো নাথ মমাজ্ঞাং পরিপালয়॥ ৫

এই মন্ত্রে আমন্ত্রণ করিতে হয়॥ ৫

এবমামন্ত্র্য বেতালং যত্র যত্র প্রযুজ্যতে।
তং তং চূর্ণীবিধায়াথ পুনরায়াতি কৌলিকং॥ ৬

এই প্রকারে কাষ্ঠকে আমন্ত্রণ করিয়া সেস্থানে যেস্থানে বেতালকে

নিযুক্ত করা যাইবে, সেই দণ্ড সেই সেই স্থানে সেই লেই লোককে চূর্ণ করিয়া পুনরায় সাধকের নিকট প্রত্যাগত হইবে ॥ ৬

গচ্ছ গচ্ছ দ্রুতং গচ্ছ পাদুকে বরবর্ণিনি।
মৎপাদস্পর্শমাত্রেণ গচ্ছ ত্বং শতযোজনম্ ॥ ৭

কিম্বা এই বলিয়া আমন্ত্রণ করিতে হইবে যে, হে পাদুকে! তুমি মদীয় চরণ স্পর্শমাত্র অবিলম্বে শতযোজনপথ প্রস্থান কর ॥ ৭

অষ্টলৌহং সমাসাদ্য দশপঞ্চাঙ্গুলাকৃতিম্।
খড়্গং কৃত্বা তত্র মন্ত্রং লিখিত্বা প্রজপেন্মনুম্ ॥ ৮

অনন্তর অষ্টলৌহদ্বারা পঞ্চাশৎ অঙ্গুলি পরিমিত অসি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে মন্ত্র লিখিয়া জপ করিবে ॥ ৮

তৎসহস্রং ততো হুত্বা মহাশবকলেবরে।
খনিত্বা জীববৃক্ষাগ্রে বদ্ধা শুষ্কন্তু ভাবয়েৎ ॥ ৯

তৎপরে মহাশবের দেহে সহস্রসংখ্যক হোম করিয়া সেই দিন সেই মহাশব মৃত্তিকামধ্যে পুতিয়া রাখিবে। পরদিন সেই শব সমুত্তোলন করতঃ সজীব বৃক্ষের অগ্রে বন্ধনপূর্ব্বক শুষ্ক করিবে ॥ ৯

কুলাষ্টম্যামর্দ্ধরাত্রৌ চিতামধ্যে সমাহিতঃ।
প্রতিপর্ব্বসমামন্ত্র্য হুনেৎ পিতৃবনে ততঃ ॥ ১০

প্রতি পর্ব্বদিবসে শ্মশানে গিয়া ঐ শবকে আমন্ত্রণ করতঃ কুলাষ্টমী-দিনে নিশীথকালে সংযতচিত্তে চিতামধ্যে উহার হোম করিবে ॥ ১০

মধুরত্রয়সংযুক্তং বিল্বপত্রেণ সংযুতম্।
পাদাদিমূর্দ্ধপর্য্যন্তং হোমান্তে বলিমাহরেৎ ॥ ১১

শবের চরণ হইতে শিরপর্য্যন্ত বিল্বপত্র ও মধুরত্রয় মিশ্রিত করিয়া হোম করবিে তৎপর হোমান্তে বলিপ্রদান করিবে ॥ ১১

বল্যন্তে পরমামায়া দেবী মহিষমর্দ্দিনী ।
আয়ান্তী বলিপূর্ণাস্যা বরহস্তা হসন্মুখী ॥
গৃহং বৎসেতি শব্দে বৈ খড়্গমুত্তোল্য ধারয়েৎ ।
ঘোরদংষ্ট্রে মহাকালি করবালস্বরূপিণি ॥
আং ঘ্রাং ঘ্রীং ঘ্রূং ঈং উং কুরু কল্যাণং বিপক্ষছেদবিস্তরং ॥
এবমামন্ত্র্য খড়্গন্তু যমুদ্দিশ্য ক্ষিপেন্নরঃ ।
ছিত্ত্বা ছিত্ত্বা পুনশ্ছিত্ত্বা গচ্ছত্যাকৃষ্যতে পুনঃ ॥ ১২

বলি সমাপ্ত হইবামাত্র বলিপূর্ণাননা বরমুদ্রাধারিণী, হাস্যমুখী, পরমামায়া দেবী মহিষমর্দ্দিনী তথায় আবির্ভূতা হইয়া অসি উত্তোলনপূর্ব্বক সাধকের করে প্রদান করিয়া কহিবেন, হে বৎস! ধর! তখন সাধক অসি গ্রহণপূর্ব্বক মূলের লিখিত মন্ত্রদ্বারা আমন্ত্রণ করিয়া যাহার উদ্দেশে অসি নিক্ষেপ করিবে, অসি তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া পুনরায় সাধকের নিকট প্রত্যাগত হইবে ॥ ১২

অথবা কৃষ্ণমার্জ্জারমেকঘাতেন ঘাতয়েৎ ।
কুজে চতুষ্পথে রাত্রৌ নিখনেন্মন্ত্রিণং ততঃ ॥ ১৩

কিম্বা এক প্রহারে কৃষ্ণবর্ণ মার্জ্জার ছেদনপূর্ব্বক কুজবারে রাত্রিযোগে মন্ত্রপাঠ করতঃ চতুষ্পথে সেই মার্জ্জার পুতিয়া রাখিবে ॥ ১৩

তত্র মোচাং সমারোপ্য যাবৎ পত্রং প্রজায়তে ।
তাবৎ ভুক্ত্বা হবিষ্যান্নং প্রতিরাত্রং জপেৎ সুধীঃ ॥ ১৪

পরে তদুপরি কদলীতরু রোপণপূর্ব্বক তাহার পত্র সঞ্জাত হইলে তাহাতে হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া একাকী অন্ধকার স্থানে নির্ভীকমনে প্রত্যহ একসহস্র আটবার জপ করিবে ॥ ১৪

অষ্টোত্তরসহস্রন্তু একাকী দীপবর্জ্জিতঃ।
উৎপন্নং পত্রমালোক্য ছিত্ত্বা নিশ্ছিদ্রমানয়েৎ ॥
তত্র ভুক্ত্বা হবিষ্যাশী তদ্দিনে তটিনীতটে।
তমানীয় সুহৃৎসঙ্গঃ ক্ষালয়েন্মন্ত্রমুচ্চরন্ ॥ ১৫

অনন্তর পুনরায় পত্র জন্মিলে সেই ছিদ্রশূন্য পত্র ছেদন করিয়া তাহাতে হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করিয়া সেই দিন প্রোথিত মার্জ্জারের অস্থি উদ্ধৃত করিবে। অনন্তর বন্ধুগণের সহিত সমবেত হইয়া নদীতীরে গমনপূর্ব্বক মন্ত্র পাঠ সহকারে সেই অস্থি ধৌত করিবে ॥ ১৫

ততঃ স্রোতোমুখং বৎস যদস্থি প্রতিগচ্ছতি।
তমানীয় যজেত্তত্র কালিকাং ঘোরনিস্বনাম্ ॥ ১৬

ঐ অস্থি স্রোতোজলে নিক্ষেপ করিলে যে অস্থিখানি ভাসিতে ভাসিতে জলের প্রতিকূলে যাইবে, তাহা গ্রহণপূর্ব্বক তাহাতে ঘোর-নাদিনী কালিকা দেবীর অর্চ্চনা করিবে ॥ ১৬

অভিমন্ত্র্য সহস্রন্তু কালীমন্ত্রং প্রযত্নতঃ।
সিদ্ধাঞ্জনো ভবেন্মন্ত্রী নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৭

পরে সযত্নে সহস্রসংখ্যক কালীমন্ত্রদ্বারা ঐ অস্থি অভিমন্ত্রিত করিতে হইবে; এইপ্রকার করিলেই সাধক সিদ্ধাঞ্জন হইবেন সন্দেহ নাই ॥ ১৭

চন্দনাগুরুকস্তূরীমিশ্রিতঞ্চাস্থিঘর্ষিতম্।
কৃত্বা তিলকমাদায় সর্ব্বং জয়তি সাধকঃ ॥ ১৮

ঐ অস্থির সহিত চন্দন, অগুরু ও কস্তুরী মিশ্রিত করিয়া তিলক করিলে সাধক সকলকেই পরাজয় করিতে পারে ॥ ১৮

কুলমীনং কুলান্নঞ্চ কুলমত্তং কুলেশ্বর।
কুলস্থানে সমানীয় দত্ত্বা দেব্যৈ প্রযত্নতঃ ॥

অষ্টোত্তরসহস্রন্তু জপ্তা ভূমিতলে স্থিতঃ।
ভূমৌ ফুৎকারমাত্রেণ বিবরং তত্র জায়তে॥ ১৯

কুলমৎস্য, কুলান্ন ও কুলমদ্য কুলস্থলে আনিয়া সযত্নে দেবীকে অর্পণ করিয়া ভূতলে সমাসীন হওত একসহস্র আটবার মন্ত্র জপ করিবে। এই প্রকার করিয়া ভূতলে ফুৎকার দিবামাত্র গর্ত্ত হইয়া পড়িবে॥ ১৯

শতযোজনদূরে বা যত্র সাধ্যস্থিতির্ভবেৎ।
তত্রৈব গমনং তস্য ভূতলান্তঃপ্রসর্পিণঃ।
এবং বিবরমধ্যে তু গবাক্ষকুহরেঽপি বা।
কায়সঙ্কোচমাসাদ্য গচ্ছত্যবিকলো নরঃ॥ ২০

সাধ্য একশতযোজন অন্তরে অবস্থিত থাকিলেও সাধক সেই গর্ত্ত দিয়া তথায় গমন করিতে সক্ষম হইবে। সেই ক্ষুদ্র গর্ত্ত দিয়া যাইতে সাধকের কোন ক্লেশ বোধ হইবে না॥ ২০

দুর্গামন্ত্রং বিনা বৎস কালীমন্ত্রং তথৈব চ।
সিদ্ধয়ঃ কুলনাথেশ জায়ন্তে ন কথঞ্চন॥ ২১

যে ব্যক্তি দুর্গামন্ত্রী কিম্বা কালীমন্ত্রী, তিনি ব্যতীত অন্য কেহ ইহা সাধন করিতে পারিবে না॥ ২১

অথ যক্ষিণীসিদ্ধিঃ।

ঈশ্বর উবাচ।—অশ্বত্থবৃক্ষমারুহ্য জপেদেকাগ্রমানসঃ।
ধনদায়ী যক্ষিণী চ ধনং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥
ওঁ ঐং ক্লীং শ্রীং ধনং কুরু কুরু স্বাহা। অযুতজপেন সিদ্ধিঃ॥ ১

অতঃপর যক্ষিণীসাধন কথিত হইতেছে।—মহাদেব বলিয়াছেন যে, অশ্বত্থবৃক্ষে বসিয়া "ওঁ ঐং ক্লীং শ্রীং ধনং কুরু কুরু স্বাহা" এই মন্ত্র এক-

মনে দশহাজার জপ করিলে যক্ষিণীসিদ্ধি হয় এবং সাধকের বহু অর্থলাভ হইয়া থাকে ॥ ১

চূতবৃক্ষসমারূঢ়ো জপেদেকাগ্রমানসঃ।
অপুত্রো লভতে পুত্রং নান্যথা শঙ্করোদিতং।
ওঁ হ্রাং হ্রীং হ্রূং পুত্রং কুরু কুরু স্বাহা। অযুতং জপেৎ ॥ ২

আম্রবৃক্ষে আরূঢ় হইয়া ওঁ হ্রাং হ্রীং হ্রূং পুত্রং কুরু কুরু স্বাহা, এই মন্ত্র একমনে দশহাজার জপ করিলে পুত্রহীন ব্যক্তিও পুত্র প্রাপ্ত হয় ॥ ২

বটবৃক্ষসমারূঢ়ো জপেদেকাগ্রমানসঃ।
মহালক্ষীযক্ষিণী চ স্থিরা লক্ষীশ্চ প্রাপ্যতে।
ওঁ হ্রীং ক্লীং মহালক্ষ্যৈ নমঃ। অযুতং জপেৎ ॥ ৩

বটতরুতে আরূঢ় হইয়া একমনে "ওঁ হ্রীং ক্লীং মহালক্ষ্যৈ নমঃ" এই মন্ত্র দশহাজার জপ করিলে যক্ষিণী মহালক্ষীরূপে সিদ্ধি হইয়া সাধকের গৃহে চিরদিন স্থিরভাবে অবস্থিতি করেন ॥ ৩

অর্কমূলসমারূঢ়ো জপেদেকাগ্রমানসঃ।
যক্ষিণী চ জয়া নাম সর্ব্বকার্য্য জয়ঙ্করী।
ওঁ জয়ং কুরু কুরু স্বাহা। অযুতং জপেৎ ॥ ৪

আকন্দতরুতে আরূঢ় হইয়া ওঁ জয়ং কুরু কুরু স্বাহা, এই মন্ত্র একমনে দশহাজার জপ করিলে যক্ষিণী প্রত্যক্ষ হইয়া সকলকর্ম্মে সাধককে জয়ী করিয়া দেন ॥ ৪

ধাত্রীমূলসমারূঢ়ো জপেদেকাগ্রমানসঃ।
অশুভক্ষয়যক্ষিণ্যশুভক্ষয়কারিণী ॥
ওঁ ঐঁ ক্লীং নমঃ। অযুতং জপেৎ ॥ ৫

আমলকীতরুর মূলদেশে সমাসীন হইয়া "ওঁ ঐং ক্লীং নমঃ" এই মন্ত্র একচিত্তে দশহাজার জপ করিলে যক্ষিণী প্রত্যক্ষ হইয়া সাধকের বিঘ্নরাশি দূরীভূত করিয়া দেন ॥ ৫

তুলসীমূলমারূঢ়ো জপেদেকাগ্রমানসঃ।
অকস্মাদ্রাজ্যমাপ্নোতি নান্যথা শঙ্করোদিতম্।
ওঁ ক্লীং ক্লীং নমঃ। অযুতং জপেৎ ॥ ৬

তুলসীতরু মূলে সমাসীন হইয়া "ওঁ ক্লীং ক্লীং নমঃ" এই মন্ত্র দশহাজার জপ করিলে যক্ষিণী তুষ্টা হইয়া অচিরাৎ সাধককে রাজ্যপ্রদান করেন ॥ ৬

অঙ্কোলবৃক্ষমারূঢ়ো জপেদেকাগ্রমানসঃ।
রাজাধিরাজো ভবতি নান্যথা শঙ্করোদিতম্ ॥
ওঁ হৌং নমঃ! অযুতং জপেৎ ॥ ৭

আকোড়বৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক 'ওঁ হৌং নমঃ, এই মন্ত্র দশহাজার জপ করিলে যক্ষিণী প্রীতা হইয়া সাধককে রাজাধিরাজ করিয়া দেন, মহাদেবের এই বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে ॥ ৭

কুশমূলসমারূঢ়ো জপেদেকাগ্রমানসঃ।
সর্ব্বকার্য্যাণি সিদ্ধ্যন্তি নান্যথা শঙ্করোদিতম্ ॥
ওঁ বাঙ্ময়ায়ৈ নমঃ। অযুতং জপেৎ ॥ ৮

কুশমূলে সমাসীন হইয়া একমনে 'ওঁ বাঙ্ময়ায়ৈ নমঃ' এই মন্ত্র দশহাজার জপ করিলে সাধকের যাবতীয় কর্ম্ম সিদ্ধি হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৮

অপামার্গসমারূঢ়ো জপেদেকাগ্রমানসঃ।
বাচাং সিদ্ধির্ভবেৎ সত্যং নান্যথা শঙ্করোদিতম্।
ওঁ হ্রীং ভারত্যৈ ঈং নমঃ। অযুতং জপেৎ ॥ ৯

অপামার্গতরুর মূলে সমাসীন হইয়া "ওঁ হ্রীং ভারত্যৈ ঈং নমঃ" এই মন্ত্র দশহাজার জপ করিলে যক্ষিণী সন্তুষ্টা হইয়া সাধককে বাক্‌সিদ্ধি প্রদান করেন॥ ৯

ওডুম্বরসমারূঢ়ো জপেদেকাগ্রমানসঃ।
ভবেৎ পুস্তকসংসিদ্ধিঃ সর্ব্ববিদ্যাশ্চতুর্দ্দশ।
ওঁ হ্রীং শ্রীসারদায়ৈ নমঃ। অযুতং জপেৎ॥ ১০

যজ্ঞডুমুরতরুতে আরূঢ় হইয়া 'ওঁ হ্রীং শ্রীসারদায়ৈ নমঃ' এই মন্ত্র দশ-হাজার সংখ্যক জপ করিলে যক্ষিগী সন্তুষ্টা হইয়া সাধকের পুস্তকসিদ্ধি বিধান করেন, অনায়াসে চতুর্দ্দশবিদ্যা সাধকের কণ্ঠস্থ হয়॥ ১০

নিগু´ণ্ডীমূলমারূঢ়ো জপেদেকাগ্রমানসঃ।
বিদ্যাপ্রাপ্তির্ভবেন্নিত্যং নান্যথাশঙ্করোদিতং।
ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ। অযুতং জপেৎ॥ ১১

নিসিন্দাতরুর মূলে সমাসীন হইয়া সংযতমনে "ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ" এই মন্ত্র দশহাজার জপ করিলে সাধক নানা বিদ্যায় পারদর্শী হয়, শিবের এই বাক্য কদাচ বিফল হইবার নহে॥ ১১

শ্বেতগুঞ্জাসমারূঢ়ো জপেদেকাগ্রমানসঃ।
সন্তোষা নাম যক্ষিণ্যো দদাতি বাঞ্ছিতং ফলম্।
ওঁ জগন্মাত্রে নমঃ। অযুতং জপেৎ॥ ১২

শুক্লবর্ণ গুঞ্জাতরুর মূলে সমাসীন হইয়া একমনে 'ওঁ জগন্মাত্রে নমঃ' এই মন্ত্র দশহাজার জপ করিলে যক্ষিণী তুষ্টা হইয়া সাধককে অভিলষিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন॥ ১২

একলিঙ্গং মহাদেবং ত্রিকালং পূজয়েৎ সদা।
ধূপং দত্বা জপেন্মন্ত্রং সংযতস্ত্রিসহস্রকম্।
মাসমেকং ততো যাতি যক্ষিণী সুরসুন্দরী॥ ১৩

একটী শিবলিঙ্গ প্রস্তুত করিয়া ত্রিসন্ধ্যা অর্চ্চনা করিবে এবং সেই লিঙ্গসন্নিধানে সমাসীন হইয়া দেবতাকে ধূপ প্রদান করতঃ "ওঁ হ্রীং আগচ্ছ আগচ্ছ সুরসুন্দরি স্বাহা" এই মন্ত্র তিনহাজার জপ করিবে। একমাস যাবৎ এইরূপ শিবের অর্চ্চনা ও জপ করিলে অবিলম্বে যক্ষিণী সিদ্ধি হইয়া থাকেন ॥ ১৩

দেবি দারিদ্র্যদগ্ধোঽস্মি তন্মে নাশকরী ভব।
দত্ত্বার্ঘ্যং প্রণমেন্মন্ত্রী বদেৎ সা ত্বং কিমিচ্ছসি ॥
ততো দদাতি সা তুষ্টা বিত্তায়ুশ্চিরজীবিতাঃ।
ওঁ হ্রীং আগচ্ছ সুরসুন্দরি স্বাহা ॥ ১৪

অনন্তর সাধক "ওঁ দেবি দারিদ্র্যদগ্ধোঽস্মি তন্মে নাশকরী ভব" এই মন্ত্রে অর্ঘ্য প্রদান করিতে হইবে। এইরূপ করিলে যক্ষিণী প্রীতা হইয়া সাধকের নিকট আগমন করেন এবং বলিয়া থাকেন যে, "তোমার কি অভিলাষ বল, আমি তাহাই পরিপূর্ণ করিব।" এই প্রকারে যক্ষিণী সাধককে বহুধন ও দীর্ঘায়ু প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ১৪

কুঙ্কুমেন সমালিখ্য ভূর্জ্জপত্রে সুলক্ষণে।
প্রতিপদি সমারভ্য পূজাং কৃত্বা জপেত্ততঃ ॥
ত্রিসন্ধ্যং ত্রিসহস্রন্তু মাসান্তে পূজয়েন্নিশি।
সংজপেত্ত্বর্দ্ধরাত্রে তু সমাগত্য প্রযচ্ছতি।
দীনারাণাং সহস্রন্তু প্রত্যহং পরিতোষিতা।
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং নান্যথা শঙ্করোদিতম্ ॥
ওঁ অনুরাগিণি মৈথুনপ্রিয়ে স্বাহা ॥ ১৫

কিঞ্চিৎ ভূর্জ্জপত্র লইয়া তাহাতে কুঙ্কুমদ্বারা যক্ষিণীর প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া প্রতিপদ্ তিথি হইতে একমাস যাবৎ প্রত্যহ বিধানানুসারে অর্চ্চনা করিবে এবং প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যায় তিন হাজার জপ করিতে হইবে।

একমাস পরিপূর্ণ হইলে তৎপর দিন নিশীথসময়ে অর্চ্চনা করিয়া মন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিবে; পরে যক্ষিণী প্রসন্না হইয়া সাধকের নিকট আগমনপূর্ব্বক তাহাকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা অর্পণ করেন। "ওঁ অনু-রাগিণি মৈথুনপ্রিয়ে স্বাহা।" এই মন্ত্র জপ করিতে হয়। এই সাধন পরম গোপনীয়। এই সাধনা দ্বারা যক্ষিণী নিশ্চয়ই সিদ্ধি হইয়া থাকেন, মহাদেবের এই বাক্য কদাচ লঙ্ঘন হইবার নহে॥ ১৫

শুক্লপক্ষে জপেত্তাবৎ যাবৎ পশ্যতি চন্দ্রমাঃ।
প্রতিপৎ পূর্ব্বমারভ্য একলক্ষমিদং জপেৎ॥
অমৃতং যক্ষিণী নাম অমৃতং দীয়তে তদা।
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং পীত্বা যদমরো ভবেৎ।
ওঁ ক্লীং চন্দ্রিকে হং সঃ ওঁ ক্লীং স্বাহা॥ ১৬

শুক্লপক্ষীয়া প্রতিপদ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া যত দিন গগনমণ্ডলে শশধর সমুদিত হন, তত তিন নিশাকালে "ওঁ ক্লীং চন্দ্রিকে হংসঃ ওঁ ক্লীং স্বাহা" এই মন্ত্র জপ করিবে। একলক্ষ সংখ্যক জপ পরিপূর্ণ হইলে যক্ষিণী সাধকের নিকট প্রত্যক্ষ হইয়া তাহাকে সুধারাশি অর্পণ করিয়া থাকেন। এই মন্ত্র পরম গোপনীয়; সুরগণ এই মন্ত্রদ্বারাই অমৃতপ্রাপ্ত হইয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন॥ ১৬

প্রবিশ্য নগরস্যান্তং লক্ষসংখ্যং জপেন্মনুম্।
পদ্মপত্রৈর্ঘৃতোপেতৈঃ কৃত্বা হোমং দশাংশতঃ॥
প্রযচ্ছত্যঞ্জনং হংসী যেন পশ্যতি ভূনিধিম্।
মুখেন তস্য গৃহ্লাতি ন বিঘ্নৈঃ পরিভূয়তে॥
ওঁ হংসি হং যানে হ্রীং ক্লীং স্বাহা॥ ১৭

নগরের প্রান্তসীমায় গমনপূর্ব্বক "ওঁ হংসিং হং যানে হ্রীং ক্লীং স্বাহা" এই মন্ত্র একলক্ষ সংখ্যক জপ করিবে। অনন্তর পদ্মপত্রে ঘৃতমিশ্রিত

করিয়া দশসহস্রসংখ্যায় হোম করিতে হয়। এইরূপ করিলে যক্ষিণী প্রত্যক্ষ হইয়া সাধককে অঞ্জন প্রদান করেন। সাধক সেই অঞ্জনদ্বারা নেত্র অঞ্জিত করিলে ভূগর্ভস্থ যাবতীয় রত্নসমূহ দর্শন করিতে পারে এবং কোনরূপ বিঘ্ন তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না ॥ ১৭

ত্রিপথস্থো জপেন্মন্ত্রং লক্ষমেকং দশাংশতঃ ॥
ঘৃতাক্তৈর্গুগ্‌গুলৈর্হোমৈর্বিবিচিত্রা সিদ্ধিদা ভবেৎ।
ঐং হ্রীং মহানন্দে ভীষণে হ্রীং হুং স্বাহা ॥ ১৮

ত্রিপথস্থানে সমাসীন হইয়া "ঐং হ্রীং মহানন্দে ভীষণে হ্রীং হুং স্বাহা" এই মন্ত্র এক লক্ষ সংখ্যক জপ করিবে। অনন্তর ঘৃতমিশ্রিত গুগ্‌গুলু-দ্বারা দশাংশসংখ্যায় হোম করিতে হয়। এই প্রকার করিলে যক্ষিণী সন্তুষ্টা হইয়া সাধকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন ॥ ১৮

গত্বা যক্ষগৃহং মন্ত্রী নগ্নো ভূত্বা জপেন্মনুম্।
দিনৈকবিংশতিং কুর্য্যাৎ পূজাং কৃত্বা ততো নিশি ॥
আবর্ত্তয়েত্ততো মন্ত্রমেকচিত্তেন সাধকঃ।
নিশার্দ্ধে বাঞ্ছিতং দ্রব্যং দেব্যাগম্য প্রযচ্ছতি ॥
ওঁ হ্রীং নখকেশী কনকবতি স্বাহা ॥ ১৯

যক্ষমন্দিরে গমনপূর্ব্বক নগ্নাবস্থায় "ওঁ হ্রীং নখকেশী কনকবতি স্বাহা" এই মন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিবে। একবিংশতি দিন পর্য্যন্ত জপ পরিসমাপ্ত হইলে নিশাভাগে যথাবিধি অর্চ্চনা করিবে। এই প্রকারে জপ করিলে রাত্রি দুই প্রহরের পর যক্ষিণী সাধকের নিকট আবির্ভূত হইয়া তাহাকে অভিলষিত বস্তু অর্পণ করেন ॥ ১৯

লক্ষত্রয়ং জপেন্মন্ত্রং দশাংশং গুগ্‌গুলুং হুনেৎ।
লাক্ষা উৎপলকং বাথ ধ্যাত্বা সর্ব্বাঙ্গলোচনাম্ ॥

পট্টে পটে বা সংলিখ্য হোমান্তে চিন্তিতপ্রদা।

ওঁ কুবলয়ে হিলি হিলি তু তু তু সিদ্ধিসিদ্ধেশ্বরি হ্রীং স্বাহা॥ ২০

"ওঁ কুবলয়ে হিলি হিলি তু তু তু সিদ্ধিসিদ্ধেশ্বরি হ্রীং স্বাহা" এই মন্ত্র তিন লক্ষ জপ করত গুগ্‌গুল, লাক্ষা কিম্বা উৎপলদ্বারা দশাংশ সংখ্যায় হোম করিতে হইবে। হোম সমাপ্ত হইলে পটে দেবীর প্রতিকৃতি লিখিয়া তাঁহার ধ্যান করিবে। এইরূপ করিলেই যক্ষিণী প্রীতা হইয়া সাধকের প্রত্যক্ষা হন এবং তাহাকে বাঞ্ছিত বস্তু অর্পণ করেন॥ ২০

জপেল্লক্ষদ্বয়ং মন্ত্রী শ্মশানে নির্ভয়ো মনুং।

দশাংশং জুহুয়াৎ সাজ্যং হুত্বা তুষ্যতি বিভ্রমা॥

পঞ্চাশন্মানুষাণাঞ্চ দত্তে সা ভোজনং সদা।

ওঁ হ্রীং বিভ্রমরূপে বিভ্রমে কুরু কুরু এহ্যেহি ভগবতি স্বাহা॥২১

সাধক শ্মশানে সমাসীন হইয়া নির্ভীকহৃদয়ে "ওঁ হ্রীং বিভ্রমরূপে বিভ্রমে কুরু কুরু এহ্যেহি ভগবতি স্বাহা" এই মন্ত্র লক্ষদ্বয়সংখ্যক জপ করিবে। জপ পরিসমাপ্ত হইলে ঘৃতদ্বারা দশাংশসংখ্যায় হোম করিবে। এই প্রকারে আরাধনা করিলে যক্ষিণী সন্তুষ্টা হইয়া সাধককে প্রত্যহ পঞ্চাশৎ জনের ভক্ষণযোগ্য বস্তু অর্পণ করিয়া থাকেন॥ ২১

শাকযূষপয়ঃ শক্তুভক্ষঃ শ্বেতকমাসনে।

দেবতাং পূজয়েন্নিত্যং জপেল্লক্ষং ত্রয়োদশং॥

পায়সং হোময়েৎ পশ্চাৎ সহস্রেকেণ সিধ্যতি।

নিত্যং লোকসহস্রস্য ভোজনং সা প্রযচ্ছতি।

লক্ষায়ুর্দ্দিব্যবর্ষাণি দত্তে সা শঙ্করোদিতা।

ওঁ হ্রীং জলপাণী পিঙ্গল পিঙ্গল হুং ব্লুং স্বাহা॥ ২২

সাধক শাকযূষ দুগ্ধ ও ছাতু ভোজনপূর্ব্বক শুক্লবর্ণ কম্বলাসনে সমাসীন হইয়া "ওঁ হ্রীং জলপাণী পিঙ্গল পিঙ্গল হুং স্বাহং ব্লু" এই মন্ত্র ত্রয়ো-

দশলক্ষবার জপ করিবে। জপ পরিসমাপ্তি হইলে যথাবিধি দেবীর অর্চ্চনা করিয়া পায়সদ্বারা সহস্রসংখ্যক হোম করিবে। এই প্রকারে আরাধনা করিলে যক্ষিণী সন্তুষ্টা হইয়া প্রত্যহ সাধককে সহস্র ব্যক্তির উপযোগী ভোজন-বস্তু অর্পণ করেন এবং দেবপরিমাণে এক লক্ষ বৎসর সাধককে দীর্ঘায়ুপ্রদান করিয়া থাকেন ॥ ২২

লক্ষমুৎপলশাকোত্থং হুত্বা মন্ত্রমিমং জপেৎ।
লক্ষৈকাদশমাবর্ত্ত্য হুত্বা মধ্যে শশিগ্রহে ॥
অথবা মালতীপুষ্পৈর্হুত্বা ভানুসহস্রকং।
ভানুমুক্তো ভবেদ্‌যাবৎ পূর্ণান্তে সিদ্ধ্যতি ধ্রুবং ॥
সহস্রন্তু জপাদ্যন্তে সহস্রাণান্তু ভোজনং।
ওঁ ভূতে সুলোচনে ব্লুং ॥ ২৩

যৎকালে চন্দ্রগ্রহণ হয় তখন উৎপলদ্বারা এক লক্ষ হোম করিয়া "ও ভূতে সুলোচনে ব্লুং" এই মন্ত্র একাদশলক্ষ সংখ্যক জপ করিবে। জপান্তে মালতীকুসুমদ্বারা পুনরায় দ্বাদশসহস্র হোম করিতে হয়। এই প্রকার নিয়মানুসারে অর্চ্চনা ও জপ করিলে যক্ষিণী সন্তুষ্টা হইয়া প্রত্যহ সহস্র-জনের উপযুক্ত খাদ্য প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ২৩

শঙ্খলিপ্তে পটে দেবীং গৌরবর্ণাং ধৃতোৎপলাম্।
সর্ব্বালঙ্কারিণীং দিব্যাং সমালিখ্যার্চ্চয়েৎ পুনঃ ॥
জাতীপুষ্পৈঃ সোপচারৈঃ সহস্রৈকং ততো জপেৎ।
ত্রিসন্ধ্যং সপ্তরাত্রন্তু ততো রাত্রৌ শুচির্জ্জপেৎ ॥
অর্দ্ধরাত্রে গতে দেবী সমাগত্য প্রযচ্ছতি।
পঞ্চবিংশতিদীনারান্ প্রত্যহং সা প্রযচ্ছতি।
ওঁ হ্রীং রতিপ্রিয়ে স্বাহা ॥ ২৪

শঙ্খলিপ্ত পটে যক্ষিণীদেবীর প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিবে; প্রতিমূর্ত্তি গৌরবর্ণা, উৎপলধারিণী ও বিবিধভূষণে বিভূষিতা করিতে হইবে। অনন্তর জাতিকুসুম ও নানাবিধ উপহারদ্বারা তাঁহার পূজা করিবে। পরে প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা "ওঁ হ্রীং রতিপ্রিয়ে স্বাহা" এই মন্ত্র একহাজার জপ করিতে হইবে। এই প্রকারে সাতদিন জপ করিয়া নিশাভাগে বিশুদ্ধমনে পুনরায় জপে প্রবৃত্ত হইবে। নিশীথসময়ে যক্ষিণী দেবী সন্তুষ্টা হইয়া আগমনপূর্ব্বক সাধককে পঞ্চবিংশতি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করেন॥ ২৪

একবিংশদ্দিনং যাবদুদয়াস্তময়ং জপেৎ।
নিত্যং সায়ং যমাহারঃ পিণ্ডং হর্ম্ম্যোপরি ক্ষিপেৎ॥
ত্রিসপ্তাহে তু সা তুষ্টা শয্যাং গত্বা পিশাচিকা।
পঞ্চবিংশতিদীনারান্ দদাতি প্রতিবাসরম্।
কর্ণে কথয়তি ক্ষিপ্রং যদ্‌যৎ প্রযচ্ছত্যসৌ ক্রমাৎ।
ওঁ হ্রীং চঃ চঃ কম্বলকে গৃহ্ণ পিণ্ডং পিশাচিকে স্বাহা॥ ২৫

ভাস্করোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া অস্তকাল যাবৎ প্রতিদিন "ওঁ হ্রীং চং চং কম্বলকে গৃহ্ণ পিণ্ডং পিশাচিকে স্বাহা" এই মন্ত্র জপ করিবে এবং সন্ধ্যার সময় অট্টালিকার উপরিভাগে খাদ্যদ্রব্য সকল প্রদান করিবে। তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত এইরূপ করিলে পিশাচী নাম্নী যক্ষিণী সন্তুষ্টা হইয়া সাধকের নিকট আবির্ভূতা হন এবং প্রত্যহ তাহাকে পঞ্চবিংশতি স্বর্ণমুদ্রা অর্পণ করিয়া থাকেন। সাধক দেবীকে যাহা জিজ্ঞাসা করিবে, দেবী অবিলম্বে কর্ণে তাহা বলিয়া দিবেন॥ ২৫

অথ নটীসাধনম্।

তারং কূর্চ্চক্রোধাস্ত্রদ্বয়তো নটীতি পদমুদ্ধরেৎ।
কূর্চ্চত্রয়াস্তমন্ত্রোঽয়ং কথিতো নর্ত্তকীমনুঃ।
ওঁ হূং হূং ফট্ ফট্ নটী হূং হূং হূং॥

ধ্যানং।—ফুল্লেন্দীবরসুন্দরোদরমুখী প্রোত্তুঙ্গকুম্ভস্তনী।
মৃগযুগ্মনয়না সানন্দাহ্লাদস্মিতা ॥
ক্ষীরাম্ভোনিধিসম্ভবা বিলসিতা মানুষবৈরিনাশিনী।
বীণাসঙ্গীতশালিনী মণিময়কুণ্ডলৌ।
কর্ণে ধারণতৎপরা ব্যাহারবাক্‌চাতুরী ॥
নীচগাসঙ্গমং গত্বা সপ্তাহজপপূজনে।
সিদ্ধির্ভবতি নটীকা ধূপং দদ্যান্মুহুর্মুহুঃ ॥
চন্দনেনার্ঘ্যং দেয়ঞ্চ নৈবেদ্যঞ্চ মনোহরম্।
সদা কামভোগদাত্রী ভার্য্যা ভবতি নর্ত্তকী ॥
সুবর্ণপলমেকন্তু ব্যয়ার্থং ত্যক্ত্বা গচ্ছতি।
দিনে দিনে নটী দেবী স্থায়িনী ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ১

ইতি শ্রীবৃহত্তন্ত্রকোষে শবাদিসাধনং নাম পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অনন্তর নটীসাধন কথিত হইতেছে।—নদীতীরে গমনপূর্ব্বক সপ্তাহ যাবৎ ধূপ, চন্দনার্ঘ্য, নৈবেদ্য প্রভৃতি দ্বারা নটীকার পূজা ও জপ করিবে। জপপূজার মন্ত্র ও ধ্যান মূলে লিখিত আছে। এইরূপ করিলেই নটী সন্তুষ্টা হইয়া সাধকের পত্নী হন এবং প্রত্যহ একপল স্বর্ণ প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ১

ইতি শ্রীবৃহত্তন্ত্রকোষে শবাদিসাধন নামক
পঞ্চম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ ।

অথ ষট্‌কর্ম্মাদি-নির্ণয়ঃ ।

ত্রিপুরসুন্দরীং নত্বা নত্বা গুরুং সহস্রশঃ ।
ষট্‌কর্ম্মাণি প্রবক্ষ্যামি যথা তন্ত্রানুসারতঃ ॥ ১

এক্ষণ দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী ও গুরুদেবকে ভক্তিভাবে সহস্র সহস্র বার প্রণাম করিয়া তন্ত্রানুসারে ষট্‌কর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি ॥ ১

তত্রাদৌ ষট্‌কর্ম্মাণি নিরূপ্যন্তে ।

শান্তিবশ্যস্তম্ভনানি বিদ্বেষোচ্চাটনে তথা ।
মারণান্তানি শংসন্তি ষট্‌কর্ম্মাণি মনীষিণঃ ॥ ২

মনীষিগণ শান্তিকার্য্য, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন এবং মারণ এই ছয়প্রকার কর্ম্মকে ষট্‌কর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ২

অথ ষট্‌কর্ম্মণাং লক্ষণম্ ।

রোগকৃত্যাগ্রহাদীনাং নিরাসঃ শান্তিরীরিতা ।
বশ্যং জনানাং সর্ব্বেষাং বিধেয়ত্বমুদীরিতম্ ॥
প্রবৃত্তিরোধঃ সর্ব্বেষাং স্তম্ভনং সমুদাহৃতম্ ।
স্নিগ্ধানাং দ্বেষজননং মিথোবিদ্বেষণং মতম্ ॥
উচ্চাটনং স্বদেশাদের্ভ্রংশনং পরিকীর্ত্তিতম্ ।
প্রাণিনাং প্রাণহরণং মারণং সমুদাহৃতম্ ॥ ৩

অতঃপর ষট্‌কর্ম্মের লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে।—যে কার্য্যদ্বারা রোগ-বিনাশ কুকৃত্যাদূর ও গ্রহাদিজনিত দোষ অপসারিত হয়, তাহাকে পণ্ডিতগণ শান্তিকর্ম্ম বলিয়া থাকেন, যে কর্ম্মদ্বারা জীবগণ বশতাপন্ন হয়, তাহাকে বশীকরণ, যে কর্ম্মদ্বারা জীবগণের প্রবৃত্তি রোধ হয়, তাহাকে স্তম্ভন এবং যে কর্ম্মদ্বারা প্রণীয়দ্বয়ের পরস্পর প্রণয়ভঞ্জন ঘটে, তাহাকেই বিদ্বেষণ বলে। আর যে কার্য্যদ্বারা কোন লোককে স্বদেশাদি হইতে দূরীকৃত করা যায়, তাহাকে উচ্চাটন এবং যে কর্ম্মদ্বারা জীবগণের জীবন বিনষ্ট করা যায়, তাহাকে মারণ কহে॥ ৩

স্বদেবতাদিক্‌কালাদীন্ জ্ঞাত্বা কর্ম্মাণি সাধয়েৎ।
স্নিগ্ধানাং পরস্পরমিত্রভাবাপন্নানাম্॥ ৪

এই সকল কর্ম্ম সাধন করিতে হইলে দিক্, সময়, দেবতা প্রভৃতি অবগত হইয়া পরে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, নচেৎ ফললাভের সম্ভাবনা নাই॥ ৪

অথ ষট্‌কর্ম্মণাং দেবতা।

রতির্ব্বাণী রমা জ্যেষ্ঠা দুর্গা কালী যথাক্রমম্।
ষট্‌কর্ম্মদেবতাঃ প্রোক্তাঃ কর্ম্মাদৌ তাঃ প্রপূজয়েৎ॥ ৫

এক্ষণ ষট্‌কর্ম্মের দেবতা বর্ণিত হইতেছে।—রতি, বাণী, রমা, জ্যেষ্ঠা, দুর্গা ও ভদ্রকালী এই ছয়জন যথাক্রমে শান্তি, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন ও মারণকর্ম্মের দেবতা। কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার অগ্রে এই সকল দেবতাকে বিধানানুসারে অর্চ্চনা করিতে হয়॥ ৫

অথ ষট্‌কর্ম্মণাং দিঙ্‌নিয়মঃ।

ঈশচন্দ্রেন্দ্রনির্ঋতিবায্বগ্নীনাং দিশো মতাঃ।
ক্রমেণ ষট্‌সু কর্ম্মসু দিশঃ প্রশস্তাঃ॥ ৬

অনন্তর ষট্‌কর্ম্মের দিক্ নিরূপিত হইতেছে।—ঈশানদিক্ শান্তিকর্ম্মে,

উত্তরদিক বশীকরণে, পূর্ব্বদিক স্তম্ভনে, নৈর্ঋত বিদ্বেষণকার্য্যে, বায়ুকোণ উচ্চাটনে এবং অগ্নিকোণ মারণকর্ম্মে প্রশস্ত ॥ ৬

অথ ষট্‌কর্ম্মণাং ঋতুকালাদিনির্ণয়ঃ।

সূর্য্যোদয়াৎ সমারভ্য ঘটিকাদশকং ক্রমাৎ।
ঋতবঃ স্যুর্ব্বসন্তাদ্যা অহোরাত্রং দিনে দিনে ॥
বসন্তগ্রীষ্মবর্ষাখ্য-শরদ্ধেমন্তশিশিরাঃ ॥ ৭

অতঃপর ষট্‌কর্ম্মের ঋতুকালাদি নিরূপিত হইতেছে।—সূর্য্যের উদয়-কাল হইতে আরম্ভ করিয়া দিবা ও রাত্রিতে দশ দশ দণ্ড হিসাবে যথাক্রমে বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ও শীতঋতু হইয়া থাকে, অর্থাৎ সূর্য্য উদিত হইবার পর প্রথম দশদণ্ড বসন্ত, পরের দশদণ্ড গ্রীষ্ম, তৎপর দশদণ্ড বর্ষা, তৎপর দশদণ্ড শরৎ, তৎপর দশদণ্ড হেমন্ত এবং তৎপর দশদণ্ড শীতঋতু বলিয়া কীর্ত্তিত হয় ॥ ৭

অথবা।—বসন্তশ্চৈব পূর্ব্বাহ্ণে গ্রীষ্মো মধ্যাহ্ন উচ্যতে।
বর্ষা জ্ঞেয়া পরাহ্ণে তু প্রদোষে শিশিরঃ স্মৃতঃ।
অর্দ্ধরাত্রে শরৎকালং ঊষা হেমন্ত উচ্যতে।
অন্যে চ ঋতবঃ সর্ব্বে সায়াহ্নাদৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৮

প্রকারান্তরে এইরূপ কীর্ত্তিত আছে যে, দিবসের পূর্ব্বাহ্ণ বসন্ত, মধ্যাহ্ন গ্রীষ্ম, অপরাহ্ণ বর্ষা, সন্ধ্যা শীত, নিশীথসময় শরৎ এবং প্রত্যূষ--কাল হেমন্ত বলিয়া কথিত; এইরূপে সময় নির্ণয় করিয়া ষট্‌কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৮

অথ কালনিয়মঃ।

হেমন্তঃ শান্তিকে প্রোক্তো বসন্তো বশ্যকর্ম্মণি।
শিশিরঃ স্তম্ভনে জ্ঞেয়ো গ্রীষ্মে বিদ্বেষ ঈরিতঃ।
প্রাবৃড়ুচ্চাটনে জ্ঞেয়া শরন্মারণকর্ম্মণি ॥ ৯

শান্তিকর্ম্ম হেমন্তে, বশীকরণ বসন্তে, স্তম্ভন শীতে, বিদ্বেষণ গ্রীষ্মে, উচ্চাটন বর্ষায় এবং মারণকর্ম্ম শরৎ ঋতুতে সাধন করিতে হয়॥ ৯

অথ ষট্‌কর্ম্মণাং তিথিবারনিয়মমাহ।

প্রয়োক্তব্যানি বিধিনা তচ্চ সংপ্রোচ্যতেঽধুনা।
দ্বিতীয়া চ তৃতীয়া চ পঞ্চমী সপ্তমী তথা।
বুধেজ্যকাব্যসোমাশ্চ শান্তিকর্ম্মণি কীর্ত্তিতাঃ॥ ১০

অনন্তর ষট কর্ম্মের তিথি ও বারনিয়ম কথিত হইতেছে।—শান্তিকার্য্যে দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী ও সপ্তমী এই কয় তিথি এবং বুধ, গুরু, শুক্র ও সোম এই কয় বার প্রশস্ত॥ ১০

গুরুচন্দ্রযুতা ষষ্ঠী চতুর্থী চ ত্রয়োদশী।
নবমী পৌষ্টিকে শস্তা চাষ্টমী দশমী তথা।
পুষ্টির্ধনজনাদীনাং বর্দ্ধনং পরিকীর্ত্তিতম্॥ ১১

বৃহস্পতিবারে অথবা সোমবারে ষষ্ঠী, চতুর্থী ত্রয়োদশী, নবমী, অষ্টমী অথবা দশমী তিথি হইলে সেই দিনে পুষ্টিকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়; যাহাদ্বারা ধন জন প্রভৃতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহারই নাম পুষ্টিকর্ম্ম॥ ১১

দশম্যেকাদশী চৈব ভানুশুক্রদিনে তথা।
আকর্ষণে ত্বমাবাস্যা নবমী প্রতিপত্তথা॥ ১২

আকর্ষণকর্ম্মে রবি ও শুক্র এই দুইবার এবং দশমী, একাদশী, অমাবস্যা, নবমী ও প্রতিপদ্ এই সকল তিথি প্রশস্ত॥ ১২

পৌর্ণমাসী মন্দভানুযুক্তা বিদ্বেষকর্ম্মণি॥ ১৩

শনি অথবা রবিবারে পূর্ণিমা তিথি হইলে সেই দিনে বিদ্বেষণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়॥ ১৩

ষষ্ঠী চতুর্দ্দশী তদ্বদষ্টমী মন্দবারকাঃ।
উচ্চাটনে তিথিঃ শস্তা প্রদোষেষু বিশেষতঃ ॥ ১৪

উচ্চাটনকর্ম্মে শনিবার এবং ষষ্ঠী, চতুর্দ্দশী ও অষ্টমী এই তিন তিথি উত্তম। অধিকন্তু উচ্চাটনকর্ম্ম প্রদোষসময়ে আশু ফলপ্রদ হইয়া থাকে ॥১৪

চতুর্দ্দশ্যষ্টমী কৃষ্ণা অমাবস্যা তথৈব চ।
মন্দারার্কদিনোপেতা শস্তা মারণকর্ম্মণি ॥ ১৫

মারণকর্ম্মে শনি, মঙ্গল ও রবিবার এবং কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী অষ্টমী এবং অমাবস্যাই প্রশস্ত ॥ ১৫

বুধচন্দ্রদিনোপেতা পঞ্চমী দশমী তথা।
পৌর্ণমাসী চ বিজ্ঞেয়া তিথিঃ স্তম্ভনকর্ম্মণি ॥ ১৬

স্তম্ভনকর্ম্মে পঞ্চমী দশমী ও পূর্ণিমা তিথি এবং বুধ ও সোম এই দুইবার সর্ব্বদা প্রশস্ত ॥ ১৬

শুভগ্রহোদয়ে কুর্য্যাদশুভান্যশুভোদয়ে।
রৌদ্রকর্ম্মণি রিক্তার্কে মৃত্যুযোগে চ মারণম্ ॥ ১৭

শান্তি পুষ্টি প্রভৃতি শুভকর্ম্ম শুভগ্রহের উদয়কালে এবং মারণ প্রভৃতি অশুভকর্ম্ম অশুভ গ্রহের উদয়ে সমাধা করিতে হয়। মারণ কার্য্য মৃত্যুযোগেও প্রশস্ত ॥ ১৭

অথ ষট্‌কর্ম্মণাং নক্ষত্রনিয়মমাহ।

স্তম্ভনং মোহনঞ্চৈব বশীকরণমুত্তমম্।
মাহেন্দ্র-বারুণে চৈব কর্ত্তব্যমিহ সিদ্ধিদম্ ॥ ১৮

অনন্তর ষট্‌কর্ম্মের নক্ষত্রনিয়ম কথিত হইতেছে।—মাহেন্দ্র ও বারুণ-মণ্ডল মধ্যগত নক্ষত্র হইলে সেই সময়ে স্তম্ভন, মোহন ও বশীকরণকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে তাহা হইলে আশুফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ১৮

জ্যেষ্ঠা চৈবোত্তরাষাঢ়া চানুরাধা চ রোহিণী।
মাহেন্দ্রমণ্ডলং হ্যেতৎ সর্ব্বকর্ম্মপ্রসিদ্ধিদম্॥
স্বাত্যুত্তরভাদ্রপদা মূলা শতভিষা তথা।
পূর্ব্বভাদ্রপদাশ্লেষা জ্ঞেয়া বারুণমধ্যগাঃ॥
পূর্ব্বাষাঢ়া তু তৎকর্ম্মসিদ্ধিদা শম্ভুনা স্মৃতা॥ ১৯

জ্যেষ্ঠা, উত্তরাষাঢ়া, অনুরাধা ও রোহিণী এই নক্ষত্রগণ মাহেন্দ্র মণ্ডল-মধ্যগত এবং উত্তরভাদ্রপদ, মূলা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্র ও অশ্লেষা ইহারা বারুণমণ্ডল মধ্যস্থ। মহাদেব স্বয়ং বলিয়াছেন যে পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রেও উক্ত ত্রিবিধ কর্ম্ম সাধিত হইয়া থাকে॥ ১৯

বিদ্বেষোচ্চাটনে বহ্নিবায়ুযোগে চ কারয়েৎ॥ ২০

বায়ুমণ্ডল মধ্যগত ও বহ্নিমণ্ডল মধ্যগত নক্ষত্রে বিদ্বেষণ ও উচ্চাটন কার্য্য প্রশস্ত॥ ২০

স্বাতী হস্তা মৃগশিরা চিত্রা চোত্তরফল্গুনী।
পুষ্যা পুনর্ব্বসুর্ব্বহ্নিমণ্ডলস্থাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
অশ্বিনী ভরণী আর্দ্রা ধনিষ্ঠা শ্রবণা মঘা।
বিশাখা কৃত্তিকা পূর্ব্বফল্গুনী রেবতীতথা॥
বায়ুমণ্ডলমধ্যস্থাস্তত্তৎ কর্ম্মপ্রসিদ্ধিদাঃ॥ ২১

অশ্বিনী, ভরণী, আর্দ্রা, ধনিষ্ঠা, শ্রবণা, মঘা, বিশাখা, কৃত্তিকা, পূর্ব্বফল্গুনী ও রেবতী ইহা বায়ুমণ্ডলগত এবং স্বাতী, হস্তা, মৃগশিরা, চিত্রা, উত্তরফল্গুনী, পুষ্যা ও পুনর্ব্বসু ইহারা বহ্নিমণ্ডল মধ্যগত জানিবে। এইরূপে নক্ষত্র নির্ণয়পূর্ব্বক তদনুসারে কার্য্য করিলে অচিরে সিদ্ধিলাভ করা যায়॥ ২১

কালবিশেষঞ্চ—

বশ্যং পূর্ব্বেহহ্নি মধ্যাহ্নে বিদ্বেষোচ্চাটনং তথা ।
শান্তিপুষ্টী দিনস্যান্তে সন্ধ্যাকালে চ মারণম্ ॥ ২২

প্রকারান্তরে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, দিবসের পূর্ব্বাহ্নে বশীকরণ, মধ্যাহ্নে বিদ্বেষণ ও উচ্চাটন, দিনান্তে শান্তি ও পুষ্টি কার্য্য এবং প্রদোষ সময়ে মারণকার্য্য সাধন করিতে হয় ॥ ২২

অথ ষট্‌কর্ম্মণাং লগ্ননিয়মমাহ ।

কুর্য্যাত্তু স্তম্ভনং কর্ম্ম হর্য্যক্ষে বৃশ্চিকোদয়ে ।
দ্বেষোচ্চাটাদিকং কর্ম্ম কুলীরে বা তুলোদয়ে ॥
মেষকন্যাধনুর্মীনে বশ্যশান্তিকপৌষ্টিকম্ ।
মারণোচ্চাটনে চাসৌ রিপুভেদবিনিগ্রহে ॥ ২৩

অনন্তর ষট্‌কর্ম্মের লগ্ননিয়ম বলা যাইতেছে।—স্তম্ভনকার্য্য সিংহ ও বৃশ্চিকলগ্নে, বিদ্বেষণ ও উচ্চাটন কর্কট অথবা তুলালগ্নে, বশীকরণ, শান্তি, মারণ ও পুষ্টি কার্য্য মেষ কন্যা ধনু কিম্বা মীনলগ্নে করিবে ; উচ্চাটনেও মেষ কন্যা ধনু ও মীনলগ্ন সর্ব্বোৎকৃষ্ট ॥ ২৩

অথ ভূতোদয়ে ষট্‌কর্ম্মনিয়মো যথা—

জলং শান্তিবিধৌ শস্তং বশ্যে বহ্নিরুদীরিতঃ ।
স্তম্ভনে পৃথিবী শস্তা বিদ্বেষে ব্যোম কীর্ত্তিতম্ ।
উচ্চাটনে স্মৃতো বায়ুর্ভূম্যগ্নির্ম্মারণে মতঃ ॥ ২৪

অতঃপর ষট্‌কর্ম্মের তত্ত্বনিয়ম বলা যাইতেছে।—যখন জলতত্ত্বের উদয় হইবে, তখন শান্তিকার্য্য, যখন বহ্নিতত্ত্বের উদয় হইবে, তখন বশীকরণ, যখন পৃথ্বীতত্ত্বের উদয় হইবে তখন স্তম্ভন, যখন আকাশতত্ত্বের উদয় হইবে তখন বিদ্বেষণ যখন বায়ুতত্ত্বের, উদয় হইবে তখন উচ্চাটন

এবং যখন পৃথ্বীতত্ত্বের কিম্বা অগ্নিতত্ত্বের উদয় হইবে তখন মারণকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়॥ ২৪

তত্তদ্ভূতোদয়ে সম্যক্ তত্তন্মণ্ডলসংযুতম্।
তত্তৎ কর্ম্ম বিধাতব্যং মন্ত্রিণা নিশ্চিতাত্মনা॥ ২৫

এইরূপে তত্ত্বের উদয় বিচারপূর্ব্বক যে তত্ত্বের উদয়কালে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তখন সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে এবং সেই তত্ত্বের মণ্ডল নির্ম্মাণপূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান করিতে হইবে॥ ২৫

পরচক্রভয়াদৌ বা তীব্ররূপে মহাভয়ে।
ন কালনিয়মো গণ্যঃ প্রয়োগাণাং কদাচন॥ ২৬

যদি অরিভয় অথবা হঠাৎ কোনরূপ মহাভীতিসঞ্চার হয় এবং তজ্জন্য তাহার প্রতিকারার্থ কোনরূপ কার্য্য সাধন করিতে হয়, তাহা হইলে কালাকাল বিচারের আবশ্যক নাই; বিপদ্ সঞ্জাতমাত্র তৎক্ষণাৎ কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারে। ২৬

অথ ষট্কর্ম্মণাং বর্ণভেদমাহ।

বশ্যে চাকর্ষণে ক্ষোভে রক্তবর্ণং বিচিন্তয়েৎ।
নির্ব্বিষীকরণে শান্তৌ পুষ্টৌ চাপ্যায়নে সিতম্॥
পীতং স্তম্ভনকার্য্যেষু ধূম্রমুচ্চাটনে স্মৃতম্।
উন্মাদে শক্রগোপাভং কৃষ্ণবর্ণন্তু মারণে॥ ২৭

এক্ষণ ষট্ কর্ম্মের বর্ণভেদ কথিত হইতেছে।—বশীকরণ, আকর্ষণ ও ক্ষোভণ এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইলে দেবতাকে শোণিতবর্ণ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। শান্তি পুষ্টি ও বিষনিবারণ কর্ম্মে শুভ্রবর্ণ, স্তম্ভনে পীতবর্ণ; উচ্চাটনে ধূম্রবর্ণ; উন্মাদকরণে শোণিতবর্ণ এবং মারণে কৃষ্ণবর্ণ চিন্তা করিতে হইবে॥ ২৭

অথ উত্থিতসুপ্তোপবিষ্টাদয়ঃ।

উত্থিতং মারণে ধ্যায়েৎ সুপ্তমুচ্চাটনে প্রভুম্।
উপবিষ্টং সুরেশানি সর্ব্বত্রৈবং বিচিন্তয়েৎ॥ ২৮

মারণকর্ম্মে দেবতাকে সমুত্থিত, উচ্চাটনে নিদ্রিত এবং অন্যান্য কর্ম্মে সমাসীন ভাবনা করিতে হইবে॥ ২৮

অথ ষট্‌কর্ম্মণাং সাত্ত্বিকাদৌ বর্ণবিশেষচিন্তনম্।

আসীনং শ্বেতরূপন্তু সাত্ত্বিকে সমুদাহৃতম্।
রাজসে তু পীতবর্ণং রক্তং শ্যামমুদাহৃতম্॥
যানমার্গস্থিতং তূর্ণং কৃষ্ণং তামস-উচ্যতে।
সাত্ত্বিকং মোক্ষকামানাং রাজসং রাজ্যমিচ্ছতাম্।
তামসং শত্রুনাশার্থং সর্ব্বব্যাধিনিবারম্।
সর্ব্বোপদ্রবশান্ত্যর্থং তামসন্তু বিচিন্তয়েৎ॥ ২৯

সাত্ত্বিকাদিভেদে ষট্‌কর্ম্মে দেবতাকে এইরূপে চিন্তা করিতে হয়। সাত্ত্বিককর্ম্মে সমাসীন ও শুক্লবর্ণ, রাজসকর্ম্মে পীত রক্ত কিম্বা শ্যামবর্ণ এবং তামসকর্ম্মে কৃষ্ণবর্ণ ও যানমার্গস্থিত চিন্তা করিতে হইবে। যাহারা মুক্তি অভিলাষী, তাহারা সাত্ত্বিক এবং যাহারা রাজ্যকামনা করে, তাহারা রাজসকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। শত্রুবিনাশ, রোগ দূরীকরণ এবং উপদ্রবশান্তির জন্য তামসকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়॥ ২৯

অথ মন্ত্রস্যাধিষ্ঠাতৃদেবতামাহ।

রুদ্রাবতার্ক্ষগন্ধর্ব্বযক্ষরক্ষোহি কিন্নরাম্।
পিশাচভূতদৈত্যেন্দ্রসিদ্ধাঃ কিংপুরুষাসুরাঃ।
সর্ব্বেষামপি মন্ত্রাণাং এতে পঞ্চদশ স্মৃতাঃ।
কেচিদষ্টাদশ প্রাহুঃ সমগ্রাণাং নৃণাং মতাঃ॥ ৩০

এক্ষণ মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বর্ণিত হইতেছে।—রুদ্র, কুজ, গরুড়, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, অহি, কিন্নর, পিশাচ, ভূত, দৈত্য, ইন্দ্র, সিদ্ধ, বিদ্যাধর ও অসুর এই পঞ্চদশ দেবতাই যাবতীয় মন্ত্রের অধিষ্ঠাতা বলিয়া কীর্ত্তিত। কেহ কেহ বলেন, মন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতা অষ্টাদশমাত্র॥ ৩০

অথ শান্তিপ্রকরণম্।

ওঁ শং শাং শিং শীং শুং শূং শেং শৈং শোং শৌং শং শঃ স্বং সঃ স্বাহা।

অনেন পলাশকাষ্ঠময়ং কীলকং দ্বাদশাঙ্গুলং সহস্রাভিমন্ত্রিতং যস্য গৃহে নিখনেৎ তস্য বান্ধবসহিতস্য শান্তির্ভবতি॥ ৩১

অনন্তর শান্তিপ্রকরণ কথিত হইতেছে।—দ্বাদশাঙ্গুলপরিমিত পলাশ কাষ্ঠের কীলক প্রস্তুত করিয়া "ওঁ শং শাং শিং শীং শুং শূং শেং শৈং শোং শৌং শং শঃ স্বং সঃ স্বাহা," এই মন্ত্রদ্বারা সহস্রবার অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই কীলক যাহার গৃহে পুতিয়া রাখিবে, তাহার এবং তাহার বন্ধুবান্ধব সকলেই নির্ব্বিঘ্নে থাকিবে, সকলের গৃহেই শান্তি বিরাজমান রহিবে॥ ৩১

অথ বিবিধ আপদ্বিনাশনম্।

ওঁ হং হাং হিং হীং হুং হূং হেং হৈং হোং হৌং হং হঃ ক্ষাং ক্ষিং ক্ষীং ক্ষুং ক্ষূং ক্ষেং ক্ষৈং ক্ষোং ক্ষৌং ক্ষং ক্ষঃ হঃ সঃ হং।

অনেন সর্ব্বদুষ্টচরিতেন সংপ্রণশ্যতি।
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব কৃত্রিমং বিষমেব চ॥
ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ রাক্ষসা দুষ্টচেতসঃ।
নরাশ্চ ব্যাঘ্রসিংহাদ্যা ভল্লুকা জম্বুকাস্তথা।

নাগা গজা হয়াশ্চৈব সর্ব্বে পশব এব চ।
নশ্যন্তি স্মৃতিমাত্রেণ যে কেচিৎ ভূতবিগ্রহাঃ।
সর্ব্বে যে প্রলয়ং যান্তি মন্ত্রস্যাস্য প্রসাদতঃ॥ ৩২

অনন্তর বিবিধ আপদ্ বিনাশন মন্ত্র কথিত হইতেছে।—"ওঁ হং হাং হিং হীং হুং হূং হেং হৈং হোং হৌং হং হং ক্ষাং ক্ষিং ক্ষীং ক্ষুং ক্ষূং ক্ষেং ক্ষৈং ক্ষোং ক্ষৌং ক্ষঃ ক্ষ হং সঃ হং"। এই মন্ত্রের স্মরণ বা জপ করিলে সর্ব্বপ্রকার আপদ দূরীভূত হয়; এই মন্ত্রের প্রভাবে স্থাবর, জঙ্গম ও কৃত্রিম বিষ সকল নষ্ট হইয়া থাকে এবং ভূত, প্রেত, রাক্ষস, দুষ্ট নর, ব্যাঘ্র, সিংহ, ভল্লুক, জম্বুক, নাগ, গজ, অশ্ব সকলেই পলায়ন করে॥ ৩২

অথ ঈশ্বরাদিক্রোধশমনম্।

ওঁ শান্তে প্রশান্তে সর্ব্বক্রোধোপশমনী স্বাহা।
অনেন মন্ত্রেণ ত্রিঃ সপ্তধা জপেন মুখং মার্জ্জয়েৎ॥
ততঃ ক্রোধোপশমনং ভবতি॥ ৩৩

"ওঁ শান্তে প্রশান্তে সর্ব্বক্রোধোপশমনী স্বাহা" এই মন্ত্র একবিংশতি-বার জপ করতঃ মুখমার্জ্জন করিলে তাহার প্রতি কি দেবতা কি ভূতাদি কাহারও ক্রোধ থাকে না॥ ৩৩

অথ বশীকরণম্।

পরাবতস্য হৃদয়ং চক্ষুর্জ্জিহবা চ শোণিতম্।
অঞ্জনং রোচনযুতং বনিতা বশকৃৎ পরম্॥
তত্র মন্ত্রঃ। ওঁ নয় নয় মহারিণি, নমো দেব্যৈ স্বাহা।
একবিংশতিবারান্ পরিজপ্য সিদ্ধির্ভবতি॥ ৩৪

অনন্তর বশীকরণ বলা যাইতেছে।—যাহার স্ত্রী দুষ্টা, তাহাকে এই প্রকরণদ্বারা অনায়াসে প্রকৃতিস্থ করা যায়। পারাবতের হৃদয়, নেত্র, জিহ্বা ও শোণিতের সহিত গোরোচনা মিশ্রিত করিয়া চক্ষে অঞ্জন প্রদান করিলে তাহার স্ত্রী বশতাপন্ন হইয়া থাকে। অঞ্জন করিবার অগ্রে "ওঁ নয় নয় মহারিণি নমো দেব্যৈ স্বাহা" এই মন্ত্র একবিংশতিবার জপ করিতে হয়॥ ৩৪

পুত্রজীবকপত্রঞ্চ তিলকং রোচনাযুতম্।
প্রিয়ো ভবতি সর্ব্বেষাং নরঃ কৃত্বা ললাটকে ॥ ৩৫

জীবপুত্রিকার বীজ ও গোরোচনা এই উভয় একত্র মিশ্রিত করিয়া যে ব্যক্তি স্বীয় ললাটে তিলক ধারণ করে, ত্রিভুবনে সকলেই তাহাকে আদর করিয়া থাকে॥ ৩৫

খঞ্জরীটস্য মাংসানি মধুনা সহ পেষয়েৎ।
অনেন গাত্রলেপেন পতির্দ্দাসো ভবেদ্ ধ্রুবম্॥ ৩৬

খঞ্জরীট অর্থাৎ খঞ্জন নামক বিহঙ্গের মাংস মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া পেষণ করিবে, তৎপরে উহা গাত্রে লেপন করিলে পতি দাসবৎ বশতাপন্ন হয়॥ ৩৬

পঞ্চাঙ্গদাড়িমং পিষ্ট্বা শ্বেতসর্ষপসংযুতম্।
গাত্রলেপে পতির্দ্দাসঃ করোত্যপি চ দুর্ভগা॥ ৩৭

দাড়িমের পঞ্চাঙ্গ অর্থাৎ উহার মূল, বল্কল, পাতা, ফুল ও ফল আর শ্বেতসর্ষপ এই সমস্ত বস্তু একত্র মিশ্রিত করিয়া পেষণ করিবে; পরে উহা নিজ গাত্রে লেপন করিলে যদি সে স্ত্রী অতি মন্দভাগিনীও হয়, তথাপি পতি বশীভূতা হইবে॥ ৩৭

কর্পূরং দেবদারুঞ্চ সক্ষৌদ্রং পূর্ব্ববৎ ফলম্।

ওঁ কামমালিনি পতিং মে বশমানয় ঠ ঠ উক্তযোগানাং সপ্তাভিমন্ত্রিতেন সিদ্ধিঃ॥ ৩৮

কর্পূর ও দেবদারু মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া গাত্রে লেপন করিলেও পতি বশীভূত হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ লেপনদ্রব্য "ওঁ কামমালিনি পতিং মে বশমানয় ঠ ঠ" এই মন্ত্রদ্বারা সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া লইতে হইবে॥ ৩৮

গোরোচনামৎস্যপিত্তং পিষ্ট্বাপি তিলকে কৃতে।
বামহস্তকনিষ্ঠায়াং পতির্দ্দাসো ভবত্যলম্॥ ৩৯

যে নারী মৎস্যের পিত্ত ও গোরোচনা একত্র মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা ললাটে তিলক ধারণ করে, তাহার পতি দাসবৎ বশীভূত হইয়া থাকে॥ ৩৯

স্বশোণিতং রোচনয়া তিলকং পতিবশ্যকৃৎ।
চিত্রকস্য তু পুষ্পাণি মধুযুক্তানি কারয়েৎ॥
অন্নে পানে প্রদাতব্যং পতিবশ্যকরং ভবেৎ॥ ৪০

গোরোচনার সহিত আপনার গাত্ররক্ত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা তিলক করিলে পতি বশীভূত হয়। চিত্রকপুষ্প মধুমিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে ও পতি বশীভূত হইয়া পাকে॥ ৪০

সর্জ্জপত্রঞ্চ মধুনা গাত্রলেপে পতির্ব্বশঃ।
জলৌকসাং মুখে দেয়ং শম্বুশঙ্খাদিচূর্ণকম্॥
তচ্চূর্ণন্তু সমাগৃহ্য তাম্বূলেন সমাযুতং।
দাতব্যং স্বামিনে ভোক্তুং বশ্যো ভবতি নান্যথা॥ ৪১

মধুর সহিত সর্জ্জপত্রসর মিশ্রিত করিয়া গাত্রে লেপন করিলে পতি বশীভূত হয়। একটী জোকের মুখে শম্বুক চূর্ণ ও শঙ্খচূর্ণ দিবে, পরে সেই চূর্ণ আনিয়া পানের সহিত সেবন করাইলে পতি বশীভূত হইয়া থাকে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই॥ ৪১

গোরোচনানলদকুঙ্কুমভাবিতায়াঃ।
তস্যাঃ সদৈব কুরুতে তিলকং বশিত্বং ॥
বাৎস্যায়নেন বহুধা প্রমদাজনানাম্।
সৌভাগ্যকৃত্যসময়ে প্রকটীকৃতোঽসৌ ॥ ৪২

গোরোচনা, বেণামূল, কুঙ্কুম এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া তিলক করিলে পতি বশতাপন্ন হয় এবং স্ত্রীর সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৪২

অথ স্তম্ভনম্।

শ্বেতগুঞ্জোত্থিতং মূলং মুখস্থং দৃষ্টতুণ্ডজিৎ।

ওঁ হ্রীং রক্ষ রক্ষ চামুণ্ডে তুরু তুরু অমুকং মে বশমানয় বশমানয় স্বাহা অয়ং চামুমুণ্ডামন্ত্রঃ অয়ং সর্ব্বযোগসিদ্ধিঃ ॥ ১

অনন্তর স্তম্ভন প্রকরণ কথিত হইতেছে।—শুক্লবর্ণ গুঞ্জা অর্থাৎ কুঁচের মূল মুখে ধারণ করিলে তাহাকে দেখিবামাত্র দর্শকের মুখ স্তম্ভন হইয়া থাকে। মূলের লিখিত চামুণ্ডামন্ত্রেও স্তম্ভনকার্য্য সিদ্ধি হয়; ইহাই সকল যোগসিদ্ধি ॥ ১

পুষ্যার্কে মধুবন্দাকং গৃহীত্বা প্রক্ষিপেদ্বুধঃ।
সভামধ্যে চ সর্ব্বেষাং মুখস্তম্ভঃ প্রজায়তে ॥ ২

রবিবারে পুষ্যা নক্ষত্র হইলে সেই দিন যষ্টিমধুর মূল লইয়া সভামধ্যে ফেলিবামাত্র মুখস্তম্ভন হইয়া থাকে ॥ ২

অথ মেঘস্তম্ভনম্।

ইষ্টকদ্বয়সংপুটমধ্যে মেঘসংখ্যকচতুরস্রং বিলিখ্য উদ্যানে স্থাপয়েৎ তদা মেঘান্ স্তম্ভয়তি। মন্ত্রস্তু ওঁ মেঘান্ স্তম্ভয় স্তম্ভয় স্বাহা ॥ ৩

মেঘস্তম্ভন যথা।—একখানা ইটের উপর চারিটী চতুরস্র অঙ্কনপূর্ব্বক তদুপরি আর একখানা ইট আচ্ছাদন করিবে। পরে ঐ দুইখানি ইট ঐ ভাবে লইয়া মূলের লিখিত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া উদ্যানমধ্যে পুতিয়া রাখিবে; এইরূপ করিলেই মেঘস্তম্ভন হইয়া থাকে॥ ৩

অথ নৌকাস্তম্ভনম্।

ভরণ্যাং ক্ষীরকাষ্ঠস্য কীলং পঞ্চাঙ্গুলং ক্ষিপেৎ।
নৌকামধ্যে তদা নৌকাস্তম্ভনং জায়তে ধ্রুবম্॥ ৪

নৌকাস্তম্ভন যথা—যে দিন ভরণী নক্ষত্র হইবে, সেই দিন ক্ষীরীবৃক্ষ হইতে একখানি পঞ্চাঙ্গুল কাষ্ঠ লইয়া নৌকার মধ্যে ফেলিয়া দিলে সেই নৌকা স্তম্ভিত হয়॥ ৪

অথ নিদ্রাস্তম্ভনম্।

মূলং বৃহত্যা মধুকং পিষ্ট্বা নস্যং সমাচরেৎ।
নিদ্রাস্তম্ভনমেতদ্ধি মূলদেবেন ভাষিতম্॥ ৫

নিদ্রাস্তম্ভন যথা—বৃহতীর মূল ও যষ্টিমধু এই উভয় দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করতঃ নস্য গ্রহণ করিলে নিদ্রাস্তম্ভন হইয়া থাকে; মূলদেবের কথিত এই বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে॥ ৫

অথ শস্ত্রস্তম্ভনম্।

কপিত্থস্য চ বন্দাকং কৃত্তিকায়াং সমাহরেৎ।
বক্ত্রসংস্থন্তু দেবস্য শস্ত্রস্তম্ভনকং পরম্॥ ৬

কৃত্তিকা নক্ষত্রে কপিথ অর্থাৎ কদবেলের মূল লইয়া মুখমধ্যে স্থাপন করিলে দেবতাদিগেরও শস্ত্র স্তম্ভন হইয়া যায়॥ ৬

করে সুদর্শনামূলবন্ধনাৎ স্তম্ভনং তথা।

ওঁ অহো কুম্ভকর্ণ মহারাক্ষস নিকষাগর্ভসম্ভূত পরসৈন্য-

স্তম্ভন মহাভয় রণরুদ্র আজ্ঞাপয় স্বাহা অষ্টোত্তরসহস্রজপাৎ সিদ্ধিঃ ॥ ৭

মূলের লিখিত "অহোকুম্ভকর্ণ মহারাক্ষস নিকষাগর্ভসম্ভুত পরসৈন্য-স্তম্ভন মহাভয় রণরুদ্র আজ্ঞাপয় স্বাহা" এই মন্ত্র অষ্টোত্তরসহস্রবার জপ পূর্ব্বক গুলঞ্চের মূল তুলিয়া করে বন্ধন করিলে শস্ত্র স্তম্ভিত হইয়া থাকে ॥ ৭

গৃহীত্বা শুভনক্ষত্রে অপামার্গস্য মূলকম্।
লেপমাত্রে শরীরাণাং সর্ব্বশস্ত্রনিবারণম্ ॥ ৮

শুভনক্ষত্রে অপামার্গের মূল তুলিয়া পেষণপূর্ব্বক গাত্রে লেপন করিলে শস্ত্রস্তম্ভন হয় ॥ ৮

পুষ্যার্কে শ্বেতগুঞ্জায়া মূলমুদ্ধৃত্য ধারয়েৎ।
হস্তে কাণ্ডভয়ং নাস্তি সংগ্রামে চ কদাচন ॥ ৯

রবিবার পুষ্যানক্ষত্র হইলে সেই দিন শ্বেতগুঞ্জার মূল উত্তোলন-পূর্ব্বক করে বন্ধন করিলে সমরে বিপক্ষের শস্ত্র স্তম্ভিত হয় ॥ ৯

অথ গোমহিষ্যাদিস্তম্ভনম্।

উষ্ট্রস্যাস্থি চতুর্দ্দিক্ষু নিখনেদ্ভূতলে ধ্রুবম্।
গাং মেষীং মহিষীং বাজীং স্তম্ভয়েৎ করিণীমপি ॥ ১০

গোমহিষ্যাদি স্তম্ভন যথা।—যে স্থানে গোগণ বিচরণ করে, তাহার চারিদিকে উষ্ট্রের অস্থি ভূগর্ভে পুতিয়া রাখিলে তথায় যে সকল গো, মেষ, মহিষ প্রভৃতি পশু যাইবে, সকলেই স্তম্ভিত হইয়া থাকিবে ॥ ১০

অথ বুদ্ধিস্তম্ভনম্।

ভৃঙ্গরাজমপামার্গং সিদ্ধার্থং সহদেবিকাম্।
ওলং বচাঞ্চ শ্বেতার্কং ধ্রুবমেষাং সমাহরেৎ।

লৌহপাত্রে বিনিক্ষিপ্য দ্বিদিনান্তে সমুদ্ধরেৎ ॥
তিলকৈঃ সর্ব্বভূতানাং বুদ্ধিস্তম্ভনকৃৎ পরম্।

ওঁ নমো ভগবতে বিশ্বামিত্রায় নমঃ সর্ব্বমুখীভ্যাং বিশ্বামিত্র আগচ্ছ আগচ্ছ স্বাহা উক্তযোগস্যায়ং মন্ত্রঃ ॥ ১১

বুদ্ধিস্তম্ভন যথা—প্রথমতঃ "ওঁ নমো ভগবতে বিশ্বামিত্রায় নমঃ" সর্ব্বমুখীভ্যাং বিশ্বামিত্র আগচ্ছ আগচ্ছ স্বাহা" এই মন্ত্র অষ্টোত্তর-সহস্র জপ করিয়া পরে বুদ্ধিস্তম্ভন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। ভৃঙ্গরাজ, অপামার্গ, শ্বেত সরিষা দণ্ডোৎপল, বচ ও শ্বেত আকন্দের মূল এই সমস্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া একটী লৌহভাণ্ডে রাখিবে; দুই দিন ঐরূপে রাখিয়া উহাদ্বারা তিলক করিলে সকলের বুদ্ধিস্তম্ভন হয় ॥ ১১

অথ চৌরগতিস্তম্ভনম্।

ওঁ ব্রহ্মবেশিনি শিবে রক্ষ রক্ষ স্বাহা।

অনেন মন্ত্রেণ সপ্তপাশান্ গৃহীত্বা ত্রীণি কট্যাং বদ্ধ্বা অপরান্ মুষ্টিভ্যাং ধারয়েৎ ॥ ১২

চৌরগতিস্তম্ভন যথা।—"ওঁ ব্রহ্ম বেশিনি শিবে রক্ষ রক্ষ স্বাহা" এই মন্ত্রদ্বারা সাতখানি পাশা অভিমন্ত্রিত করতঃ তাহার তিন খানি আপন কটিদেশে বন্ধনপূর্ব্বক আর চারি খানি দুই হস্তের মুষ্টিগত করিয়া রাখিবে। এইরূপ করিলে চোর স্তম্ভগতি হইয়া পড়ে ॥ ১২

অথ অগ্নিস্তম্ভনম্।

জপ্ত্বা জটীং নরো দেবীং তারীং মহিষমর্দ্দিনীম্।
খদিরাঙ্গারমধ্যে তু প্রবিষ্টোঽসৌ ন দহ্যতি ॥

ওঁ মত্তকটীট ছয়ঘনে সেকটীয় মূলীয়সী।
আলিপ্যাগ্নায় মুদীয়তে শনকবীজ্জে মন্দী হ্রীং ফট্ (১)

ওঁ হ্রীং মহিষবাহিনী স্তম্ভয় মোহয় ভেদয় অগ্নিং স্তম্ভয় ঠঠ (২)

এতন্মন্ত্রদ্বয়স্য পূর্ব্বমেবাযুতজপেন সিদ্ধিঃ॥ ১৩

অগ্নিস্তম্ভন যথা ;—প্রথমতঃ "ওঁ মত্তকটীট ছয়ঘনে সেকটীয় মূলীয়সী। আলিপ্যাগ্নায় মুদীয়তে শনকবীজ্জে মন্দী হ্রীং ফট্" এবং "ওঁ হ্রীং মহিষবাহিনী স্তম্ভয় মোহয় ভেদয় অগ্নিং স্তম্ভয় ঠঠ" এই মন্ত্রের যে কোন একটী দশসহস্রসংখ্যক জপ করিয়া পরে অগ্নিস্তম্ভন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়॥ ১৩

কুমারীরসকং পিষ্ট্বা লিপ্তহস্তো নরো ভবেৎ।
দীপ্তাঙ্গারৈস্তপ্তলৌহৈর্ম্মন্ত্রযুক্তৈর্ন দহ্যতি॥ ১৪

মহিষমর্দ্দিনীর মন্ত্র জপ করিয়া প্রজ্বলিত খদিরাঙ্গার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেও তাহার শরীরে কিছুমাত্র উত্তাপ লাগে না। ঘৃতকুমারীর রসদ্বারা হস্তে লেপ প্রদানপূর্ব্বক জ্বলন্ত অঙ্গার কিম্বা উত্তপ্ত লৌহ ধারণ করিলেও হস্ত দগ্ধ হইবে না॥ ১৪

করে সুদর্শনামূলং বদ্ধাগ্নিস্তম্ভনং ভবেৎ॥ ১৫

সুদর্শনামূল হাতে বান্ধিলেও অগ্নি স্তম্ভিত হইয়া থাকে॥ ১৫

বসাং গৃহীত্বা মাণ্ডুকং কৌমারীরসপেষিতম্।
লেপমাত্রে শরীরাণাং অগ্নিস্তম্ভঃ প্রজায়তে॥
অর্কদুগ্ধং সমাদায় কুমারীবারিপেষিতম্।
লেপমাত্রে শরীরাণাং অগ্নিস্তম্ভঃ প্রজায়তে॥ ১৬

মণ্ডুকের চর্ব্বি শোণিতবর্ণ ঘৃতকুমারীর রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া গাত্রে লেপনপূর্ব্বক অগ্নিমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তাহার গাত্র দগ্ধ হয় না।

শ্বেত আকন্দের দুগ্ধ ঘৃতকুমারীর রসে মিশ্রিত করিয়া গাত্রে লেপনপূর্ব্বক অগ্নিমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেও গাত্র দগ্ধ হয় না॥ ১৬

কদলীরসমাদায় কুমারীরসপেষিতম্।
লেপমাত্রে শরীরাণাং অগ্নিস্তম্ভঃ প্রজায়তে॥ ১৭

কদলীবৃক্ষের রস ও ঘৃতকুমারীর রস এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া গাত্রে লেপন করিলে অগ্নিস্তম্ভন হইয়া থাকে॥ ১৭

মণ্ডূকস্য বসা গ্রাহ্যা কর্পূরেণৈব সংযুতা।
লেপমাত্রে শরীরাণাং অগ্নিস্তম্ভঃ প্রজায়তে॥ ১৮

মণ্ডুকের চর্ব্বি এবং কর্পূর এই দুই বস্তু একত্র মিশ্রিত করতঃ গাত্রে লেপ প্রদানপূর্ব্বক অগ্নিমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে শরীর দগ্ধ হয় না॥ ১৮

কুমারীকন্দমাদায় কদলীকন্দসংযুতম্।
লেপমাত্রে শরীরাণাং অগ্নিস্তম্ভঃ প্রজায়তে॥ ১৯

কদলীর মূল ও ঘৃতকুমারীর মূল এই উভয় দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করতঃ গাত্রে প্রলেপ দিলেও অগ্নি স্তম্ভিত হইয়া থাকে॥ ১৯

পিপ্পলী মরিচং শুণ্ঠীং চর্ববয়িত্বা পুনঃ পুনঃ।
দীপ্তাঙ্গারো নরৈর্ভুক্তো ন বক্ত্রং দহ্যতে ক্বচিৎ॥ ২০

শুণ্ঠী গোলমরিচ ও পিপ্পলী এই তিন দ্রব্য একত্র করিয়া চর্ব্বণ করিতে করিতে জ্বলন্ত অঙ্গার মুখমধ্যে নিক্ষেপ করিলে মুখ দগ্ধ হইবে না॥ ২০

আজ্যং শর্করয়া পীত্বা চর্ববয়িত্বা চ নাগরম্।
তপ্তলৌহং মুখে ক্ষিপ্তং বক্ত্রং ন দহ্যতে ক্বচিৎ॥ ২১

প্রথমতঃ শর্করার সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া পান করতঃ তৎপরক্ষণেই শুণ্ঠী চর্ব্বণ করিবে এবং চর্ব্বণ করিতে করিতে তপ্তলৌহ মুখমধ্যে রাখিলে ও মুখ দগ্ধ হইবে না॥ ২

অথ আসনস্তম্ভনম্।

ওঁ নমো দিগম্বরায় অমুকাসনস্তম্ভনং কুরু কুরু স্বাহা অষ্টোত্তর-শতজপেন সিদ্ধিঃ ॥ ২২

অনন্তর আসনস্তম্ভন কথিত হইতেছে।—প্রথমতঃ "ওঁ নমো দিগম্বরায় অমুকাসনস্তম্ভনং কুরু কুরু স্বাহা" এই মন্ত্র একশত আটবার জপ করিয়া পরে আসনস্তম্ভন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয় ॥ ২২

চর্ম্মকারস্য কুণ্ডানাং মলং গ্রাহ্যং তথা রজঃ।
চটকীরুধিরং যুক্তং যস্যাগ্রে তদ্বিনিক্ষিপেৎ ॥
তস্য স্থানে ভবেৎ স্তম্ভঃ সিদ্ধিযোগ উদাহৃতঃ।
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং নান্যথা শঙ্করোদিতম্ ॥ ২৩

চর্ম্মকারেরা যে স্থানে চর্ম্ম ভিজাইয়া রাখে, সেই স্থানের কর্দ্দম এবং চটকী পাখির শোণিত এই উভয় একত্র মিশ্রিত করিয়া যাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিবে, তাহারই আসন স্তম্ভিত হইবে, যাহাকে তাহাকে ইহা প্রকাশ করিবে না ইহা মহাদেবের উক্তি মিথ্যা হইবার নহে ॥ ২৩

শ্বেতগুঞ্জাফলং ক্ষিপ্তং নৃকপালে তু মৃত্তিকাম্।
বলিং দত্ত্বা তু দুগ্ধস্য তস্য বৃক্ষো ভবেদ্‌যদা ॥
তস্য শাখা লতা গ্রাহ্যা যস্যাগ্রে তাং বিনিক্ষিপেৎ।
তস্য স্থানে ভবেৎ স্তম্ভঃ সিদ্ধিযোগ উদাহৃতঃ ॥ ২৪

মানবের মাথার খুলি মৃত্তিকাদ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া তাহাতে শুক্লকুচের বীজ রোপণ করিবে এবং প্রত্যহ উহাতে দুগ্ধ সেচন করিতে হইবে। এই প্রকারে ঐ বীজ হইতে বৃক্ষ জন্মিলে সেই বৃক্ষের শাখা, মূল ও কাণ্ড যে ব্যক্তির সম্মুখে ফেলিয়া দিবে, তাহারই আসন স্তম্ভিত হইবে ॥ ২৪

অথ জলস্তম্ভনম্।

পদ্মকং নাম যদ্দ ব্যং সূক্ষ্মচূর্ণন্তু কারয়েৎ।
বাপীকূপতড়াগাদৌ নিক্ষিপেৎ স্তম্ভতে জলম্॥
মন্ত্রস্তুঃ।—ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় জলং
স্তম্ভয় স্তম্ভয় ঠঃ ঠঃ ঠঃ॥ ২৫

অতঃপর জলস্তম্ভন কথিত হইতেছে।—পদ্মকাষ্ঠ: উৎকৃষ্টরূপে চূর্ণ করিতে হইবে, পরে "ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় জলং স্তম্ভয় স্তম্ভয় ঠঃ ঠঃ ঠঃ এই মন্ত্র একশত আটবার জপ করিয়া সেই চূর্ণ কূপাদি যে কোন জলাশয়ে নিক্ষেপ করিবে, তাহারই জল স্তম্ভিত হইবে॥ ২৫

অগস্ত্যপুষ্পানির্যাসং মহিষীপয়সা পিবেৎ।
খাদেত্তন্নবনীতঞ্চ জলাগ্নৌ নাবসীদতি॥

ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় বলস্থ দিদ্রব কলহপ্রিয়ে কলহং সাধ্বনি এহ্যেহি স্বাহা॥ ২৬

"ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় বলস্থ দিদ্রব কলহপ্রিয়ে কলহংসাধ্বনি এহ্যেহি স্বাহা" এই মন্ত্র জপ করিয়া অগস্ত্যপুষ্পের রস ও মহিষীদুগ্ধ এই দুই দ্রব্য মিশ্রিত করতঃ পানপূর্ব্বক মহিষী দুগ্ধসমন্বিত নবনীত ভক্ষণ করিবে। এইরূপ করিলে সেই ব্যক্তি জলে বা অগ্নিতে অবসন্ন হইবে না, অর্থাৎ তাহার নিকট জল ও অগ্নি স্তম্ভিত হইবে॥ ২৬

ত্রিলোহবেষ্টিতং হস্তং কৃকলাসস্থ দক্ষিণম্।
সমন্ত্রং ধারয়েদ্বক্ত্রে স্বেচ্ছয়া সঞ্চরেজ্জলে॥
সমুদ্রেঽপি ন সন্দেহো নরস্তোয়ৈর্ন বাধ্যতে।
ওঁ অগ্নয়ে উদ স্বাহা॥ ২৭

একটী কৃকলাস মারিয়া তাহার দক্ষিণ হাত ত্রিলোহদ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক

"ওঁ অগ্নয়ে উদ স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সেই হস্ত মুখের মধ্যে ধারণ করিলে সাগরের মধ্যেও অবলীলাক্রমে পরিভ্রমণ করিতে পারে, সে কিছুতেই জলমধ্যে নিমগ্ন হয় না ॥ ২৭

মূলং পুষ্যে তু গুঞ্জায়াঃ কুসুম্ভরসপেষিতম্।
তেনৈব রঞ্জয়েদ্বস্ত্রং তদ্বস্ত্রস্বাঙ্গবেষ্টিতম্॥
গম্ভীরজলমধ্যে তু যাবদিচ্ছতি তিষ্ঠতি।
জলস্তম্ভমিদং খ্যাতং গুঞ্জামন্ত্রেণ সিদ্ধ্যতি ॥ ২৮

পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেত কুঁচের মূল আনিয়া কুসুম্ভপাতার রসের সহিত উহা পেষণ করিতে হইবে; উত্তমরূপে পেষিত হইলে উহাদ্বারা একখানি কাপড় রঞ্জিত করিবে। অনন্তর ঐ বস্ত্রদ্বারা শরীর আচ্ছাদিত করিয়া যত দিন ইচ্ছা জলোপরি অবস্থিতি করিতে পারে, কিছুতেই সে নিমগ্ন হইবে না ॥ ২৮

অলাবুফলচূর্ণন্তু পক্বং শ্লেষ্মান্তজং ফলং।
পিষ্ট্বা তেনাজিনং লিপ্ত্বা নরোহঙ্গুলমাত্রকম্ ॥
তচ্ছুষ্কং নিক্ষিপেত্তোয়ে তড়াগে বা নদে হ্রদে।
তস্যোপরি স্থিতো যোহসৌ কদাচিন্ন নিমজ্জতি ॥ ২৯

অলাবু (লাউ) চূর্ণ ও সুপক্ক ঘোষাফল এই দুই দ্রব্য উত্তমরূপে পেষণ করিবে। পেষিত হইলে তদ্দ্বারা একখানি চর্ম্মে লেপ প্রদান করিবে, এরূপ ভাবে লেপন করিতে হইবে যে উহা এক অঙ্গুল পুরু হয়। পরে উহা শুষ্ক করিয়া জলে নিক্ষেপ করিবামাত্র ভাসিতে থাকিবে, তাহার উপর আরোহণ করিয়া অনায়াসে জলে ভ্রমণ করা যায়, কিছুতেই জলমগ্ন হইবে না ॥ ২৯

শ্লেষ্মান্তং লাবুপিষ্টেন কর্ত্তব্যং পাদুকাদ্বয়ম্।
গোধাচর্ম্মময়ং বদ্ধং কৃত্বারূঢ়শ্চরেজ্জলে ॥

শ্লেষ্মান্তফলচূর্ণন্তু বাপীকূপতড়াগকে।
ক্ষিপেদ্রাত্রৌ ভবেদ্বন্ধো মুক্ত্যর্থে লবণং ক্ষিপেৎ॥ ৩০

অলাবু ও ঘোষাফল এই উভয় দ্রব্য একত্র পেষণ করিবে। উত্তমরূপে পেষিত হইলে উহাদ্বারা পাদুকা প্রস্তুত করিয়া গোসর্পের চর্ম্মদ্বারা পাদুকা আচ্ছাদিত করিতে হইবে। ঐ পাদুকা পরিধান করিয়া অনায়াসে জলোপরি ভ্রমণ করা যায়। নিশাযোগে বাপী কূপ প্রভৃতির সলিলমধ্যে ঘোষাফল চূর্ণ ফেলিয়া দিলে সেই জল স্তম্ভিত হয়; পরে উহাতে কিঞ্চিৎ লবণ ফেলিলেই সে দোষ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৩০

শ্লেষ্মান্তফলচূর্ণন্তু লেপ্যং শুষ্কন্তু মৃদ্ঘটে।
ঘনমঙ্গুলমাত্রং স্যাচ্ছোষয়েৎ পূরয়েজ্জলৈঃ॥
ক্ষণার্দ্ধে ভিদ্যতে কুম্ভো জলং বদ্ধন্তু তিষ্ঠতি।

ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় জলং স্তম্ভয় স্তম্ভয় বঃ বঃ বঃ বঃ ঠঃ ঠঃ ঠঃ॥ ৩১

ঘোযাফলের চূর্ণদ্বারা একটী মৃত্তিকাময় কুম্ভ লেপন করিবে, এরূপ ভাবে লেপন করিতে হইবে যেন উহা এক অঙ্গুল পুরু হয়; অনন্তর উহা শুষ্ক হইলে জলদ্বারা কুম্ভ পরিপূর্ণ করিবে। কিয়ৎক্ষণ পরেই ঐ কুম্ভ ভাঙ্গিয়া যাইবে, কিন্তু কুম্ভমধ্যস্থ জল সেই ভাবেই থাকিবে; এই কার্য্যে করিবার সময় "ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় জলং স্তম্ভয় স্তম্ভয় বঃ বঃ বঃ বঃ ঠঃ ঠঃ ঠঃ" এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়॥ ৩১

মকরস্য শৃগালস্য নকুলস্য বসাযুতম্।
জলসর্পশিরোপেতমৈনতৈলেন পাচয়েৎ॥
তেন নস্যং কর্ণলেপং কৃত্বা সংস্তম্ভয়েজ্জলম্।
ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধানায়
জলং স্তম্ভয় স্তম্ভয় ঠঃ ঠঃ॥ ৩২

মকর, শৃগাল ও নকুল ইহাদের চর্ব্বি এবং জলসর্পের মস্তক এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া হরিণের তৈলে পাক করিবে। উত্তম-রূপ পক্ক হইলে "ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধানায় জলং স্তম্ভয় স্তম্ভয় ঠঃ ঠঃ" এই মন্ত্র দ্বারা সেই দ্রব্য অভিমন্ত্রিত করিয়া কর্ণে ও নাসি-কায় তাহা লেপন করিলে যত দিন ইচ্ছা জলোপরি ভ্রমণ করিতে পারে সন্দেহ নাই॥ ৩২

অথ সৈন্যস্তম্ভনম্।

লক্ষমেকং জপেন্মন্ত্রী পলাশতরুজৈস্তথা।
মধ্বাজ্যসংযুতৈর্হোমাৎ কালকর্ণী প্রসীদতি॥
সৈন্যখড়্গাদিধারাম্বুগতিস্তম্ভকরো ভবেৎ।
সততং স্মরণান্মন্ত্রী বিবিধাশ্চর্য্যকারকঃ॥
ওঁ ষ্ণাং কালকর্ণিকে ঠঃ ঠঃ॥ ৩৩

অনন্তর সৈন্যাদিস্তম্ভন-প্রণালী বর্ণিত হইতেছে।—"ওঁ ষ্ণাং কাল-কর্ণিকে ঠঃ ঠঃ" এই মন্ত্র একলক্ষ সংখ্যক জপ করিয়া মধু ও ঘৃতসমন্বিত পলাশসমিধদ্বারা দশসহস্র হোম করিতে হইবে। এই প্রকার করিলেই কালকর্ণিকা দেবী সন্তুষ্টা হইয়া থাকেন, ইহাদ্বারা সৈন্যস্তম্ভন, গতিস্তম্ভন, জলস্তম্ভন ও খড়্গাপ্রভৃতির ধারস্তম্ভন হয়। ঐ মন্ত্র নিরন্তর স্মরণ করিলে অনেক কৌতুককর বিষয় সম্পাদন করা যায়॥ ৩৩

দ্বিরদরদমধ্যস্থং পরসৈন্যং বিচিন্তয়েৎ।
তৎক্ষণাদ্ভঙ্গমায়াতি স্তম্ভিতং বাবতিষ্ঠতি।
ওঁ স্তং দ্বিরণ্ডায় স্বাহা॥ ৩৪

যুদ্ধের সময়ে মনে মনে এইরূপ ভাবনা করিবে যে, বিপক্ষের সৈন্যগণ হস্তীর দন্তের মধ্যগত রহিয়াছে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে "ওঁ

স্তং দ্বিরণ্ডায় স্বাহা” এই মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপ করিলেই বিপক্ষের সৈন্য স্তম্ভিত হয়, অথবা রণে ভঙ্গদিয়া পলায়ন করে ॥ ৩৪

রক্তধুস্তূরমূলঞ্চ পূর্ব্ববজ্জায়তে ফলম্।
গুঞ্জামূলং সমানীয়মর্কটী গৃহগোধিকা ॥
ছুছুন্দরীসমাযুক্তং পিষ্ট্বা শস্ত্রাণি লেপয়েৎ।
তৎফলে ছিদ্যমানেঽপি ম্রিয়তে চ ন সংশয়ঃ ॥

ওঁ নমো ভগবতে উড্‌ডামরেশ্বরায় দহ দহ পচ পচ ঘাতয় ঘাতয় হিলি হিলি স্বাহা ॥ ৩৫

রক্তধুস্তূরের মূল ও ফল কুঁচের মূল মাকড়সা, টিকটিকী ও ছুঁচো এই সকল একত্র মিশ্রিত করতঃ পেষণ করিবে; উক্তমরূপে পেষিত হইলে তদ্দ্বারা স্বীয় অস্ত্রে লেপ প্রদানপূর্ব্বক সেই অস্ত্রদ্বারা একটি রক্তধুস্তূরের ফল ছেদন করিতে হইবে। এই প্রক্রিয়াদ্বারা বিপক্ষের সৈন্য সকল পরাজিত হয়। উল্লিখিত দ্রব্য সকল পেষণ করিবার সময়, অস্ত্রে লেপনের কালে এবং ধুস্তূর ফল ছেদন সময়ে “ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় দহ দহ পচ পচ ঘাতয় ঘাতয় হিলি হিলি স্বাহা” এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে ॥ ৩৫

ষড়্‌বিন্দুমক্ষিকা নীলা চূর্ণং খর্জ্জুরমূলকম্।
লেপয়েৎ সর্ব্বশস্ত্রাণি তদ্‌ঘাতে কৃমিরুদ্ভবেৎ ॥
কৃমিকোপান্নিহন্ত্যাশু বিষ্ণুনা যদি রক্ষিতং ॥

ওঁ নমো ভগবতে উড্‌ডামরেশ্বরায় দহ দহ ভিন্ন ভিন্ন খ খ গৃহ্ন গৃহ্ন ঠঃ ঠঃ ॥ ৩৬

ষড়্‌বিন্দু নামক কীট, নীলমক্ষিকা এবং খর্জ্জুরমূল এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করতঃ চূর্ণ করিবে; উক্তমরূপ চূর্ণীকৃত হইলে তদ্দ্বারা আপনার অস্ত্রে লেপপ্রদান করিবে। পরে ঐ অস্ত্রদ্বারা যে কোন স্থানে হউক আঘাত করিবামাত্র অগণ্য কৃমি উৎপন্ন হইবে, ঐসমস্ত কৃমির

রোষে বিপক্ষ সৈন্যেরা পরাস্ত হয়, বিষ্ণু রক্ষক হইলেও তাহাদিগের পরিত্রাণ নাই। এই প্রক্রিয়া করিবার সময় "ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় দহ দহ ভিন্ন ভিন্ন খ খ গৃহ্ণ গৃহ্ণ স্বাহা" ঠঃ ঠঃ" এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে॥ ৩৬

জলৌকামক্ষিকানীলা ষড়্‌বিন্দূনাং প্রলেপনাৎ।
তচ্ছস্ত্রে ছিদ্যমানেন ম্রিয়তে হ্যমরোঽপি সঃ।
পূর্ব্বোক্তমন্ত্রেণ সিদ্ধিঃ॥ ৩৭

জোঁক, নীলমক্ষিকা ও ষড়্‌বিন্দু এই তিন জীবকে মারিয়া ইহাদিগের রস একত্র মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা অস্ত্র লেপন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিলে সুরগণও পরাস্ত হন। এই প্রকরণ করিবার সময়ও "ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় দহ দহ ভিন্ন ভিন্ন খ খ গৃহ গৃহ্ণ স্বাহা ঠঃ ঠঃ এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে॥ ৩৭

হলাহলং ভবেৎ নাভং বৃশ্চিকা গৃহগোধিকা।
ছুছুন্দরীকৃষ্ণসর্পগৃহগোধাশিরাংসি চ।
ষড়্‌বিন্দুকরবীরোত্থং মদনস্য ফলং তথা।
এতানি সর্ব্বচূর্ণানি উষ্ট্রীক্ষীরেণ পেষয়েৎ।
এষ শস্ত্রপ্রলেপস্তু মহাশত্রুবিনাশকৃৎ॥ ৩৮

হলাহলবিষ, স্থাবরবিষ, বৃশ্চিক, টিকৃটিকী, ছুঁচো, কৃষ্ণসর্প, টীক্‌টিকীর মস্তক, ষড়্‌বিন্দু, করবীফল ও মদনফল এই সকল একত্র মিশ্রিত করিয়া উষ্ট্রের দুগ্ধে পেষণ করিবে। উক্তরূপে পেষিত হইলে তদ্দ্বারা অস্ত্রে লেপ প্রদানপূর্ব্বক যুদ্ধ করিলে মহাশত্রুও পরাজিত হয়॥ ৩৮

— —

অথ মোহনম্।

আদৌ দুষ্টজনমোহনম্।

দুষ্টস্য নাম রক্তদ্রব্যেণ ভূর্জ্জে সংলিখ্য মধুমধ্যে স্থাপয়েৎ। দুষ্টো মোহমাপ্নোতি ॥ ১

অনন্তর মোহনপ্রকরণ বর্ণিত হইতেছে।—যে ব্যক্তি দুষ্ট ও পরম শত্রু তাহাকেই মোহনদ্বারা বশীভূত করিতে হয়, অন্যের প্রতি এ প্রক্রিয়া সফল হইবে না। ভূর্জ্জপত্রে রক্তবস্তুদ্বারা দুষ্ট শত্রুর নাম লিখিয়া মধুর অভ্যন্তরে স্থাপন করিবে, তাহা হইলেই সে মোহিত হইয়া থাকে ॥ ১

গোরোচনয়া ভূর্জ্জে দুষ্টস্য নামাভিলিখ্য পুষ্পাদিষড়ঙ্গৈঃ সম্পূজ্য মধুমধ্যে স্থাপয়েৎ সর্ব্বদুষ্টান্ মোহয়তি ॥ ২

গোরোচনাদ্বারা ভূর্জ্জপত্রে দুষ্ট শত্রুর নাম লিখিয়া ষড়ঙ্গ পূজাপূর্ব্বক তাহা মধুর অভ্যন্তরে সংস্থাপন করিলে সে মোহিত হইয়া থাকে ॥ ২

অথ শত্রুমোহনম্।

দুশ্চিক্যোদ্ভবচূর্ণেন ধূপো মোহয়তে শত্রূন্।
গরলং ধূর্ত্তপঞ্চাঙ্গং মহিষীশোণিতং কণা ॥
শিলায়াং কুরুতে মোহং ধূপো গুগ্গুলুসংযুতঃ ॥ ৩

দুশ্চিক্যার মূল চূর্ণ করিয়া ধূপ প্রদান করিলে শত্রু মোহিত হইয়া থাকে। বিষ, ধুস্তূরমূল, ধুতূরার বল্কল ফল পত্র ও পুষ্প মহিষীর শোণিত, পিপ্পলী ও গুগ্গুল এই সমস্ত বস্তুদ্বারা ধূপ প্রদান করিলে শত্রুকে মোহিত করা যায় ॥ ৩

হলিশী বিষধুস্তূরং শিখিবিষ্ঠাভিরন্বিতম্।
তথা ধূপঃ সমং ভাগং যোষিত্যেব বিনিশ্চিতম্ ৪

বিষ হলিশী, ধুস্তূরমূল ধুনা এবং ময়ুরের মল এই সমস্ত বস্তু সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র করিয়া যুপপ্রদান করিলে শক্র মোহিত হয় ॥ ৪

ছুছুন্দরীসপ্তমুণ্ডং বৃশ্চিকস্য তু কণ্ঠকং।
হরিতালসমং ধূপো মোহয়েৎ নিখিলানরীন্ ॥ ৫

ছুঁচার মস্তক সাতটী, বৃশ্চিকের কণ্ঠ এবং হরিতাল এই তিন দ্রব্য সমপরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক ধূপ প্রদান করিলে শক্র মোহিত হইয়া পড়ে ॥ ৫

অবিঃ পীতশিখা চৈব শ্বেতা চ গিরিকর্ণিকা।
গোরোচনসমাযোগে তিলকং শত্রুমোহনম্ ॥ ৬

শ্বেত অপরাজিতার মূল ও গোরোচনা এই উভয় দ্রব্য একত্রিত করতঃ ললাটে তিলক প্রদান করিবে, সেই তিলক দর্শন করিবামাত্র শত্রুগণ মোহিত হইয়া পড়ে ॥ ৬

অথ বিদ্বেষণম্।

একহস্তে কাকপক্ষমুলুকস তথা পরে।
মন্ত্রয়িত্বা মিলিত্বাগ্রং কৃষ্ণসূত্রেণ বন্ধয়েৎ ॥
অঞ্জলিঞ্চ জলে চৈব তর্পয়েদ্ধস্তমাক্ষকৈঃ।
এবং সপ্তদিনং কুর্য্যাদষ্টোত্তরশতং জপেৎ
বিদ্বেষো জায়তে তত্র মহাকৌতুকমদ্ভুতম্।
মার্জ্জারমূষিকাবিষ্ঠা-সাধ্যপুত্তলিকা কৃতা ॥
নীলবস্ত্রেণ সংবেষ্ট্য মন্ত্রয়িত্বা শতেন চ।
বিদ্বেষো জায়তে তত্র সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥

মন্ত্রস্তু—ওঁ নমো মহাভৈরবায় শ্মশানবাসিন্যৈ অমুকামুকয়োর্ব্বিদ্বেষং কুরু কুরু ক্রূং ফট্ ॥ ৭

অনন্তর বিদ্বেষণ কথিত হইতেছে।—যদি কেহ আপনার স্ত্রীকে অন্য-পুরুষের সহিত আসক্ত জানিতে পারে, অথবা কোন স্ত্রী আপনার পতিকে পরদারাসক্ত দেখে, তাহা হইলে এই প্রক্রিয়াদ্বারা সেই প্রণয়ী দুইজনের পরস্পর বিরোধ জন্মাইয়া দেওয়া যায়, অন্য কাহার প্রতি এই প্রক্রিয়া করিলে তাহা সফল হইবে না, অধিকন্তু নিজেকে অমঙ্গলে ও বিপদে পড়িতে হইবে। প্রথমতঃ এক হাতে কাকের পক্ষ এবং অপর হাতে পেচকের পক্ষ গ্রহণপূর্ব্বক যে দুই জনের পরস্পর বিরোধ উৎপাদন করিতে হইবে, তাহাদের নাম যথাস্থানে উল্লেখ করিয়া "ওঁ নমো মহাভৈরবায় শ্মশান-বাসিন্যৈ অমুকামুকয়োর্ব্বিদ্বেষং কুরু কুরু ক্রুং ফট্" এই মন্ত্র পাঠ করতঃ দুইটী পক্ষের অগ্র পরস্পর একত্র করিয়া কৃষ্ণসূত্রে বন্ধন করিতে হইবে। অনন্তর ঐ পক্ষ হস্তে লইয়া সলিলাঞ্জলিদ্বারা তর্পণ করিতে হইবে। সাত দিন এইরূপ যথাবিধানে তর্পণ ও উক্ত মন্ত্র প্রত্যহ একশত আটবার জপ করিবে। এইপ্রকার করিলেই উভয়ের মধ্যে মহাবিরোধ উপস্থিত হয়, ইহা অতি অদ্ভূতজনক। যে দুই জনের মধ্যে পরস্পর বিবাদ জন্মাইতে হয়, তাহাদের মধ্যে একজনের মূর্ত্তি মূষিকবিষ্ঠাদ্বারা এবং অপরের মূর্ত্তি বিড়ালবিষ্ঠাদ্বারা নির্ম্মাণ করিবে। অনন্তর ঐ মূর্ত্তিদ্বয়কে কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রদ্বারা পরিবেষ্টনপূর্ব্বক "ওঁ নমো মহাভৈরবায় শ্মশানবাসিন্যৈ অমুকামুকয়োর্ব্বি" দ্বেষং কুরু কুরু ক্রুং ফট্" এই মন্ত্র শতবার জপ করিবে। এইপ্রকার করিলে নিশ্চয়ই পরস্পর বিরোধ জন্মে॥ ৭

একহস্তে কাকপক্ষমুলূকস্য তথা পরে।
দর্ভেণ ধারয়েদ্ যত্নাৎ ত্রিসপ্তাহং জলাঞ্জলিম্॥
রক্তাশ্বমারপুষ্পৈকমন্ত্রযুক্তং জলাঞ্জলিম্॥
নিত্যং নিত্যং প্রদাতব্যমষ্টোত্তরসহস্রকম্।
পরস্পরং ভবেদ্দ্বেষঃ সিদ্ধিযোগ উদাহৃতঃ॥

ওঁ নমঃ কটীটনী প্রমোটনীকী গৌরী গৌরী অমুকস্থ অমুকেন সহ কাকোলূকাদিবৎ কুরু কুরু স্বাহা ॥ ৮

একহাতে কাকের পক্ষ ও অপর হাতে পেচকের পক্ষ গ্রহণ করিবে এবং তাহার সহিত দর্ভও লইতে হইবে। পরে যাহাদের পরস্পর বিরোধ জন্মাইতে হইবে, যথাস্থানে তাহাদের নাম উল্লেখপূর্ব্বক "ওঁ নমঃ কটীটনী প্রমোটনীকী গৌরী গৌরী অমুকস্থ অমুকেন সহ কাকোলূকাদিবৎ কুরু কুরু স্বাহা। এই মন্ত্র পাঠ করতঃ একবিংশতি দিন পর্য্যন্ত জলাঞ্জলিদ্বারা তর্পণ করিতে হইবে। এই জলাঞ্জলি সহ এক একটী শোণিতবর্ণ করবীর-কুসুম দিয়া প্রত্যহ একহাজার আটবার জলাঞ্জলি দিবে। এই প্রকার করিলেই কার্য্য সিদ্ধি হয় সন্দেহ নাই ॥ ৮

প্রকারান্তর-বিদ্বেষণম্

যদুক্তং তন্ত্রসারে ।

অন্যোঽন্যসমসংরম্ভাৎ রোষিতৌ সমরে যুতৌ ।
তদীয় নখরোড্ডীন-ধূলিমাদায় সাধকঃ ॥
ধূলিনা তেন বিদ্বেষস্তাড়নাদভিজায়তে ।
পরস্পরং রিপোর্ব্বৈরং মিত্রেণ সহ নিশ্চিতম্ ॥ ১

বিদ্বেষণ-প্রক্রিয়া।—যে দুইব্যক্তি পরস্পর যুদ্ধ করিতে রণে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহাদের নখাঘাতে উড্ডীন ধূলি সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা বন্ধুদ্বয়কে তাড়ন করিলে শীঘ্রই তাহাদের মধ্যে বিদ্বেষভাব জন্মে ॥ ১

মহিষাশ্ব-পুরীষাভ্যাং গোমূত্রেণ সমালিখেৎ।
যয়োর্নাম-তয়োঃ শীঘ্রং বিদ্বেষঞ্চ পরস্পরম্ ॥ ২

ও অশ্বের মলের সহিত গোমূত্রমিশ্রিত করিয়া সেই মিশ্রিত দ্রব্যদ্বারা যে দুই ব্যক্তির নাম লিখিবে তাহাদের পরস্পর বিদ্বেষভাব জন্মিবে ॥ ২

রক্তেন মহিষাশ্বেন শ্মশানবস্ত্রকে লিখেৎ।
যস্য নাম ভবেৎ তস্য বিদ্বেষঞ্চ পরস্পরম্ ॥ ৩

মহিষ ও অশ্বরক্ত দ্বারা শ্মশানবস্ত্রে যাহাদিগের নাম লিখা যায় সেই দুই ব্যক্তির পরস্পর বিদ্বেষ জন্মে ॥ ৩

ষট্‌কোণ চক্রমধ্যে তু রিপোর্নাম সমন্বিতম্।
মন্ত্রস্তু সংপ্রবক্ষ্যামি মহাভৈরব-সংজ্ঞকম্ ॥

ওঁ নমো মহাভৈরবায় শ্মশানবাসিনে অমুকামুকয়োর্ব্বিদ্বেষং কুরু কুরু হূং ফট্।

এতন্মন্ত্রং লিখেত্তত্র বিদ্বেষো জায়তে ধ্রুবম্ ॥ ৪

ষট্‌কোণ চক্রমধ্যে শত্রুদ্বয়ের নাম লিখিয়া তাহার উপর "ওঁ মহাভৈরবায় শ্মশানবাসিনে অমুকামুকয়োর্ব্বিদ্বেষং কুরু কুরু হূং ফট্", এই মহাভৈরব মন্ত্র লিখিলে সেই শত্রুদ্বয়ের পরস্পর বিদ্বেষ ভাব জন্মে ॥ ৪

অন্যযোগমহং বক্ষ্যে দুর্লভং বসুধাতলে।
জ্ঞানমাত্রেণ শত্রূণাং বিদ্বেষো জায়তে ধ্রুবম্ ॥

ওঁ নমো ভগবতি শ্মশানকালিকে অমুকং বিদ্বেষয় বিদ্বেষয় হন হন পচ পচ মথ মথ হূং ফট্ স্বাহা।

অমুনা মন্ত্ররাজেন হোময়েৎপ্রয়তঃ সুধীঃ।
বহ্নিকুণ্ডে নিম্বপত্রৈঃ কটুতৈলান্বিতেন চ ॥
প্রজ্বাল্য খাদিরং বহ্নিং শ্মশানজং ততঃ পুনঃ।
দশসাহস্র-সংযুক্তং তিল-যবাক্ষতান্বিতম্ ॥

ভাবয়ন্ কালিকাং দেবীং ইন্দ্রনীল-সমপ্রভাম্।
ব্যোমলীনাং মহাচণ্ডাং সুরাসুর-বিমর্দ্দিনীম্॥
ত্রিলোচনাং মহারাবাং সর্ব্বাভরণ-ভূষিতাম্।
কপাল-কর্ত্তৃকাহস্তাং চন্দ্রসূর্য্যোপরিস্থিতাম্॥
শবযানগতাং চৈব প্রেতভৈরব-বেষ্টিতাম্।
বসন্তীং পিতৃকান্তারে সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়িনীম্॥
হোময়েদ্বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্ব্বলিছাগোপহারকৈঃ।
পূজয়িত্বা মহেশানীং ভক্তিযুক্তেন চেতসা॥
তদ্ভস্ম চ সমাদায় ধারয়েদভিমন্ত্রিতম্।
ভস্মনা যেন সংহন্যাদ্বিদ্বেষস্তদ্ভবেন্নৃনাম্॥ ৫

এই বিদ্বেষণ প্রক্রিয়ার প্রকারান্তর কথিত হইতেছে। যথা—এই প্রক্রিয়া ধরাতলে অতীব দুর্ল্লভ। ইহা করিবামাত্র শত্রুর বিদ্বেষ হইয়া থাকে। ওঁ নমো ভগবতি শ্মশানকালিকে ইত্যাদি মন্ত্রে কটুতৈল যুক্ত নিম্ব-পত্রদ্বারা হোম করিলে শত্রুগণের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ জন্মে। শ্মশানস্থ অগ্নি আনিয়া খদিরকাষ্ঠ দ্বারা সেই অগ্নি প্রজ্বালিত করিবে। সেই অগ্নিতে তিল যব ও অক্ষতদ্বারা বিধানানুযায়ী উক্তমন্ত্রে দশসহস্র হোম করিলে শত্রুবর্গের পরস্পর বৈরভাব উপস্থিত হয়। ইন্দ্রনীল সমপ্রভাশালিনী কালিকাদেবীকে চিন্তা করিতে করিতে হোম করিতে হইবে। কালিকা-দেবী ব্যোমলীনা, মহাপ্রচণ্ডাকৃতি, মহিষাসুরবিনাশিনী ত্রিলোচনা, মহাশব্দা ও সর্ব্বপ্রকার আভরণে বিভূষিতা। ইঁহার এক হস্তে নরকপাল ও অন্য হস্তে কর্ত্তৃকা। দেবী চন্দ্রসূর্য্যের উপরি অবস্থিতি করেন এবং সর্ব্বদা শবযানে গমন করিয়া থাকেন। ইঁহাকে প্রেতভৈরবগণ পরি-বেষ্টন করিয়া আছে, এই সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী দেবী শ্মশানে বাস করেন। সাধক ভক্তিযুক্তচিত্তে বহুবিধ পুষ্প ও ছাগাদি বিবিধ উপহারে দেবীর পূজা

করিয়া হোম করিবে। হোমশেষে সেই ভস্ম আনিয়া পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই ভস্মে যাহার অস্থি নিক্ষেপ করিবে তাহার বিদ্বেষভাব উপস্থিত হইবে ॥ ৫

বহ্নিঃ শীতলতাং যাতি পতেদ্ভূমৌ যদা রবিঃ।
যদা শুষ্যতি পাথোধিশ্চন্দ্রমাঃ পততে যদি।
তদা মিথ্যা ভবেদ্দেবি যোগরাজঃ সুদুর্লভঃ ॥ ৬

যদি অগ্নি শীতল হয়, যদি সূর্য্য ভূতলে পতিত হয়, সমুদ্র যদি শুষ্ক হইয়া যায় এবং চন্দ্র যদি ভূতলে পতিত হয়, তথাপি এই প্রক্রিয়া কখনও মিথ্যা হইবার নহে ॥ ৬

ষট্‌কোণং চক্ররাজন্তু শত্রূণাং নাম টঙ্কিতম্।
পূর্ব্ববদ্রব্যেণ বিদ্বেষং কারয়েদথ সাধকঃ ॥

দ্রাং বিদ্বেষিণি অমুকামুকয়োঃ পরস্পরং বিদ্বেষং কুরু কুরু স্বাহা।

যন্ত্রবাহে লিখেন্মন্ত্রমিমং পূর্ব্বোক্তবস্তুভিঃ।
পরস্পরং ভবেদ্দ্বেষো যোগোঽয়ং কুব্জিকামতে ॥ ৭

ইতি কুব্জিকাতন্ত্রে বিদ্বেষণং সমাপ্তম্।

এই প্রয়োগ সর্ব্বপ্রকার যোগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগ এবং পরম দুর্লভ। সাধক ষট্‌কোণ চক্র অঙ্কনপূর্ব্বক তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্তদ্রব্য দ্বারা শত্রুর নাম লিখিবে এবং যন্ত্রের বাহে "ওঁ দ্রাং বিদ্বেষিণি" ইত্যাদি মন্ত্র পূর্ব্বোক্তকুঙ্কুমাদি দ্রব্যদ্বারা লিখিবে। এইরূপ করিলে পরস্পরের বিদ্বেষ হইয়া থাকে। এই যোগ কুব্জিকাতন্ত্র সম্মত ॥ ৭

ইতি কুব্জিকাতন্ত্রে বিদ্বেষণ সমাপ্ত।

অথ উচ্চাটনম্।

মঙ্গলবারে রাত্রৌ শ্মশানাঙ্গারং কৃষ্ণবস্ত্রেণ কৃত্বা রক্তসূত্রেণ সংবেষ্ট্য যস্য গৃহে পরিক্ষিপেৎ সপ্তাহাভ্যন্তরে তস্যোচ্চাটনং ভবতি॥ ১

অনন্তর উচ্চাটন কথিত হইতেছে, যে ব্যক্তি আততায়ী শত্রু তাহাকেই স্থানান্তরিত করিবার জন্য এই প্রক্রিয়া করিতে হয়, নতুবা অন্য কাহারও প্রতি এই প্রক্রিয়া করিলে সিদ্ধি হয় না, অধিকন্তু সাধকের অমঙ্গল হইয়া থাকে। মঙ্গলবার নিশাযোগে শ্মশানস্থ অঙ্গার আনিয়া তাহা নীলবর্ণ বস্ত্রের মধ্যস্থ করিয়া শোণিতবর্ণ সূত্রদ্বারা পরিবেষ্টন করতঃ শত্রুর গৃহে প্রক্ষেপ করিবে, তাহা হইলে সাতদিন মধ্যেই সেই ব্যক্তি স্থানান্তরিত হইবে॥ ১

পঞ্চাঙ্গুলং চিত্রকস্য কীলং গ্রাহ্যং পুনর্ব্বসৌ।
সপ্তাভিমন্ত্রিতং গেহে খনেদুচ্চাটনং ভবেৎ॥
মন্ত্রস্তু ওঁ লোহিতমুখে স্বাহা।
অস্যাষ্টোত্তরসহস্রজপেন পুরশ্চরণম্॥ ২

চিতাকাষ্ঠ একখানি পঞ্চাঙ্গুলপরিমাণে লইয়া "ওঁ লোহিতমুখে স্বাহা" এই মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করতঃ যাহার আলয়ে পুতিয়া রাখিবে, সে অবিলম্বে স্থানান্তরিত হয়, চিতাকাষ্ঠ পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে আহরণ করিতে হয়। এই মন্ত্র অষ্টোত্তরসহস্র জপদ্বারা পুরশ্চরণ করিয়া সিদ্ধি করিতে হইবে॥ ২

খাতমৌডুম্বরং কীলং মন্ত্রিতং চতুরঙ্গুলম্।
তং যস্য নিখনেদ্গেহে তস্য চোচ্চাটনং ভবেৎ।
মন্ত্রস্তু ওঁ শিনি শিনি স্বাহা॥ ৩

যজ্ঞডুম্বুরের কাষ্ঠ চারি অঙ্গুল পরিমাণে লইয়া "ওঁ শিনি শিনি স্বাহা" এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবে। পরে সেই কাষ্ঠ যাহার আলয়ে পুতিবে, সে অবিলম্বে স্থানান্তরিত হইবে ॥ ৩

ভরণ্যামঙ্গুলৈকন্তু উলূকস্যাস্থিকীলকম্।
সপ্তাভিমন্ত্রিতং যস্য নিখন্যোচ্চাটনং ভবেৎ।
মন্ত্রস্তু—ওঁ দহ দহ হল হল স্বাহা ॥ ৪

ভরণী নক্ষত্রে এক অঙ্গুল পরিমাণে পেচকের অস্থি লইয়া "ওঁ দহ দহ হল হল স্বাহা" এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবে। পরে উহা যাহার আলয়ে পুতিয়া রাখিবে, সে অচিরেই স্থানান্তরিত হইবে ॥ ৪

কাকোলূকস্য পক্ষাংস্তু হুত্বা হ্যষ্টাধিকং শতম্।
যন্নাম্না মন্ত্রযোগেন সমস্তোচ্চাটনং ভবেৎ ॥

মন্ত্রস্তু—ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় হুং দংষ্ট্রাকরালায় অমুকং হন হন দহ দহ পচ পচ শীঘ্রং উচ্চাটয় হুং ফট্ স্বাহা ঠঃ ঠঃ ॥ ৫

"ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় হুং দংষ্ট্রাকরালায় অমুকং সপুত্রবান্ধবৈঃ সহ হন হন দহ দহ পচ পচ শীঘ্রং উচ্চাটয় উচ্চাটয় হুং ফট্ স্বাহা ঠঃ ঠঃ" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক কাক ও পেচকের পক্ষদ্বারা অষ্টোত্তরশত হোম করিলে অবিলম্বে উচ্চাটন কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৫

লেপয়েৎ কাকপিত্তেন কীলমঙ্গুলসম্ভবম্।
নিখনেদ্‌যস্য ভবনে তস্য উচ্চাটনং ভবেৎ ॥
মন্ত্রস্তু—ওঁ হ্রীং দণ্ডিন্ দণ্ডিন্ মহাদণ্ডিন্ নমোঽস্তু তে ঠঃ ঠঃ ॥৬

পেচকের অস্থিদ্বারা এক অঙ্গুল পরিমাণে কীলক প্রস্তুত করিয়া কাকপিত্তদ্বারা লেপ প্রদান করিবে। পরে "ওঁ হ্রীং দণ্ডিন্ দণ্ডিন্ মহাদণ্ডিন্ নমোঽস্তু তে ঠঃ ঠঃ" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক যাহার আলয়ে পুতিবে, সে অচিরে স্থানান্তরিত হইবে ॥ ৬

নরাস্থিকীলকং দ্বারে নিখন্যাচ্চতুরঙ্গুলম্।
অরিদ্বারে মন্ত্রযুক্তং সদ্যমুচ্চাটনং ভবেৎ॥

মন্ত্রস্তু ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় অমুকং গৃহ্ণ গৃহ্ণ পচ পচ ত্রাসয় ত্রাসয় ত্রোটয় ত্রোটয় নাশয় নাশয় পশুপতিরাজ্ঞাপয়তি ঠঃ ঠঃ॥ ৭

মনুষ্যের অস্থিদ্বারা চারি অঙ্গুল পরিমাণে কীলক প্রস্তুত করিয়া "ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় অমুকং গৃহ্ণ গৃহ্ণ পচ পচ ত্রাসয় ত্রাসয় ত্রোটয় ত্রোটয় নাশয় নাশয় পশুপতিরাজ্ঞাপয়তি ঠঃ ঠঃ" এই মন্ত্র পাঠ করতঃ যাহার বাটীর দ্বারে পুতিয়া রাখিবে, সে অবিলম্বে স্থানান্তরিত হইবে॥ ৭

মৃতকস্য পুরুষস্য নির্ম্মাল্যং চেলমেব চ।
প্রেতালয়ে সমাগৃহ্য যস্য গেহে নিধাপয়েৎ॥
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং তথৈবোচ্চাটনং ভবেৎ।
উদ্ধৃতেন শান্তি॥ ৮

অষ্টমী অথবা চতুর্দ্দশী তিথিতে শ্মশান হইতে মৃত ব্যক্তির নখ রোম প্রভৃতি নির্ম্মাল্য এবং ছিন্নবস্ত্র আনিয়া যাহার আলয়ে পুতিয়া রাখা যায় সে অবিলম্বে স্থানান্তরিত হয়॥ ৮

শ্বেতলাঙ্গলিকামূলং স্থাপয়েদ্‌যস্য বেশ্মনি।
নিখন্য তু ভবেত্তস্য সদ্য উচ্চাটনং ধ্রুবম্॥ ৯

শুভ্রবর্ণ বিষলাঙ্গলিকার মূল আনয়নপূর্ব্বক যাহার বাটীতে পুতিয়া রাখা যায় সে সদ্য স্থানান্তরিত হয়॥ ৯

সিদ্ধার্থং শিবনির্ম্মাল্যং যদ্গেহে নিখনেদ্বুধঃ।
উচ্চাটনং ভবেত্তস্য উদ্ধৃতে তু পুনঃ সুখী॥ ১০

বিল্বপত্র ও শ্বেত সরিষা একত্র মিশ্রিত করিয়া যাহার আলয়ে পুতিয়া রাখা যায় সে অবিলম্বে স্থানান্তরিত হয়, কিন্তু আবার উহা উঠাইয়া ফেলিলে সেই ব্যক্তি পুনর্ব্বার তথায় বাস করিয়া সুখী হয়॥ ১০

নিম্বপত্রে লিখেন্নাম মহিষাশ্বপুরীষকৈঃ।
কাকপক্ষলেখন্যা চ লেখনীয়মনন্তরম্ ॥

মন্ত্রস্তু—ওঁ কাকতুণ্ডি ধবলামুখি দেবি অমুকমুচ্চাটয় হুং ফট্ স্বাহা ॥ ১১

কাকপক্ষের লেখনীদ্বারা মহিষের ও ঘোটকের বিষ্ঠায় নিম্বপত্রে শত্রুর নাম লিখিয়া "ওঁ কাকতুণ্ডি ধবলামুখি দেবি অমুকমুচ্চাটয় অমুকমুচ্চাটয় হুং ফট স্বাহা" এই মন্ত্র লিখতে হইবে ॥ ১১

এতন্মন্ত্রং মহাদেবি লিখিত্বা পূর্ব্ববস্তুভিঃ।
নিম্ববৃক্ষস্থিতং সর্ব্বং কাকালয়ং হুনেদথ ॥
শ্মশানবহ্নিমানীয় ধুস্তূরকাষ্ঠদীপিতম্।
বহ্নিং কৃত্বা মহাতৈলৈরথবা কটুবস্তুভিঃ ॥
পূর্ব্বোক্তমনুনা তস্য হোময়েদ্বিধিপূর্ব্বকম্।
সম্পূজ্য ধবলামুখীং পঞ্চোপচারযোগতঃ ॥ ১২

অনন্তর শ্মশান হইতে অনল আনয়নপূর্ব্বক ধুতূরার কাষ্ঠদ্বারা অনল প্রদীপিত করিবে। পরে ঐ অনলে নিম্ববৃক্ষস্থ কাকপাখীর বাসার যাবতীয় কাষ্ঠ, মহাতৈল কিম্বা মরিচাদি কটুবস্তুদ্বারা "ওঁ কাকতুণ্ডি ধবলামুখি দেবি অমুকমুচ্চাটয় অমুকমুচ্চাটয় হুং ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্রে যথাবিধানে হোম করিতে হইবে। হোম করিবার পূর্ব্বে পঞ্চোপচারে ধবলামুখীর অর্চ্চনা করিতে হয় ॥ ১২

তস্মাদ্ভস্ম প্রক্ষিপেচ্চ শত্রোশ্চ মন্দিরোপরি।
উচ্চাটনং ভবেত্তস্য সপুত্রপশুবান্ধবৈঃ ॥ ১৩

অনন্তর সেই হোমের ভস্ম আনয়নপূর্ব্বক শত্রুর বাটীর উপরিভাগে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ করিলে সেই ব্যক্তি অবিলম্বে পুত্রপৌত্রাদির সহিত স্থানান্তরিত হয় ॥ ১৩

ধ্যানং যথা ।—ধূম্রবর্ণাং মহাদেবীং ত্রিনেত্রাং শশিশেখরাম্ ।

জটাজূটসমাযুক্তাং ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিচ্ছদাম্ ॥

কৃশাঙ্গীমস্থিমালাঞ্চ কর্ত্তৃকাঞ্চ তথাম্বুজাম্ ॥

কোটরাক্ষীং ভীমদংষ্ট্রাং পাতালসদৃশোদরীম্ ।

ইতি ধ্যাত্বা পূজয়েৎ ॥ ১৪

ধবলামুখীকে এইরূপ ধ্যান করিতে হয় ।—দেবী ধূম্রবর্ণা, ত্রিনয়না, তাঁহার ললাটে শশিকলা এবং মস্তকে জটাজুট বিরাজমান ; দেবী কৃশাঙ্গী ও অস্থিমালার বিভূষিতা ; পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম, হস্তে কর্ত্তরী ও পদ্ম বর - জিত ; দেবী কোটরাক্ষী, ভীমদশনা এবং পাতালোদরী । এইরূপে ধ্যান করিয়া দেবীর অর্চ্চনা করিবে ॥ ১৪

এষ যোগবিধিঃ খ্যাতো বীরতন্ত্রে মহেশ্বরি ॥

গোপনীয়ং প্রযত্নেন ন প্রকাশ্যং কদাচন ॥ ১৫

বীরতন্ত্রে মহাদেব পার্ব্বতীর নিকট এই প্রক্রিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন । এই যোগবিধি যত্নপূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখিবে । কখনও প্রকাশ করিবে না ॥ ১৫

অথ মারণম্ ।

দুষ্টাশ্বমারণম্ ।—কৃষ্ণজীরকচূর্ণেন অঞ্জিতাশ্বো ন পশ্যতি ।

তক্রেণ ক্ষালয়েচ্চক্ষুঃ সুস্থো ভবতি ঘোটকঃ ॥ ১

অনন্তর মারণবিধি কথিত হইতেছে ।—কৃষ্ণবর্ণ জীরকচূর্ণদ্বারা ঘোটকের গাত্রমার্জ্জন করিলে ঘোটক অন্ধ হয়, পরে তক্রদ্বারা পুনরায় তাহার নেত্র ধৌত করিলে সুস্থতা লাভ করে ॥ ১

ঘ্রাণে ছুছুন্দরীচূর্ণং দত্তে পততি ঘোটকঃ ।

সুস্থশ্চন্দনপানেন নাসায়াস্তু ন সংশয়ঃ ॥ ২

যে ঘোটক দুষ্ট, তাহাকে সহজ উপায়ে নিহত করিতে হইলে একটি

ছুচো মারিয়া তাহার চূর্ণ ঘোটকের নাসিকায় প্রদান করিবে, তাহা হইলেই সে অবিলম্বে নিপাতন হইলে, পরে নাসাদ্বারা চন্দন জল পান করাইলে আবার সজীব হইয়া উঠিবে ॥ ২

অথ শাকনাশনম্ ।

গন্ধকং চূর্ণিতং তত্র নিক্ষিপেজ্জলমিশ্রিতম্ ।
নশ্যন্তি সর্ব্বশাকানি শেষাণ্যল্পবলানি চ ॥ ৩

উত্তমক্ষেত্রে শাকাদিতৃণ জন্মিলে শস্যের হানি হয়, এই জন্য অতি সহজ উপায়ে শাকাদিতৃণ নষ্ট করা যাইতে পারে। জলের সহিত গন্ধকের চূর্ণ মিশাইয়া সেই ক্ষেত্রে ফেলিলে শাকাদি তৃণ হীনতেজা ও শুষ্ক হইয়া যায় ॥ ৩

অথ শৌণ্ডিকস্য মদিরানাশনম্ ।

ষোড়শাঙ্গুলকং কীলং কৃত্তিকায়াং সিতার্কজম্ ।
শৌণ্ডিকস্য গৃহে ক্ষিপ্তং মদিরাং নাশয়ত্যলম্ ॥ ৪

কৃত্তিকানক্ষত্রে শ্বেত আকন্দের কাষ্ঠ ষোড়শ অঙ্গুল পরিমাণে লইয়া শৌণ্ডিকালয়ে ফেলিলে মদিরা পচাগন্ধবিশিষ্ট হইয়া নষ্ট হয় ॥ ৪

অথ ক্ষেত্রস্য শস্যানামুপদ্রবনাশনম্ ।

বালুকাশ্বেতসিদ্ধার্থান্ প্রক্ষিপেৎ ক্ষেত্রমধ্যতঃ ।
শলভাঃ সর্পকীটাশ্চ বরাহমৃগমূষিকাঃ ।
মশকাস্তত্র নো যান্তি মন্ত্রবিদ্যাপ্রসাদতঃ ।

মন্ত্রস্তু—ওঁ নমঃ সুরেভ্যো বলজঃ জপরি পরি পরি মিলি স্বাহা ওঁ সুরেভ্যো নমঃ ॥

ইতি নমস্কৃত্য ইমাং বিদ্যাং প্রযোজয়েৎ ।
বিদ্যাং প্রযোজয়ামীতি বিদ্যা মে সিধ্যতি স্বাহা ॥ ৫

বালি ও শ্বেতসরিষা এই উভয় দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ক্ষেত্রমধ্যে ফেলিলে পতঙ্গ, ভুজঙ্গ, বরাহ, কীট, মৃগ, মূষিক ও মশক আর সেই ক্ষেত্রে যাইতে পারে না, সমস্ত বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যখন নিক্ষেপ করিবে তখন "ওঁ নমঃ সুরেভ্যো বলজঃ জপরি পরি পরি মিলি স্বাহা। ও সুরেভ্যো নমঃ" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিতে হয়, এই মন্ত্রের প্রসাদে যাবতীয় কীট পতঙ্গাদি পলায়ন করে ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়॥ ৫

অখিলজম্বুকানং মৃগাণাং শলভানাং অন্যেষাং প্রাণিনাং তুণ্ড-বন্ধনঞ্চ করোতি॥

মূষজম্বুককীটানাং কুরুতে মুখবন্ধনম্।
বিদ্যামঙ্কুশনাথস্য মন্ত্রস্বা ভৈরবস্য চ॥

মন্ত্রস্তু—ওঁ নমো নগরনাথায় হর হর শিলি শিলি সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং তুণ্ডবন্ধনং কুরু কুরু হুং ফট্ স্বাহা।

বালুকাদিভিঃ সহশ্বেতসর্ষপান্ সপ্তবারমভিমন্ত্র্য ক্ষেত্রমধ্যে ক্ষিপেৎ সর্ব্বোপদ্রবনাশো ভবতি॥ ৬

"ওঁ নমো নগরনাথায় হর হর শিলি শিলি সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং তুণ্ড-বন্ধনং কুরু কুরু হুং ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্রে বালি ও শ্বেত সরিষা সাতবার অভিমন্ত্রিত করতঃ ক্ষেত্রমধ্যে প্রক্ষেপ করিলে যাবতীয় মূষিক জম্বুক কীট প্রভৃতি জনিত উপদ্রব বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ৬

বিদ্যামঙ্কুশনাথস্য মন্ত্রস্বা ভৈরবস্য চ।
মূষজম্বুককীটানাং কুরুতে তুণ্ডবন্ধনম্॥

ভৈরবমন্ত্রঃ।

ওঁ উজ্জয়িনী নাম নগরী ভৈরব বোলে মহাদেব উজো ফুল্লে বোলে হনুমন্ত সাক্ষী অস্তি অস্তু হনুমন্তু সাক্ষী অস্তি। অনেন

মন্ত্রেণ সপ্তবারাভিমন্ত্রিতং বাটীকামধ্যে পূর্ব্বোক্তদ্রব্যদ্বয়ং নিক্ষিপ্য পুষ্পফলং সমস্তং নিরুপদ্রবং ভবতি ॥ ৭

"ওঁ উজ্জয়িনী নাম নগরী ভৈরব বোলে মহাদেব উজো ফুল্লে বোলে হনুমন্ত সাক্ষী অস্তি অস্তু হনুমন্ত সাক্ষী অস্তি" এই মন্ত্রদ্বারা শ্বেতসরিষা ও বালি সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া বাটীতে নিক্ষেপ করিলে সেই বাটীতে মূষিক কীটাদি বাস করিতে পারে না, যাহারা থাকে, তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেই বাটীতে যে সকল বৃক্ষাদি থাকে, তাহা ফলফুলসহ সতেজ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ৭

অর্জ্জুনস্য ফলং পুষ্পং লাক্ষা শ্রীবাসগুগ্গুলুং।
শ্বেতাপরাজিতামূলং ভল্লাতকবিড়ঙ্গকম্।
ধূপং সর্জ্জরসোপেতং প্রদেয়ং গৃহমধ্যতঃ।
সর্পাশ্চ মৎকুণা মূষা গন্ধাদ্যান্তি দিশো দশ ॥ ৮

অর্জ্জুনগাছের ফল ও কুসুম, লাক্ষা, রক্তচন্দন, গুগ্গুলু এবং ধূপ এই সমস্ত বস্তু একত্র মিশ্রিত করিয়া বাটীতে ধূপ প্রদান করিলে সেই ধূপের গন্ধে ভুজঙ্গ, মূষিক, ছারপোকা প্রভৃতি বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৫

মুস্তসিদ্ধার্থভল্লাতকপিকচ্ছুফলং গুড়ং।
চূর্ণং ভানুফলোপেতং দহেৎ সর্জ্জরসৈঃ সমম্ ॥
মৎকুণা মশকাঃ সর্পা মূষিকা বিষকীটকাঃ।
পলায়ন্তে গৃহং ত্যক্ত্বা যথা যুদ্ধেঽপি কাতরাঃ ॥ ৯

ইতি শ্রীবৃহত্তন্ত্রকোষে ষট্কর্ম্মাদি নিরূপণং নাম
ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ।

মুস্ত, (মুথা) সিদ্ধার্থ, (শ্বেতসরিষা) ভল্লাত, (ভেলা) শূকশিম্বীফল, গুড়, চূর্ণ, আকন্দফল এবং ধূপ এই সমস্ত বস্তু একত্র মিশ্রিত করিয়া গৃহমধ্যে দগ্ধ করিতে হইবে। এইরূপ করিলে তাহাতে যে ধূম বহির্গত হইবে, তাহার আঘ্রাণে ছারপোকা. উকুন, মশা, ভুজঙ্গ, ইন্দুর, বিষকীট প্রভৃতি সকল বিনাশ প্রাপ্ত হয়। খাট, পালং ইত্যাদিতে শোণালু গাছের ফল বান্ধিলে ছারপোকা, উকুন প্রভৃতি বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং লাক্ষা, ধুনা, বেণামূল, সরিষা, তেজপাতা, গুগ্‌গুলু, ভেলা, বিড়ঙ্গ, বেণুকা ও কুড় এই সমস্ত বস্তু মিশ্রিত করতঃ ধূপপ্রদান করিলেও মশকাদি বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৯

ইতি শ্রীবৃহত্তন্ত্রকোষে ষট্‌কর্ম্মাদি নিরূপণ-নামক
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ ।

অথ শ্যামাস্তোত্রম্ ।

কর্পূরং মধ্যমান্ত্যস্বরপরিরহিতং সেন্দু বামাক্ষিযুক্তং,
বীজন্তে মাতরেতৎ ত্রিপুরহরবধু ত্রিঃকৃতং যে জপন্তি ।
তেষাং গদ্যানি পদ্যানি চ মুখকুহরাদুল্লসন্ত্যেব বাচঃ,
স্বচ্ছন্দং ধ্বান্তধারাধররুচিরুচিরে সর্ব্বসিদ্ধিং গতানাম্ ॥ ১
ঈশানঃ সেন্দুবামশ্রবণপরিগতো বীজমন্যন্মহেশি,
দ্বন্দ্বন্তে মন্দচেতা যদি জপতি জনো বারমেকং কদাচিৎ ।
জিত্বা বাচামধীশং ধনদমপি চিরং মোহয়ন্নম্বুজাক্ষী-
বৃন্দং চন্দ্রার্দ্ধচূড়ে প্রভবতি স মহাঘোরবাণাবতংসে ॥ ২
ঈশো বৈশ্বানরস্থঃ শশধরবিলসদ্বামনেত্রেণ যুক্তো
বীজন্তে দ্বন্দ্বমন্যদ্বিগলিতচিকুরে কালিকে যে জপন্তি ।
দ্বেষ্টারং ঘ্নন্তি তে চ ত্রিভুবনমপি তে বশ্যভাবং নয়ন্তি,
সৃক্কদ্বন্দ্বাস্রধারাদ্বয়ধরবদনে দক্ষিণে কালিকেতি ॥ ৩
ঊর্দ্ধে বামে কৃপাণং করকমলতলে ছিন্নমুণ্ডং তথাধঃ,
সব্যে চাভীর্ব্বরঞ্চ ত্রিজগদঘহরে দক্ষিণে কালিকেতি ।
জপ্ত্বৈ তন্নাম যে বা তব মনুবিভবং ভাবয়ন্ত্যেতদম্ব,
তেষামষ্টৌ করস্থাঃ প্রকটিতবদনে সিদ্ধয়স্ত্র্যম্বকস্য ॥ ৪
বর্গাদ্যং বহ্নিসংস্থং বিধুরতিবলিতং তত্রয়ং কূর্চ্চযুগ্মং,
লজ্জাদ্বন্দ্বঞ্চ পশ্চাৎ স্মিতমুখি তদধষ্ঠদ্বয়ং যোজয়িত্বা ।

মাতর্যে যে জপন্তি স্মরহরমহিলে ভাবয়ন্ত্যঃ স্বরূপং,
তে লক্ষ্মীলাস্যলীলা কমলদলদৃশঃ কামরূপা ভবন্তি ॥ ৫

প্রত্যেকং বা ত্রয়ং বা দ্বয়মপি চ পরং বীজমত্যন্তগুহ্যং,
ত্বন্নাম্না যোজয়িত্বা সকলমপি সদা ভাবয়ন্তো জপন্তি।
তেষাং নেত্রারবিন্দে বিহরতি কমলাবক্ত্র শুভ্রাংশুবিম্বে,
বাগ্‌দেবী দেবী মুণ্ডস্রগতিশয়লসৎকণ্ঠি পীনস্তনাঢ্যে ॥ ৬

গতাসূনাং বাহুপ্রকরকৃতকাঞ্চীপরিলস-
ন্নিতম্বাং দিগ্বস্ত্রাং ত্রিভুবনবিধাত্রীং ত্রিনয়নাম্।
শ্মশানস্থে তল্পে শবহৃদিমহাকালসুরত-
প্রসক্তাং ত্বাং ধ্যায়ন্ জননি জড়চেতা অপি কবিঃ ॥ ৭

শিবাভির্ঘোরাভিঃ শবনিবহমুণ্ডাস্থিনিকরৈঃ,
পরং সঙ্কীর্ণায়াং প্রকটিতচিতায়াং হরবধূম্।
প্রবিষ্টাং সন্তুষ্টামুপরিসুরতেনাতিযুবতীম্,
সদা ত্বাং ধ্যায়ন্তি ক্বচিদপি ন তেষাং পরিভবঃ ॥ ৮

বদামস্তে কিংবা জননি বয়মুচ্চৈর্জ্জড়ধিয়ো,
ন ধাতা নাপীশো হরিরপি ন তে বেত্তি পরমম্।
তথাপি ত্বদ্ভক্তির্ম্মুখরয়তি চাস্মাকমসিতে,
তদেতৎ ক্ষন্তব্যং ন খলু পশুরোষঃ সমুচিতঃ ॥ ৯

সমন্তাদাপীনস্তনজঘনধৃগ্‌যৌবনবতী
রতাশক্তোনক্তং যদি জপতি ভক্তস্তব মনুম্।
বিবাসাস্ত্বাং ধ্যায়ন্ গলিতচিকুরাস্তস্য বশগাঃ,
সমস্তাঃ সিদ্ধৌঘা ভুবি চিরতরং জীবতি কবিঃ ॥ ১০

সমাঃ স্বস্থীভূতো জপতি বিপরীতাং যদি সদা,
বিচিন্ত্য ত্বাং ধ্যায়ন্নতিশয়মহাকালসুরতাম্।
তদা তস্য ক্ষৌণীতলবিহরমাণস্য বিদুষঃ,
করাম্ভোজে বশ্যাহরবধূ মহাসিদ্ধিনিবহাঃ ॥ ১১

প্রসূতে সংসারং জননি জগতীং পালয়তি চ,
সমস্তং ক্ষিত্যাদি প্রলয়সময়ে সংহরতি চ।
অতস্ত্বং ধাতাপি ত্রিভুবনপতিঃ শ্রীপতিরহো,
মহেশোঽপি প্রায়ঃ সকলমপি কিং স্তৌমি ভবতীম্॥ ১২

অনেকে সেবন্তে ভবদধিকগীর্ব্বাণনিহবান্,
বিমূঢ়াস্তে মাতঃ কিমপি ন হি জানন্তি পরমম্।
সমারাধ্যামাদ্যাং হরিহরবিরিঞ্চ্যাদিবিবুধৈঃ,
প্রপন্নোঽস্মি স্বৈরং রতিরসমহানন্দরসিকাম্॥ ১৩

ধরিত্রী কীলালং শুচিরপি সমীরোঽপি গগনং
ত্বমেকা কল্যাণী গিরিশরমণী কালি সকলম্।
স্তুতিঃ কা তে মাতস্তব করুণয়া মামগতিকং,
প্রসন্না ত্বং ভূয়া ভবমনু ন ভূয়ান্মম জনুঃ॥ ১৪

শ্মশানস্থঃ সুস্থো গলিতচিকুরো দিক্‌পটধরঃ,
সহস্রন্ত্বর্কাণাং নিজগলিতবীর্য্যেণ কুসুমম্।
জপংস্ত্বৎ প্রত্যেকং মনুমপি তব ধ্যাননিরতো,
মহাকালি স্বৈরং স ভবতি ধরিত্রী পরিবৃঢ়ঃ॥ ১৫

গৃহে সম্মার্জ্জন্যা পরিগলিতবীর্য্যং হি চিকুরং,
সমূলং মধ্যাহ্নে বিতরতি চিতায়াং কুজদিনে।

সমুচ্চার্য্য প্রেম্না মনুমপি সকৃৎ কালি সততং
গজারূঢ়ো যাতি ক্ষিতিপরিবৃঢ়ঃ সৎকবিবরঃ ॥ ১৬

স্বপুষ্পৈরাকীর্ণং কুসুমধনুষো মন্দিরমহো,
পুরোধ্যায়ন্ ধ্যায়ন্ যদি জপতি ভক্তস্তব মনুম্।
সগন্ধর্ব্বশ্রেণীপতিরপি কবিত্বামৃতনদী,
নদীনঃ পর্য্যন্তে পরমপদলীনঃ প্রভবতি ॥ ১৭

ত্রিপঞ্চারে পীঠে শবশিবহৃদি স্মেরবদনাং
মহাকালেনোচ্চৈর্ম্মদনরসলাবণ্যনিরতাম্।
সমাসক্তো নক্তং স্বয়মপি রতানন্দনিরতো,
জনো যো ধ্যায়েত্ত্বাময়ি জননি স স্যাৎ স্মরহরঃ ॥ ১৮

স লোমাস্থি স্বৈরং পললমপি মার্জ্জারমসিতে,
পরঞ্চৌষ্ট্রং মৈষং নরমহিষয়োশ্ছাগমপি বা।
বলিন্তে পূজায়া ময়ি বিতরতাং মর্ত্ত্যবসতাং,
সতাং সিদ্ধিঃ সর্ব্বা প্রতিপদমপূর্ব্বা প্রভবতি ॥ ১৯

বশী লক্ষং মন্ত্রং প্রজপতি হবিষ্যাশনরতো,
দিবা মাতর্যুষ্মচ্চরণযুগল ধ্যাননিপুণঃ।
পরং নক্তং নগ্নো নিধুবনবিনোদেন চ মনুং,
জপেল্লক্ষং সম্যক্ স্মরহরসমানঃ ক্ষিতিতলে ॥ ২০
ইদং স্তোত্রং মাতস্তব মনুসমুদ্ধারণজনুঃ,
স্বরূপাখ্যং পাদাম্বুজযুগল-পূজাবিধিযুতম্।
নিশার্দ্ধং বা পূজাসময়মথবা যস্তু পঠতি
প্রলাপস্তস্যাপি প্রসরতি কবিত্বামৃতরসঃ ॥ ২১

কুরঙ্গাক্ষীবৃন্দং তমনুসরতি প্রেমতরলং,
বশস্তস্য ক্ষৌণীপতিরপি কুবেরপ্রতিনিধিঃ।
রিপুঃ কারাগারং কলয়তি চ তং কেলিকলয়া
চিরং জীবন্মুক্তঃ স ভবতি চ ভক্তঃ প্রতিজনু॥ ২২

ইতি মহাকালবিরচিতং শ্রীশ্যামাস্তোত্রং সমাপ্তম্।

শ্যামা-কবচম্।

শ্রীভৈরব্যুবাচ।—কালীপূজা শ্রুতা নাথ ভাবাশ্চ বিবিধাঃ প্রভো।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি কবচং পূর্ব্বসূচিতম্।
ত্বমেব শরণং নাথ ত্রাহি মাং দুঃখসঙ্কটাৎ॥

শ্রীভৈরব-উবাচ।

রহস্যং শৃণু বক্ষ্যামি ভৈরবি প্রাণবল্লভে।
শ্রীজগন্মঙ্গলং নাম কবচং মন্ত্রবিগ্রহম্॥
পঠিত্বা ধারয়িত্বা বা ত্রৈলোক্যং মোহয়েৎ ক্ষণাৎ।
নারায়ণোঽপি যদ্ধৃত্বা নারী ভূত্বা মহেশ্বরম্॥
যোগেশং ক্ষোভমনয়দ্‌যদ্ধৃত্বা চ রঘূদ্বহঃ।
বরদৃপ্তান্ জঘানৈব রাবণাদিনিশাচরান্॥
যস্য প্রসাদাদীশোঽহং ত্রৈলোক্যবিজয়ী প্রভুঃ।
ধনাধিপঃ কুবেরোঽপি সুরেশোঽভূচ্ছচীপতিঃ॥
এবং হি সকলা দেবাঃ সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরাঃ প্রিয়ে।

শ্রীজগন্মঙ্গলস্যাপি কবচস্য ঋষিঃ শিবঃ।
ছন্দোঽনুষ্টুপ্ দেবতা চ কালিকা দক্ষিণেরিতা।
জগতাং মোহনে দুষ্টনিগ্রহে ভুক্তিমুক্তিষু॥
যোষিদাকর্ষণে চৈব বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
শিরো মে কালিকা পাতু ক্রীঁকারৈকাক্ষরী পরা।
ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ মে ললাটঞ্চ কালিকা খড়গধারিণী॥
হূঁ হূঁ পাতু নেত্রযুগ্মং হ্রীঁ হ্রীঁ পাতু শ্রুতী মম।
দক্ষিণে কালিকে পাতু ঘ্রাণযুগ্মং মহেশ্বরী॥
ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ রসনাং পাতু হূঁ হূঁ পাতু কপোলকম্।
বদনং সকলং পাতু হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা স্বরূপিণী॥
দ্বাবিংশত্যক্ষরী স্কন্ধৌ মহাবিদ্যা সুখপ্রদা।
খড়্গমুণ্ডধরা কালী সর্ব্বাঙ্গমভিতোঽবতু॥
ক্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ত্র্যক্ষরী পাতু চামুণ্ডা হৃদয়ং মম।
ঐঁ হূঁ ওঁ ঐঁ স্তনদ্বন্দ্বং হ্রীঁ ফট্ স্বাহা ককুৎস্থলম্।
অষ্টাক্ষরী মহাবিদ্যাভুজৌ পাতু সকর্ত্তৃকা।
ক্রীং ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ করৌ পাতু ষড়ক্ষরী মম॥
ক্রীঁ নাভিং মধ্যদেশঞ্চ দক্ষিণে কালিকেঽবতু।
ক্রীঁ স্বাহা পাতু পৃষ্ঠন্তু কালিকা সা দশাক্ষরী।
হ্রীঁ ক্রীঁ দক্ষিণে কালিকে হূঁ হ্রীঁ পাতু কটিদ্বয়ম্।
কালী দক্ষাক্ষরী বিদ্যা স্বাহা পাতূরুযুগ্মকম্॥
ওঁ হ্রীঁ ক্রীঁ মে স্বাহা পাতু কালিকা জানুনী মম।
কালী হৃন্নামবিদ্যেয়ং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা॥
ক্রীঁ হূঁ হ্রীঁ পাতু সা গুল্ফং দক্ষিণে কালিকেঽবতু।

ক্রীঁ হূঁ হ্রীঁ স্বাহা পাতু চতুর্দ্দশাক্ষরী মম।
খড়্গমুণ্ডধরাকালী বরদাভয়ধারিণী।
বিদ্যাভিঃ সকলাভিঃ সা সর্ব্বাঙ্গমভিতোঽবতু ॥
কালী কপালিনী কুল্বা কুরুকুল্বা বিরোধিনী।
বিপ্রচিত্তা তথোগ্রোগ্রপ্রভা দীপ্তা ঘনত্বিষঃ ॥
নীলা ঘনা বলাকা চ মাত্রামুদ্রা মিতা চ মাম্।
এতাঃ সর্ব্বাঃ খড়্গধরা মুণ্ডমালাবিভূষিতাঃ ॥
রক্ষন্তু দিগ্বিদিক্ষু মাং ব্রাহ্মী নারায়ণী তথা।
মাহেশ্বরী চ চামুণ্ডা কৌমারী চাপরাজিতা ॥
বারাহী নারসিংহী চ সর্ব্বাশ্চামিতভূষণাঃ।
রক্ষন্তু সায়ুধৈর্দ্দিক্ষু বিদিক্ষু মাং যথা তথা ॥
ইত্যেবং কথিতং দিব্যং কবচং পরমাদ্ভুতং।
শ্রীজগন্মঙ্গলং নাম মহামন্ত্রৌঘবিগ্রহম্ ॥
ত্রৈলোক্যাকর্ষণং ব্রহ্ম কবচং মন্মুখোদিতম্।
গুরুপূজাং বিধায়াথ গৃহ্নীয়াৎ কবচং ততঃ ॥
কবচং ত্রিঃসকৃদ্বাপি যাবজ্জীবঞ্চ বা পুনঃ।
এতচ্ছতার্দ্ধমাবৃত্য ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ ॥
ত্রৈলোক্যং ক্ষোভয়ত্যেব কবচস্য প্রসাদতঃ।
মহাকবির্ভবেন্মাসাৎ সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥
পুষ্পাঞ্জলীন্ কালিকায়ৈ মূলেনৈব পঠেৎ সকৃৎ।
শতবর্ষসহস্রাণাং পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥
ভূর্জ্জে বিলিখিতঞ্চৈতৎ স্বর্ণস্থং ধারয়েদ্যদি।

শিখায়াং দক্ষিণে বাহৌ কণ্ঠে বা ধারয়েদ্ যদি।
ত্রৈলোক্যং মোহয়েৎ ক্রোধাৎ ত্রৈলোক্যং চূর্ণয়েৎ ক্ষণাৎ।
বহ্বপত্যা জীববৎসা ভবত্যেব ন সংশয়ঃ॥
ন দেয়ং পরশিষ্যেভ্যো হ্যভক্তেভ্যো বিশেষতঃ।
শিষ্যেভ্যো ভক্তিযুক্তেভ্যশ্চান্যথা মৃত্যুমাপ্নুয়াৎ॥
স্পর্দ্ধামুদ্ধূয় কমলা বাগ্‌দেবী মন্দিরে মুখে।
পৌত্রান্তং স্থৈর্য্যমাস্থায় নিবসত্যেব নিশ্চিতং॥
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা যো জপেৎ কালীদক্ষিণাম্।
শতলক্ষং প্রজপ্যাপি তস্য বিদ্যা ন সিধ্যতি॥
স শস্ত্রঘাতমাপ্নোতি সোঽচিরান্মৃত্যুমাপ্নুয়াৎ॥

ইতি শ্রীভৈরবতন্ত্রে ভৈরবীভৈরবসম্বাদে কালীকল্পে
শ্যামাকবচং সমাপ্তম্।

কালিকা-কবচম্।

শ্রীভৈরব উবাচ। কালিকা যা মহাবিদ্যা কথিতা ভুবি দুর্লভা।
তথাপি হৃদয়ে শল্যমস্তি দেবি কৃপাং কুরু॥
কবচন্তু মহাদেবি কথয়স্বানুকম্পয়া।
যদি নো কথ্যতে মাতর্ব্বিমুঞ্চামি তদা তনুম্।

শ্রীদেব্যুবাচ।

শঙ্কাপি জায়তে বৎস তব স্নেহাৎ প্রকাশিতং।
ন বক্তব্যং ন দ্রষ্টব্যমতিগুহ্যতরং মহৎ॥

কালিকা জগতাং মাতা শোকদুঃখবিনাশিনী।
বিশেষতঃ কলিযুগে মহাপাতকহারিণী॥
কালী মে পুরতঃ পাতু পৃষ্ঠতশ্চ কপালিনী।
কুল্লা মে দক্ষিণে পাতু কুরুকুল্লা তথোত্তরে॥
বিরোধিনী শিরঃ পাতু বিপ্রচিত্তা তু চক্ষুষী।
উগ্রা মে নাসিকাং পাতু কর্ণৌ চোগ্রপ্রভা মতা॥
বদনং পাতু মে দীপ্তা নীলা চ চিবুকং সদা।
ঘনা গ্রীবাং সদা পাতু বলাকা বাহুযুগ্মকম্॥
মাত্রা পাতু করদ্বন্দ্বং বক্ষোমুদ্রা সদাবতু।
মিতা পাতু স্তনদ্বন্দ্বং যোনিমণ্ডলদেবতা॥
ব্রাহ্মী মে জঠরং পাতু নাভিং নারায়ণী তথা।
উরূ মাহেশ্বরী নিত্যং চামুণ্ডা পাতু লিঙ্গকম্॥
কৌমারী চ কটীং পাতু তথৈব জানুযুগ্মকম্।
অপরাজিতা চ পাদৌ মে বারাহী পাতু চাঙ্গুলীঃ॥
সন্ধিস্থানং নারসিংহী পত্রস্থা দেবতাবতু।
রক্ষাহীনন্তু যৎস্থানং বর্জ্জিতং কবচেন তু॥
তৎসর্ব্বং রক্ষ মে দেবি কালিকে ঘোরদক্ষিণে।
ঊর্দ্ধমধস্তথা দিক্ষু পাতু দেবী স্বয়ং বপুঃ।
হিংস্রেভ্যঃ সর্ব্বদা পাতু সাধকঞ্চ জলাধিকাৎ॥
দক্ষিণা কালিকা দেবী ব্যাপকত্বে সদাবতু॥
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা যো জপেদ্দেবী দক্ষিণাং।
ন পূজাফলমাপ্নোতি বিঘ্নস্তস্য পদে পদে॥

কবচেনাবৃতো নিত্যং যত্র তত্রৈব গচ্ছতি।
তত্র তত্রাভয়ং তস্য ন ক্ষোভং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥
ইতি কালীকুলসর্ব্বস্বে দক্ষিণকালিকাকবচং সমাপ্তম্ ॥

———

অথ তারাস্তোত্রম্।

মাতর্নীলসরস্বতী প্রণমতাং সৌভাগ্যসম্পৎপ্রদে।
প্রত্যালীঢ়-পদস্থিতে শবহৃদি স্মেরাননাম্ভোরুহে ॥
ফুল্লেন্দীবরলোচনত্রয়যুতে কর্ত্রীকপালোৎপলে।
খড়গঞ্চাদধতী ত্বমেব শরণং ত্বামীশ্বরীমাশ্রয়ে ॥ ১
বাচামীশ্বরি ভক্তকল্পলতিকে সর্ব্বার্থসিদ্ধী,শ্বরি।
গদ্য-প্রাকৃতপদ্যজাতরচনাসার্ব্বজ্ঞ্যসিদ্ধিপ্রদে ॥
নীলেন্দীবরলোচনত্রয়যুতে কারুণ্যবারাং নিধে।
সৌভাগ্যামৃতবর্ষণেন কৃপয়া সিঞ্চত্বমস্মাদৃশম্ ॥ ২
খর্ব্বে গর্ব্বসমূহপূরিততনো সর্পাদিবেশোজ্জ্বলে।
ব্যাঘ্রত্বক্পরিব তসুন্দরকটিব্যাধূতঘণ্টাঙ্কিতে।
সদ্যঃ কৃত্তগলদ্রজঃপরিলসন্মুণ্ডদ্বয়ীমূর্দ্ধজ-
গ্রন্থিশ্রেণিনৃমুণ্ডদামললিতে ভীমে ভয়ং নাশয় ॥ ৩
মায়ানঙ্গবিকাররূপললনা বিন্দ্বর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিতে।
হুঁ ফট্কারময়ী ত্বমেব শরণং মন্ত্রাত্মিকে মাদৃশঃ ॥
মূর্ত্তিস্তে জননি ত্রিধা সুঘটিতা স্থূলাতিসূক্ষ্মাপরা।
বেদানাং নহি গোচরা কথমপি প্রাপ্তাং নু তামাশ্রয়ে ॥ ৪
ত্বৎপাদাম্বুজসেবয়া সুকৃতিনো গচ্ছন্তি সাযুজ্যতাং।
তস্য শ্রীপরমেশ্বরি ত্রিনয়নব্রহ্মাদিসাম্যাত্মনঃ ॥

সংসারাম্বুধিমজ্জনে পটুতনূন্ দেবেন্দ্রমুখ্যান্ সুরান্।
মাতস্ত্বৎপদসেবনে হি বিমুখান্ কিং মন্দধীঃ সেবতে॥ ৫
মাতস্ত্বৎপদপঙ্কজদ্বয়রজোমুদ্রাঙ্ককোটীরিণ-
স্তেদেবা জয়সঙ্গরে বিজয়িনো নিঃশঙ্কমঙ্কে গতাঃ॥
দেবোঽহং ভুবনে ন মে সম ইতি স্পর্দ্ধাং বহন্তঃ পরে।
তত্তুল্যাং নিয়তং যথা শুচিকরী নাশং ব্রজন্তি স্বয়ম্॥ ৬
ত্বন্নামস্মরণাৎ পলায়নপরা দ্রষ্টুঞ্চ শক্তা ন তে।
ভূতপ্রেতপিশাচরাক্ষসগণা যক্ষাশ্চ নাগাধিপাঃ॥
দৈত্যাদানবপুঙ্গবাশ্চ খচরাব্যাঘ্রাদিকা জন্তবো-
ডাকিন্যঃ কুপিতান্তকাশ্চ মনুজং মাতঃ ক্ষণং ভূতলে॥ ৭
লক্ষ্মীঃ সিদ্ধগণাশ্চ পারুকমুখাঃ সিদ্ধাস্তথা বারিণঃ।
স্তম্ভশ্চাপিরণাঙ্গনে গজঘটাস্তম্ভস্তথা মোহনম॥
মাতস্ত্বৎ পদসেবয়া খলু নৃণাং সিধ্যন্তি তে তে গুণাঃ।
ক্রান্তিঃ কান্তমনোভবস্য ভবতি ক্ষুদ্রোঽপি বাচস্পতিঃ॥ ৮
তারাষ্টকমিদং পুণ্যং ভক্তিমান্ যঃ পঠেন্নরঃ।
প্রাতর্ম্ধ্যাহ্নকালে চ সায়াহ্নে নিয়তঃ শুচিঃ॥
লভতে কবিতাং দিব্যাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিদ্ভবেৎ।
লক্ষ্মীমনশ্বরাং প্রাপ্য ভুক্ত্বা ভোগান্ যথেপ্সিতান্॥
কীর্ত্তিংকান্তিঞ্চ নৈরুজ্যং সর্ব্বেষাং প্রিয়তাং ব্রজেৎ।
বিখ্যাতিং চাপি লোকেষু প্রাপ্যান্তে মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥

ইতি নীলতন্ত্রে তারাস্তোত্রং সমাপ্তম্।

ইতি শ্রীবৃহত্তন্ত্রকোষে স্তব-কবচ প্রকরণং নাম সপ্তম পরিচ্ছেদঃ।

অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ ।



ঐন্দ্রজাল-বিদ্যা-কথনম্ ।

সিদ্ধনাগার্জ্জুনং নত্বা নত্বা ভদ্রকালীং তথা ।
গুরুং নত্বা তু ভক্ত্যা বৈ প্রোচ্যতে ঐন্দ্রজালিকম্ ॥ ১

পূর্ব্বকালে সিদ্ধনাগার্জ্জুন নামক এক ঋষি পরীক্ষা করিয়া যে গুলি প্রত্যক্ষ সিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা অতি অদ্ভূতকর, এই নিমিত্ত তিনি সকলের পূজনীয়, অতএব তাঁহাকে, ভদ্রকালী দেবীকে এবং গুরুদেবকে ভক্তিভাবে নমস্কার করিয়া ইন্দ্রজালাদি বিদ্যা বিস্তারিত ভাবে বর্ণন করিতেছি ॥ ১

বিবিধং কৌতুকঞ্চৈব লোকমুগ্ধকরং পরং ।
আনন্দজননং চিত্তে দেবানামপি ছুর্ল্লভম্ ॥
অদ্ভুতং ভৌতিকং কর্ম্ম সর্ব্বেষাং বিজয়প্রদং ।
সংগৃহ্য বহুতন্ত্রেভ্যঃ সংক্ষেপাৎ প্রোচ্যতে ময়া ॥ ২

যাহাতে লোকের মন বিমোহিত হয়, চিত্তে আনন্দ জন্মে এবং যাহা দেবগণেরও ছুর্ল্লভ, তাদৃশ অত্যদ্ভূত কৌতুকাবহ বিষয় প্রকাশিত হইতেছে, ইহা সকলের বিজয়প্রদ, বহুবিধ তন্ত্র হইতে এই সমস্ত সংগ্রহ করিয়া সংক্ষেপে বর্ণন করা হইল ॥ ২

কি প্রকারে এক ঘণ্টার মধ্যে তুলসী বৃক্ষ সমুৎপন্ন হয়, তাহাই কথিত হইতেছে। একটী মৃণ্ময় পাত্রের অভ্যন্তরে কিয়ৎপরিমাণে কুসুম-ফুলের তৈল রাখিয়া তাহার মধ্যে কতকগুলি তুলসীবীজ রাখিয়া দিবে।

বীজগুলি উত্তমরূপে ভিজিলে শরাদ্বারা ঐ পাত্রের মুখ আবদ্ধ করত আট দিন পর্য্যন্ত মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিবে। আট দিনের পর উহা উঠাইয়া গোপনে বীজগুলি উদ্ধৃত করত এক স্থানে রাখিতে হয়। যখন কাহাকেও কৌতুক দেখাইবার ইচ্ছা হইবে, তখন সেই বীজ লইয়া মৃত্তিকায় রোপণ করিবে; এক ঘণ্টার মধ্যেই ঐ বীজ হইতে অঙ্কুর এবং ক্রমে বৃক্ষ সঞ্জাত হইবে, তদ্দর্শনে দর্শকবৃন্দের বিস্ময়ের পরিসীমা থাকিবে না।

এক ঘণ্টার মধ্যে ফলসহ আম্রবৃক্ষ উৎপাদন।—কিয়ৎ পরিমাণে মনসাগাছের আটা সংগ্রহ করিয়া পরিপক্ক আম্রের কতকগুলি আঁটি লইয়া সেই আটাতে এক একবার ভিজাইয়া শুষ্ক করিবে, এই প্রকারে একবিংশতিবার সিক্ত ও একবিংশতিবার শুষ্ক করিতে হয়। এই কার্য্য গোপনে নির্ব্বাহ করাই কর্ত্তব্য। যখন কৌতুক দেখাইতে হইবে, তখন ঐ আঁটি লইয়া মৃত্তিকায় রোপণ পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ জলসিঞ্চন করিতে থাকিবে। এক ঘণ্টা অতীত হইবামাত্র অঙ্কুর, ক্রমে বৃক্ষ, শাখা, পত্র, মুকুল ও ফল জন্মিবে সন্দেহ নাই, ইহা যারপর নাই বিস্ময়জনক।

হস্তে, মস্তকে বা বক্ষের উপর অগ্নি জ্বালিয়া হোম করা।—সোণা ব্যাঙের চর্ব্বি, নিশাদল ও পলাণ্ডুর রস এই তিন দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া গোপনভাবে হস্তে বা বক্ষস্থলে মাখিয়া রাখিবে, পরে সকলের সমক্ষে গিয়া কৌতুক প্রদর্শনার্থ জ্বলন্ত অগ্নি সেই হস্তাদির উপর রাখিয়া ধুনা ঘৃত প্রভৃতি দ্বারা হোম করিলে গাত্রে কিছুমাত্র উত্তাপ লাগিবে না, দর্শকগণ দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইবে।

বিনা অগ্নিতে অন্ন প্রস্তুত করণ।—গোপনভাবে একটী মৃণ্ময় হাঁড়ির মধ্যে আধসের পরিমাণে সদ্য দগ্ধ গ্যেড়ী চূণ রাখিবে। তাহাতে এরূপ ভাবে জল দিবে যেন চূর্ণ ভাসিয়া জলোপরি উত্থিত না হয়। অনন্তর কৌতুক দেখাইবার সময় সকলের সমক্ষে সেই হাঁড়ি আনিলে সকলেই

দেখিবে যে উহা শুদ্ধ জলে পরিপূর্ণ মাত্র, কারণ নিয়ে চূণ অদৃশ্যভাবে রহিয়াছে। তাহার মধ্যে তণ্ডুল নিক্ষেপ করিলে অবিলম্বেই ফুটিতে ফুটিতে অন্ন প্রস্তুত হইয়া পড়িবে।

প্রদীপ ব্যতিরেকে অন্ধকারময় গৃহে আলোকিত করণ।—অগ্রে লৌহের হাতায় কিঞ্চিৎ গন্ধক স্থাপন পূর্ব্বক অগ্নির উত্তাপে ধরিয়া গলাইয়া রাখিবে। উহা দ্রবীভূত থাকিতে থাকিতে উহার মধ্যে অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে তাম্রচূর্ণ প্রদান করিতে হয়। পরে ঐ গন্ধক অন্ধকার গৃহে সংস্থাপিত করিলে গৃহ অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নাময় হইয়া উঠিবে।

অন্ধকার গৃহের প্রাচীর সর্পময় করণ।—শ্বেত আকন্দের পাতা চূর্ণ করতঃ সাপের রসের সহিত সেই চূর্ণ উত্তমরূপে পেষণ করিবে। পরে শ্বেত আকন্দের ফলের তূলাদ্বারা একটী বাতি প্রস্তুত করিয়া পূর্ব্বোক্ত পিষ্ট দ্রব্যে মাখাইবে। অন্ধকার গৃহমধ্যে ঐ বর্ত্তিকা জ্বালিলে সেই গৃহের সমস্ত প্রাচীর সর্পময় বলিয়া অনুভূত হইবে।

কণ্টকময় বৃক্ষ চর্ব্বণ করণ।—জম্বুপত্র চর্ব্বণ পূর্ব্বক সেই রস মুখমধ্যে রাখিয়া কণ্টকময় বৃক্ষাদি অনায়াসে চর্ব্বণ করা যায়, তাহাতে কোনরূপ ক্লেশ অনুভূত হয়

কাচ চর্ব্বণ করা।—কাচের টুক্‌রা অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া উহা উত্তপ্ত থাকিতে থাকিতে তাহাতে আদার রস ঢালিয়া দিবে। পরে সেই কাচ মুখে ফেলিয়া চর্ব্বণ করিলে কোমল পদার্থের ন্যায় বোধ হইবে সন্দেহ নাই।

জ্বলন্ত সলিতা নিঃসৃত তৈল হস্তোপরি নিক্ষেপ করা।—কিঞ্চিৎ লবণ জলের সহিত মিশাইয়া করতলে ও অঙ্গুলীতে উত্তমরূপে মাখাইবে। অনন্তর একটী সলিতার তৈল মাখাইয়া তাহা প্রজ্বালন পূর্ব্বক ঐ লবণ-জলসিক্ত হস্তের উপর ধরিবে, তাহা হইলেই ঐ জ্বলন্ত সলিতা হইতে হাতের উপর তৈল নিপতিত হইতে থাকিবে, কিন্তু হাতে কিছুমাত্র উত্তাপ

বোধ হইবে না। যখন তৈল ফোঁটা ফোঁটা করিয়া হাতে পড়িতে থাকিবে, তখন দুই হাতের করতল পরস্পর ঘষিতে থাকিবে।

কাগজে বা বস্ত্রে অগ্নি লাগিলেও পুড়িবে না। হংস কিম্বা কুক্কুটের ডিম্বের মধ্যে যে লালা দ্রব্য থাকে তাহার সহিত ফট্‌কারী উত্তমরূপে পেষিত করিবে। অনন্তর একখানি কাপড়ে অথবা একখানি কাগজে উহা উত্তমরূপে মাখাইতে হইবে। পরে লবণমিশ্রিত জলে উক্ত বস্ত্র বা কাগজ সিক্ত করিয়া উৎকৃষ্টরূপে আতপতাপে শুকাইতে হইবে। ঐ কাগজ কিছুতেই অগ্নিতে দগ্ধ হইবে না।

পেচক ভেক ও মেষের চর্ব্বি দ্বারা গাত্রে লেপ প্রদান করিলেও গাত্র দগ্ধ হয় না।

অথ অত্যাহারকরণম্।

ব্রহ্মকেনাপি বৃক্ষস্য পীঠং কৃত্বাসনে স্থিতঃ।
যোঽসৌ ভুঙ্‌ক্তে ঘৃতৈঃ সার্দ্ধং ভোজনং ভীমসেনবৎ॥ ১

যে কোন বৃক্ষের মূলদ্বারা একখানি পীঠ (পিঁড়ে) প্রস্তুত করিতে হইবে। সেই আসনে সমাসীন হইয়া ঘৃত-মিশ্রিত অন্ন ভোজন করিতে হয়। এই প্রকার করিলে সে ভীমের ন্যায় অধিক ভোজন করিতে পারে॥ ১

সন্ধ্যায়াং প্লক্ষবৃক্ষস্য কর্ত্তব্যমভিমন্ত্রণম্।
প্রাতঃ পুষ্পাণি সংগৃহ্য মালাং শিরসি ধারয়েৎ॥
কৌপীনং সংপরিত্যজ্য ভুঙ্‌ক্তেঽসৌ ভীমসেনবৎ।
উদ্‌ভ্রান্তপত্রমাদায় কপিলাশ্বানদন্তকং॥
কট্যামেব স্বয়ং বদ্ধ্বা ভোজনে বকবদ্‌ভবেৎ॥
গৃহীত্বা মন্ত্রিতান্ মন্ত্রী বিভীতবরপল্লবান্।
আক্রম্য দক্ষিণাং জঙ্ঘাং বিংশত্যাহারভুগ্‌ভবেৎ॥

মন্ত্রস্তু—ওঁ নমঃ সর্ব্বভূতাধিপতয়ে গ্রস গ্রস শোষয় শোষয় ভৈরবীঞ্চাজ্ঞাপয়তি স্বাহা। উক্তযোগানাময়ং মন্ত্রঃ ॥ ২

সন্ধ্যার সময়ে "ওঁ নমঃ সর্ব্বভূতাধিপতয়ে গ্রস গ্রস শোষয় শোষয় ভৈরবীঞ্চাজ্ঞাপয়তি স্বাহা" এই মন্ত্র দ্বারা একটী বটবৃক্ষ অভিমন্ত্রিত করিয়া রাখিবে। তাহার পর দিন প্রভাতে ঐ বৃক্ষের পুষ্পদ্বারা মালা গাঁথিয়া শিরোপরি ধারণ করিবে। অনন্তর কৌপীন পরিহার পূর্ব্বক আহার করিলে ভীমের ন্যায় অত্যাহার করা যায়। যখন কোন গাছের শুষ্কপত্র বায়ুবেগে শূন্যে উড্ডীয়মান হইতে থাকে, তখন সেই পাতা কয়েকটী লইয়া তাহার সহিত কপিলাদন্ত ও কুক্কুরের দন্ত কটিদেশে ধারণ করিলে বকপক্ষী যেমন প্রাপ্তমাত্র যত ইচ্ছা আহার করে, তদ্রূপ অত্যাহার করিতে পারে। উক্ত বস্তু ধারণের সময়ে, "ওঁ নমঃ সর্ব্বভূতাধিপতয়ে গ্রস গ্রস শোষয় শোষয় ভৈরবীঞ্চাজ্ঞাপয়তি স্বাহা" এই মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া লইতে হয়॥ বহেড়ার পল্লবও "ওঁ নমঃ সর্ব্বভূতাধিপতয়ে গ্রস গ্রস শোষয় শোষয় ভৈরবীঞ্চাজ্ঞাপয়তি স্বাহা" এই মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই পল্লব দক্ষিণ জঙ্ঘা দ্বারা আক্রমণ পূর্ব্বক উপবেশন করিলে সে ব্যক্তি প্রত্যহ যাহা আহার করে তদপেক্ষা বিংশতি গুণ অধিক আহার করিতে পারিবে সন্দেহ নাই॥ ২

অধরং কৃকলাসস্য শিখাস্থানে বিবন্ধয়েৎ।
বায়ুপুত্র ইবাশ্চর্য্যমসৌ ভুঙ্‌ক্তে ন সংশয়ঃ॥
ওঁ নাভিবেগেন উর্ব্বশি স্বাহা॥ অনেনেতি॥ ৩

একটী কৃকলাস মারিয়া তাহার অধর শিখায় ধারণপূর্ব্বক ওঁ নাভি-বেগেন উর্ব্বশী স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক আহার কসিতে বসিলে বায়ু-নন্দন হনুমানের ন্যায় বহু ভোজনে সমর্থ হয়॥ ৩

অথ অনাহারকরণম্।

অন্ত্রাণি কৃকলাসস্য মজ্জাকরঞ্জবীজকং।
পিষ্ট্বা তদ্‌গুলিকাং কৃত্বা ত্রিলৌহেন তু বেষ্টিতাম্॥
তাং বক্ত্রে ধারয়েদ্ যোহসৌ ক্ষুৎপিপাসা ন বাধতে।
মন্ত্রস্তু ওঁ শাং চাং শরীরমমৃতমাকর্ময় স্বাহা॥ ১

করঞ্জার বীজের মজ্জা ও কৃকলাসের অন্ত্র এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করতঃ পেষণ পূর্ব্বক গুটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। পরে ত্রিলৌহ দ্বারা ঐ গুটিয়া বেষ্টন করতঃ মুখের মধ্যে রাখিবে, যখন গুটিকা প্রস্তুত করিবে এবং যখন মুখমধ্যে সংস্থাপিত করিবে, তখন "ওঁ শাং চাং শরীরমমৃতমাকর্ময় স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। এই প্রকার করিলে ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই বিদ্যমান থাকে না॥ ১

পদ্মবীজং মহাশালী ছাগীদুগ্ধেন পাচয়েৎ।
সাজ্যং তৎ পায়সং ভুক্ত্বা দ্বাদশাহং ক্ষুধাপহম্॥
ওড়ুম্বরস্য জম্বীর-শালিশিম্বীশিরীষজং।
বীজং সংচূর্ণ্যমারভ্য ভুক্ত্বা পক্ষং ক্ষুধাপহম্।
ওড়ুম্বরফলং পক্বমিঙ্গুদীতৈলভাবিতম্।
ভুক্ত্বা মাসান্ ক্ষুধাং হন্তি পিপাসাঞ্চ ন সংশয়ঃ।
অপামার্গস্য বীজানি দুগ্ধাজ্যাভ্যাং প্রপাচয়েৎ।
পায়সং ছাগলীক্ষীরৈর্ভুক্ত্বা মাসান্ ক্ষুধাপহম্।

মন্ত্রস্তু।—ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় অমৃতার্কমধ্যে সংস্থিতায় মম শরীরে অমৃতং কুরু কুরু সঃ স্বাহা। উক্তযোগানাময়ং মন্ত্রঃ॥ ২

পদ্মবীজ ও শালিধান্য এই উভয় দ্রব্য ছাগীদুগ্ধে পেষণ করিতে হইবে। উত্তম রূপ পেষিত হইলে উহা ঘৃতমিশ্রিত পায়সের সহিত

বারদিন তোজন করিবে. যখন পেষণ করিবে ও ভোজন করিবে, তৎকালে "ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় অমৃতার্কমধ্যে সংস্থিতায় মম শরীরে অমৃতং কুরু কুরু সঃ স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। সুপক্ক ওড়ুম্বর ফল ইঙ্গুদী ফলের তৈলে ভাবনা দিয়া একমাস পর্য্যন্ত ভোজন করিলে কি তৃষ্ণা কি ক্ষুধা আর সেই ব্যক্তিকে আজীবনে আক্রমণ করিতে পারে না; এই দ্রব্য প্রস্তুত ও ভোজন সময়েও "ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় অমৃতার্কমধ্যে সংস্থিতায় মম শরীরে অমৃতং কুরু কুরু সঃ স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। কতকগুলি অপামার্গবীজ লইয়া দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া পায়স প্রস্তুত করিতে হইবে, উত্তমরূপে পক্ক হইলে উহা ছাগীদুগ্ধের সহিত মিশাইয়া একমাস পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিতে হয়। যখন পায়স রন্ধন করিবে এবং যখন ভোজন করিতে হইবে, তখন 'ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় অমৃতার্কমধ্যে সংস্থিতায় মম শরীরে অমৃতং কুরু কুরু সঃ স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। এক মাস যাবৎ উক্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিলে আর সে ব্যক্তিকে ক্ষুধা আক্রমণ করিতে পারে না॥ ২

অথ মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা।

মৃতসঞ্জীবনীং বিদ্যাং প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ।
লিঙ্গমঙ্কোলবৃক্ষাধঃ স্থাপয়িত্বা প্রপূজয়েৎ॥
নবং ঘটঞ্চ তত্রৈব পূজয়েল্লিঙ্গসন্নিধৌ।
বৃক্ষং লিঙ্গং ঘটঞ্চৈব সূত্রেণৈকেন বেষ্টয়েৎ॥ ১

অতঃপর সংক্ষেপে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা বলিতেছি।—অঙ্কোল বৃক্ষের মূলে শিবলিঙ্গ স্থাপন পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবে। লিঙ্গের নিকট নূতন ঘট সংস্থাপন করতঃ অর্চ্চনা করিতে হয়। অনন্তর সূত্রদ্বারা বৃক্ষ, ঘট ও শিবলিঙ্গ পরিবেষ্টন করিতে হইবে॥ ১

চতুর্ভিঃ সাধকৈর্নিত্যং প্রণিপত্য ক্রমেণ তু।
এবং দ্বিত্রীণি যঃ কুর্য্যাদঘোরেণ সমর্চ্চয়েৎ ॥ ২

চারি জন সাধক প্রত্যহ নমস্কার পূর্ব্বক অঘোর মন্ত্র দ্বারা (১) সেই শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিবে ॥ ২

পুষ্পাদি-ফলপাকান্তং সাধনং কারয়েদ্বুধঃ।
ফলানি পক্কান্যাদায় পূর্ব্বোক্তং পূরয়েদ্‌ঘটম্।
তদ্‌ঘটং পূজয়েন্নিত্যং গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ ॥ ৩

যে সময়ে ঐ বৃক্ষের ফুল হইতে আরম্ভ হয়, তদবধি ফল পরিপক্ক হওয়া পর্য্যন্ত অর্চ্চনা করিবে। ফল সুপক্ক হইলে তাহা আনয়ন পূর্ব্বক ঘটে সংস্থাপিত করিয়া গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা প্রত্যহ ঐ ঘটের অর্চ্চনা করিতে হইবে ॥ ৩

ওষ্ঠবর্জং ততঃ কুর্য্যাদ্বাজিনীং ঘর্ষয়েন্মুখং।
তন্মুখৈর্ব্বৃংহণং বৃত্তং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রলেপয়েৎ ॥ ৪

অনন্তর একটী অশ্বের মস্তক আনিয়া এরূপভাবে তাহা ঘর্ষণ করিবে যেন ওষ্ঠ ঘর্ষিত না হয়। এইরূপ ঘর্ষিতে ঘর্ষিতে ঐ মস্তক চিহিহি এইরূপ অশ্বধ্বনি করিতে থাকিবে ॥ ৪

বিস্তীর্ণমুখভাগান্তঃ কুম্ভকারকরোদ্ধৃতাং।
মৃত্তিকাং লেপয়েত্তত্র তানি বীজানি রোপয়েৎ ॥ ৫

পরে উহার মুখ বিস্তৃত করিয়া কুম্ভকার যখন ঘটাদি নির্ম্মাণ করে, তখন তাহার হস্তস্থিত কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা আনিয়া তাহা দ্বারা উহার মুখে লেপ প্রদান করিবে। পরে সেই মুখস্থ মৃত্তিকাতে উল্লিখিত অঙ্কোল বৃক্ষের ফলের বীজ রোপণ করিতে হইবে ॥ ৫

---

(১) অঘোর মন্ত্র যথা—ওঁ অঘোরেভ্যোথ ঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যঃ সর্ব্বতঃ সর্ব্বসর্ব্বেভ্যো নমস্তে রুদ্ররূপেভ্যঃ।

কুণ্ডল্যাকারযোগেন যত্নাদূর্দ্ধমুখৈর্ন রৈঃ।
শুষ্কং তত্তাম্রপাত্রোর্দ্ধং ভাণ্ডে দেয়মধোমুখম্।
আতপে ধারয়েত্তৈলং গ্রাহয়েত্তঞ্চ রক্ষয়েৎ॥ ৬

অনন্তর ঐ অশ্বের মুখ তাম্রপাত্রে রাখিয়া আতপতাপে শুষ্ক করিবে। সেই মুখস্থ বীজ রৌদ্রসংযোগে উত্তপ্ত হওয়াতে তাহা হইতে তৈল নিঃসৃত হইবে, সেই তৈল অতি যত্নপূর্ব্বক রাখিতে হইবে॥ ৬

মাসার্দ্ধঞ্চৈব তত্তৈলং মাসার্দ্ধং তিলতৈলকম্।
নস্যং দেয়ং মৃতস্যৈতৎ সমাকৃষ্য হি তেন তু।
তৎ কৃত্বা জীব্যতে সত্যং গতেনাপি যমালয়ং।
রোগাপমৃত্যুসর্পাদি-মৃতে জীবতি হি স্বয়ম্॥ ৭

এই তৈল অর্দ্ধমাষা লইয়া তাহার সহিত তিলতৈল অর্দ্ধমাষা মিশ্রিত করিয়া মৃত ব্যক্তিকে নস্য প্রদান করিলে সে অবিলম্বে জীবন প্রাপ্ত হইয়া উত্থিত হয়। যে ব্যক্তি রোগে বা সর্পদংশনে মরিয়াছে এবং অপঘাতে যাহার মৃত্যু হইয়াছে, সে ব্যক্তিও এই প্রক্রিয়ার বলে পুনর্জীবিত হয়॥ ৭

অথ কিন্নরীকরণম্।

বিভীতকং কণা শুণ্ঠি সৈন্ধবং ত্বক্ সমং সমম্।
গোমূত্রেণ পিবেৎ কর্ষং কিন্নরৈঃ সহ গীয়তে॥ ১

বহেড়া, পিপ্পলী, শুঁঠ, সৈন্ধব ও দারুচিনি এই সমস্ত বস্তু সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক দুই তোলা পরিমাণে গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে কিন্নরের ন্যায় সংগীতশক্তি উৎপন্ন হয়॥ ১

জাতিপত্রং কণা লাজা মাতুলুঙ্গদলং মধু।
পলং লেহ্যং ভবেন্নাদঃ কিন্নরাধিক এব চ॥ ২

জাতিপত্র, খৈ, পিপ্পলী, মাতুলুঙ্গ ও লেবুর পাতা এই সমস্ত বস্তু আট তোলা পরিমাণে একত্র মিশ্রিত করিয়া পেষণ করিতে হইবে, উক্তরূপ

পেষিত হইলে মধুর সহিত লেহন করিলে কিন্নরের ন্যায় গানশক্তি জন্মে ॥ ২

দেবদারু কণা ব্যোষ শতাহ্বা পত্রকং নিশা।
বচা সৈন্ধবসিগ্রু খমূলং পেষ্যং সমং সমম্।
কর্ষৈকং মধুসর্পির্ভ্যাং মাসমাত্রং সদা লিহেৎ
কণ্ঠশুদ্ধির্ভবেত্তস্য কিন্নরৈঃ সহ গীয়তে ॥ ৩

দেবদারু, পিপ্পলী, ত্রিকটু, শতমূলী, তেজপাতা, হরিদ্রা, বচ, সৈন্ধব এবং উৎপলমূল এই সমস্ত বস্তু সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক পেষণ করিতে হইবে; উক্তরূপে পেষিত হইলে দুই তোলা পরিমাণ মধু ও ঘৃতের সহিত এক মাস সেবন করিলে কিন্নরের ন্যায় সংগীতশক্তি জন্মে ॥ ৩

শুণ্ঠী চ শর্করা চৈব ক্ষৌদ্রেণ সহ সংযুতা।
কোকিলস্বর এব স্যাদ্ গুটিকাভুক্তিমাত্রতঃ ॥ ৪

শুঁঠ, চিনি ও মধু এই তিন দ্রব্য মিশ্রিত করতঃ বটিকা করিয়া ভক্ষণ করিলে কোকিলবৎ কণ্ঠ হইয়া থাকে ॥ ৪

আর্দ্রকং রঙ্গ কোরণ্ড বলা ব্রহ্মা বচা তথা।
বচাচূর্ণং সমাংসেন পলৈকং বারিণা পিবেৎ।
মাঘমাসে চতুর্দ্দশ্যাং কৃষ্ণপক্ষে দ্বিসপ্তকং।
গন্ধর্ব্বসদৃশং গানং কোকিলানাং স্বরো যথা ॥ ৫

আর্দ্রক, রঙ্গ, কঙ্কোল, বেড়েলা, বামনহাটী ও বচ এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া আটতোলা পরিমাণে জলের সহিত মাঘী কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে পান করিলে কিন্নরের ন্যায় সংগীতশক্তি জন্মে ॥ ৫

নির্গুণ্ডীমূলচূর্ণন্তু তিলতৈলেন যো লিহেৎ।
কণ্ঠশুদ্ধির্ভবেত্তস্য কিন্নরৈঃ সহ গীয়তে ॥ ৬

নিশিন্দার মূল চূর্ণ করতঃ তিলতৈলের সহিত সেবন করিলে কিন্নরের ন্যায় কণ্ঠস্বর হয়॥ ৬

ধন ধান্য অক্ষয় করণ।

পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্রে দাড়িম্ববৃক্ষস্থ গুলঞ্চ আনয়ন পূর্ব্বক সঞ্চিত ধনে প্রদান করিলে সেই ধন যতই ব্যয় করা যাউক না কেন কিছুতেই হ্রাসতা প্রাপ্ত হয় না।

যে দিন মঘা নক্ষত্র হইবে, সেই দিন বহুবার নামক বৃক্ষের পরগাছা আনয়ন করিয়া ধান্যস্থলে সংস্থাপিত করিলে সেই ধান্য অক্ষয় হইয়া থাকে।

যে দিবস হস্তানক্ষত্র হইবে, সেই দিন সেফালিকা তরুর পরগাছা আনয়ন পূর্ব্বক ধান্যাভ্যন্তরে রাখিলে সেই ধান্য যতই ব্যয় করা যাউক্ না কেন কিছুতেই হ্রাস প্রাপ্ত হয় না।

ভরণীনক্ষত্রে কুশার পরগাছা আনিয়া ধান্য বা ধনমধ্যে সংস্থাপিত করিলে তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে।

পূর্ণিমাদিবসে বিশুদ্ধাচারে উপবাস পূর্ব্বক যথাবিধি ইষ্টদেবের পূজা করিয়া নিশাযোগে বটবৃক্ষের জটা আনিয়া ধনধান্য মধ্যে রাখিলে তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে।

অথ অদর্শনপ্রকারঃ।

অর্কশাল্মলি-কার্পাস-পট্টপঙ্কজতন্তুভিঃ।
পঞ্চভির্ব্বর্ত্তিকাভিশ্চ নৃকপালেষু পঞ্চসু॥
নরতৈলেন দীপাঃ স্যুঃ কজ্জলং নৃকপালকে।
গ্রাহয়েৎ পঞ্চভির্যত্নাৎ পূর্ব্ববচ্চ শিবালয়ে॥

পঞ্চস্থানীয়জাতন্তু একীকুর্য্যাচ্চ তৎ পুনঃ।
মন্ত্রয়িত্বাঞ্জয়েন্নেত্রে দেবৈরপি ন দৃশ্যতে ॥

মন্ত্রস্তু—ওঁ হুং ফট্ কালি কালি মাংসশোণিতং খাদয় খাদয় দেবি মা পশ্যতু মানুষেতি।

হুং ফট স্বাহেতি মন্ত্রেণাষ্টোত্তরসহস্রাভিমন্ত্রিতং কৃত্বা তৎ কজ্জলং নেত্রে দত্ত্বা ত্রৈলোক্যাদৃশ্যো ভবতি ॥ ১

অতঃপর অদর্শন প্রকরণ বর্ণিত হইতেছে।—আকন্দ, শাল্মলি, কার্পাস, পট্ট ও পদ্মতন্তু দ্বারা পাঁচটী বর্ত্তিকা প্রস্তুত করিয়া পাঁচটী মানব শিরের খুলিতে মানব তৈলদ্বারা পাঁচটী প্রদীপ প্রজ্বলিত করিবে। পরে ঐ পাঁচটী প্রদীপের শিখাতে পাঁচ প্রকার কজ্জল প্রস্তুতকরিবে। শিবমন্দিরে এই কার্য্য করিতে হয়। অনন্তর ঐ পাঁচ প্রকার কজ্জল একত্রিত করিয়া মূলের লিখিত মন্ত্রে এক সহস্র আটবার অভিমন্ত্রিত করিবে। পরে সেই কজ্জল দ্বারা নেত্রে অঞ্জন প্রদান করিলে সেই ব্যক্তি সুরগণেরও অদৃশ্য হয়, ত্রিলোকবাসী কেহই তাহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না ॥ ১

অথ সুখ প্রসবমন্ত্রঃ।

ওঁ মন্মথ মন্মথ বাহি বাহি লম্বোদর মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা।
ওঁ মুক্তাঃ পাশা বিপাশাশ্চ মুক্তাঃ সূর্য্যেণ রশ্ময়ঃ ॥
মুক্তাঃ সর্ব্বভয়াদ্গর্ভ এহ্যেহি মারীচ মারীচ স্বাহা ॥

এতদন্যতরেণাষ্টবারং জলমভিমন্ত্র্য পেয়ং। ততঃ সুখপ্রসবো ভবতি ॥ ২

অনন্তর সুখপ্রসবমন্ত্র কথিত হইতেছে।—মূলে যে দুইটী মন্ত্র লিখিত আছে, তাহার যে কোন একটী মন্ত্রে জল আটবার অভিমন্ত্রিত করিয়া গর্ভবতীকে পান করাইলে অবিলম্বে সুখে প্রসব হয় ॥ ২

অথ চৌরভয়নিবারণম্।

ওঁ স্তম্ভ কালী স্বাহা ॥ ১ ॥ ওঁ করালিনী স্বাহা ॥ ২ ॥ ওঁ কপালিনী স্বাহা ॥ ৩ ॥ ক্রোং হ্রীং হ্রীং হ্রীং হ্রীং চৌরান্ বন্ধ ঠ ঠ ঠঃ ॥ ৪ ॥ এষামন্যতমেন মন্ত্রেণ মৃত্তিকাং প্রজপ্য সপ্তবারান্ সংমুখে প্রক্ষিপেৎ তদা সর্ব্বে চৌরাঃ পলায়ন্তে। অযুতজপঃ সর্ব্বমেব কার্য্যস্তদা চৌরভয়ং ন ভবতি ॥ ৩

অনন্তর চৌরভয়নিবারণ কথিত হইতেছে।—মূলে যে চারিটী মন্ত্র লিখিত আছে, তাহার যে কোন একটী মন্ত্র দ্বারা কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া বাটীর সম্মুখে নিক্ষেপ করিবে এবং ঐ মন্ত্র অযুত সংখ্যক জপ করিবে, তাহা হইলে সেই বাটীতে চৌরভয় থাকিবে না ॥ ৩

অথ কুকৃত্যানিবারণম্।

ওঁ সং সাং সিং সীং সুং সূং সেং সৈং সোং সৌং সং সঃ ॥ বং বাং বিং বীং বুং বূং বেং বৈং বোং বৌং বং বঃ হং সঃ অমৃতবর্চ্চসে স্বাহা। অনেন মন্ত্রেণ উদকশরাবং অষ্টোত্তরশতাভিমন্ত্রিতং পিবেৎ প্রাতরুত্থায় সর্ব্বব্যাধিরহিতঃ সংবৎসরেণ ভবতি ॥ ৪

এক্ষণ কুকৃত্যানিবারণ প্রণালী বলা যাইতেছে।—একটী শরাতে জলপূর্ণ করিয়া মূলের লিখিত মন্ত্রে সেই জল অষ্টোত্তর শতবার অভিমন্ত্রিত করিবে। পরে প্রভাতকালে সেই জল পান করিতে হয়। এই প্রকার করিলে সর্ব্বব্যাধি দূরীভূত হয় এবং কেহ কোনরূপ মন্দ করিলে অথবা কোনরূপ কুদৃষ্টি হইলে তাহা উপশম হইয়া থাকে ॥ ৪

অথ সর্ব্বভূতডাকিনীদমনম্।

ওঁ ভগবতে রুদ্রায় চণ্ডেশ্বরায় হূং হূং হূং ফট্ ফট্ স্বাহা। সর্ব্বভূতডাকিনীদমনমন্ত্রঃ সর্ষপপ্রহারেণ ॥ ৫

অতঃপর সর্ব্বপ্রকার ভূত ও ডাকিনী দমন বলা যাইতেছে।—ভূত বা ডাকিনীর দৃষ্টি হইলে "ওঁ ভগবতে রুদ্রায় চণ্ডেশ্বরায় হুং হুং হুং ফট্ ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্রে সর্ষপ অভিমন্ত্রিত করিয়া রোগীর গাত্রে নিক্ষেপ করিবে। তাহা হইলে ভূতাদি অপসারিত হইয়া যায়॥ ৫

অথ গ্রামলাভঃ।

ওঁ হিমজাতে প্রযচ্ছ প্রযচ্ছ মে ধনং স্বাহা, মন্ত্রেণানেন স্নেহান্নং ঘৃতমিশ্রং যবতিল-মিশ্রং হোময়েৎ। তদা গ্রামশতং লভেৎ॥ ৬

অনন্তর গ্রামলাভপ্রণালী কথিত হইতেছে।—মূলের লিখিত মন্ত্রে, যব ও তিলমিশ্রিত স্নেহান্নদ্বারা হোম করিলে একশত গ্রাম লাভ হইয়া থাকে॥ ৬

অথ অনাবৃষ্টিকালে বৃষ্টিকরণম্।

ওঁ বাং বাং বীং বীং স্বাহা অনেনাশ্বত্থসমিধাং মধ্বাজ্যদধিক্ষীর-যুক্তানাং সহস্রৈকং হুনেৎ। তদা অনাবৃষ্টিকালেমহাবৃষ্টির্ভবতি॥ ৭

অনাবৃষ্টিকালে বৃষ্টিকরণ।—মূলের লিখিত মন্ত্রে মধু, ঘৃত, দধি ও দুগ্ধ মিশ্রিত অশ্বত্থসমিধ দ্বারা এক সহস্র সংখ্যক হোম করিলে অনাবৃষ্টি-কালে বৃষ্টি হইয়া থাকে॥ ৭

অথ সুরাসুরদর্শনম্।

হ্রীং স্বাহা। অনেন যথাবিধি জপেৎ। নরকপালে তৈলেন বর্ত্তিকাং কৃত্বা দীপং প্রজ্বাল্য নরকপাল শ্মশানে বা শূন্যালয়ে বা কজ্জলং পাতয়িতব্যং তাবৎ জপেৎ যাবৎ নিরবশেষং ভবতি। অব-সানে ভূতবলির্দাতব্যঃ তমাদায়াঞ্জিতনয়নেন সুরাসুরা দৃশ্যন্তে॥ ৮

অনন্তর যে প্রকারে সুরাসুর সকলকে দর্শন করিতে পারা যায়, তাহার প্রণালী বলা যাইতেছে।—হ্রীং স্বাহা এই মন্ত্র যথাবিধি জপ করিতে

হয়। শ্মশানে বা শূন্যগৃহে নরকপালে তৈলদ্বারা বর্ত্তিকা জ্বালিয়া কজ্জল-পাত করিবে এবং যাবৎ বর্ত্তিকা নির্ব্বাণ না হয়, তাবৎ উক্ত মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে, পরে ভূতবলি প্রদান পূর্ব্বক সেই কজ্জল দ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে দেব দানব সকলকেই দেখিতে পাওয়া যায়॥ ৮

অথ রাত্রৌ বিভীষিকাপ্রদর্শনম্।

ওঁ ফং ফাং ফিং ফীং ফুং ফূং ফেং ফৈং ফোং ফৌং ফং ফঃ অমুকং গং গাং স্বাহা। অনেন নরাস্থিময়ং কীলকং পঞ্চাঙ্গুলং সহস্রা-ভিমন্ত্রিতং যন্নাম্না বৃক্ষতলে নিক্ষিপেৎ স রাত্রৌ বিভীষিকাং পশ্যতি। রাত্রৌ সুপ্তে বা প্রবুদ্ধে বা সততং ভয়ং প্রাপ্নোতি। উদ্ধৃতেন মোক্ষঃ সুস্থো ভবতি॥ ৯

রাত্রিতে বিভীষিকাপ্রদর্শন।—মনুষ্যের অস্থি দ্বারা পঞ্চাঙ্গুলি পরিমিত কীলক নির্ম্মাণ করিয়া মূলের লিখিত মন্ত্রে তাহা সহস্রবার অভিমন্ত্রিত করতঃ বৃক্ষতলে নিক্ষেপ করিবে, যাহার নামে অভিমন্ত্রিত করিবে, সেই ব্যক্তি রাত্রিকালে নিদ্রাবস্থাতেই থাকুক, অথবা জাগরিতই থাকুক, সর্ব্বদা ভয় দর্শন করিতে থাকিবে। পরে ঐ কীলক বৃক্ষতল হইতে উঠাইয়া স্থানান্তরে নিক্ষেপ করিলে সুস্থ হইবে॥ ৯

অথ পরীদৃষ্টিনাশনম্।

ওঁ লং শ্রীং কপালিকং জং জং তিষ্ঠতি মহিষং চং চং চর্ব্ব শং হং শঃ। ইতি সারচন্দনেন ভূর্জ্জে লিখিত্বা ধারয়েৎ॥ ১০

অনন্তর পরীর দৃষ্টি ছাড়ান প্রণালী বলা যাইতেছে।—ভূর্জ্জপত্রে সার-চন্দন দ্বারা মূলের লিখিত মন্ত্র লিখিয়া ধারণ করিবামাত্র পরীর দৃষ্টি দূর হয়॥ ১০

অথ ব্রহ্মদৈত্যদূরীকরণম্।

ক্লিং চর্চ্চ হুঁ হুঁ ঋং শাঃ। ইতি কবচং পারুলপত্রে লিখিত্বা পীড়িতস্য শিরসি ধারয়েৎ ॥ ১১

এক্ষণ ব্রহ্মদৈত্য দূরীকরণপ্রণালী বর্ণিত হইতেছে।—পারুলপত্রে মূলের লিখিত কবচ লিখিয়া পীড়িত ব্যক্তির মস্তকে ধারণ করাইলে ব্রহ্মদৈত্যগ্রস্ত ব্যক্তি সুস্থতা প্রাপ্ত হয় ॥ ১১

অথ ভেকোৎপাদনম্।

নদীজাতশৈবালান্ দগ্ধ্বা মহিষদধ্না পেষয়েৎ প্রহরান্তে ভেকোৎপত্তিঃ ॥ ১২

অনন্তর অদ্ভূত ভেক উৎপাদন করার প্রকরণ বর্ণিত হইতেছে।—নদীজাত শৈবাল আনিয়া তাহা দগ্ধ করিবে, পরে মহিষদধি দ্বারা পেষণ করতঃ এক স্থানে রাখিয়া দিবে; এক প্রহরের পর তাহাতে ভেকশাবকের উৎপত্তি হইবে ॥ ১২

অথ দিবাভাগে নক্ষত্রদর্শনম্।

অগস্ত্যরসেন নেত্রে অঞ্জয়েৎ। দিবসে নক্ষত্রদর্শনং ভবতি ॥ ১৩

দিবাভাগে নক্ষত্রদর্শনোপায় কথিত হইতেছে।—অগস্ত্যপুষ্পের রস দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন প্রদান করিলে দিবাতে অনায়াসে নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ১৩

অথ দীর্ঘায়ুঃকরণম্।

হস্তিকর্ণপলাশস্য মূলং বল্কলঞ্চ চূর্ণীকৃত্য মাষচতুষ্টয়ং ঘৃতেনাবলেহয়েৎ। ভক্ষণমন্ত্রস্তু—ওঁ নমো বিঘ্নবিনাশায় ক্লীং রক্ষ মম ফলসিদ্ধিং দেহি রুদ্রবচনেন স্বাহা, অনেন মন্ত্রেণ প্রত্যহং দশধাভিমন্ত্র্য খাদয়েৎ ॥ ১৪

অনন্তর দীর্ঘায়ুকরণ প্রকরণ বর্ণিত হইতেছে।—হস্তিকর্ণ পলাশের মূল ও বল্কল চূর্ণীকৃত করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। পরে তাহা চারিমাস যাবৎ ঘৃত সংযুক্ত করিয়া মূলের লিখিত মন্ত্রদ্বারা প্রত্যহ দশধা অভিমন্ত্রিত করতঃ লেহন করিবে। এই প্রকার করিলে নিঃসন্দেহ দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে॥ ১৪

অথ বিবিধকৌতুকম্।

ভৌমপুষ্যে তু সংগৃহ্য কৃকলাসং মনোহরং।
স্থাপয়েন্নবভাণ্ডে তু রক্তপুষ্পৈশ্চ পূজয়েৎ॥
ধূপদীপাক্ষতৈর্গন্ধৈর্নৈবেদ্যং মন্ত্রসংযুতম্।
বামহস্তকনিষ্ঠায়াঃ স্বস্য রক্তেন সেচয়েৎ।
সপ্তাহং পূজয়েদেবং শস্তঃ স্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মসু।

ওঁ অঙ্কোলায় ওঁ রঃ ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং স্বাহা অনেন মন্ত্রেণ পূজাকালে শতমষ্টোত্তরং জপেৎ॥ ১

অনন্তর বিবিধ কৌতুককর বিষয় বর্ণিত হইতেছে।—কুজবারে পুষ্যা নক্ষত্রে একটী মনোহর কৃকলাস সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহাকে নূতন পাত্রে রাখিয়া রক্তবর্ণ পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য প্রভৃতি দ্বারা বিধানানুসারে অর্চ্চনা করিবে। পরে বামহস্তের কনিষ্ঠার রুধির দ্বারা তাহাকে সেচন করিবে। সাত দিন পর্য্যন্ত এইরূপ করিতে হইবে। সেই কৃকলাস অনেক অদ্ভুত কর্ম্মে প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে। পূজার সময় মূলের লিখিত মন্ত্রে পূজা করিতে হয় এবং ঐ মন্ত্র জপ করিতে হয়॥ ১

তং মৃতং ছায়য়া শুষ্কং চূর্ণয়িত্বা কটিং লিপেৎ।
সবস্ত্রমপি তং লোকা নগ্নমালোকয়ন্তি হি॥ ২

ঐ রূপ একটী কৃকলাসকে মারিয়া তাহাকে ছায়াতে শুষ্ক করিতে হইবে, উক্তরূপ শুষ্ক হইলে উহাকে চূর্ণীকৃত করিবে। ঐ চূর্ণ যাহার

কটিদেশে লেপন করা যায়, তাহার পরিধেয় বস্ত্র যথাস্থানে থাকিলেও উলঙ্গ দেখাইবে॥ ২

তচ্চূর্ণং তালপত্রন্তু লেপিতং সর্পসম্ভবং।
নাগবল্লীদলং লিপ্তং ভূমৌ ক্ষিপ্তং সমুৎপতেৎ॥ ৩

ঐ প্রকার কৃকলাসের চূর্ণ পানের রসের সহিত একত্রিত করিয়া তালপত্রে লিপ্ত করিবে। অনন্তর ঐ তালপত্র ভূতলে ফেলিবামাত্র সর্পের ন্যায় আকৃতি ধারণ পূর্ব্বক লম্ফ প্রদান করিতে থাকে॥ ৩

তচ্চূর্ণং কৌমুদং কন্দং নাগবল্লীদলান্বিতং।
পেষয়িত্বা লিপেদ্‌ভাণ্ডং তদ্ভাণ্ডে ন বিশেজ্জলং॥ ৪

ঐ প্রকার কৃকলাল চূর্ণ, কুমুদ পুষ্প এবং পানপত্র একত্র মিশ্রিত করিয়া পেষণ করিবে, পরে সেই পিষ্ট দ্রব্য দ্বারা কোন পাত্রে লেপ প্রদান করিলে সেই পাত্রে জল প্রবিষ্ট হইতে পারে না॥ ৪

ময়ূরন্তু শিলাতালং ভোজয়িত্বাহসপ্তকং।
তদ্বিষ্ঠালিপ্তহস্তশ্চাদৃশ্যং শক্রোঽপি নেক্ষতে॥ ৫

সাত দিন যাবৎ একটী ময়ূরকে মনঃশিলা ও হরিতাল ভক্ষণ করাইবে, পরে সেই ময়ূরের বিষ্ঠা লইয়া হাতে লেপপ্রদান করিবে। যাহার হস্তে ঐরূপ লেপ প্রদান করা যায়, তাহাকে কেহই দেখিতে পায় না॥ ৫

সপ্তাহং তিলতৈলেন ভাবয়েদাতপে খরে।
অঙ্কোলবীজচূর্ণন্তু পেষ্যং পেষ্যং পুনঃ পুনঃ॥
তত্তৈলং গ্রাহয়েচ্চৈব তৈলকারস্য যন্ত্রতঃ।
অথবা কাংশ্যপাত্রে হি তেন কল্কেন লেপয়েৎ॥
উত্থাপ্য স্থাপয়েদ্ ঘর্ম্মে সম্মুখন্তু পরস্পরম্।
তয়োরধঃ কাংশ্যপাত্রে পতিতং তৈলমাহরেৎ।
ইদমেবাঙ্কুলীতৈলং সর্ব্বযোগেষু যোজয়েৎ॥ ৬

আকোড় বৃক্ষেরফল আনিয়া তাহা চূর্ণ করিবে, পরে সাত দিন পর্য্যন্ত তিলতৈলে সেই চূর্ণ ভাবনা দিতে হইবে, এবং প্রখর আতপ-তাপে শুষ্ক করিতে হয়, অনন্তর তৈলকারের যন্ত্রে (কলুর ঘানিতে) সেই চূর্ণ ফেলিয়া তৈল বাহির করিবে কিম্বা একটী কাংস্যপাত্রে ঐ চূর্ণ লেপন করিয়া অপর এক খানি কাংস্যপাত্র দ্বারা ঐ পাত্র ঢাকিয়া বিপরীতভাবে রৌদ্রে রাখিয়া দিবে, এই প্রকার করিলে অধস্থ পাত্রে যে তৈল পড়িবে, সেই তৈল সযত্নে গ্রহণ করিবে; ইহাকেই অঙ্কুলী তৈল কহে, এই তৈল অনেক অদ্ভুত কার্য্যে প্রয়োজনীয় হয়॥ ৬

লিপ্তমঙ্কুলীতৈলেন মুণ্ডিতং তৎক্ষণাচ্ছিরঃ।
পূর্ব্ববৎ পূর্য্যতে কেশৈঃ সদ্য এব ন সংশয়ঃ॥ ৭

শিরোমুণ্ডন করিয়া অর্থাৎ ক্ষুর দ্বারা মাথার কেশ ফেলিয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ অঙ্কুলী তৈল মস্তকে মাখিলে অবিলম্বে কেশ উৎপন্ন হইবে, ইহা অতি অদ্ভুত ব্যাপার সন্দেহ নাই॥ ৭

তত্তৈললিপ্তমাত্রাণ্ডং শোষিতং নিখনেৎ ক্ষণাৎ।
সফলো জায়তে বৃক্ষস্তৎক্ষণান্নাত্র সংশয়ঃ॥ ৮

একটী আম্রের আঁঠিতে অঙ্কুলী তৈল মাখাইয়া তাহা আপততাপে শুষ্ক করিবে। অনন্তর সেই আঁঠি ভূগর্ভে পুতিবামাত্র তৎক্ষণাৎ বৃক্ষ সঞ্জাত হইবে সন্দেহ নাই॥ ৮

পদ্মিনীবীজচূর্ণন্তু ভাব্যমঙ্কুলীতৈলতঃ।
ন্যস্তং জলে মহাশ্চর্য্যং তৎক্ষণাৎ কমলোদ্ভবঃ॥ ৯

কতকগুলি পদ্মের বীজ আনিয়া ইহা চূর্ণ করিবে। পরে সেই চূর্ণ অঙ্কুলীতৈল দ্বারা ভাবনা দিয়া জলমধ্যে রাখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ বৃক্ষ সঞ্জাত হয় এবং পদ্ম বিকসিত হইয়া থাকে॥ ৯

বীজং নীলোৎপলোদ্ভূতং সিক্তমঙ্কুলীতৈলতঃ।
ন্যস্তং জলে মহাশ্চর্য্যং তৎক্ষণাৎ পুষ্পসম্ভবঃ॥ ১০

অঙ্কুলীতৈলে নীলোৎপলের বীজ সেক দিয়া সলিলমধ্যে ফেলিবামাত্র তৎক্ষণাৎ নীলোৎপল বিকসিত হয়॥ ১০

যানি কানি চ বীজানি জলজস্থলজানি চ।
অঙ্কুলীতৈললিপ্তানি ক্ষণাত্তান্যুদ্‌ভবন্তি হি॥ ১১

কি স্থলজাত কি জলজাত যে কোন রূপ বৃক্ষই হউক না কেন, তাহার বীজ সংগ্রহ পূর্ব্বক অঙ্কুলীতৈলে সেক করিয়া ফেলিবামাত্র তাহা হইতে বৃক্ষ ও ফলাদি সঞ্জাত হয়॥ ১১

যৎকিঞ্চিদ্ধাতুমূলস্য পত্রপুষ্পফলাদিকং।
অঙ্কুলীতৈললিপ্তং তদনুরূপং ভবিষ্যতি॥ ১২

যে কোন ধাতু মূল, পত্র, পুষ্প ও ফলাদি অঙ্কুলীতৈলে লেপন পূর্ব্বক সংস্থাপন করিলে তদনুরূপ মূলাদি জন্মিয়া থাকে॥ ১২

ছত্রাক্ষমঙ্কুলীতৈলং ত্বক্ পত্রং শিশিরং জলং।
তালকং সর্পনির্ম্মোকং শিখিপিত্তেন সংযুতম্।
রবৌ কন্যকয়া পিষ্টং ছায়াশুষ্কং বটী কৃতা।
তয়া কুমুদনালস্য স্পর্শাৎ সর্পাকৃতির্ভবেৎ॥ ১৩

মউরি, বহেড়া, অঙ্কুলীতৈল, দারুচিনি, তেজপাতা, শিশিরবারি, হরিতাল, সাপের খোলস এবং ময়ূরপিত্ত এই সমস্ত বস্তু একত্র মিশ্রিত করিয়া কন্যাহস্তে পেষণ করাইয়া ছায়ায় শুষ্ক করিতে হইবে, উত্তমরূপ শুষ্ক হইলে তাহা দ্বারা বটিকা নির্ম্মাণ করিবে; ঐ বটী কুমুদনালে স্পর্শ করাইবামাত্র নাল সর্পের আকৃতি ধারণ করে॥ ১৩

বটিকাস্পর্শমাত্রেণ মৃত্তিকা লৌহবদ্ভবেৎ।
তাম্রভাণ্ডানি সর্ব্বাণি তয়া লিপ্তানি হেমবৎ।
দৃশ্যন্তে তপ্ততোয়েন ক্ষালিতানি সিতাভ্রবৎ॥ ১৪

যদ্যপি ঐ বটিকা মাটিতে স্পর্শ করান যায়, তাহা হইলে সেই মাটী লৌহের ন্যায় দৃষ্ট হয়, যদি তাম্রপাত্রে ঐ বটী ঘষিয়া লেপ প্রদান করা যায়, তাহা হইলে সেই তাম্রপাত্র স্বর্ণবৎ প্রতীয়মান হইবে এবং সেই তাম্রপাত্র উত্তপ্ত জলে প্রক্ষালন করিলে অভ্রের ন্যায় শুক্লবর্ণ হইয়া থাকে॥ ১৪

দৃশ্যন্তে রক্তগুঞ্জাশ্চ শ্বেতাস্তল্লেপতো ধ্রুবং।
অক্ষপত্রং তয়া স্পৃষ্টং দৃশ্যতে কাংস্যভাজনম্।
স্নুহীপত্রং তয়া লিপ্তং শুষ্কবদ্দৃশ্যতে জলম্॥ ১৫

যদি শোণিতবর্ণ গুঞ্জাতে ঐ বটিকা স্পর্শ করান যায়, তাহা হইলে সেই গুঞ্জা শুক্লবর্ণ হইয়া পড়ে; বহেড়া বৃক্ষের পাতায় ঐ বটিকা ঘর্ষণ পূর্ব্বক লেপ প্রদান করিলে ঐ পত্র কাংশ্যবৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে; সিজের পত্রে ঐ বটিকা লেপন করিলে তাহাতে জল দিবামাত্র জল শুষ্কবর্ণ হইয়া যায়॥ ১৫

তয়া লিপ্তে নৃকর্ণেতু দৃশ্যতে ছিন্নশীর্ষবৎ॥ ১৬

আর যদি ঐ বটিকা দ্বারা কর্ণে লেপ প্রদান করা যায়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির মস্তক দৃষ্ট হইবে না অর্থাৎ তাহাকে ছিন্নশিরা বোধ হইবে॥ ১৬

রবীন্দুগ্রহণং ভাস্তি তয়া লিপ্তং তু দর্পণং।
অঙ্গুলী চ তয়া লিপ্তা দ্বিধা সংদৃশ্যতে ধ্রুবম্॥ ১৭

যদি ঐ বটিকা ঘষিয়া অঙ্গুলীতে লেপ প্রদান করা যায়, তাহা হইলে সেই অঙ্গুলীকে দ্বিভাগে বিভক্ত বলিয়া বোধ হইবে; ঐ

বটীকাদ্বারা দর্পণ প্রলিপ্ত করিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টি করিলে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণ দেখা যাইবে ॥ ১৭

ভাণ্ডপাকস্থলাদ্ ভস্ম কুম্ভকারস্থলাদ্ধরেৎ।
তদ্ভস্ম গুটিকাসার্দ্ধং মুষ্টিবদ্ধং ভুবি ক্ষিপেৎ ॥
সমুদ্রো দৃশ্যতে লোকৈঃ সত্যং চিত্রং শিবোদিতম্ ॥ ১৮

যে স্থানে কুম্ভকারেরা ঘটাদি দগ্ধ করে, তথা হইতে কিঞ্চিৎ ভস্ম আনিয়া তাহার সহিত উক্ত বটিকা মিশ্রিত করত ক্ষণকাল মুষ্টিমধ্যে সংস্থাপন করিবে। ক্ষণকাল পরে সেই মুষ্টিস্থ ভস্ম মৃত্তিকায় নিক্ষেপ করিবামাত্র সেই স্থান সমুদ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইবে ; মহাদেবের এই বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে ॥ ১৮

স্নুক্ক্ষীরং কানকং বীজং চূর্ণং রত্নং ভবেত্ততঃ।
বস্ত্রেণ বেষ্টিতাধারা ক্ষুরস্যেব তু রংহসা ॥
ছিদ্যতে কেশসংঘাতং সবস্ত্রমতিকৌতুকম্ ॥ ১৯

ধুতূরাবীজের চূর্ণ ও সিজের দুগ্ধ এই উভয় দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ স্বর্ণে ভাবনা দিবে এবং ঐ স্বর্ণ একখানি বস্ত্র দ্বারা বেষ্টিত করিয়া রাখিবে। ঐ স্বর্ণ দ্বারা অবলীলাক্রমে ক্ষুরের ন্যায় কেশ কর্ত্তন করা যায় ॥ ১৯

গুঞ্জাফলং শুক্তপিষ্টং লেপয়েৎ কাষ্ঠপাদুকাং।
বিনা বন্ধং নরো গচ্ছেৎ ক্রোশমেকং ন সংশয়ঃ ॥ ২০

কাঁজিতে (আমানীতে) গুঞ্জাফল ভাবনা দিয়া তাহা দ্বারা কাষ্ঠ-নির্ম্মিত পাদুকা লিপ্ত করিবে ; ঐ পাদুকা পায়ে দিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে এক ক্রোশ দূরে যাওয়া যায়, অথচ কোনরূপ ক্লেশবোধ হয় না ॥ ২০

লঘুদারুময়ং পীঠং গুঞ্জাপিষ্টেন লেপয়েৎ।
শুষ্কমেতজ্জলে ক্ষিপ্তমুপবিষ্টং ন মজ্জতি ॥ ২১

লঘু (হাল্‌কা) কাষ্ঠ দ্বারা এক খানি পীঠ (পিঁড়ে) নির্ম্মাণ পূর্ব্বক গুঞ্জাপিষ্ট দ্বারা তাহা লিপ্ত করিবে। অনন্তর ঐ পীঠ রৌদ্রে শুকাইয়া জলে নিক্ষেপ করিলে উহা ভাসিতে থাকিবে। উহার উপর উপবেশন করিয়া অনায়াসে জলোপরি ভ্রমণ করা যায়, উহা কিছুতেই জলমগ্ন হইবে না॥ ২১

গুঞ্জাবীজং ত্বচোন্মুক্তং চূর্ণং ভাব্যং নৃমূত্রকে।
সপ্তবারং ততঃ কাংস্যে লিপ্তমঙ্কুলবত্তবেৎ।
তৈলমাদায় তল্লিপ্তং পূর্ব্ববৎ পাতুকাগতিঃ॥ ২২

গুঞ্জাবীজের বল্কল (ছাল) পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ বীজ চূর্ণ করিবে; অনন্তর ঐ চূর্ণ নরমূত্রদ্বারা সাতবার ভাবনা দিয়া তাহা কাংস্যপাত্রে লেপন পূর্ব্বক যেরূপে অঙ্কুলীতৈল নির্গত করে, সেইরূপে তৈল বাহির করিয়া সেই তৈলদ্বারা পাতুকা লেপন করত পায়ে দিলে অনায়াসে ক্ষণকাল মধ্যে বহুদূরে গমন করা যায়, অথচ কোন রূপ ক্লেশ বোধ হয় না॥ ২২

এরণ্ডস্য চ বীজানি নিম্বতৈলং তথৈব চ।
বর্ত্তিং সর্জ্জরসোপেতাং তৈললিপ্তাং জলে ক্ষিপেৎ।
জ্বলিতা দীপবর্ত্তিস্তিষ্ঠেদ্‌যাবদ্বর্ত্তির্ন সংশয়ঃ॥ ২৩

এরণ্ডবীজ, নিম্বতৈল ও ধূনা এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া বর্ত্তিকা নির্ম্মাণ করিবে; ঐ বর্ত্তিকা জ্বালিয়া জলমধ্যে ফেলিলেও নির্ব্বাপিত হইবে না, যতক্ষণ বর্ত্তিকা নিঃশেষরূপে দগ্ধ না হয় ততক্ষণ জ্বলিতে থাকিবে, ইহা দেখিয়া দর্শকবৃন্দ যারপর নাই চমৎকৃত হইবে সন্দেহ নাই॥ ২৩

শিলাতালকসিন্দুররোচনাঞ্জনহিঙ্গুলং।
কূর্ম্মভুক্তমিদং পশ্চাত্তদ্বিষ্ঠাং লেপয়েৎ করে।
নটা নৃত্যান্নিবর্ত্তন্তে দর্শনান্মুষ্টিবন্ধনাৎ॥ ২৪

মনঃশিলা, হরিতাল, সিন্দুর, গোরোচনা ও হিঙ্গুল এই সমস্ত বস্তু একটী কচ্ছপকে ভোজন করাইবে, পরে সেই কচ্ছপ মল পরিত্যাগ করিলে সেই বিষ্ঠা গ্রহণ করিতে হইবে, হস্তে সেই বিষ্ঠা লেপন পূর্ব্বক মুষ্টিবন্ধন করিবে; এই মুষ্টি প্রদর্শন করিবামাত্র নর্ত্তক নর্ত্তকীরা আর নৃত্য করিতে পারে না॥ ২৪

তঞ্চ কূর্ম্মন্তু সপ্তাহাৎ তালকং ভোজয়েৎ শুভং।
তন্মলৈর্লেপয়েৎ পাণিং মুষ্টিবন্ধং নটান্তরে।
নিবর্ত্তন্তে নটাঃ সর্ব্বে সভ্যাঃ পশ্যন্তি কৌতুকং॥ ২৫

ইতি শ্রীবৃহত্তন্ত্রকোষে ঐন্দ্রজালাদি বিদ্যা-কথনং নাম
অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ।

একটী কচ্ছপকে সাতদিন পর্য্যন্ত হরিতাল ভক্ষণ করাইবে; পরে তাহার মল গ্রহণ পূর্ব্বক হস্তে রাখিয়া মুষ্টিবন্ধন করতঃ নর্ত্তককে দেখাইলে আর তাহার নৃত্য করিবার সামর্থ্য থাকিবে না, ইহাতে দর্শকবৃন্দ যার পর নাই চমৎকৃত হইবে সন্দেহ নাই॥ ২৫

ইতি শ্রীবৃহত্তন্ত্রকোষে ঐন্দ্রজালাদি বিদ্যা-কথন নামক
অষ্টম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

নবমঃ পরিচ্ছেদঃ ।



অথ সামুদ্রিকম্ ।

সামুদ্রিকং মহাশাস্ত্রং বক্ষ্যামি শৃণু তত্ত্বতঃ ।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ সদানন্দশ্চ জায়তে ॥ ১

মহাদেব বলিলেন,—অনন্তর সামুদ্রিক মহাশাস্ত্র বিস্তৃত ভাবে বলিতেছি শ্রবণ কর। যাহা জ্ঞাত হইলে সদাই আনন্দধারা প্রবাহিত হয় ॥ ১

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

কীদৃশঃ পুরুষো বন্দ্যোঽবন্দ্যো বা কীদৃশো ভবেৎ ।
কন্যা বা কীদৃশী শস্তা গর্হিতা বাপি কীদৃশী ॥ ২

শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—কিরূপ লক্ষণাক্রান্ত পুরুষ প্রশংসার যোগ্য, কিরূপ লক্ষণান্বিত পুরুষই বা নিন্দার্হ এবং স্ত্রীজাতি কীদৃশ লক্ষণাক্রান্ত হইলে প্রশংসনীয়া ও কিরূপ লক্ষণান্বিতা হইলে নিন্দনীয়া হয় ॥ ২

মহেশ উবাচ ।—শৃণু কৃষ্ণ প্রবক্ষ্যামি সমুদ্রবচনং যথা ।
লক্ষণন্তু মনুষ্যাণাং একৈকেন বদাম্যহম্ ॥ ৩

শিব কহিলেন,—আমি সমুদ্র বচনানুযায়ী যথাক্রমে মানুষের সমস্ত লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৩

বামভাগে তু নারীণাং দক্ষিণে পুরুষস্য চ ।
নির্দ্দিষ্টং লক্ষণং তেষাং সমুদ্রেণ যথোদিতম্ ॥ ৪

স্ত্রীলোকের বামদিকে এবং পুরুষের দক্ষিণদিকে সামুদ্রিক লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হয় ॥ ৪

পূর্ব্বমায়ুঃ পরীক্ষেত পশ্চাল্লক্ষণমেব চ।
আয়ুর্হীনং নরাণাঞ্চেৎ লক্ষণৈঃ কিং প্রয়োজনম্॥ ৫

অগ্রে পরমায়ু পরীক্ষা করিয়া পরে লক্ষণ পরীক্ষা করিতে হয়, যাহার পরমায়ু নাই, তাহার সামুদ্রিক লক্ষণ পরীক্ষা নিষ্প্রয়োজন॥ ৫

অথ পুরুষলক্ষণম্।

পঞ্চদীর্ঘং পঞ্চহ্রস্বং পঞ্চসূক্ষ্মং ষড়ুন্নতম্।
সপ্তরক্তং ত্রিগম্ভীরং ত্রিবিশালং প্রশস্যতে॥ ৬

প্রথমতঃ পুরুষের লক্ষণ কথিত হইতেছে।—যাহার পঞ্চ অঙ্গ দীর্ঘ, পঞ্চ অঙ্গ হ্রস্ব, পঞ্চ অঙ্গ সূক্ষ্ম, ছয় অঙ্গ উন্নত, সপ্ত অঙ্গ শোণিত বর্ণ, তিন অঙ্গ গভীর, তিন অঙ্গ বিশাল, সেই পুরুষ মহাপুরুষ বলিয়া অভিহিত॥ ৬

বাহূ নেত্রদ্বয়ং কুক্ষী দ্বে তু নাসে তথৈব চ।
স্তনয়োরন্তরঞ্চৈব পঞ্চদীর্ঘং প্রশস্যতে॥ ৭

হস্তদ্বয়, নেত্রদ্বয়, কুক্ষিদ্বয়, নাসাপুট ও স্তনযুগলের মধ্যস্থান, যাহার এই পঞ্চ অঙ্গ দীর্ঘ, সেই পুরুষ মহাপুরুষস্বরূপ॥ ৭

গ্রীবাথ কর্ণঃ পৃষ্ঠঞ্চ হ্রস্বে জঙ্ঘে সুপূজিতঃ।
চত্বারি যস্য হ্রস্বানি পূজাং প্রাপ্নোতি নিত্যশঃ॥ ৮

যাহার গ্রীবা, শ্রবণযুগল, পৃষ্ঠ, জঙ্ঘাদ্বয় এই চারি অঙ্গ হ্রস্ব, সে ব্যক্তি প্রশংসার্হ ও সর্ব্বত্র পূজা পাইয়া থাকে। ৮

সূক্ষ্মাণ্যঙ্গুলিপর্ব্বাণি দন্তকেশনখত্বচঃ।
পঞ্চসূক্ষ্মাণি যেষাং হি তে নরা দীর্ঘজীবিনঃ॥ ৯

যাহার অঙ্গুলীপর্ব্ব, দন্ত, কেশ, নখ, চর্ম্ম এই পঞ্চ অঙ্গ সূক্ষ্ম, সে দীর্ঘজীবী হয়॥ ৯

নাসা নেত্রঞ্চ দন্তাশ্চ ললাটঞ্চ শিরস্তথা।
হৃদয়ঞ্চৈব বিজ্ঞেয়মুন্নতং ষট্ প্রশস্যতে॥ ১০

নাসা, লোচন, দন্ত, ললাট, শির, বক্ষস্থল, যাহার এই ছয় অঙ্গ উন্নত, সে সর্ব্বত্র প্রশংসা পাইয়া থাকে॥ ১০

পাণিপাদতলৌ রক্তৌ নেত্রান্তরনখানি চ।
তালুকাধরজিহ্বা চ রক্তং শস্তং প্রশস্যতে॥ ১১

করতল, চরণতল, লোচনের প্রান্তভাগ, নখ, তালু, অধর, জিহ্বা যাহার এই সপ্ত অঙ্গ শোণিতবর্ণ, সে প্রশংসার্হ। ১১

স্বরো বুদ্ধিশ্চ নাভিশ্চ ত্রিগম্ভীরমুদাহৃতম্।
ত্রয়ং যস্য তু বিস্তীর্ণং তস্য শ্রীঃ সর্ব্বতোমুখী।
উরঃ শিরো ললাটঞ্চ ত্রিবিস্তীর্ণং প্রশস্যতে॥ ১২

স্বর, বুদ্ধি ও নাভি যাহার এই তিন অঙ্গ গভীর, সে প্রশংসার্হ। শির, চক্ষু, কপাল যাহার এই তিন স্থান বিস্তীর্ণ সে প্রশংসার যোগ্য॥ ১২

কটির্বিশালা বহুপুত্রভাগী বিশালহস্তো নরপুঙ্গবঃ স্যাৎ।
উরো বিশালং ধনধান্যভাগী শিরো বিশালং নরপূজিতঃ স্যাৎ॥ ১৩

যাহার কটি বিশাল, সে বহুপুত্রবান্ হয়; যে দীর্ঘবাহু সে পুরুষশ্রেষ্ঠ যাহার বক্ষ বিস্তীর্ণ তিনি ধনধান্যবান্ হন এবং যাহার শিরোদেশ বৃহৎ, তিনি সকলের মান্য হইয়া থাকেন॥ ১৩

ন শ্রীস্ত্যজতি রক্তাক্ষং নার্থঃ কনকপিঙ্গলম্।
দীর্ঘবাহুং ন চৈশ্বর্য্যং ন সৌখ্যং প্রহসন্মুখম্॥ ১৪

যাহার লোচনের প্রান্তসীমা শোণিতবর্ণ, তিনি লক্ষ্মীবান্ হন। যাহার দেহ তপ্ত সুবর্ণের ন্যায় গৌর, সে মহাধনী হয়; যে দীর্ঘবাহু, সেও মহাধনী হইয়া থাকে। যাহার মুখে সদা হাস্য বিরাজমান, সে কদাচ ক্লেশভোগ করে না॥ ১৪

কদাচিদ্দন্তুরো মূর্খঃ কদাচিৎ লোমশঃ সুখী।
কদাচিত্তুন্দিলো দুঃখী কদাচিৎ চঞ্চলা সতী॥ ১৫

যাহার দশন উন্নত, সে কদাচ মূর্খ হয়, বহুরোমযুক্ত ব্যক্তি কদাচ সুখী হইয়া থাকে। যাঁহার ভুঁড়ি আছে, সে কদাচিৎ দুঃখী হয়। চঞ্চলা নারীর মধ্যে কেহ কেহ পতিপরায়ণা হইয়া থাকে॥ ১৫

নেত্রস্নেহেন সৌভাগ্যং দন্তস্নেহেন ভোজনম্।
হস্তস্নেহেন চৈশ্বর্য্যং পাদস্নেহেন বাহনম্॥ ১৬

যাহার নেত্রযুগল স্নিগ্ধ, সে সৌভাগ্যবান্ হয়, যাহার দশন চিক্কণ সে উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া থাকে, যাহার হস্ততল স্নিগ্ধ, সে মহাধনী হয় এবং যাহার পদ স্নিগ্ধ, সে সর্ব্বদা যানে গমন করে॥ ১৬

অকর্ম্মকঠিনৌ হস্তৌ পাদাবধ্বনি কোমলৌ।
যস্য পাণিতলৌ রক্তৌ তস্য রাজ্যং বিনির্দ্দিশেৎ॥ ১৭

স্বভাবতঃ যাহার হস্ত কঠিন, বহু পর্য্যটনেও যাহার চরণ কাঠিন্য ধারণ না করে এবং যাহার করতল শোণিতবর্ণ, সে রাজ্যলাভ করিয়া থাকে॥ ১৭

অথ নারীলক্ষণম্।

যস্যাঃ পাদতলে রেখা সা ভবেৎ ক্ষিতিপাঙ্গনা।
ভবেদখণ্ডভোগা চ যা মধ্যমাঙ্গুলিসঙ্গতা॥ ১

অনন্তর নারীর লক্ষণ কথিত হইতেছে।—চরণতলে রেখা থাকিলে সে রাজরাণী হয়, যে নারীর মধ্যমাঙ্গুলি অন্য অঙ্গুলির সহিত একত্রিত থাকে, সে চিরদিন উত্তম ভোগসুখে অবস্থিতি করে॥ ১

উন্নতো মাংসলোঽঙ্গুষ্ঠো বর্ত্তুলোঽতুলভোগদঃ।
বক্রো হ্রস্বশ্চ চিপিটঃ সুখসৌভাগ্যভঞ্জকঃ॥ ২

যে নারীর অঙ্গুষ্ঠ বর্ত্তুলবৎ ও মাংসল এবং অগ্রভাগ সমুন্নত, সে মহাসৌভাগ্যশালিনী হইয়া থাকে, যাহার অঙ্গুষ্ঠ বক্র, হ্রস্ব ও চ্যাপটা, সে মহাদুঃখিনী হয় ॥ ২

দীর্ঘাঙ্গুলিভিঃ কুলটা কৃশাভিরতিনির্ধনা।
হ্রস্বাভিঃ স্যাচ্চ হ্রস্বায়ুর্ভগ্নাভির্ভগ্নবর্ত্তিনী ॥ ৩

অঙ্গুলী দীর্ঘ হইলে সেই নারী কুলটা হইয়া থাকে, অঙ্গুলি কৃশ হইলে সে ধনহীনা হয়, অঙ্গুলি খর্ব্ব হইলে সে অল্পদিন জীবিত থাকে এবং যাহার অঙ্গুলি ভগ্নবৎ, সে নারী ভগ্নদশায় জীবন নির্ব্বাহ করিয়া থাকে ॥ ৩

চিপিটাভির্ভবেদ্দাসী বিরলাভির্দরিদ্রিণী।
পরস্পরং যদাঙ্গুল্যঃ সমারূঢ়া ভবন্তি হি।
হত্বা বহূনপি পতীন্ পরপ্রেষ্যা তদা ভবেৎ ॥ ৪

যে নারীর অঙ্গুলী সকল চেপটা সে দাসী হইয়া থাকে, যাহার অঙ্গুলী বিরল সে দরিদ্রা হয় এবং যে নারীর অঙ্গুলি পরস্পর সংযুক্তভাবে থাকে সে বহু পতি বিনষ্ট করিয়া অন্যের দাসী হয় ॥ ৪

স্নিগ্ধাঃ সমুন্নতাস্তাম্রা বৃত্তাঃ পাদনখাঃ শুভাঃ।
রাজ্ঞীত্বসূচকং স্ত্রীণাং পাদপৃষ্ঠসমুন্নতিঃ ॥ ৫

যে স্ত্রীর পাদনখ স্নিগ্ধ, উন্নত, শোণিতবর্ণ, বর্ত্তুলাকার ও সুদৃশ্য আর যাহার চরণতলের পৃষ্ঠ সমুন্নত, সে রাজরাণী হয় ॥ ৫

সমপার্ষ্ণিঃ শুভা নারী পৃথুপার্ষ্ণিঃ সুদুর্ভগা।
কুলটোন্নতপার্ষ্ণিঃ স্যাৎ দীর্ঘপার্ষ্ণিশ্চ দুঃখভাক্ ॥ ৬

যে রমণীর পার্ষ্ণি সমান, সে সুলক্ষণা, যাহার পার্ষ্ণি স্থূল, সে হতভাগিনী, যাহার পার্ষ্ণি উন্নত, সে কুলটা এবং যাহার পার্ষ্ণি দীর্ঘ, সে দুঃখভাগিনী হয় ॥ ৬

রোমহীনে সমে স্নিগ্ধে জঙ্ঘে চ ক্রমবর্ত্তুলে ।
সা রাজপত্নী ভবতি বিশিরে সুমনোহরে ॥ ৭

যে নারীর জঙ্ঘাদ্বয় রোমশূন্য, সমান, স্নিগ্ধ, গোলাকার, ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, সুদৃশ্য ও শিরাশূন্য, সে রাজরাণী হইয়া থাকে ॥ ৭

বৃত্তং পিশিতসংলগ্নং জানুযুগ্মং প্রশস্যতে ।
নির্ম্মাংসং স্বৈরচারিণ্যা দরিদ্রায়াশ্চ বিশ্লথং ॥ ৮

যাহার জানুযুগল বর্ত্তুল ও মাংসল সে সৌভাগ্যশালিনী হয়, যাহার জানুতে মাংস নাই ও যাহার জানু শ্লথ, সে দুঃখভাগিনী ও দুশ্চরিত্রা হয় ॥ ৮

বিশিরৈঃ কমুভাকারৈরুরুভির্ম্ সৃণৈর্ঘনৈঃ ।
সুবৃর্ত্তৈরোমরহিতৈর্ভবেযুর্ভৃপবল্লভাঃ ॥ ৯

যে রমণীর উরুদ্বয় শিরাশূন্য, হস্তীর শুণ্ডের ন্যায় সুগঠিত, ঘন, মসৃণ ও বর্ত্তুলাকার এবং রোমশূন্য সেই নারী নরপতির প্রণয়ভাগিনী হইয়া থাকে ॥ ৯

চতুর্ভিরঙ্গুলৈঃ শস্তা কটির্ব্বিংশতি সংযুতৈঃ ।
সমুন্নতনিতম্বা চ চতুরস্রা মৃগীদৃশাম্ ॥
নিতম্ববিম্বো নারীণাং উন্নতো মাংসলঃ পৃথুঃ ।
মহাভোগায় সংপ্রোক্তঃ তদন্যোঽশর্ম্মণায় চ ॥ ১০

স্ত্রীজাতির কটির পরিধি যদি এক হস্ত হয় এবং নিতম্ব উন্নত ও মসৃণ হয়, তাহা হইলে সেই নারী সুলক্ষণা জানিবে। যে নারীর নিতম্ব উন্নত, স্থূল ও মাংসল সে মহা ঐশ্বর্য্যশালিনী হয়, ইহার বিপরীত হইলেই সে দুঃখভাগিনী হইয়া থাকে ॥ ১০

গম্ভীরা দক্ষিণাবর্ত্তা নাভিঃ স্যাৎ সুখসম্পদে ।
বামাবর্ত্তা সমুত্তানা ব্যক্তগ্রন্থী ন শোভনা ॥ ১১

যে নারীর নাভি গম্ভীর ও দক্ষিণাবর্ত্ত, সে বহুসুখভোগ করে, যাহার নাভি বামাবর্ত্ত ও উচ্চ হইয়া থাকে, তাহাকে বহু কষ্ট ভোগ করিতে হয়॥ ১১

উদরেণ হ্যতুঙ্গেন বিশিরেণ মৃদুত্বচা।
যোষিদ্ ভবতি ভোগাঢ্যা নিত্যমিষ্টান্নসেবিনী॥ ১২

যে নারীর জঠরের চর্ম্ম মৃদু, যাহার উদর কৃশ ও শিরাশূন্য সে মহা সুখভোগ করিয়া থাকে, আর সে নারী সর্ব্বদা মিষ্টান্ন ভক্ষণ করে॥ ১২

কুম্ভাকারং দরিদ্রায়া জঠরঞ্চ মৃদঙ্গবৎ।
কুষ্মাণ্ডাভং যবাভঞ্চ দুষ্কুলং জায়তে স্ত্রিয়াঃ॥ ১৩

যে নারীর উদর কুম্ভের ন্যায় কিম্বা মৃদঙ্গবৎ, সে দুঃখভাগিনী হয়, যাহার জঠর কুষ্মাণ্ডের ন্যায়, তাহার উদর কেহই পূরণ করিতে পারে না॥১৩

নির্লোমহৃদয়ং যস্যাঃ সমং নিম্নত্ববর্জ্জিতম্।
ঐশ্বর্য্যঞ্চাপ্যবৈধব্যং প্রিয়প্রেমা চ সা ভবেৎ॥ ১৪

যে নারীর হৃদয় রোমশূন্য, যাহার বক্ষ নিম্ন নহে ও সমতল, সে মহা-ধনবতী ও চিরসধবা থাকে, তাহার পতি তাহাকে প্রাণাপেক্ষাও ভাল বাসেন॥ ১৪

ঘনৌ বৃত্তৌ সমৌ দৃঢ়ৌ পীনৌ শস্তৌ পয়োধরৌ।
স্থূলাগ্রৌ বিরলৌ সূক্ষ্মৌ বামোরূণাং ন শর্ম্মদৌ॥ ১৫

রমণী জাতির স্তনযুগল যদি ঘন, বর্ত্তুলবৎ, পৃথু, কঠিন ও সমান হয়, তাহা হইলে সে নারীই প্রশংসনীয়া স্তন বিরল ও সূক্ষ্ম হইলে অমঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে॥ ১৫

দক্ষিণোন্নতবক্ষোজা পুত্রিণীষ্বগ্রণীর্ম্মতা।।
বামোন্নতকুচা সূতে কন্যাং সৌভাগ্যসুন্দরীম্॥ ১৬

যে রমণীর দক্ষিণ স্তন উচ্চ, সে পুত্রবতী ও গৃহের কর্ত্রী হইয়া থাকে, যাহার বাম স্তন উন্নত, সে সৌভাগ্যবতী তনয়া প্রসব করে॥ ১৬

মূলে স্থূলৌ ক্রমকৃশাবগ্রে তীক্ষ্ণৌ পয়োধরৌ।
সুখদৌ বাল্যকালে তু পশ্চাদত্যন্তদুঃখদৌ॥ ১৭

যে নারীর স্তনযুগল স্থূল ও উপরিভাগ ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়া অগ্রদেশ অতি সূক্ষ্ম হইয়াছে, সে অল্পবয়সে সুখসম্ভোগ করিয়া শেষে বহু কষ্ট ভোগ করে॥ ১৭

অম্ভোজমুকুলাকারমঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিসম্মুখম্।
হস্তদ্বয়ং মৃগাক্ষীণাং বহুভোগায় জায়তে॥ ১৮

যাহার অঙ্গুষ্ঠের অগ্রদেশ পদ্মমুকুলের ন্যায় কৃশাগ্র, সে বহু সুখভোগ করিয়া থাকে॥ ১৮

মৃদু মধ্যোন্নতং রক্তং তলং পাণ্যোররন্ধ্রকম্।
প্রশস্তং শস্তরেখাঢ্যমল্পরেখং শুভপ্রদম্॥ ১৯

যে রমণীর করতল শোণিতবর্ণ, কোমল ছিদ্রশূন্য অল্প রেখায় অলঙ্কৃত, উৎকৃষ্ট রেখাসমন্বিত ও মধ্যস্থল উচ্চ, সে মহাসৌভাগ্যশালিনী হয়॥ ১৯

বিধবাবহুরেখেন বিরেখেন দরিদ্রিণী।
ভিক্ষুকী সুশিরাঢ্যেন নারী করতলেন বৈ॥ ২০

যাহার পাণিতলে বহু রেখা থাকে, সে রমণী বিধবা হইয়া থাকে। নির্দ্দিষ্ট রেখা না থাকিলে তাহাকে বহু কষ্ট পাইতে হয়, পাণিতলে শিরা থাকিলে সেই নারী ভিক্ষাজীবিনী হইয়া থাকে॥ ২০

মৎস্যেন সুভগা নারী স্বস্তিকেন চ সুপ্রজা।
পদ্মেন ভূপতেঃ পত্নী জনয়েৎ ভূপতিং সুতম্॥ ২১

যে রমণীর করে মৎস্যচিহ্ন থাকে, সে সৌভাগ্যবতী হয়, স্বস্তিকচিহ্ন থাকিলে সে কুলতিলক পুত্র প্রসব করে, যে রমণীর করে পদ্মচিহ্ন থাকে সে রাজরাণী হয় এবং তাহার পুত্রও রাজপদ অধিকার করিয়া থাকে॥ ২১

হস্তরেখালক্ষণম্।

রেখাভির্ব্বহুভির্দুঃখং স্বল্পাভির্ধনহীনতা।
রক্তাভিঃ শ্রিয়মাপ্নোতি কৃষ্ণাভিঃ প্রেষ্যতাং ব্রজেৎ॥ ১

যাহার হস্তে বহুসংখ্যক রেখা থাকে, সে বহু দুঃখভোগ করে, যাহার হস্তে অতি অল্পমাত্র রেখা দৃষ্ট হয়, সে নির্ধন হইয়া থাকে, যাহার করতলের রেখাগুলি শোণিতবর্ণ, সে লক্ষ্মীবান্ হয় এবং যাহার হস্ত-তলের রেখা কৃষ্ণবর্ণ, সে পরের দাস হইয়া থাকে॥ ১

অঙ্গুষ্ঠোদরমধ্যে তু যবো যস্য বিরাজিতঃ।
উন্নতং শোভনং তস্য শতং জীবতি মানবঃ॥ ২

যাহার হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্যরেখায় যবচিহ্ন দেখা যায়, সে জগতে ধনে মানে ও বুদ্ধিতে পরম শোভমান হইয়া থাকে এবং সে একশত বৎসর জীবিত থাকে॥ ২

অঙ্কুশং কুলিশং ছত্রং যস্য পাণিতলে ভবেৎ।
তস্যৈশ্বর্য্যং বিনির্দ্দিষ্টং অশীত্যায়ুর্ভবেদ্ধ্রুবম্॥ ৩

যে ব্যক্তির হস্তে অঙ্কুশ, বজ্র অথবা ছত্রচিহ্ন দৃষ্ট হয়, সে ব্যক্তি বহুধনে ধনবান্ হয় এবং সে অশীতিবৎসর জীবিত থাকে॥ ৩

ধনুর্যস্য ভবেৎ পাণৌ পঙ্কজং বাথ তোরণম্।
তস্যৈশ্বর্য্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ অশীত্যায়ুর্ভবেদ্ধ্রুবম্॥ ৪

যাহার হস্তস্থিত রেখামধ্যে ধনু, পদ্ম অথবা তোরণচিহ্ন দৃষ্ট হয়, সে মহাধনবান্ ও রাজ্যাধিকারী হইয়া অশীতিবৎসর জীবিত থাকে॥ ৪

কনিষ্ঠাত্তর্জ্জনীং যাবদ্রেখা ভবতি চাক্ষতা।
বিংশত্যব্দাধিকশতং নরোজীবত্যনাময়ঃ ॥ ৫

হস্তের যে রেখা কনিষ্ঠার মূলদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া তর্জ্জনীর মূলদেশ অতিক্রম করে, ঐ রেখা কোন স্থানে ছিন্ন না থাকিলে সে ব্যক্তি একশত বিংশতি বৎসর জীবিত থাকে সন্দেহ নাই ॥ ৫

কনিষ্ঠান্মধ্যমাং যাবদ্রেখা ভবতি চাক্ষতা।
বিংশত্যব্দাধিকশতং নরো জীবত্যনাময়ঃ ॥ ৬

কনিষ্ঠার মূলদেশ হইতে মধ্যমা পর্য্যন্ত যাহার পরমায়ুরেখা অক্ষত অবস্থায় থাকে সে ব্যক্তি নিরাময় শরীরে একশত বিশ বৎসর জীবিত থাকে। ৬

কনিষ্ঠান্মধ্যমাং যাবদ্রেখা ভবতি চাক্ষতা।
শতাব্দং চাথঃবাশীতিং নরো জীবেন্নসংশয়ঃ ॥ ৭

পরমায়ুরেখা কনিষ্ঠার মূলের নিম্নভাগ হইতে মধ্যমার মূলপর্য্যন্ত গমন পূর্ব্বক মিলিত হইলে সেই ব্যক্তি একশত কিম্বা অশীতি বৎসর জীবিত থাকে ॥ ৭

কনিষ্ঠানামিকায়াঞ্চেৎ রেখা ভবতি চাক্ষতা।
ষষ্টিং পঞ্চাশদব্দং বা নরা জীবন্ত্যসংশয়ঃ ॥ ৮

যাহাদের পরমায়ুরেখা কনিষ্ঠার মূলদেশ হইতে গমন পূর্ব্বক অনামার মূলের শেষভাগে মিলিত হয়, তাহারা নিরাময় শরীরে পঞ্চাশ কিম্বা ষাট বৎসর জীবিত থাকে ॥ ৮

রেখয়াভিন্নতে রেখা স্বল্পায়ুশ্চ ভবেন্নরঃ।
কনিষ্ঠায়াং স্থিতা রেখা-সংখ্যা যাবতিকাঃ স্মৃতাঃ।
তাবতী পুরুষাণান্তু নারী ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ ৯

যাহার পরমায়ুরেখা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখায় বিভক্ত, সে অতি অল্পদিনমাত্র জীবিত থাকে। পুরুষের কনিষ্ঠার নিম্নদেশে যে কয়েকটী রেখা থাকে, সেই সংখ্যানুসারে তাহার পত্নী হয়॥ ৯

করমধ্যগতা রেখা ত্রয়াদূর্দ্ধং ভবেদ্‌যদি।
নৃপো বা নৃপতুল্যো বা চিরং খ্যাতোঽর্থবান্ ভবেৎ॥ ১০

হস্তের মণিবন্ধ হইতে উঠিয়া যে রেখা মধ্যমার মূলে গমন করে, তাহাকে উর্দ্ধরেখা কহে, ঐ রেখা হস্তের মধ্যস্থলে থাকিলে সে রাজপদ প্রাপ্ত হয় অথবা রাজবৎ ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া থাকে॥ ১০

মৎস্য প্রচ্ছপ্রকীর্ণেন বিদ্যাবিত্তসমন্বিতঃ।
পিতামহস্য বা কিঞ্চিদ্ধনঞ্চ লভতে ধ্রুবম্॥
পিতু পিতামহাদীনাং ধনং স লভতে নরঃ॥ ১১

হস্ততলে মৎস্যচিহ্ন থাকিলে বিদ্বান ও ধনী হইয়া থাকে এবং সেই ব্যক্তি অল্পমাত্রও পৈতৃকধন নিশ্চরই প্রাপ্ত হয়॥ ১১

মস্যমায়াং যদি যবা দৃশ্যন্তেঽত্যন্তশোভনাঃ।
তদান্যসঞ্চিতং বিত্তং প্রাপ্নোত্যঙ্গুষ্ঠকে যবে॥ ১২

যাহার অঙ্গুষ্ঠে অথবা মধ্যমায় উৎকৃষ্ট যবচিহ্ন থাকে, সে অন্যোপার্জ্জিত ধন নিশ্চয়ই লাভ করে॥ ১২

যস্যাথচক্রমঙ্গুষ্ঠে যবঃ পূর্ণশ্চ দৃশ্যতে।
তদা পিতা মহাদীনামর্জ্জিতং ধনমাপ্নুয়াৎ॥ ১৩

যাহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে চক্র ও পূর্ণ যবচিহ্ন লক্ষিত হয়, সে পিতামহাদির সঞ্চিত সম্পত্তি লাভ করে সন্দেহ নাই॥ ১৩

তর্জ্জন্যামথচক্রঞ্চ মিত্রদ্বারা ধনং লভেৎ।
তেনৈব বিপরীতন্তু ব্যয়ো ভবতি নিশ্চিতম্॥ ১৪

তর্জ্জনী অঙ্গুলীতে চক্রচিহ্ন থাকিলে সে ব্যক্তি অন্য বন্ধু দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থলাভ করিয়া থাকে; যাহার তর্জ্জনীতে চক্রচিহ্ন নাই, অথচ অন্য কোন প্রকারচিহ্ন লক্ষিত হয়, সে ব্যক্তি যাহা উপার্জ্জন করে, তদপেক্ষা অধিক ব্যয় হইয়া যায়॥ ১৪

মধ্যমায়াং স্থিতে চক্রে দেবদ্বারা ধনং লভেৎ।
তেনৈব বিপরীতন্তু ব্যয়ো ভবতি নিশ্চিতম্॥ ১৫

যে ব্যক্তির মধ্যমাতে চক্রচিহ্ন দৃষ্ট হয়, সে দেবতাদ্বারা বহু অর্থ লাভ করে; কিন্তু যাহার মধ্যমাতে চক্রচিহ্ন নাই অথচ অন্যবিধ চিহ্ন লক্ষিত হয়, দৈবগতিতে তাহার বহু ধন বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ১৫

অনামিকায়াং চক্রে তু সর্ব্বদ্বারা ধনং লভেৎ।
তেনৈব বিপরীতে তু ব্যয়ো ভবতি নিশ্চিতম্॥ ১৬

যাহার অনামাতে চক্রচিহ্ন দৃষ্ট হয়, সে ব্যক্তি বিবিধ উপায়ে অর্থ লাভ করে; যাহার অনামাতে চক্রচিহ্ন নাই অথচ অন্যবিধ চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তাহার অর্থ নানা কার্য্যে ব্যয় হইয়া থাকে॥ ১৬

কনিষ্ঠায়াং ভবেচ্চক্রং বাণিজ্যেন ধনং লভেৎ।
তেনৈব বিপরীতে তু ব্যয়ো ভবতি নিশ্চিতম্॥ ১৭

যাহার কনিষ্ঠায় চক্রচিহ্ন লক্ষিত হয়, বাণিজ্যে তাহার অর্থলাভ হয়; যাহার কনিষ্ঠায় চক্রচিহ্ন নাই অথচ অন্যবিধ চিহ্ন দৃষ্ট হয়, বাণিজ্যে তাহার কিছুমাত্র লাভ হয় না, পরন্তু মূলধন পর্য্যন্ত বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ১৭

ললাটে দৃশ্যতে যস্য বক্ররেখাচতুষ্টয়ম্।
অশীত্যায়ুঃ সমাপ্নোতি পঞ্চরেখাঃ শতং সমাঃ॥ ১৮

ললাটদেশে চারিটী বক্র রেখা থাকিলে সে ব্যক্তি অশীতিবৎসর জীবিত থাকে; পাঁচটী বক্র রেখা থাকিলে শতবৎসর পরমায়ু হয়॥ ১৮

যস্যোন্নতং ললাটঞ্চ তাম্রবর্ণঞ্চ দৃশ্যতে।
রেখাহীনশ্চ কক্ষশ্চ স চোন্মত্তো মহীং ভ্রমেৎ ॥ ১৯

যাহার ললাট উন্নত, মস্তকের কেশ তাম্রবর্ণ ও উন্নত এবং যাহার কক্ষদেশে কোনরূপ রেখা দৃষ্ট না হয়, সে উন্মত্তপ্রায় হইয়া অবনী পর্য্যটন করিয়া থাকে ॥ ১৯

যস্য জিহ্বা ভবেদ্দীর্ঘা নাসাগ্রং লেঢ়ি সর্ব্বদা।
যোগী ভবতি নির্ব্বাণঃ পৃথ্বীং ভ্রমতি সর্ব্বদা ॥ ২০

যাহার জিহ্বা সুদীর্ঘ, অর্থাৎ যে ব্যক্তি জিহ্বা দ্বারা নাসিকার অগ্রদেশ স্পর্শ করিতে সমর্থ হয়, সে যোগী ও মুমুক্ষু হইয়া অবনী পর্য্যটন করে ॥২০

দন্তাশ্চ বিরলা যস্য গণ্ডে কূপোঽপি জায়তে।
পরস্ত্রীরমণো নিত্যং পরবিত্তেন বিত্তবান্ ॥ ২১

যাহার দশনপংক্তি বিরল এবং হাস্য করিবার সময়ে যাহার গণ্ড-প্রদেশে গর্ত্ত লক্ষিত হয়, সে পরধনে ধনবান্ হয় এবং সর্ব্বদা পরনারী উপভোগ করিয়া থাকে ॥ ২১

অথ পদচিহ্নম্।

চন্দ্রার্দ্ধং কলসং ত্রিকোণধনুষী খং গোষ্পদং প্রোষ্ঠিকম্।
শঙ্খং সব্যপদেঽথ দক্ষিণপদে কোণাষ্টকং স্বস্তিকম্ ॥
চক্রং ছত্র-যবাঙ্কুশংধ্বজকুলীশ জম্বূর্দ্ধরেখাম্বুজং।
বিভ্রাণো হরিরূণবিংশতি মহালক্ষ্ম্যার্চ্চিতাঙ্ঘ্রির্ভবেৎ ॥ ১

পদচিহ্ন।—যাহার বাম চরণে অর্দ্ধচন্দ্র, কলস, ত্রিকোণ, ধনু, শূন্য, গোষ্পদ প্রোষ্ঠী মৎস্য (পুঁটিমাছ) এবং শঙ্খ এই অষ্টবিধ চিহ্ন থাকে আর দক্ষিণ চরণে অষ্টকোণ, স্বস্তিক, চক্র, ছত্র, যব, অঙ্কুশ, ধ্বজ, বজ্র, জম্বু, উর্দ্ধরেখা ও পদ্ম এই একাদশবিধ চিহ্ন দৃষ্ট হয়, মহালক্ষ্মী নিরন্তর সেই ব্যক্তির আরাধনা করেন অর্থাৎ সেই ব্যক্তি অত্যন্ত শ্রীমান্ হইয়া থাকে ॥১

অথ শিবোক্ত-সামুদ্রিকম্।

শিবোক্তং তন্ত্রসামুদ্রং কররেখা-শুভাশুভম্।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ পুরুষো নহি শোচতি॥ ১

অনন্তর শিবকথিত সামুদ্রিক বর্ণিত হইতেছে। ইহা অবগত হইলে তদ্দ্বারা কররেখার শুভাশুভ অর্থাৎ সুখ দুঃখ জানিতে পারা যায়, সুতরাং মানুষের আর অনুশোচনার বিষয় থাকে না॥ ১

যস্য মীনসমা রেখা কর্ম্মসিদ্ধিশ্চ জায়তে।
ধনাঢ্যশ্চ স বিজ্ঞেয়ো বহুপুত্রো ন সংশয়ঃ॥ ২

যাহার হস্ততলে মীনরেখা দৃষ্ট হয়, সে যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হউক্ না কেন, তাহা সফল হইয়া থাকে এবং সে ব্যক্তি মহাধনী ও বহুপুত্র-বান্ হয় সন্দেহ নাই॥ ২

তুলাগ্রামং তথা বজ্রং করমধ্যে চ দৃশ্যতে।
তস্য বাণিজ্যসিদ্ধিঃ স্যাৎ পুরুষস্য ন সংশয়ঃ॥ ৩

যাহার করতলের রেখাসমূহমধ্যে তৌলদণ্ড, বজ্র, গ্রামনগরাদিবৎ চতুষ্কোণ, কিম্বা বজ্রবৎ অন্য কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সে জগতে যে কোনরূপ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবে, তাহাই সুসিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই॥ ৩

পদ্মচাপাদি খড়্গঞ্চ অষ্টকোণাদি দৃশ্যতে।
স্ত্রিয়শ্চ পুরুষস্যাপি ধনবান্ স সুখী নরঃ॥ ৪

যাহার করতলে রেখাসমূহমধ্যে পদ্ম, চাপ, ধনু, খড়্গ, কিম্বা অন্য কোনরূপ অষ্টকোণ চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সে মহাধনী ও সুখযুক্ত হইয়া থাকে; স্ত্রীলোকের হস্তে পদ্মচিহ্ন থাকিলে সে রাজরাণী এবং পুরুষের হস্তে থাকিলে সে ব্যক্তি রাজপদ প্রাপ্ত হয়, হস্তে ধনুচিহ্ন থাকিলে মহাধীর, খড়্গ-চিহ্ন থাকিলে মহাবল যোদ্ধা এবং অষ্টকোণ চিহ্ন থাকিলে ভূম্যধিকারী হইয়া থাকে॥ ৪

চক্র-শঙ্খ-ধ্বজাকার-মাষাকারা চ দৃশ্যতে।
সর্ব্ববিদ্যাপ্রদানেন বুদ্ধিমান্ স ভবেন্নরঃ॥ ৫

যাহার হস্তে শঙ্খ, চক্র, ধ্বজ, গজ ও মাষচিহ্ন দৃষ্ট হয়, সে সর্ব্বশাস্ত্রে পারগ হইয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করে॥ ৫

ত্রিশূলং করমধ্যে তু তেন রাজা প্রবর্ত্ততে।
যজ্ঞে ধর্ম্মে চ দানে চ দেবদ্বিজপ্রপূজনে॥ ৬

হস্তে ত্রিশূলচিহ্ন থাকিলে সে ব্যক্তি নরপতি হয়, হোমাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানে তাহার মতি জন্মে, সে সর্ব্বদা দেবতা ও ব্রাহ্মণ সেবায় নিযুক্ত থাকে এবং লোকসমাজে সকলে তাহাকে দানশীল ও পুণ্যাত্মা বলিয়া গণনা করে॥ ৬

শক্তি-তোমরবাণশ্চেৎ করমধ্যে প্রদৃশ্যতে।
রথচক্রধ্বজাকারং স চ রাজ্যং লভেন্নরঃ॥ ৭

যাহার হস্তে শক্তি, তোমর, বাণ ও তীরচিহ্ন দৃষ্ট হয়, সে ব্যক্তি রাজপদে অভিষিক্ত হয়; যাহার হস্তে রথচক্র ও ধ্বজচিহ্ন লক্ষিত হয়, তাহারও রাজ্যলাভ হইয়া থাকে॥ ৭

অঙ্কুশং কুণ্ডলং ছত্রং যস্য হস্ততলে ভবেৎ।
তস্য রাজ্যং মহাশ্রেষ্ঠং সামুদ্রবচনং যথা॥ ৮

যাহার হস্তে অঙ্কুশ, কুণ্ডল ও ছত্রচিহ্ন দৃষ্ট হয়, সে রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া সুখভোগ করে সন্দেহ নাই; উক্ত ত্রিবিধ চিহ্নের মধ্যে প্রথমোক্ত দুইটী চিহ্ন থাকিলে রাজবৎ সুখভোগ হইয়া থাকে; যদি একটীমাত্র চিহ্ন থাকে, সামান্য দাসত্বভোগ করে॥ ৮

গিরিকঙ্কণযোনীনাং নরমুণ্ড ঘটস্য চ।
করে বৈ যস্য চিহ্নানি রাজমন্ত্রী ভবেন্নরঃ॥ ৯

যে ব্যক্তির করতলে গিরি, কঙ্কণ, যোনি, নৃমুণ্ড, অথবা ঘটচিহ্ন দৃষ্ট হয়, সে ব্যক্তি রাজার অমাত্য হইয়া থাকে॥ ৯

সূর্য্যচন্দ্রলতানেত্রমষ্টকোণত্রিকোণকম্।
মন্দিরাশ্বগজেন্দ্রাণাং চিহ্নং স্যাৎ স সুখী নরঃ॥ ১০

যাহার হস্ততলে সোম, সূর্য্য, লতা, নেত্র, ত্রিকোণ, অষ্টকোণ, মন্দির, অশ্ব ও হস্তীচিহ্ন লক্ষিত হয়, সে অতুল সুখভোগ করে॥ ১০

অঙ্গুষ্ঠস্যোর্দ্ধভাগস্থো যবো যস্য বিরাজতে।
উৎপন্নাবধি ভোগী স্যাৎ স নরঃ সেব্যতে সুখম্॥ ১১

যে ব্যক্তির বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপরে যবচিহ্ন লক্ষিত হয়, সে ব্যক্তি আজীবনই খভোগ করে॥ ১১

মধ্যমা তর্জ্জনীমূলে যবো যস্য চ দৃশ্যতে।
ধনবান্ সুখভোগী স্যাৎ পুত্র-দারগৃহাদিমান্॥ ১২

যে ব্যক্তির করতলে মধ্যমা অথবা তর্জ্জনীর মূলে যব চিহ্ন লক্ষিত হয়, সে ধনী এবং পুত্রকলত্রাদি সম্পন্ন হইয়া সুখী হয়॥ ১২

অনামিকাপর্ব্বমূলে কনিষ্ঠাদিক্রমেণ তৎ।
আয়ুষং দশবর্ষাণি সামুদ্রবচনং যথা॥ ১৩

যাহার হস্ততলে কনিষ্ঠার মূল হইতে অনামার মূলের পূর্ব্বভাগ পর্য্যন্ত হয়, সে দশ বৎসর মাত্র জীবিত থাকে॥ ১৩

অঙ্গুষ্ঠস্যাপ্যূর্দ্ধরেখা বর্ত্ততে নৃপতিঃ শুভঃ।
সেনাপতির্ধনেশশ্চ মধ্যমায়ুর্নরো ভবেৎ॥ ১৪

যে ব্যক্তির বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপরিভাগে শুভলক্ষণযুক্ত উর্দ্ধরেখা দৃষ্ট হয়, সে ব্যক্তি রাজা, সেনাপতি কিম্বা অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া থাকে এবং সে ষাটিবর্ষ যাবৎ পরমায়ু ধারণ করে॥ ১৪

তর্জ্জনীমূলপর্য্যন্তমূর্দ্ধরেখা চ দৃশ্যতে।
রাজদূতো ভবেত্তস্য ধর্ম্মনাশো হি জায়তে॥ ১৫

যে ব্যক্তির উর্দ্ধরেখা তর্জ্জনীর মূল দেশ পর্য্যন্ত লক্ষিত হয়, সে রাজদূত হয় এবং তাহার ধর্ম্ম বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৫

মধ্যমামূলপর্য্যন্তমূর্দ্ধরেখা চ দৃশ্যতে।
পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্নো ধনবান্ স সুখী নরঃ ॥ ১৬

যাহার উর্দ্ধরেখা মধ্যমার মূল পর্য্যন্ত সমুত্থিত হয়, সে ঐশ্বর্য্যশালী এবং পুত্রপৌত্রাদি সমন্বিত হইয়া সুখী হয় ॥ ১৬

অনামিকোর্দ্ধরেখায়াং ব্যবসায়ে ধনাগমঃ।
সুখদুঃখেন জীবেত পুত্রপৌত্রগৃহাদিমান্ ॥ ১৭

যে ব্যক্তির উর্দ্ধরেখা অনামার মূল পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়, বাণিজ্যাদি ব্যবসায়ে সে বহু ধন উপার্জ্জন করে, এবং পুত্রপৌত্রাদি সমন্বিত হইয়া কখন সুখে কখন বা দুঃখে জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকে ॥ ১৭

পার্ণৌ যেষামূর্দ্ধরেখা কনিষ্ঠামূলসংস্থিতা।
তে নরাঃ পরদেশেষু শতমায়ুর্লভন্তি বৈ ॥ ১৮

যে ব্যক্তির হস্তের উর্দ্ধরেখা কনিষ্ঠার মূল পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়, সে চিরদিন বিদেশে বসতি করে এবং তাহার পরমায়ু একশত বৎসর হইয়া থাকে ॥১৮

দীক্ষাণাঞ্চ যথা ধর্ম্ম পদবী সুখমেব চ।
বিদ্যামানাপমানঞ্চ কনিষ্ঠামূলসংস্থিতা ॥ ১৯

যে ব্যক্তির কনিষ্ঠার মূলে রেখা দৃষ্ট হয়, তাহার দীক্ষাধর্ম্ম, পদবী, সুখ, বিদ্যা, সম্মান প্রভৃতি বর্দ্ধিত হয় ॥ ১৯

আয়ুষ্মতী ভবেদ্রেখা তর্জ্জনীমূলসংস্থিতা।
শতবর্ষং ভবেদায়ুঃ সুখমৃত্যুর্ন সংশয়ঃ ॥ ২০

যে ব্যক্তির হস্তে কনিষ্ঠার মূল হইতে তর্জ্জনীর মূল পর্য্যন্ত রেখা দৃষ্ট হয়, সে শত বৎসর জীবিত থাকে এবং মৃত্যু সময়ে তাহাকে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না ॥ ২০

মধ্যমামূলপর্য্যন্তমায়ুরেখা চ দৃশ্যতে।
চতুর্দ্দশচতুর্ব্বিংশত্যায়ুর্ব্বলবিনাশনম্ ॥ ২১

যে ব্যক্তির পরমায়ু রেখা কনিষ্ঠার মূল হইতে মধ্যমার মূলদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, সে ব্যক্তি অষ্টত্রিংশৎ বৎসর মাত্র জীবন ধারণ করে এবং তাহার বংশ সমূলে হ্রাস প্রাপ্ত হয় ॥ ২১

আয়ুর্ব্বলং ভবেদ্রেখানামিকামূলসংস্থিতা।
ত্রিদশং বা ত্রিষষ্টিং বা আয়ুর্ব্বল-বিনাশনম্ ॥ ২২

যাহার পরমায়ুরেখা কনিষ্ঠার মূল হইতে অনামার মূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত, সে ব্যক্তি ত্রিংশৎ কিম্বা ত্রিষষ্টি বৎসর মাত্র জীবিত থাকে; তাহার দেহে অল্পমাত্র বল হয় সন্দেহ নাই ॥ ২২

আয়ুর্হীনং যথা স্বল্পং বহুদীর্ঘঞ্চ দৃশ্যতে।
তে নরাঃ সুখদুঃখেন চাল্পমৃত্যুর্ন সংশয়ঃ ॥ ২৩

হস্তস্থিত পরমায়ুরেখা ক্ষুদ্ররূপে অঙ্কিত থাকিলে সে ব্যক্তি অল্পদিন মাত্র জীবিত থাকে; যাহাদিগের পরমায়ুরেখা বহু বিস্তৃতরূপে অঙ্কিত. সে কখন সুখ কখন বা দুঃখ ভোগ পূর্ব্বক অল্পদিনের মধ্যেই প্রাণ বিসর্জ্জন করে ॥ ২৩

করমধ্যে স্থিতা রেখা পিতৃবংশসমুদ্ভবঃ।
পূর্ণরেখা পিতুর্ব্বংশোঽর্দ্ধরেখা পরবংশকঃ ॥ ২৪

যাহার হস্তস্থ পিতৃরেখা সম্পূর্ণরূপে অঙ্কিত, সে ব্যক্তি পিতার ঔরসে সঞ্জাত; অর্দ্ধরূপে অঙ্কিত থাকিলে সে ব্যক্তি অন্যের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে সন্দেহ নাই ॥ ২৪

মাতৃরেখা করে চৈব একৈকং যুগ্মমেব চ।
একৈকমংশমাদায় যুগ্মরেখা চ দৃশ্যতে ॥ ২৫

হস্তে মাতৃরেখা ও পিতৃরেখা দুইটী পৃথক্ পৃথক্‌রূপে অঙ্কিত আছে; তর্জ্জনীর মূল হইতে অঙ্গুষ্ঠের মূল পর্য্যন্ত পরমায়ুরেখার নিম্ন দিয়া সরল-ভাবে যে রেখা অঙ্কিত দৃষ্ট হয়, তাহাকে মাতৃরেখা এবং তর্জ্জনীর ও অঙ্গুষ্ঠের মূলের মধ্যস্থল হইতে বহির্গত হইয়া যে রেখা নিম্নভাগ পর্য্যন্ত গিয়াছে, তাহাকেই পিতৃরেখা কহে; এই রেখাদ্বয় দৃষ্টে মাতাপিতার শুক্র-শোণিতের সমান অংশ গ্রহণ পূর্ব্বক জন্মিয়াছে কিনা তাহা জানিতে পারা যায়॥ ২৫

বহুরেখা ভবেৎ ক্লেশঃ স্বল্পাভির্ধনহীনতা।
রেখায়াং বা মনঃসৌখ্যং সামুদ্রবচনং যথা॥ ২৬

যাহার হস্ততলে বহুসংখ্যক রেখা-দৃষ্ট হয়, সে দুঃখভাগী হয় এবং অল্পমাত্র রেখা থাকিলে দরিদ্র হইয়া থাকে; যদি মধ্যবিধ রেখা থাকে, তাহা হইলে মানসিক সুখ প্রাপ্ত হয়॥ ২৬

অঙ্গুলীনাং পৃথগ্‌রেখা ত্রিতয়ং মন্যতে পৃথক্।
রেখা দ্বাদশং সৌখ্যঞ্চ ধনধান্যপ্রদায়কম্॥ ২৭

কনিষ্ঠা, অনামা, মধ্যমা ও তর্জ্জনী এই অঙ্গুলীচতুষ্টয়ের প্রতি অঙ্গুলির পর্ব্বরেখা তিন তিনটী করিয়া গণনা করিলে যাহার দ্বাদশটী পৃথক্ পৃথক্ রেখা হয়, সে ধনধান্যবান্ ও সুখী হইয়া থাকে॥ ২৭

অঙ্গুলীনাং পৃথগ্‌রেখা গণনে চেৎ ত্রয়োদশঃ।
মহাদুঃখং মহাক্লেশং সামুদ্রবচনং যথা॥ ২৮

যাহার কনিষ্ঠা, অনামা, মধ্যমা ও তর্জ্জনী এই অঙ্গুলী চতুষ্টয়ের প্রত্যেকের পর্ব্বরেখা পৃথক্ গণনাতে ত্রয়োদশটী হয়, সেই ব্যক্তি মহা কষ্ট ও দুঃখ পাইয়া থাকে॥ ২৮

রেখাপঞ্চদশে চৌরঃ ষোড়শে দ্যূতবঞ্চকঃ।
পাপী সপ্তদশে জ্ঞেয়ো ধর্ম্মী অষ্টাদশে ভবেৎ॥ ২৯

অঙ্গুলীর পর্ব্বরেখা গণনাতে যাহার পৃথক্ পৃথক্ পঞ্চদশটী রেখা হয়, সে চোর হইয়া থাকে। যাহার পর্ব্বরেখা গণনায় ষোলটী হয়, সে ব্যক্তি প্রবঞ্চক ও দ্যূতক্রীড়াকারী হয়, সপ্তদশ হইলে পাপাত্মা এবং অষ্টাদশ হইলে ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া থাকে॥ ২৯

ঊনবিংশে ভবেন্মান্যো গুণজ্ঞো লোকপূজিতঃ।
তপস্বী বিংশতৌ জ্ঞেয়ো মহাত্মা চৈকবিংশতৌ॥ ৩০

কনিষ্ঠা প্রভৃতি অঙ্গুলী চতুষ্টয়ের পর্ব্বরেখা গণনা করিলে যদি পৃথক্ পৃথক্ ঊনিশটী রেখা হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি গুণসম্পন্ন ও সকলের আদরণীয় হইয়া থাকে। পর্ব্বরেখা ঐরূপ গণনায় বিংশ হইলে তপঃ-পরায়ণ এবং একবিংশ হইলে মহাত্মা হইয়া থাকে॥ ৩০

উন্নতৈর্ব্বিপুলৈঃ শঙ্খৈর্ললাটৈর্ব্বিষমৈস্তথা।
নির্ধনস্য ধনাঢ্যোঽসাবর্দ্ধেন্দুসদৃশৈর্নরঃ॥ ৩১

যাহার ললাট উন্নত, বিশাল, শঙ্খাকার, উচ্চ নীচ ও অর্দ্ধচন্দ্রাকার, সে দরিদ্রের পুত্র হইলেও ধনশালী হইয়া থাকে॥ ৩১

আচার্য্যাঃ শুক্তিবিশালৈঃ শিরালৈঃ পাপকারিণঃ।
উন্নতাভিঃ শিরাভিস্তু স্বস্তিকাভির্ধনেশ্বরাঃ॥ ৩২

ইতি শ্রীবৃহত্তন্ত্রকোষে শিবোক্ত-সামুদ্রিকং নাম
নবমঃ পরিচ্ছেদঃ।

যাহার ললাটদেশ ঝিনুকাকৃতি, বিস্তৃত, সে অধ্যাপকপদ প্রাপ্ত হয়, যাহার ললাট বহুশিরাসমন্বিত, সে পাপাত্মা হইয়া থাকে, যাহার ললাটে স্বস্তিকচিহ্ন থাকে ও যাহার কপালে উন্নত শিরা বিদ্যমান, সে ব্যক্তি ধনশালী হয়॥ ৩২

ইতি শ্রীবৃহত্তন্ত্রকোষে শিবকথিত সামুদ্রিক নামক নবম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

ক দৈববাণীচক্র।

ক	হ	বা	হে	না	হঁ	ই	র	ম্যা	ম	ম	ঈ	ম	রে	এ
ম	স	ত্র	নে	নে	শ্ব	ন	ভা	ক	ঙ্গ	ন্দে	ভা	যে	র	র
স্থি	ব	র্ম্ম	ন	হ	ব	ভা	ভা	সা	র	না	এ	হ	ক	না
ব	ব	ন্নু	ম	ক	ই	বে	রি	য়	না	না	কু	হে	রি	ক্ষ
ক	বা	দো	ক	ত্ব	ল	এ	য়া	নে	দি	না	য	রি	রা	আ
কা	হ	হ	ব	এ	দে	রা	য়	ছে	র	ভা	ও	স	বা	থি
ছ	ম	র্ণ	ণ	হা	নে	ক	র	তে	তা	ঙ্গ	ভা	ভা	নি	র
যে	ভা	ছি	হা	ল	ব	লা	তা	যো	ক	লো	ভা	হ	হ	ন
দে	স্ত	ত	প	ই	লো	বে	ই	ক	থি	হ	দে	রে	হ	হ
ক	বে	র	না	বে	থি	নি	ই	বে	কি	রূ	বা	বু	ক	ন
তা	তে	ক	ছু	ঈ	না	ঝি	না	মি	ন্ত	ছে	না	কা	শ্ব	ত্ব

ঋ দৈববাণীচক্র।

য়া	বৃ	ছা	ম	ত্ব	স	ল	র	রা	কা	থা	শ্র	ঙ্গ	রা	দা
ব্যা	ভা	য়	র্য্য	শ্র	ম	ল	য়	সা	জ	ব	সা	ক,	ম	কে
ভা	জা	ব	হ	না	ক্ষি	রি	ক	ন	ব	নি	ধা	ই	ক	পা
লে	রি	ক	না	তে	ন	যে	র	ই	তা	বা	র	না	পা	ই

মনে মনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া ভবিষ্যৎ শুভাশুভ ঘটনা প্রশ্ন করতঃ এই চক্রের যে কোন বর্ণে হস্ত প্রদান করিবে। অনন্তর সেই স্পৃষ্ট বর্ণ গ্রহণ পূর্ব্বক সেই বর্ণ হইতে একাদিক্রমে গণনা করিয়া যে অক্ষর দশম হইবে, তাহা লইবে, আবার সেই অক্ষর হইতে গণনা করত যে অক্ষর দশম হইবে তাহা লইবে। এই প্রকারে চক্রের শেষ অক্ষর পর্য্যন্ত গণনা শেষ হইলে পুনরায় প্রথম হইতে গণনা করতঃ যে অক্ষরে অঙ্গুলি প্রদান করা হইয়াছিল সেই পর্য্যন্ত গণিয়া ঐ রূপে দশমাক্ষর গ্রহণ পূর্ব্বক নিবৃত্ত হইবে। যে সকল অক্ষর হইবে, তাহা পাঠ করিলেই প্রশ্নের উত্তর জানা যাইবে। প্রশ্নের উত্তরের শেষের অক্ষর কোন কোন সময়ে অগ্রে উঠিতে পারে, সেই গুলি বিবেচনা পূর্ব্বক যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া লইতে হইবে।

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

আমি এই "বৃহত্তন্ত্রকোষ" পুস্তকের কাপিরাইট্ স্বত্ব শ্রীযুক্ত বাবু গণেশচন্দ্র ঘোষ প্রকাশক মহাশয়কে যথামূল্যে বিক্রয় করিলাম। আমার বা আমার উত্তরাধিকারিগণের ইহাতে কোন দাবী দাওয়া রহিল না। শ্রীযুক্ত বাবু গণেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ই উত্তরাধিকারী ক্রমে ইহার স্বত্বে স্বত্ববান হইলেন। ইতি—

সন ১২৯৩ সাল।
তারিখ ৭ অগ্রহায়ণ।

অনুবাদক—
শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন।

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

দ্বিতীয় সংস্করণের সানুবাদ "বৃহত্তন্ত্রকোষ" পুস্তকখানি একেবারে নিঃশেষে বিক্রীত হওয়ায় একরূপ লুপ্তপ্রায় হইতে চলিয়াছিল। বহুকষ্টে প্রকাশক মহাশয় তাঁহার বিপুল পুস্তকরাশি অনুসন্ধান দ্বারা অতি জীর্ণ এককপি পুস্তক সংগ্রহ করিয়া আমাকে ইহার সংশোধন জন্য অনুরোধ করেন। আমি বহুকষ্টে ও বহু তন্ত্রাদির সাহায্যে উহার পুনরুদ্ধার করিতে প্রয়াস পাইয়াছি এবং স্থানে স্থানে পরিবর্দ্ধিতও করিতে হইয়াছে। পাঠকবর্গের সুবিধার নিমিত্ত প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। সাধারণের ইহা দ্বারা কিঞ্চিন্মাত্র উপকার সাধিত হইলে পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

সন ১৩৩৭ সাল।
তারিখ ৯ মাঘ শ্রীপঞ্চমী,
কলিকাতা।

নিবেদক—
শ্রীকালীপ্রসন্ন সমাজদ্দার
বিদ্যারত্ন।

বিবাহ কল্পবৃক্ষঃ

ইহা হিন্দুগণের বিবাহের যোটক বিচার বিষয়ক বিশেষ প্রয়োজ
বিবাহ কল্পবৃক্ষ নামক জ্যোতিষের পুস্তক। মেদিনীপুর জেলা
পূর্ব্বস্থকতীয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র জ্যোতীরত্ন কর্ত্তৃক সংগৃহীত
অনুবাদিত।

ইহাতে বিবাহ বিষয়ের শুভাশুভ বিচার নির্ণয় বিশদভাবে দেখান হইয়াছে
বর ও কন্যার যোটকাদি বিচারদ্বারাই তাহার স্থির সিদ্ধান্ত হয়। এই
গ্রন্থে যথার্থ কিরূপে মেলক বিচার অর্থাৎ রাজযোটক, দ্বিদ্বাদশ, নবপঞ্চম,
ষড়ষ্টক মেলক বিচার ও দোষের বিশেষ খণ্ডন দেখান হইয়াছে। গণ,
বর্ণ, যোনি, বর্গ ও নাড়ী বিচার দোষের খণ্ডন ও মণ্ডন গণনা যোনিচক্রের
বিচার প্রভৃতি সমস্তই বিবৃত হইয়াছে। বিবাহের সুতিথি, সুনক্ষত্র, সুদিন,
সুলগ্ন প্রভৃতি সপ্তশলাক তৎখণ্ডন, পঞ্চশলাক, লতাপাতাদি প্রভৃতি বিচার,
কন্যার মাস ও বর্ষশুদ্ধি, দশ, দ্বাদশ ও ষোড়শ বর্ষীয়া কন্যা বিবাহের বিশেষ
বিচার পুরুষের যুগ্মাযুগ্মবর্ষে বিবাহের বিচার একোদরজাত দুইপুত্র অথবা
দুই কন্যার একবৎসর মধ্যে বিবাহ-বিচার ইত্যাদি বহুপ্রকার বিচার, এবং
নরনারীর বিশেষ বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত আছে। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

পীঠমালা-মহাতন্ত্র।

স্বয়ং মহাদেব পার্ব্বতীকে গুহ্য তন্ত্রের যে সকল উপদেশ দান করিয়াছেন,
তাহাই মূল ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত। ইহার বিষয় অনন্ত—প্রকৃত তত্ত্ব
যাহারা অবগত হইতে চাহেন, তাহারা গ্রহণ করুন। এক কথায়—সকল তন্ত্রের
রাজা পীঠমালা মহাতন্ত্র—ইহা শিববাক্য। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট, মূল্য ১।০
দেড় টাকা ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

"তারা-লাইব্রেরী" ১০৫, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

T. P. WORKS
CALCUTTA